যেমন মন্দর পর্ব্বতোপরি ব্রহ্মনির্ম্মিত মানস সরোবরে মরাল রাজ রাজীরাজিত হয়, এতদ্রূপ বেদস্বরূপ ধর্ম্মময় মানস সরোবর বর্ণনের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মার মনে উৎপন্ন বিধায় বেদকেও মানস সরোবর রূপে ব্যাখ্যা করাযায়, ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব চতুষ্টয়দিক্, উপবেদ সকল বিদিক্ অর্থাৎ কোণচতুষ্টয়। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই অবগাহনার্থ চতুষ্টয় ঘাট; শিক্ষাকল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, শিল্প, ব্যাকরণ ধর্ম্মসংহিতা ইতিহাস পুরাণাদি স্বরূপ বিমল † জলেতে আকীর্ণ, ন্যায় পাতঞ্জল, বৈশেষিক, মীমাংসা সাংখ্য বেদান্তাদি ষড়দর্শনবীচি অর্থাৎ তরঙ্গ, সালোক্য সাযুজ্য, সামীপ্য সারূপ্য মুক্তি চতুষ্টয়ই ‡ শৈবাল স্বরূপে ভাসমান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র বর্ণ চতুষ্টয়রূপে শ্বেতরক্ত পীতনীলাদি নলিনীষণ্ড মণ্ডিত, কৈরব, কোকনদ, কুমুদকহ্লার স্বরূপে চাতুরাশ্রম্য,

---

† জলের গুণ, পবিত্রকারক, শীতল, এবং মধুর, এখানে ধর্ম্মসংহিতা পুরাণাদিকেও তদ্গুণ বিশিষ্ট বলাযায, অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তে জীব অতি পবিত্র হয়। পুরাণকথামৃত শ্রুতিমুখে পান করিতে অতিশয় মধুর লাগে। এবং ভবতাপে তাপিত ব্যক্তিরা পুরাণশাস্ত্রালাপে অতিশয় শীতল হয়।

‡ যদ্রূপ শৈবালযুক্ত সরোবরে অবগাহন করিলে গাত্রেশৈবাললাগে তদ্রূপ ধর্ম্মময সরোবরে অবগাহন যে করে তাহার শরীরে মুক্তিরূপ শৈবাল [শেওলা] অবশ্যই লাগিবে তাহা কোন মতেই নিবারণ হইবেক না।

অর্থাৎ গৃহী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষুকাশ্রম চতুষ্টয়, হংস হংসী, সারস সারসী, দাত্যূহ দাত্যূহী, চক্রবাক চক্রবাকী, ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী, ভাস জলকুঃকুটাদি জলচর পক্ষী স্বরূপে চতুরাশ্রমী পণ্ডিতেরা শাস্ত্রীয় বিচারধ্বনী রূপ সাধুচিত্ত হরণ কারণ কলনাদ করিতেছেন, এবম্ভূত নানাবিধ জলচরাকীর্ণ বেদস্বরূপ ধর্ম্মময় মানস সরোবরে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা স্বধর্ম্মে ক্রীড়া পরায়ণা আছেন, সংপ্রতি কপটধর্ম্মী আধুনিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানিরা কূর্ম্মরূপে আমারদিগের সরোবর বলিয়া বেদোদিত সকল ধর্ম্মোপকরণের আকরকে বিনাশকরতঃ স্বপদে শ্বাপদবৎ অনর্থক ধার্ম্মিকেরদের চিত্তেমহান্ উদ্বেগজন্মাইতেছেন, ইহারদিগকে কূর্ম্মরূপে বর্ণন করিবার তাৎপর্য্য এই যে কূর্ম্মজাতির স্বতঃস্বভাব নির্মনুষ্য জলাশয়ে স্বকীয় চেষ্টায় হস্ত পাদাদি শিরঃ প্রভৃতি বাহির করিয়া যদৃচ্ছাবশে বিচরিত হয়, দৈবায়ত্ত কোন সময়ে যদ্যপি জনশব্দ শ্রুতিকূহরে প্রবেশ করে, তবে তৎক্ষণাৎ স্বীয়শরীরের মধ্যে হস্তপাদমস্তকাদি লুক্কায়িতকরতঃ মাংস পিণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট হয়, তদ্রূপ আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরদিগের স্বমত পুষ্টির চেষ্টায় যৎকালে বক্তৃতা বা লিপি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তৎকালে কূর্ম্ম ধর্ম্মীরূপে মুখব্যাদানে বক্তৃতা, এবং হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক লেখনী ধারণে লিপি প্রকাশ করিতে থাকেন, অঙ্গ ভঙ্গীক্রমে লিপি প্রয়োগের ঘটাই বা কত, অপিচ

সাধুসদাশয়দিগকেও নিন্দা করিতে অপেক্ষা করেন না, যদ্যপি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদিগের লিপি প্রতি কটাক্ষ বা, বক্তৃতার প্রতি আপত্তি আনয়ন করেন, তৎক্ষণাৎ কূর্ম্ম-বৎ গুপ্তাঙ্গ হইয়া আর প্রাণান্তেও তদাপত্তি খণ্ডনার্থ লেখনী ধারণ করেন না ফলিতার্থ ইঁহারা আপন মতে বক্তৃতায় বিলক্ষণ পটু কিন্তু বিচার করিতে চাহিলেই মৌনাবলম্বী হয়েন, সুতরাং ভাক্তজ্ঞানীদিগকে কূর্ম্মভানে বর্ণনায় কোন বাধা জন্মে না। এতৎ সময়ে হিম প্রদেশ জাত ইন্দুদ্বীপীয় কদর্য্য ধর্ম্মী মিশনরিগণেরা হিমশিখর জাত মদদৃপ্ত মাতঙ্গবৎ ভারতবর্ষস্থ ধর্ম্মারণ্যে বেদস্বরূপ মানস সরোবরে জলপানার্থ সমাগত হইয়া সমস্ত সরোবরকে আকুলিতকরতঃ বর্ণাশ্রমরূপ কমলোৎপল দলবলকে বিদলন করণার্থ সমুদ্যম করিয়াছেন করুণ, কিন্তু সামান্য পদ্ম নহে যে একালিন সমুলোৎ পাটন হইবে প্রচণ্ড করিকরাকর্ষণে শাখাপল্লবাদির কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইলেও হইতে পারে, ব্রহ্মনির্ম্মিত বেদময় মানস সরোবর-শায়ী বেদোদিত ধর্ম্মময় বদ্ধ মূলোৎপাটনের সাধ্য কি, আদি-কালাবধি একাল পর্য্যন্ত নিত্যই সরোবরে কমল কানন সুপ্রসন্ন আছে, এরূপ উৎপাত কতকতবার হইয়াছে, কিন্তু কমল কাননের কিছুমাত্র হানিহয়নাই, বরং উপাৎকারী খলেরাই রসাতলে গিয়াছে।

এক্ষণে কূর্ম্মরূপ কপটধর্ম্মী ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীরা বহির্ব্বিরোধভানে প্রচ্ছন্ন সৌহার্দ্দ্যে করিকর গ্রহণে বিগ্রহকরিতে প্রস্তুত হন, বস্তুতস্তু তদ্বিগ্রহ বিগ্রহই নহে শুদ্ধ ছলমাত্র, কারণ, তাঁহারদিগেরমানস, এই যে, সরোবর রক্ষকরূপে প্রত্যয় জন্মাইয়া, সংগ্রামছলে সরোবর জলে অবগাহন করিলে সহজেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বরূপ কমল কানন, একালীন বিদলন হইয়া যাইবেক, ইত্যভিপ্রায়জ্ঞা পরমহংসী স্বরূপা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ধর্ম্ম বিভ্রংশাভিশঙ্কায় শঙ্কমানা হংসরূপের পরিবর্ত্তে সংপ্রতি* গরুড় ধর্ম্মিণী হইয়া গজকচ্ছপগ্রাস করিতে যত্নবতী হইলেন, যদ্রূপ নিষাদ পল্লিভক্ষক পক্ষীরাজ গরুড়কে মহর্ষিকশ্যপ প্রজাপতি গজকচ্ছপ ভক্ষণ করিতে আদেশ করাতে সুপর্ণ সৌবর্ণ বর্ণ বলিত পন্নগারি, জগতের হিতার্থে সরোবর প্রদেশে সমাগমন পূর্ব্বক যুগলচরণ নখাগ্রে প্রকাণ্ড চণ্ড গজকচ্ছপকে কীটবৎ সংগ্রীত হইয়া গগনান্তরালে

---

* যদ্রূপ গরুড বিষ্ণুবাহন, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ও বিষ্ণুকে বহন করিতেছেন, তন্নিদর্শন ইহাঁর স্কন্ধোপরি [একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃ স্বরূপঃ] এই শ্রুতি দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন। অপর যদ্রূপ বিষাস্য সর্পজাতিকে গরুড় গ্রাস করেন, ইনিও তদ্রূপ খলাস্ত কারিণী হয়েন। ধর্ম্মপ্রতিকূল বাক্যকে বিষ বলাযায়, সেই বাক্যরূপ বিষ যাহারদিগে অধবেলগ্ন তাহারদিগকে বিষাস্যসর্পরূপ বলিতে হয়, এম্ভূত বিধর্ম্মীদিগকে নিয়তই তর্জ্জন করেন, সুতবাং গরুড বিশেষণে এতৎপত্র এক বিশেষ্য হইয়াছে।

উড্‌ডীয়মান হইলেন। কামগামী পতগবর কমঠ করিবর ভোজনার্থ মহীধরাগ্রগণ্য সুধন্য হিমশিখর জাত মহাবট শাখায় উপবেশন করাতে সহসা ভারাক্রান্ত হইয়া ন্যগ্রোধ শাখা বিভগ্ন হইয়াযায়, উক্ত শাখাগ্রাবলম্বিত উগ্রতপা মরিচীপা বালিখিল্ল্যাদি ষষ্টি সহস্র ঋষি তপোধর্ম্মে লগ্নছিলেন, ঋষিবিনাশ ভীতি প্রযুক্ত বিহগবর মুনিবৃন্দ সহিত প্রচ্যুত বটশাখাকে চঞ্চু পুটকে আকৃষ্ট হইয়া দেবাবাস কনক পর্ব্বতোপরি শাখা সংস্থাপন করতঃ রাক্ষসা বাস মানসোত্তরে খরতর নখরাগ্রপাতে করিকমঠ শরীরকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কবলীকৃত করেন, তদ্রূপ বামচরণ নখাগ্রে বিদ্ধ কূর্ম্মবৎ ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী, দক্ষিণ চরণ নখাগ্রে বিদ্ধ গজবৎ বলিষ্ঠ ক্রাইষ্টধর্ম্মী এবং ভারত বর্ষাখ্য বটশাখাকে তদাশ্রিত ঋষিবৃন্দ স্বরূপ ধর্ম্মাবলিকে চঞ্চুপুটকে আকৃষ্ট হইয়া প্রচণ্ড বায়ুবেগে চণ্ডপক্ষধারী দৈত্যারি বাহন বর সুধার্ম্মিক জনগণের হৃদয়াকাশে উড্‌ডীয়মান আছেন, এতাবৎ ধর্ম্মশাখা সংস্থাপনার্থ স্থান প্রাপ্ত্যভাবে গজকচ্ছপ গ্রাস করিতে পারেন নাই, অনুভব হয়, নিশ্চল হিমাচলবৎ কোন ধার্ম্মিকের বিশ্বাস স্বরূপ কনক পর্ব্বতোপরি ধর্ম্মশাখার সংস্থাপন করিতে পারিলেই প্রখরতর নখর স্বরূপ বজ্র লেখনী দ্বারা উভয় বিধর্ম্মী দলবলকে ছিন্নভিন্নকরতঃ কবলীকৃত করিতে সাবকাশ প্রাপ্ত হয়েন, এক্ষণে হরিহরানুকম্পাব্য-

তীত আর সত্য ধর্ম্ম রক্ষা হয় না অর্থাৎ ত্রিবিক্রমাবতার-
ধারী বিষ্ণু বামনাবতারে খল খর্ব্বকরতঃ খর্ব্বাকৃতি অখর্ব্ব
রূপে ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তদনু দেবাধিদেব মহাদেব
ত্রিপুরাসুর মর্দ্দনে ত্রিলোকের ধর্ম্মরক্ষা করিয়া দেবনাথ
নাম প্রাপ্ত হয়েন। বিশেষতঃ দেবনাথের দেবত্ব দেখিতে
বিস্তর বাসনা হয়, নচেৎ স্থানাভাবে পাক্ষীকী পক্ষি ধর্ম্মিণী
(চকোরবৃত্তধারিণী) নিরন্তর গগনে উড্ডীয়মানা হইয়া
চন্দ্রচন্দ্রিকা পানেই নির্ভর করেন। মত্যধর্ম্ম প্রদি এক-
কালেই দৃষ্টিবিরহ হইয়া যায়। অতএব হে স্বদেশ জাত
ভ্রাতৃগণেরা স্বস্বধর্ম্মে সাবধান হও, নিরর্থ অনিত্য বিষয়ে
আকৃষ্ট হইয়া হরিহরাদির আরাধনাভাবে নিত্যমুক্ত স্বভাব
সনাতন ধর্ম্মে বঞ্চিৎ হইও না। অর্থোপার্জ্জনের আসক্তিতে
অর্থকরি বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষার বাধা নাই। কিন্তু স্বজাতীয়
পরম ধর্ম্মের শৈথিল্য করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্মে চিত্তকে ধাব-
মান্ করিহ না, ধর্ম্মেরপর বন্ধু নাই, ধর্ম্মই জগৎকে ধারণা
করিয়াছেন, কদাপি ধার্ম্মিক ব্যক্তি অবসন্ন হয় না, ধার্ম্মিক
ব্যক্তিকেই সকলে বিশ্বাস করে, অধার্ম্মিকের প্রতি দয়া. কি
শ্রদ্ধা কেহই করে না, এক ধর্ম্মই পুরুষার্থ চতুষ্টয় সাধনের
কারণস্বরূপ হইয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই পুরু-
ষার্থ চতুষ্টয়ের প্রথমেই ধর্ম্ম, বিনাধর্ম্মে মানস সফল হয় না,
আদৌযথা বিহিত ধর্ম্মরক্ষা হইলে পর অর্থোপার্জ্জন অতি সহজ

হয়, কেন না ধর্ম্ম মূলক ধন ইহা জনশ্রুতি আছে, বিনাধর্ম্মে সঞ্চিত ধন ও রক্ষা করিতে পারে না, অধর্ম্মার্জ্জিত ধনৈশ্বর্য্য গন্ধর্ব্ব নগর ন্যায় ক্ষণ বিধ্বংশী, অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক কৌশলের ন্যায় স্বল্পকালে বিনাশ হয়, মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি বিদুর বাক্য। (অধর্ম্মেণৈব রাজেন্দ্র যতো ভদ্রাণি পশ্যতি স্বল্পকালে বিলীয়ন্তে আমপাত্র মিবাম্ভসা।) বিদুর মহাশয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছেন, যে হে রাজেন্দ্র, তুমি নিশ্চয় জানিহ কদাচিৎ অধর্ম্মে কল্যাণ হয় না, অধর্ম্মার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য স্বল্পকালেই বিনষ্ট হয়। যেমন কাঁচা মৃত্তিকার কলসীতে জল রাখিলে অল্পকালেই বিলয় হইয়া যায়, অতএব ক্ষণ ভঙ্গুর সুখার্থে অখণ্ড সুখকর ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিহ না, সর্ব্বতোভাবে পিতৃ পিতামহাদির আচরিত ধর্ম্মপথে সমারোহণ করহ।

তৈত্তিরীয় শিক্ষোপনিষদেও অনুশাসন করিয়াছেন, যথা (ধর্ম্মান্নপ্রমদিতব্যেতি) ধর্ম্মেতে প্রমাদ অর্থাৎ ধর্ম্ম ব্যাঘাৎ করিহ না, যদিও বিদ্যাচাতুর্য্যে হেতুবাদ কুশলজন্য ধর্ম্মাবস্থার খণ্ডন করিতে শক্তহও তথাপি কর্ত্তব্য নহে, কেননা ধর্ম্মেরকর্ম্ম অলৌকিক, লৌকিক যুক্তিতে তাহার নিরূপণ হইতে পারেনা, অর্থাৎ ভুজঙ্গ বদনোত্থিত কালকুট বিষ যাহা ভক্ষণে প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাকে বিষ নয় বলিয়া হেতুবাদদ্বারা খণ্ডন করিলে ফলেরহানিহয়না বাক্যে অমৃত হইবেকনা পরীক্ষায় বিষের কার্য্য অবশ্যই করি-

বেক, তদ্রূপ পিতৃ পিতামহাদির প্রচরিত ধর্ম্ম যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিতে বক্তৃতার হানি হইবেক না শুদ্ধ ধর্ম্ম হানি নিমিত্ত আপনারই বিনাশ হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মের ফল কেবল কথায় হয় না, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ফলে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন, যখন যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত অধর্ম্মানুষ্ঠানেচ্ছা লোকেতে লক্ষ হইবে তখন ধর্ম্মই তাহার কারণ অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য, কেননা তাহার পূর্ব্ব জন্মে এমত ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিলনা যে তদ্দ্বারা ইহজন্মে ধর্ম্মেতে দৃঢ়ানুরাগ হয়।

মহর্ষে কে কলৌধর্ম্মাঃ কিমাচারাশ্চ কীদৃশাঃ। বর্ণানা মাশ্রমা নাঞ্চ কিংকৃত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং॥ ১॥ অং॥

যথা বিহিত বিনয় পুরঃসর জাবালি ঋষি বেদব্যাস গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, যে, হে ঋষে, আগত কলিতে ধর্ম্মের অবস্থা কি, আচারই বা কিরূপ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বা কীদৃশ, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা কলিভয়ে পরিমুক্ত হইতে পারে। অনন্তর বেদব্যাস গোস্বামী উত্তর করেন।

ধর্ম্মেমতির্ভবতুবঃ সততোত্থিনাং সহ্যেক এব পরলোক গতস্য বন্ধুঃ। অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈ রপিসেব্যমানা নৈবাপ্ত ভাবমুপযান্তি নচস্থিরত্বং। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং॥

ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ উত্থিত হইয়াছ যে তোমরা, তোমাদিগের সততই ধর্ম্মে মতি হউক, সেই ধর্ম্মই একা পরলোক গত ব্যক্তির পরমবন্ধু, ধনদারাদি সেবায় নিতান্ত নৈপুণ্য হইলেও তাহারা আপ্তভাবে আপন্ন হয় না, এবং হইলেও চিরস্থায়ী

থাকেনা। অর্থাৎ সর্ব্বথা ত্যাজ্য হয়, কেবল অত্যাজ্যরূপে ইহ পরকালের সাহায্য ধর্ম্মই করিয়া থাকেন। তথাহি

ধর্ম্মঃ সনাতনঃ সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদামুনে। ধর্ম্মএব পরোবন্ধুঃ পিতামাতা পিতামহঃ। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং॥

হেজাবালে, সদা সর্ব্বতঃ প্রকারে সকলের সত্য সনাতন এক ধর্ম্মই সেবনীয় হইয়াছেন, (সনাতন ধর্ম্ম) পদে যথাবিহিত বেদোদিত ধর্ম্ম নচেৎ ধর্ম্ম সঙ্কুলাতায় ম্লেচ্ছাদি ধর্ম্ম পর নহে, যেহেতু তাহাতে অনেকানেক প্রকার অসদাচার আছে, নিশ্চিত ধর্ম্মই পরমবন্ধু, ধর্ম্মই পিতা, ধর্ম্মই পিতামহ, অর্থাৎ ধর্ম্মই আত্মারূপে সর্ব্বঘটে বিরাজমান আছেন। তথাহি

সদসৎ কর্ম্মণাং দ্রষ্টা ধর্ম্মএব সনাতনঃ। ধর্ম্মেমতিঃ পরোলাভ স্তস্যাহপচয়োন্যথা। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং॥

ইহ লোকে সদসৎ কর্ম্ম যে কেহ করিয়া থাকে, তাহার দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ সনাতন ধর্ম্ম। অতএব সেই সনাতন ধর্ম্মে যে মতি হয়, সেই পরম লাভ, তদন্যৎ ধর্ম্মে বিতৃষ্ণাই অপচয় জানিবেন। তথাহি

সাচাতুরী চাতুরীযা ধর্ম্মরক্ষা কবীভবেৎ। সহস্রো পদ্রবৈর্যুক্তে। যোধর্ম্মং নজহাতিহি। সধীর উচ্যতে সদ্ভির্ধর্ম্মহাত্মাত্মহা মতঃ। ধর্ম্মপুরাণং॥

মনুষ্যমাত্রের সেই চাতুরীই চাতুরী যাহাতে আপনাকে ধর্ম্ম বর্জ্জিত না করে, (এক্ষণকার নূতন সভ্যেরা চতুর হইয়া

যাহাতে জনচিত্ত হইতে ধর্ম্ম শ্রদ্ধা অন্তর হয়, তাহাতেই বিশেষ চাতুর্য্য করিয়া থাকেন।) ধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে ধার্ম্মিক ব্যতীত অন্যে পারে না সহস্রং উপদ্রবে অবিভূত হইয়াও যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করে, বিচক্ষণ সাধুগণে, অর্থাত্ বিদ্বান সুসভ্যেরা তাহাকেই পণ্ডিত বলিয়া উক্ত করেন, আর যাহারা লোভে কি মোহে কি কুসঙ্গামোদ নিমিত্তে, অথবা, তাচ্ছল্য করতঃ ধর্ম্মের হানি করে, তাহারদিগকেই আত্মাঘাতী বলিয়া শাস্ত্রে অনুশাসন করিয়াছেন। তথাহি

ধার্ম্মিকোযত্র তত্তীর্থং ধার্ম্মিকো নিরুপদ্রবঃ। নাধর্ম্মেরমতাং বুদ্ধি র্যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং॥

যে স্থানে ধার্ম্মিকের বাস সেই স্থানই তীর্থ, অর্থাৎ অতি সুপবিত্র, ধার্ম্মিক ব্যক্তির আপদোত্থান হয় না, যদি হয় কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট করিতে পারেনা, অধর্ম্ম দ্বারা কদাপি ইষ্টফল লাভ হয় না, সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অধর্ম্মে প্রবৃত্তি করেননা, যেহেতু যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয় হয়, অধর্ম্মে ক্ষয় ব্যতীত জয় হয় না। মহাভারতেও কহিয়াছেন, (যতো ধর্ম্ম স্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয় ইতি) যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেই খানেই জয়, অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়েন, তাঁহার প্রসন্নতায় জয়ের কি অপেক্ষা থাকে।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গত ১৭৭৩ শকাব্দীয় চৈত্র মাসে শরীরস্থ পঞ্চভূতের গুণ এবং তদুৎপন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করাগিয়াছে, অত্রপত্রে বহিঃস্থ ভুতাদিতে বস্তুর উৎপত্তি লিখিতেছি, অর্থাৎ যদ্রূপ মনুষ্যাদির শরীরে শোণিত শুক্র জাত তাবৎ ধাতু তদ্রূপ বাহিরেও দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু পিণ্ডীকরণ কারীজল, কাঠিন্যে অগ্নি, যদিও মৃত্তিকার গুণ কাঠিন্য তথাপি সেই মৃত্তিকার কাঠিন্য ভাব অগ্নিমূলক হয়, কেননা অগ্নি জল ব্যতীত শরীরোৎপত্তির অন্য প্রকার নাই সুতরাং এস্থলে অগ্নির গুণকে কঠিন বলিয়া ধৃত করিয়াছেন, বিপর্য্যয়ে কঠিন হইতে তরলাত্মক জলও জন্মে, এবং দ্রবাত্মক জলহইতেও ভূম্যাত্মক কাঠিন্য গুণ হয়, অর্থাৎ জলীয়ভাগ শুক্র তাহাতে অস্থিসঞ্চয় হয়, বহ্ন্যাত্মক শোণিতও জলরূপে গলিত হইয়া যায়, যথা স্বর্ণ রৌপ্য শীশক, লৌহ, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, প্রভৃতি জলাত্মক বী- র্য্যে উৎপন্ন। তথাহি আগম সারে

> পারদং শিববীর্য্যংস্যাদ্বহ্নিবীর্য্যং সুবর্ণকং। রৌপ্যং সারস্বতং বীর্য্যং দেব্যাবীর্য্যঞ্চ গন্ধকং। হরিতালং হরেবীর্য্যং ইন্দ্রবীর্য্যন্তু শীশকং। লৌহং প্রেতপতেবীর্য্যং তাম্রং ধর্ম্মস্যবীর্য্যকং॥

পারদ অর্থাৎ পারা মহাদেবেরবীর্য্য অগ্নিবীর্য্য স্বর্ণ, সরস্বতী অথবা বৃহস্পতিবীর্য্য রৌপ্য, দুর্গাবীর্য্য, গন্ধক, হরিবীর্য্য হরিতাল, ইন্দ্রবীর্য্য শীশক, যমবীর্য্য লৌহ, ধর্ম্ম-

বীর্য্য তাম্র, ইত্যাদি ধাতু সকল জলীয়াংশে উৎপন্ন, তাহার প্রমাণ, পারদ ভক্ষণে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, যেহেতু জলরূপী শিব, সৌবর্ণে উষ্ণতা তৎকারণ বহ্নিবীর্য্য হয়, সরস্বতী প্রভব রৌপ্যের সাম্যগুণ হয়, গন্ধকে গাত্রকণ্ডূ এবং পারদ ভক্ষণ জন্য শরীর দোষের মার্জ্জনা করে যেহেতু বুদ্ধিস্বরূপা দুর্গার বীর্য্য শিববীর্য্যের সাম্যকারী হয়, হরিতালে বাতাধিক্য করে, কারণ সত্ত্ব গুণাত্মক বিষ্ণুবীর্য্য, শীশক ও রঙ্গ পুষ্টি কারক, যেহেতু জগৎ পোষ্টা ইন্দ্রের বীর্য্য, লৌহশীতল কফ বৃদ্ধি করে, যেহেতু যমেরবীর্য্য, অপর সংহার কারীও হয়, তাম্র শরীরস্থ দুষ্ট শোণিত শোধন করে, কেননা ধর্ম্মের বীর্য্য। তদপেক্ষা শুদ্ধিকারক কেহই নাই, ইত্যভি প্রায়ে শরীর সংস্থাবর্ণনে নাড়ী চক্র বর্ণন করিবার প্রয়োজন হইল।

অপিচ। যদ্রূপ চন্দ্র সূর্য্যাত্মক জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তদ্রূপ রক্ত বীর্য্যাত্মক শরীরেও সমুদয় ক্রিয়া সম্পাদন হয়, বহির্ব্রহ্মাণ্ডে মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে এক সম্বৎসর, সেইরূপ দেহাভ্যন্তরে ব্রহ্মরন্ধ্রাদি দ্বাদশ দ্বারে চন্দ্র সূর্য্যের ভ্রমণকে রাশিসংজ্ঞায় উক্ত করাযায়, যে রূপে দ্বাদশ লগ্নে চন্দ্র সূর্য্যের প্রত্যহ গতি হয়, সেই রূপে হৃদি, শিরসি, শিখা, নেত্র, কবচ, অস্ত্র, অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জণী, মধ্যমা, অনামিকা কণিষ্ঠা করতলাদিতে মনোনয়নের অভিগতিকে সঞ্চার রূপে কহাযায়, যদ্রূপ বাহিরে দিবারাত্রি দুই ভাগে বিভক্ত তদ্রূপ শরীরস্থ জাগ্রৎ ও নিদ্রাবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত হয়, দিবার

অধিপতি সূর্য্য, রাত্রির অধিপতি চন্দ্রমা, সেই রূপ রক্তাধি-ষ্ঠানে জাগ্রদবস্থা, শুক্রাধিষ্ঠানে নিদ্রাবস্থা হয়। যথা তন্ত্রা-ন্তরে (স্বাপকালে নিশাপ্রোক্তা জাগ্রৎকালে দিবাস্মৃতেতি) পুনরপি তন্ত্রান্তরে।

দিবা ন পূজয়েদ্দেবিরাত্রে নৈবচ নৈবচ। সর্ব্বদা পূজয়েদ্দেবি দিবারাত্রো ন পূজযেৎ॥

দিবাতে পূজা করিবেক না এবং রাত্রিতেও পূজা কর্ত্তব্য নহে। এতৎ শ্লোকার্থে পূজার কাল প্রাপ্ত হওয়াযায় না ফলিতার্থ সর্ব্বদাই পূজা কবিবার বিধি, এই দিবারাত্রিপদে সামান্য দিবারাত্রি নহে, মূলাধারস্থা, কুলকুণ্ডলিনীর জাগ-রণকে দিবা নিদ্রাবস্থাকে রাত্রি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, স্থূল শবীরে তৎপ্রতি বোধার্থে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি দেখাইয়া ছেন, যথা (স্বাপকালে বামবহা জাগরে দক্ষিণা বহেতি) কুলকুণ্ডলিনীর নিদ্রাকালে বাম নাসিকায়, জাগ্রৎকালে দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস নির্গত হয়, এতদর্থে বাম পার্শ্বস্থা ঈড়া না-ড়ীতে বায়ু বহিলে রাত্রি, দক্ষিণ পার্শ্বস্থা সূর্য্যরূপা পিঙ্গলা নাড়ীতে নিশ্বাস বহিলেই দিবা হয়। এরূপ দিবসে পূজা কর্ত্তব্য ইহা অতন্ত্রিত দিবারাত্রি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, সুতরাং যদ্রূপ সূর্য্য চন্দ্রাধিষ্ঠানে বাহিবে দিবারাত্রি, তদ্রূপ ঈড়া পিঙ্গলায় স্বাসপ্রশ্বাসে শরীরাভ্যন্তরেও দিবারাত্রি হইতেছে এবং দি-বার মধ্যেও পূর্ব্বাহ্লাধিপতি চন্দ্র, অপরাহ্লাধিপতি সূর্য্য, নচেৎ বেদোদিত সন্ধ্যোপাসনায় ত্রিসন্ধ্যা উক্ত কেন হইয়ছে,

দিবাবসানে সায়ংসন্ধ্যা, নিশাবসানে প্রাতঃসন্ধ্যা, এতদ্দ্বয় সন্ধিকাল ব্যতীত কোন বিবেচনায় মধ্যাহ্ন কালের সন্ধ্যা সংজ্ঞা হয়, সুতরাং সূর্য্য চন্দ্রের সংমেলন কালকে সন্ধ্যা বলে, শরীরস্থ শোণিত শুক্রের সংমেলন কালের সন্ধিসংজ্ঞা জানিবেন, তদনুমাসকেও শুক্লকৃষ্ণ পক্ষসংজ্ঞায় দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শুক্লপক্ষে চন্দ্র ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যকে অধিপতি করিয়াছেন, এইরূপ শরীরাভ্যন্তরে শোণিত শুক্রের দুইভাগকে শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যদ্দ্রপ বৎসরের দক্ষিণায়ণের চন্দ্র, উত্তরায়ণের সূর্য্য অধিপতি হয়েন, তদ্দ্রপ জীব মাত্রের জীবীতাবস্থাকে অয়নভাগে বিভাগ করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ বয়সকে চন্দ্রাধিষ্ঠিত রূপে দক্ষিণায়ণ, পরার্দ্ধ বয়সকে সূর্য্যাধিষ্ঠিতরূপে উত্তারায়ণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং অয়নদ্বয়কে দেবযান ও পিতৃযান বলিয়া শাস্ত্রে কহে, মনুষ্যের অবস্থাদ্বয়ও যানদ্বয় অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা পিতৃযান, পরার্দ্ধাবস্থা দেবযান হয়, যেহেতু জন্মাবধি পঞ্চাশৎ বৎসর অর্দ্ধভাগ তাহাতে গার্হস্থ সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদনকরা কর্ত্তব্য, একারণ দক্ষিণায়ণ রূপে পিতৃযান বলেন, উত্তর পঞ্চাশৎ বৎসর মরণাবধি পরমাত্মোপাসনার্থ সংসারে বৈরাগ্য হইয়া যান প্রস্থ হয়, এতন্নিমিত্ত তদবস্থাকে উত্তরায়ণ রূপে দেবযান বলিয়া খ্যাত করেন।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫৪ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩১ বৈশাখ বুধবার

বর্ত্তমান ইন্দুদ্বিপীয় সভ্য অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় মিশনরিগণেরা এবং এতদ্দেশজাত আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিরা, যে বেদোদিত কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, ইহা আপনারাই স্বমুখে বক্তৃতা করেন, কিন্তুঅন্যকোন ব্যক্তি এতদ্বিষয়ের উক্তি করিলেই তাঁ-হারদিগের সম্বন্ধে কটূক্তি প্রয়োগ করা হয়। তন্নিমিত্ত যথা তথা বাচনিক কহিয়া থাকেন, " যে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

পত্রিকা প্রকাশকেরা, আমারদিগের প্রতি অতিশয় কোপিত আছেন, তাহার কারণ আমরা তাঁহারদিগের মত অনিত্য যাগ, যজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ড দেবদেবীর অর্চ্চনা হরি সংকীর্ত্তনাদি এবং পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করি না” উত্তর, ইহা আধুনিক সভ্যেরদিগের ভ্রান্তি, কেননা এতন্নিমিত্ত তাঁহারদিগের প্রতি অস্মদাদির প্রকোপিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই, তদন্যৎ বলিষ্ঠ আর কোন কারণও দেখিতে পাইনা, তবে শাস্ত্রসিদ্ধ যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাস শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করেন না, ইহা মনুষ্যেতর তির্য্যগ্যোনিগত অর্থাৎ পশু পক্ষি কীট পতঙ্গাদি জীবেরাও করেনা, তদ্রূপ তাঁহারাও না করিলেন তন্নিমিত্ত আমারদের কোপের বিষয়, কি।

দ্বিতীয়তঃ। হড্ডীপ কিরাত অর্থাৎ অপকৃষ্ট ধাঙ্গড় প্রভৃতি জাতিরা মদ্য মাংস ভোজন পূর্ব্বক অবৈধ দ্রব্য সকল আহার করিয়া থাকে, এবং গ্রাম্যবরাহ প্রভৃতি পশ্বাদিরাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ অমেধ্য বস্তু সকল আহার করে যথা শাস্ত্রমত প্রসিদ্ধাহারে পরাংমুখ, তন্নিমিত্ত কি, তাহারদিগের প্রতি আমরা কোপ করিয়া থাকি।

তৃতীয়তঃ। অজ মেষাদি পশুদিগের যোনি সম্বন্ধ বিচার নাই, অপর বিরুদ্ধা বিরুদ্ধ সম্পর্কের গৌরব রাখেনা, এবং শাস্ত্র সিদ্ধ কন্যাপাণি গ্রহণ করেনা। তদর্থে আমারদিগের ক্রোধের প্রয়োজন, কি।

চতুর্থতঃ। ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক বন্য জন্তুরা ধর্ম্ম শাস্ত্র জানে না এবং আহারের রুচিতা প্রযুক্ত গোমহিষাদির মাংস ভক্ষণ করিয়া সুতৃপ্ত হয়, তন্নিমিত্ত, কি, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর প্রতি আমারদের ক্রোধ করা উচিত হয়।

পঞ্চমতঃ। যদ্রূপ কলবিঙ্ক অর্থাৎ কাকপক্ষীগণে বিনাব গাহনে শৌচাশৌচ বিচার রহিত, এবং বিবেচনা শূন্য সূর্য্যোদয় হইতেই অবৈধ বস্তু আহারে নিযুক্ত হয়, সেইরূপ যদি কেহ আহার ব্যবহারাদি করে করুক, তন্নি-মিত্ত আমরা কোপিত কেন হইব।

ষষ্ঠতঃ। তির্য্যগ্যোনিগত পশু পক্ষ্যাদিরও বেদোদিত বিহিত সংস্কারাদি নাই, এবং ঈশ্বররূপেও ঈশ্বরজ্ঞান রহিত অপর ধর্ম্মশাস্ত্রাদিকে কদাপি মান্য করেনা, তদর্থে আমারদিগের অপচয়, কি।

সপ্তমতঃ। পশু পক্ষীগণে অনূঢা কি, ঊঢা, এবং বিধবার বিচার না করিয়া যে স্ত্রী প্রতি অভিমত হয় তাহা-কেই রত্যর্থে ভার্য্যাভাবে পরিগ্রহ করে, তন্নিমিত্তে শাস্ত্র-মর্য্যাদার হানিনাই, এবং আমারদিগেরই বা কোপের সম্ভব, কি।

অষ্টমতঃ। শাস্ত্র দৃষ্টে বৈধাবৈধ আহারের বিচার না করিয়া রসনাভিযোগে ভালনাগিলেই পশুগণেরা আহার

করে নচেৎ পরিত্যক্ত হয়, হউক, তদর্থে অস্মদাদির ক্ষতি বৃদ্ধি, কি।

নবমতঃ। যদ্রূপ তির্য্যক্ যোনিগত অর্থাৎ পশু পক্ষীরা বৈধস্নানে পরাঙ্মুখ, শুদ্ধ শরীর পরিচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত জলাদিতে অবগাহন করে, সেইরূপ অবগাহন করিয়া যাহারা সুখী হয়, হউক, তাহাতে আমারদের কোপ, কি।

আমরা কি, অনাচারি দেখিলেই কোপ করি এমত নহে, শুদ্ধ মনুষ্যাবয়বধারীকে পশুবৎ অনাচারি দেখিলেই কারুণ্য উপস্থিত হয়, সুতরাং বিচক্ষণ পারদর্শীদিগের উচিত যে এরূপ ভ্রষ্টাচারিগণকে সদুপদেশ করেন, তাহাতে কোপভাব দর্শন করা বিশেষ দৃষ্টিহীন ব্যক্তিতেই সম্ভব হয়। নিন্দকের স্বভাবস্বতন্ত্র, তাহারদিগের নিকট কোন বিষয়েই নিস্তার হইতে পারে না, একালে ইংরাজীমতে যে কর্ম্ম করে তাহাই ভাল, অন্যৎ নিন্দার আকর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা কেবল অজ্ঞের নিকট বিজ্ঞ ব্যক্তির ধর্ম্ম সোপান হইতে পাদস্খলিত হয় না, শুদ্ধ কতিচিদ্বৎসরের নিমিত্ত জীবন ধারণে অধ্রুব কর্ম্মকৃৎ পুরুষেরা পশ্বাদি পদে অভিষিক্ত হয় এইমাত্র, যদ্যপি এতদ্রূপ ধর্ম্ম বহির্মুখ কদর্য্যাচারি মনুষ্যেরা পশ্বাদি পদের বাচ্যনা হয়, তবে এতৎ সংসারে পশুপদ বাচ্যে প্রয়োক্তব্য কে হইবে। অতএব হে বিচক্ষণেরা ক্ষণকালের নিমিত্ত ধরণী মণ্ডলে আসিয়া ধর্ম্মবর্জ্জিত হইও না, ধর্ম্মই

পরম মঙ্গলায়তন, ধর্ম্মে মতি স্থিরথাকিলে মনুষ্যের কদাপি আপদুত্থান হয় না, ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন। যথা

গৌরেকং পঞ্চব্যাঘ্রী সিংহীসপ্ত প্রসূয়তে। হিংসকাঃ প্রলয়ং যান্তি ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং। পুরাণং

গাবী এক পুত্র, সিংহী সপ্ত, ব্যাঘ্রী পঞ্চ পুত্র এক গর্ব্ভে প্রসূতা হয়, হিংস্রক ভাবপ্রযুক্ত ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রলয় প্রাপ্ত হয়, হিতৈষী ভাবজন্য গোসকল এই পৃথিবীতে ব্যাপ্তময় হইয়াছে, অর্থাৎ অধার্ম্মিকের প্রলয় ধার্ম্মিকেররক্ষা ধর্ম্মই করেন। তথাহি

ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে সুতঃ। ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে গেহং ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ধনং। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণং॥

ধর্ম্মার্থে দার গ্রহণ কেবল ইন্দ্রিয় সুখার্থে নহে, অর্থাত্ (সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেদিতি) শাস্ত্রান্তরে স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কহিয়াছেন। ধর্ম্মার্থে পুত্রোত্পাদন কেবল আত্মপোষণ নিমিত্তে নহে। যথা (পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনং) ধর্ম্মার্থে গৃহ করিবে শুদ্ধ আপনার নিবাসার্থে নহে। অর্থাৎ গৃহস্ত ব্যক্তিরা নিয়ত দৈবপৈত্র কর্ম্মে এবং অতিথী সেবা পরায়ণ হইবেক, নচেৎ পক্ষ্যাদিরাও স্ত্রী পুত্র গৃহাদি করিয়া থাকে, ধন সঞ্চয় ও ধর্ম্মার্থে করিবেক, কেবল আত্মায়াসে আত্মোদর পূরণ নিমিত্তে নহে। অর্থাৎ (দত্তভুক্ত ফলং ধনমিতি ভারতে) ভোগ এবং দানে ধনের সাফল্য কহিয়া-

ছেন, (শাস্ত্রান্তরে তন্নষ্টো যন্নদীয়তে) সেই ধন নাশ যাহা দান না করাযায়, অতএব ধর্ম্মমূলক কর্ম্ম করিলে অবসন্ন হয় না। তথাহি

ধর্ম্মার্থেধ্রিয়তে দেহো ধর্ম্মার্থে সুস্থিরা মহী। ধর্ম্মার্থে বর্ষতীন্দ্রোপি ধর্ম্মার্থে তপতেরবিঃ। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণং॥

ধর্ম্মার্থে দেহধারণ কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগার্থে নহে। ধর্ম্মার্থে এই পৃথিবী সুস্থিরা হইয়াছেন, ধর্ম্মার্থে ইন্দ্রবর্ষণ করেন, তাহাতে শস্যাদি উৎপত্তি হয়, কেবল ভরণার্থ নহে, সূর্য্যদেব ধর্ম্মার্থে উদয় করেন কেবল দিবা করেন এমত নহে। অর্থাৎ প্রাতঃকালে উদয় সন্ধ্যাকালে অস্ত ইহা দেখিয়া ধার্ম্মিক জীব সকল যথা বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, যথা সন্ধ্যাবন্দনা জপ যজ্ঞাদি দ্বারা ভগবদুপাসনায় নিযুক্ত হয়েন, বৈরাগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রত্যহ সূর্য্যোদয় দর্শনে আত্ম পরমায়ু ক্ষয় দৃষ্টে অনিত্য দেহগেহাদির মমতা শূন্য হইয়া পরব্রহ্মে লগ্ন হয়েন, মূঢ় ব্যক্তিরা সূর্য্যোদয়ে দিনক্ষয় উপলব্ধি না করিয়া দিবা বৃদ্ধি স্বীকারে আনন্দিত হয়, অর্থাৎ আমার ইয়ৎ সংখ্যক বয়স হইল, যাহা ঋণ দিয়াছি মাস গেলেই তাহার বৃদ্ধি পাইব, এবং দাস বৃত্ত্যোপজীবীরা মাসাবসানে মাসিক বেতন পাইবার প্রত্যাশা করে, ইহা মনে ভাবেনা যে সামান্য আয়ের যত্নে বিশেষ ব্যয় হইয়া

যাইতেছে, সুতরাং ধার্ম্মিকেরা জানেন যে ধর্ম্মার্থই সূর্য্য-দেব দীপ্তিমান হয়েন। তথাহি

নামুত্রংহি সহায়ার্থং পিতামাতাচ তিষ্ঠতি। ন পুত্ত্রদারমজ্ঞাতি ধর্ম্ম স্তিষ্ঠতি কেবলঃ। ২২৯। মনুঃ ॥ ৪ অং ॥

পরলোক সহায়ার্থ পিতা মাতা পুত্র কলত্র জ্ঞাতি কেহই স্থির থাকেন না, কেবল এক ধর্ম্মই তৎকালে সাহায্যে অবস্থিতি করেন, অতএব সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য করণীয়। তথাহি

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে। একোহনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃত মেকএবচ দুষ্কৃতং। ২৪০। মনুঃ ॥ ৪ অং ॥

জিবমাত্রেই একাজন্মে, একাই বিনাশকে প্রাপ্ত হয়, একাই সুকৃত দুস্কৃত ভোগ করে, সুতবাং ধর্ম্মাস্থা রহিত হইয়া কাহার প্রতি গাঢ়ানুরাগ করা কর্ত্তব্য নহে, কেহ যদি সংসার মোহেনিতান্ত আকৃষ্ট হইয়া অপকৃষ্ট চৌর্য্যাদি বৃত্তিদ্বারা ধনোপার্জ্জন করতঃ সংসারের প্রতিপালন করে, তাহাতে সুখভোগে ভোক্তা সকলেই শুদ্ধ দুষ্কৃত ভোগ তাহাকেই করিতে হয়, লৌকিকেও দৃষ্ট হইতেছে, যে সংসার ভরণার্থে চুরি করিয়া ধৃত হইলে সংসারস্থ সকলে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু রাজদণ্ড পাইতে চৌর্য্যকর্ত্তাই প্রাপ্ত হয়। একারণ সাবধান করা যাহাইতেছে, যে একধর্ম্মই জীবের পরম বন্ধু আর সকলেই বিমুখতাচরণ করে। তথাহি

মৃতং শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ। বিমুখাবান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি। ২৪১। মনুঃ॥ ৪ অং॥

কাষ্ঠ লোষ্টবৎ মৃত শরীরকে মহীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া পরিবারেরা বিমুখ হইয়া গমন করে, কিন্তু পরম করুণাময় ধর্ম্ম তৎকালে পরিত্যাগ করেন না, সর্ব্বথা তাহার সহিত অনুগমন করেন, অর্থাৎ (মমায়ং পুত্র, মমেয়ং কন্যা, মমেদং ধনং) আমার এই পুত্র, আমার এই কন্যা, আমার এই ধন, ইত্যাকার জ্ঞান মহামায়ার কার্য্য, ইহারা সম্পৎ কালে আপনার হয়, মুমূর্ষু ভয়ঙ্কর কালে সহায়ার্থ গমন করা দূরে থাকুক্ কাষ্ঠলোষ্টবৎ শ্মাশান ভূমিতে ত্যাগ করিয়া পবিত্রার্থ আপনারা স্নান করতঃ গৃহের মঙ্গল অন্বেষণা করে, অতএব সাবকাশকালে জীবের ইহা স্মরণ করা উচিত হয়, যে যখন শ্মশান ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে তখন কর্ত্তাভিমান তাঁহার কোথায় স্থান প্রাপ্ত হইবে? তথাহি

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহাযার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ। ধর্ম্মেণহি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং। ২৪২। মনুঃ॥ ৪ অং॥

অতএব পরলোক সাহায্যে অল্পেং ধর্ম্ম সঞ্চয় করা জীবের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য, যেহেতু ধর্ম্মের সহায়ে দুস্তর তম পার হইতে পারে, অর্থাৎ দেহাবসানে তম স্বরূপ নরক নিস্তার হইতে ধর্ম্মই পরম কারণ হইয়াছেন।

ধর্ম্মপ্রধান পুরুষং তপসাদগ্ধ কিল্বিষং। পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণং। ২৪৩। মনুঃ ॥৪ অং ॥

তপস্যাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে পাতক এমত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আকাশ শরীরী, দীপ্তিমান পরলোক স্বরূপ প্রধান পুরুষ ব্রহ্মকে, এক ধর্ম্মই প্রাপ্ত করান, আকাশ শরীরী ব্রহ্মের বিশেষণ, অর্থাৎ আকাশ ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক, স্বচ্ছ, নির্ম্মল, একারণ কদাপি ব্রহ্মকেও খশরীরী বলিয়া শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন, এতদর্থে বিনাধর্ম্মে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইতে পাবে না। এক্ষণে ধর্ম্মশ্রদ্ধা বিরহিত হইয়া যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেছেন, তাঁহারদের মোক্ষপদ বেদাতিরিক্ত ইহা, কে, না অঙ্গীকার করিবেক। অতএব, ধর্ম্মসঙ্কুলার্থে সদ্ধর্ম্মের নিরূপণ মহাভারতে বনপর্ব্বে পাণ্ডবতীর্থ যাত্রাতে শোন কপোতীয়ে। যথা

ধর্ম্মংযোবাধতে ধর্ম্মোনসধর্ম্মঃ কুধর্ম্মতৎ। অবিরোধেতু যোধর্ম্মঃ সধর্ম্মঃসত্য বিক্রমঃ। ভারতং ॥

যে ধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম বাধ হয় সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে তাহাকেই কুধর্ম্ম বলিয়া জানিহ, অবিরোধেতে যে ধর্ম্ম রক্ষা হয় সেই সত্যধর্ম্ম। যদি বল, ধর্ম্ম রক্ষা কবিতে হইলেই বিচার করিতে হইবে তন্নিমিত্ত কি, সদ্ধর্ম্মকেও কুধর্ম্ম বলিবে, উত্তর তদর্থে মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। যথা

বিরোধেষু মহীপাল নিশ্চত্য গুরু লাঘবং। নবাধা বিদ্যতে যত্র তদ্ধর্ম্মং সমুপাচরেৎ। ভারতং॥

বিরোধোপলক্ষে অর্থাৎ বিচার করতঃ ধর্ম্মের গুরু লঘুর নিশ্চয় করিয়া যাহাতে কোন ধর্ম্মে বাধা না জন্মে এমত ধর্ম্মকেই সত্যধর্ম্ম বলিয়া সমাচরণ করিবেক। এতদর্থে মীমাংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের যে ধর্ম্ম সে কুধর্ম্ম, যেহেতু সাকার শ্রুতিকে বলবতী রাখিয়া নিরাকার শ্রুতিকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন না, তদনুরোধে সাকার প্রতিপাদক শ্রুতিউচ্ছেদ করাতে যাগ-যজ্ঞাদি সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের বিরোধ করিতেছেন, সুতরাং অবিরোধে তাহারদিগের ধর্ম্মরক্ষা হয় না এহেতু সে ধর্ম্মকে কুধর্ম্ম বলাযায়, ইহাতে সগুণোপাসকদিগের ধর্ম্মে কোন ধর্ম্মের বাধা জন্মে না যেহেতু নিরাকার শ্রুতিবাধ না করিয়া তৎপ্রাপ্ত্যর্থে সগুণোপাসনায় সোপান স্বরূপ যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন ধর্ম্মেরি ব্যাঘাৎ নাই, সুতরাং তদ্ধর্ম্মকে সনাতন সত্যধর্ম্ম রূপে অনুষ্ঠানকরা কর্ত্তব্য। এবং ম্লেচ্ছ ও যবনাদির ধর্ম্ম অত্যন্ত কুধর্ম্ম যেহেতু তাহারা অপক্ষপাতী নহে, খড়্গ দর্শনও অর্থলোভ প্রদর্শন করাইয়া বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করে, তাহাতে অধীন ব্যক্তি হিতাহিত বোধ করিয়াও করিতে পারেনা, হেতুবাদ কুহকে চিত্তহইতে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অন্তর

করিয়া দেয়, অথচ তাহারদিগের ধর্ম্মে হেতুবাদ প্রদর্শন করাইলে তন্নিরাস করিতে অক্ষম হয় তথাপি মান্য করে না, অন্য ধর্ম্মে দোষ দর্শাইতে না পারিয়াও তন্মত গ্রহণ করেনা, তাহার প্রমাণ ক্রাইষ্ট ধর্ম্মীরা নিরন্তর নির্দ্দোষ বৈদিক ধর্ম্মে দোষারোপকরতঃ জঘন্য ক্রাইষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ সুষ্ঠু চাতুর্য্য করিতেছে, ইহাকে শাস্ত্রসিদ্ধ কুধর্ম্ম বলা অসঙ্গত নহে, বৈদিক জাতীয়েরা তাহারদের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া আপন ধর্ম্মযাজন করেন, বরং তাহারদিগের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের ব্যাঘাৎ না করিয়া তাহাতেই আপনারদিগের ধর্ম্ম প্রমাণ করেন, অর্থাৎ বাইবেলে যর্দ্দনকে পুণ্যানদী কহে, হিন্দুশাস্ত্রেও গঙ্গাদিকে পুণ্যা নদী বলেন, ইহাতে যাহারা যর্দ্দনকে পুণ্যা বলিয়া গঙ্গাকে নিন্দাকরে তাহারদিগের পক্ষপাতী ধর্ম্মে ধর্ম্মের বিরোধ হয়, সুতরাং ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম কুধর্ম্ম ইহা সম্যকরূপে নিশ্চয় হইল। অপিচ

তাঁহারদিগের ধর্ম্ম উত্তম হয় হউক এবং যীশু খ্রীষ্ট পরিত্রাণকর্ত্তা হয়েন, হউন, তাহাতে হিন্দু জাতীয়েরা বিদ্বেষ করেননা, তদ্ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া হিন্দুদ্বীপীয় ম্লেচ্ছগণেরা ক্রাইষ্টের উপাসনা করেন, করুন তাহা নিবারণ কেকরে, কদাপি হিন্দুরা এমত কহেন না, যে তোমারদিগের ধর্ম্ম কিছু নয়, তোমরা ক্রাইষ্ট ধর্ম্মত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে প্রবিষ্ট হও, কিন্তু ক্রাইষ্ট ধর্ম্মীরা হিন্দুধর্ম্মেরদ্বেষকরতঃ ক্রাইষ্ট

ধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করেন, সুতরাং যে ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় তাহাকে কুধর্ম্ম অবশ্যই কহিতে হয়। বিশেষতঃ কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে বরপরীক্ষার্থ কন্যা-কে বহু পুরুষান্তরের সঙ্গকরায়, পরীক্ষোত্তীর্ণ মনোমত হইলে বিবাহ করে, এমত ধর্ম্মকে কুধর্ম্ম বলাযায়, অপিচ যাহারদিগের কন্যাগণে অনূঢ়াকালে পুরুষান্তবগমনে গর্ভ-বতী হইলে তদ্গর্ভ শ্রাব করাইতে সকলের সম্মতি হয় তাহারদিগের ধর্ম্ম যে কুধর্ম্ম ইহাতে সংশয় কি। এবং যাহারদিগের যোষিতের পতিবিয়োগানন্তর ভর্ত্তান্তব গ্রহণকরি লেও পতিব্রতা ধর্ম্মহানি হয় না তাহারদিগের ধর্ম্ম হইতে কুধর্ম্ম আর কি আছে, অপরঞ্চ, যৌবনাবস্থ পুত্র সত্বে পুত্র স্নেহের শৈথিল্য প্রযুক্ত যে দেশের স্ত্রীলোকেরা বিবাহ করিয়া ভর্ত্তান্ত-রের গৃহেশ্বরী হয়, এবং পুত্রগণেরাও মাতার পত্যন্তর দর্শনে ঘৃণাযুক্তও লজ্জিত না হয়, তাহারাই পশু ধর্ম্মী তদ্ধ-র্ম্মকে বিধর্ম্ম জ্ঞানে সদ্ধর্ম্মীরা অবশ্যই ত্যাগকরেন, অপিচ, পাত্রাপাত্র বিবেচনাহীন, মলমুত্রাদি শৌচরহিত, ও চাক্ষু ষত্যক্ষ মলমার্জ্জক হড্ডীপাদির পাচিত অন্ন ভোজনে যাহার দিগের ঘৃণানাই তাহারদিগের যে ধর্ম্ম সেই কুধর্ম্ম, ইহা আমুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারাযায়।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

অধুনা শরীরস্থা নাড়ীসকলের সংস্থাবর্ণন করিতেছি, যাহাতে এই স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরের অবস্থিতি হইতেছে, মনুষ্যেতে সম্যক্ নাড়ীতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে না যেহেতু সকল নাড়ী বাহ্য চক্ষুর গোচরীভূতা নহে, তেজঃ স্বরূপা (৭২০০০) দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী অতি সূক্ষ্মা তাহা জানিতে হইলেই জ্ঞানচক্ষুর আবশ্যক করে, জ্ঞানচক্ষুপদে (শাস্ত্রচক্ষু) ঐ সূক্ষ্মানাড়ী সকলকে অবলম্বন করিয়া জীবের শরীর ধারণ হয়, তদভাবে দেহের অভাব হইয়া যায়, যাঁহারা প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া আত্মাভিমান করেন তাহাদিগের উচিত আদৌ নাড়ীতত্ত্বজ্ঞ হয়েন। সন্ধিবন্ধন বৎরজ্জু স্বরূপা যে সকল নাড়ী তাহাই জীবিত ও মরণাবস্থায় মনুষ্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষহয়, তদ্দ্বারা স্থূল শরীরেরও লক্ষ হয়, এবং ক্ষতাদি পীড়ায় অস্ত্র চিকিৎসাও করিতে পারে, তেজস্বরূপা সূক্ষ্মা নাড়ীকে শাস্ত্রদৃষ্টে দেখিয়া তদবস্থার নিরূপণ করিতে সক্ষম হইলে আধ্যাত্মিক জ্বরাদি পীড়ার উত্তম চিকিৎসা করিতে পারাযায়, আদৌ দেহযাত্রার কারণভূতা সুসুম্নাদি নাড়ী চক্র বর্ণন করিতে বাধিত হইলাম। যথা

অণ্ডাধাবস্তুকংকাল আবভ্য গুদমূলতঃ। দ্বাত্রিংশজ্জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রন্থিনো বর্দ্ধতে সদা। জ্ঞানভাষ্যে॥

গুহ্যমূল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডই মস্তক শরীরের আধারভূত হয়েন, এই শরীরের জ্ঞান ও বিজ্ঞান বন্ধমোক্ষের কারণ, অর্থাৎ ষোড়শ ২ ভাগে বিদ্যা এবং অবিদ্যা দ্বাত্রিংশৎ গ্রন্থিবন্ধন করিয়াছেন, ইহাসামান্য বন্ধন নহে, যে অনায়াসে মুক্ত হওয়াযাইবেক, তন্নিমিত্তে কঠিন যোগাভ্যাস করিতে হয়। ফলিতার্থ সম্যক নাড়ীতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইতে না পারিলে যোগাভ্যাসকরা হয় না, অতএব নাডীজ্ঞান বিষয়ক কিঞ্চিল্লিপি প্রকাশ করিতেছি। যদ্রূপ বহির্ব্রাহ্মাণ্ডে সার্দ্ধ ত্রিকোটিতীর্থ, অর্থাৎ নদী সকল স্বর্গ মর্ত্য পাতালে প্রবাহ বতী আছেন, তদ্রূপ মানব শরীবের খণ্ডত্রয়ে সার্দ্ধত্রিকোটি নাড়ীও প্রবাহবতী হইয়াছে, যেমন বহির্ব্রহ্মাণ্ডে ভূর্লোক ভুর্বলোক স্বর্লোক তিন খণ্ডে বিভক্ত সেইরূপ মানব দেহও তিন খণ্ডে বিভক্ত। যথা

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃপাদৌ ভুবর্লোকশ্চ নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতিবালোক কল্পনা। ভাগবতং॥ ২ অং॥

মনুষ্য শরীরের নাড়ী মণ্ডলের অধঃপাদ পর্য্যন্ত ভূর্লোক, নাভি অবধি কণ্ঠা পর্য্যন্ত ভুবর্লোক, কণ্ঠা অবধি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত স্বর্লোক, যদ্রূপ স্বর্গাদি তিনলোকে নদীপ্রবাহ হয়, তদ্রূপ মস্তকাবধি পাদ পর্যন্ত নাড়ীপ্রবাহ আছে, এবং বৈদিক জাতীয় বৈদ্য, ও হিন্দুস্থানীয় চিকিৎসক হকীম, ইন্দুদ্বীপীয় ডাক্তরেরাও, শরীরকে তিন খণ্ডে বিভক্ত

করিয়া কহেন, যে নাভির অধঃপাদ প্রদেশ পর্য্যন্ত বায়ুখণ্ড, নাভির ঊর্দ্ধ্ব কণ্ঠাপর্য্যন্ত পিত্তখণ্ড, কণ্ঠার ঊর্দ্ধ্ব মস্তক শ্লেষ্মা খণ্ড, সুতরাং তিন খণ্ডে বিভক্ত শরীরকে পৌরাণিকেরাও স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সংজ্ঞায় কহেন, এবং নাড়ী সকলকে নদী-রূপ ব্যাখ্যা করিয়া তিনলোকে প্রবাহবতী রাখিয়াছেন, অর্থাৎ আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত ঋজুবক্রাভিগতি দ্বারা নাড়ী সকল রসরক্তাদিকে বহন করেন, অধিকার ভেদে পীড়া জন্মিলে সাধ্যাসাধ্য যাপ্যরূপে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কফজসাধ্য, বাতজ অসাধ্য, পিত্তজযাপ্য, কিন্তু সকলের প্রবাহক বায়ু, সুতরাং এস্থলে বায়ুর প্রাধান্য অঙ্গীকার করাযায়, অর্থাৎ নাড়ীজাল স্বরূপ দেহে পরমাত্মা বায়ুরূপে অহরহ বিচরণ করি-তেছেন, যেমন উর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়শা স্বকৃত জালে পরিভ্রমণ করে, যখন এই শরীরকে নাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন মৃত্যুরূপে ক্রমেগ্রাস করিতে থাকেন, যদ্রূপ মাকড়শা ইচ্ছা-পূর্ব্বক জালসৃষ্টি করিয়া অনিচ্ছার সমুদয় জালকে গ্রাসকরে যথা শ্রুতিঃ (যথোর্ণনাভি সৃজতে গৃহ্ণতেচ) পরমাত্মা প্রাণরূপী হইয়াও মৃত্যুকালে নানাবিধ রোগরূপে বিভক্ত হয়েন, যদ্রূপ জাল ব্যতীত মাড়কশা ভ্রমণ করিতে পারেনা, তদ্রূপ নাড়ীজালের অভাবে বায়্বাদিরও দেহমধ্যে বিহরণ হয়না, সুতরাং নাড়ী চক্রকে জানিবার অত্যন্ত প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মুল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টিকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইযা পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫৫ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা সর্ব্বদাই বক্তৃতাকরেন, যে গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা অর্চ্চনা এবং যাগযজ্ঞাদি ব্রতোপবাস, তীর্থাবগাহন, স্তবকবচাদি পাঠ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা হয় না, তিনি আছেন ইহাভাবনা করিলেই উপাসনাকরা হয়, এই অভিপ্রায়ে শকাব্দা ১৭৬৮ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও অনেক লিপিপ্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরাও ঐ শকের ফালগুন মাসীয় "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকায়" বিধিমতে

উত্তর লিখিয়াছিলাম, তাহা অনেকদিবস অবসান হওয়াতে প্রাচীন পাঠকদিগের স্মরণ না থাকিতেপারে, অপর নবীন পাঠকগণের দৃষ্টিগোচরই হয়নাই, যেহেতু তৎপত্রিকা এক্ষণে দুস্প্রাপ্যা, তন্নিমিত্ত অত্রপত্রে তত্তৎ প্রস্তাব পুনরদ্ধৃত করতঃ পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইতেছি, যথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়াং।

১ প্রস্তাব। পরমেশ্বরের নিকট স্তব ও প্রার্থনা করিলে উপাসনা হয় না। কারণ, কার্য্যকারণের ঘটনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে অবশ্যই হইবে, তাহাতে আমার প্রার্থনাতে যে নিরারিত হইবে এমত বিষয়কি"।

উত্তর। এতদভিপ্রায়ে শান্তিপুষ্ট্যাদি স্বাস্ত্যয়নিক কর্ম্ম প্রবৃত্তির ব্যাঘাৎ করাই তাঁহাদিগের তাৎপর্য্য, নচেৎ স্তব প্রার্থনাদি কর্ম্মের বিফলতা জানাইবার আবশ্যকতা কি, যদ্যপি আপদুত্থানকালে ঈশ্বরের নিকট স্তব, কি, প্রার্থনা, অথবা অর্চ্চনাদি করিলে উপকার না হয়, তবে পরকাল নিস্তারার্থে তদুপাসনার প্রয়োজনাভাব, তন্নিয়মানুসারে যাহা হইবার তাহাই হইবে জীবের ব্যাকুলতায় কি হইতে পারিবে, সুতরাং ইহা হইলে তাঁহার সত্তার প্রতিনির্ভর করিবারও কোন প্রয়োজনথাকেনা, অতএব নিশ্চয়জানিবেন শুদ্ধ অখণ্ড নিয়মেনির্ভর করিলেই নাস্তিক হইতেহয় ইহা কে না কহিবে, আপদ সম্পদ নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় ফল

প্রাপ্তির প্রত্যাশা যদি নাথাকিত, তবে তাঁহার উপাসনা করিতে কে বাধিত হইত ইহাতে শ্রুতি সম্মত (সর্ব্বকাম পূর) তাঁহার নামের বৈফল্য হয়। বিশেষতঃ লৌকিকে ও দেখিতেছি, যে সামান্যতঃ প্রত্যাশা নাথাকিলে কেহ কাহাকে মান্য, বা, স্নেহ করে না।

অপিবা। রোগোৎপত্তিকালে অথবা বাত বজ্রাদিভয়োপস্থিতে কিম্বা জলমগ্নাদি আপৎকালে যদি আত্মরক্ষার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় তাহার প্রতীকার না হয়, তবে (খপুষ্পবৎ) ঈরের বিপত্তারক নামের অলীকত্বে প্রসজ্জা হয়। অতএব, বিপত্তারণার্থ তৎপ্রতিঘাত ঔষধাদি অন্যান্য উপায় দ্বারা চেষ্টা এবং পরমেশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা এতদুভয়েরই কর্ত্তব্যতা, ইহা শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে, যে পুরুষকার দ্বারা দৈবফলদ হয়, নচেৎ অখণ্ডনিয়মে যাহা হইবার তাহাই হইবে উপায় দ্বারা নিবারণ না হয়, তবে মনুষ্য মাত্রেরই শরীরস্থ ইন্দ্রিয় ঈশ্বর নিয়মে সদসৎ কর্ম্মের কারণহইয়াছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়কে অসৎকার্য্যে নিবারণ করিয়া সৎকার্য্যে যুক্ত করিবার প্রয়োজন কি, এবং করিলেই বা সিদ্ধ কি প্রকারে হইবে, সুতরাং নবীনসভ্যদিগের মতে অসৎকার্য্যও অনিবারিত রূপে সর্ব্বজাতীয় শাস্ত্রের মর্ম্মচ্ছেদক হয়, কেননা ইন্দ্রিয় সংযম করিতে সকল শাস্ত্রেই অনুশাসন করিয়াছেন, তাহা অনর্থক বর্ণনা হইয়া যায়, অন্যদপি

উপাসনার বিষয়ে ঐ শকের মাঘমাসীয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিয়াছেন, যথা।

"হে পরমাত্মন্, শুভকে অশুভজ্ঞান করিয়া তোমার নিকট যদি তাহা প্রার্থনা নাকরি, তথাপি তাহা আমারদিগকে প্রদান কর, শুভজ্ঞানে অশুভকে প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে নিরস্ত থাক, এবং আমার দিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত কর"।

নব্যসভ্যের দিগের এতৎ প্রার্থনা সূচক লিপি প্রায়োগেই উপরোক্ত যুক্তির একাকলিন খণ্ডন হইয়াছে, কেননা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনামতে অশুভকালে শুভফল যদ্যপি সিদ্ধ হইতে পারে, তবে রোগাদি উপস্থিত সময়ে আরোগ্য প্রার্থনায় স্বাস্ত্যয়নিক কর্ম্মে ঈশ্বরের নিকটপ্রার্থনায আপদে উদ্ধার হইতে কেন, নাপারিবে, যে মহাত্মারা আত্মার নিকট এরূপ শুভ প্রার্থনা করেন, তাঁহারদিগের কি রোগাদিশান্ত্যর্থে দেব স্বস্ত্যয়ন দ্বারা পরমেশ্বরের নিকট স্তবও প্রার্থনা করা সঙ্গত হয় না, কেন নিরর্থক ঈশ্বরারাধনায় বিমুখতা চরণ করিয়া ইহ-পরকালে বঞ্চিত হয়েন। অপর আরও লিখিয়াছেন যথা তত্ত্ববোধিনী পত্রে।

"পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ দ্বারা অথবা বিনতি স্তুতি করিলেই তাঁহার উপাসনা হয় না,। কেবল তাঁহার স্বরূপ

চিন্তা এবং তাঁহার আজ্ঞা অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করাই তাঁহার মুখ্য উপাসনা হয়"।

যদ্যপি ঈশ্বরের নামোচ্চারণ ও বিনতিস্তুতি করিলে উপাসনা না হয়, তবে আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মবাচক শব্দকে নিরন্তর উচ্চারণ কেন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারদিগের বিশেষ উপকার কি হইতে পারিবেক, যদ্যপি তদাজ্ঞা প্রতি পালন করা কর্ত্তব্য হয়, তবেই বেদোদিত ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করণের বিধি প্রাপ্ত হওয়াগেল, আজ্ঞাপদে নিয়ম অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়মে ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যথেষ্টাচার পূর্ব্বক তাহারদিগের বলবৃদ্ধি করিয়া তদ্বশে কালযাপনা করাতে ঈশ্বর নিয়মের প্রতিপালন কবাবলেনা, নিয়মাজ্ঞা পদে বেদোদিত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃত্যাদিত যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড দেবদেবীর অর্চ্চনা তীর্থাবগাহন পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণ নামসংকীর্ত্তনাদি এবং শমদমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ বিদ্যাসাধনের অঙ্গ তদনুষ্ঠানেই ঈশ্বরাজ্ঞা প্রতিপালন করা হয়, এবং উপসনা বিষয়ে পুনরুক্ত করিয়াছেন। যথা

"সুগন্ধি পুষ্প ও প্রাতঃকালের সূর্য্যদৃষ্টি করিয়া এবং ভোজন দ্বারা ক্ষুধারনিবৃত্তি ও শরীরতৃপ্তি বোধ ইহার স্রষ্টা ঈশ্বর ইত্যাকার জ্ঞান করিলেই তাঁহার উপাসনা হয়"।

উত্তর। কেবল সুগন্ধি পুষ্পাদি ও প্রাতঃকালের সূর্য্য, ও ভোজন দ্বারা ক্ষুধাশান্তি এবং শরীরতৃপ্তি ইত্যাদির স্রষ্টা

পরমেশ্বর তদন্যৎ দুর্গন্ধ, কি গন্ধরহিত পুষ্পাদি, অপর সায়ং মধ্যাহ্নাদির সূর্য্য বা সূর্য্যাভাসরহিত অন্ধকার এবং ক্ষুধাপিপাশাদি দ্বারা শরীরের অতৃপ্তি এসকলের স্রষ্টা কি পরমেশ্বর নহেন, কেবল সুগন্ধি পুষ্পাদি দেখিলেই তৎস্রষ্টা পরমেশ্বর বলিলেই উপাসনা করা হইবেক, যখন সৃষ্টিকার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে উপাসনা হয়, তখন তৎস্মরণার্থ প্রতিমা দর্শন করিয়াও তো এমত বিবেচনা করাকর্ত্তব্য যে ঈশ্বরের স্মরণার্থ এই প্রতিমা নির্ম্মিতাহইয়াছে, সুতরাং তদ্দর্শনে তাঁহার স্ফূর্ত্তি না হইবার বিষয় কি, বরং সৃষ্টিকার্য্য দেখিযা তৎস্ফূর্ত্তির অনেক গোলযোগহয়, প্রতিমা দর্শনে আশু তাঁহাকে স্মৃতিপথে আনয়ন করে, লৌকিকেও দেখিতেছি যে কোন ব্যক্তির প্রতিকৃতি করিয়া রাখিলে দৃষ্টি মাত্রেই সে ব্যক্তিকে স্মরণ হয়, যদ্যপি আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানিদিগের এরূপ চিত্তস্থির হইয়া থাকে অর্থাৎ সুগন্ধি পুষ্পাদি দেখিয়া তাঁহাকে মনে স্মরণ করিতে সক্ষম হয়েন, তবে এতৎ সুলভ উপাসনা সত্বে প্রণবাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ধারণে কল্পিত ব্রহ্মসমাজে গিয়া উচ্চ মঞ্চোপরি মিশনরিদিগের পুলপিটের ন্যায়উচ্চকাষ্ঠাসনে দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্ধবাহু করতঃ (হে পরমেশ্বর তুমি সর্ব্বব্যাপী তুমি আমারদিগের ভরসা এসভার উন্নতিকর ইত্যাদি সকাম বক্তৃতা সূচক চিৎকার করিয়া উপাসনা করার প্রয়োজন কি,) বিশেষতঃ যাঁহারা সভার উন্নতি

করিবার কামনায় নিতান্তব্যগ্র, তাঁহারদিগেরকি নিতান্ত নির্গু
ণোপাসক বলিতে লজ্জাবোধ হয় না। হা, পরমেশ্বর, ঈদৃক্
নাস্তিক সৃষ্টি করিয়া ইঁহারদিগকে ইংলণ্ডাদিদেশে প্রেরণ
না করিয়া এই সুপুণ্যভারতবর্ষস্থ যজ্ঞীয়দেশে সংস্থাপন কেন
করিয়াছ, ইহাঁদিগের মতে আরপিতা মাতাদির সেবা পরি-
চর্য্যা পুত্রেরা করিবেক না, যেহেতু জন্মদাতা ইহাঁরদিগের
দ্বারা পৃথিবী দেখিয়াছি এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতঃ মুখে
কহিয়া নিশ্চিন্ত হইবেক আর সেবা পরিচর্য্যার আবশ্য কি,
যদ্রূপ বিশ্বকর্ত্তা জগদীশ্বরের সৃষ্ট আমরা বলিয়া নিশ্চিন্ত
হইতেছেন। ব্রাহ্মেরদিগের মতে উপাসনা হইলে লোকের
দিগের পাপাশঙ্কা দুরীকৃত হইয়া সৎকর্ম্মে জলাঞ্জলিদিয়া
জন সকলে দুষ্কৃত কর্ম্মে কেন নিরস্ত থাকিবেক, অতএব
ঈশ্বরসন্নিধানে যে যে প্রার্থনা করে, তাহার সে প্রার্থনা তিনি
অবশ্যই পরিপূর্ণ করেন, নতুবা তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞও কৃপাবান,
কামপূর কোন মতেই বলাযায় না, তবে ব্রাহ্মেরা যে মান্য
করেননা তাহাতে এই বোধহয় যে পরমেশ্বরের সহিত ইহাঁর
দিগের নিভৃতে পরামর্শ হইয়া থাকিবেক, নচেৎ তাঁহার
মনের কথা ইঁহারা কি প্রকারে অনুসন্ধান করিলেন।

অথ ধর্ম্মরহস্যে শিষ্টাচার কথনং।

কর্ম্মশূদ্রে কৃষির্বৈশ্যে সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়েস্মৃতঃ। ব্রহ্মচর্য্যন্তপো মন্ত্রাঃ সত্যঞ্চৈবতু ব্রাহ্মণে॥ মহাভারতে বনপর্ব্বং॥

শিষ্টাচার সম্মত সেবাদিকর্ম্ম শূদ্রের, কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যের, সংগ্রামবৃত্তি ক্ষত্রিয়ের, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা এবং বেদাধ্যয়ন ও সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রাহ্মণের সহজ কর্ম্ম হয়।

প্রশাস্তি রাজা ধর্ম্মেণ স্বধর্ম্ম নিরতাঃ প্রজাঃ। বিকর্ম্মাণশ্চ যে কেচিৎ তদ্যুনক্তি স্বকর্ম্মসু॥ বনপর্ব্বং॥

রাজার কর্ম্ম ধর্ম্মদ্বারা স্বধর্ম্মে নিয়ত প্রজাদিগের শাসন করিবেন, যেকেহ বিকর্ম্মস্থ হইবেক অর্থাৎ নিয়ত কদর্য্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারদিগকে স্বধর্ম্মে যুক্ত করিবেন। নচেৎ ধর্ম্মসংকরতা প্রযুক্ত দেশোপপ্লবের ঘটনা হয়।

অথ রাজদোষ কথনং।

অভিচারান্নরেন্দ্রাণাং ধর্ম্মঃ সংকীর্য্যতে মহান্। অধর্ম্মোবর্দ্ধন্তে চাপি সংকীর্য্যন্তে তথাপ্রজাঃ। উরুণ্ডা বামনাঃকুব্জা স্থূলশীর্ষা স্তথৈবচ। ক্লীবাশ্চান্ধাশ্চ জায়ন্তে বধিরা লুপ্তলোলুপাঃ। পার্থিবানা মধর্ম্মেণ প্রজানা মভবৎসদা॥ বর্ণপর্ব্বং॥

রাজাদিগের অভিচারে ধর্ম্ম সংকীর্ণতাকে প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্করতা হয়। তদ্দোষে অধর্ম্মের বৃদ্ধি এবং প্রজা

সংক্ষয় হয়। অপিচ পাপ লক্ষণাক্রান্ত প্রজার উৎপত্তি হইতে থাকে যথা, উরুণ্ড অর্থাৎ স্ফীত মুষ্কাদি, (বামন) খর্ব্বাকৃতি, (কুব্জ) কুজা, ব্যঙ্গ, কাণ, খঞ্জাদি, (স্থূলশীর্ষ) শরীরাপেক্ষা বৃহৎ মস্তক, এবং অক্রুপ্রভৃতি, (ক্লীব) নপুংসক অন্যৎ কাপুরুষ অকৃতিজ্ঞ, সত্যবিহিংসক, নিন্দক, ধর্ম্মকর্ম্মাদির প্রমাদকর্ত্তা, যাহাকে নগ্ন অর্থাৎ যণ্ডবলে। অন্ধ, বধির অর্থাৎ কালা, লুপ্ত (অর্থাৎ) লুপ্তচূড়ক যাহাকে টাকপড়া বলে, লোলুপ অর্থাৎ লোভী। এই সকল পাপাত্মা দুষ্টান্তঃক-রণবিশিষ্ট প্রজা রাজাদিগের অধর্ম্মে জন্মে, অতএব যাঁহারা রাজা হইবেন তাঁহারদিগের উচিত অধর্ম্মকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি বর্ণের যথা বিহিত ধর্ম্মে বর্ণ সকলকে সংস্থাপন করা। নচেৎ ধর্ম্মসংকরতা হয়।

নপাপং প্রতিপাপঃ স্যাৎসাধুরেব সদাভবেৎ। আত্মনৈবহতঃ পাপো যঃপাপং কর্ত্তুমিচ্ছতি॥　বনপর্ব্বং॥

সাধুকর্ম্ম দৃষ্টে সাধুকর্ম্মকরা কর্ত্তব্য, পাপের প্রতি পাপকরা কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ উত্তম বংশীয়ব্যক্তি যদৃচ্ছাবশে অধর্ম্ম কর্ম্ম করে তদ্দৃষ্টে অধর্ম্ম কর্ম্ম করণীয় হয় না, সাধুব্যক্তিরা নিষেধ করিবেন, যেহেতু সাধুর ধর্ম্ম পাপের প্রতিপাপ করেন না, যে ব্যক্তি নিষেধ নামানিয়া অধর্ম্মাচার দৃষ্টে অধর্ম্ম ক-

রিবে তাহাকে নিবারণ কে করে, যে ব্যক্তি পাপ করিতে ইচ্ছাকরে সে আপনা হইতেই আপনি হত হয়।

কর্ম্মচৈতদসাধূনাং বৃজিনংনামসাধুবৎ। নশ্রদ্দধানা ধর্ম্মস্যতেন শ্যন্তি নসংশয়ঃ॥ বনপর্ব্বং॥

অসাধু ব্যক্তিরা অসাধু কর্ম্ম সকলকে সাধুকর্ম্ম বলিয়া যদি সমাচরণ করে, তবে সেই সকল কর্ম্ম তাহারদিগের বৃজিনের অর্থাৎ পরকালের ক্লেশের নিমিত্ত হয়। এবং যথার্থ ধর্ম্মে-তে যাহারা অশ্রদ্ধা করে তাহারা অবশ্যই নাশ হয় ইহাতে সংশয় নাই।

অর্থাৎ অপকৃষ্ট কর্ম্মা অসাধুপদেরবাচ্যহয়, তাহারদিগের স্বতঃস্বভাব আপনাকে সাধুবৎ জানাইয়া অসাধু কর্ম্মকে সাধু কর্ম্মরূপে পরিগ্রহকবে এবং করায়, সেই সকল কর্ম্ম শুদ্ধ দুঃখের নিমিত্ত, তদুপদিষ্টিহইয়া যাহারা অসাধু কর্ম্মের সমাচ রণ করে, তাহারা বিনাশ হইবে ইহাতে সংশয় নাই। দুষ্টান্তঃকরণ ব্যক্তিই অসাধু অর্থাৎ অভব্য সেই অভব্য ব্য-ক্তিরা সাধুদিগকে বঞ্চনা করিবার কারণ সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্নরূপে আপনারদিগকে সাধুরূপে জানায় যদ্রূপ মহাভারতে বন-পর্ব্বে রামাখ্যান প্রস্তাবে সীতাহরণ সময়ে প্রচ্ছন্ন যতিবেশী রাবণের প্রতি উক্ত হইয়াছে। যথা

অভব্যোভব্যরূপেণ ভস্মচ্ছন্ন ইবানলঃ। যতিবেশ প্রতিচ্ছন্নো জিহীর্ষুস্তামনিন্দিতাং॥ বনপর্ব্বং॥

অভব্য ভব্যরূপে অর্থাৎ অসাধু সাধুরূপে ভস্মচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় রাবণ সীতাহরণ নিমিত্ত যতিবেশে প্রতিচ্ছন্ন হয়। এক্ষণে সেইরূপ অসাধুজনেরা আপনারদিগের কদর্য্যাচারাদিকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিরন্যায় গোপন রাখিয়া বাহিরে বিলক্ষণ সাধুতা জানায়। এই ভব্যপদে বস্ত্রাদির পরিচ্ছিন্নতায় কেবল সুবেশধারী ব্যক্তিকে বলেনা। যাহারা সাধুবৃত্ত অর্থাৎ লোকবঞ্চনাদি কদর্য্য কার্য্যের সমাচরণ না করেন তাঁহারাই ভব্য।

বর্ত্তমান কালে তাহার দুই দৃষ্টান্ত স্থল আছে, আদৌ নবীন ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মারা অন্তরস্থ ভাবকে অন্তর্হিত রাখিয়া বাহিরে পরমজ্ঞানীরূপে জানান তাঁহারদিগের মনের কথা এই যে যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হইলে তাঁহারা অপকৃষ্ট ব্যতীত উৎকৃষ্টপদে উত্থিত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান যে সত্যধর্ম্ম তাহাতে আচ্ছাদিত. হইয়া অসত্যকামনা পূরণার্থে অর্থাৎ আপনারদিগের সমধর্ম্মীরূপে দলবৃদ্ধি করণ নিমিত্তে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎহৃদি সংকল্পের গোপন করিয়া বেদোদিত সত্যধর্ম্ম ব্যাজে জনসকলকে অপকৃষ্ট অসাধুপদে আনিতেছেন. যেমন কদর্য্য কর্ম্ম অর্থাৎ সীতাহরণ করা রাবণের সংকল্প, কিন্তু তৎকর্ম্ম সাধনার্থ সাধুবেশ ধারণ করিয়াছিল, অতএব নষ্টের স্বভাব এইরূপ চিরকাল প্রথিত আছে।

২ দ্বিতীয়, চিরপ্রসিদ্ধ অসভ্য, অসাধুবৃত্ত অসত্যাচারী কদর্য্যকর্ম্মা প্রতারক ম্লেচ্ছজাতীয়েরা আপনারদিগের মনঃস্থ সংকল্পের পূরণার্থ অভব্যতাকে ভব্যরূপে প্রতিচ্ছন্ন করিয়া আপন অভিলাষের সিদ্ধিকরে। অর্থাৎ সর্ব্বজাতির অপেক্ষা তাঁহারাই সভ্যভব্য জ্ঞানীদয়াশীল ইত্যাদি সাধুবৃত্তজানাইয়া লোকের চিত্তাকৃষ্ট হইয়া পরে স্বকীয় স্বভাবের কার্য্যকরে, যেমন রাবণ স্বীয় অভব্য রূপকে ভব্যব্রতিরূপে আচ্ছন্ন করতঃ স্বকার্য্য সাধনানন্তর অর্থাৎ সীতাহরণানন্তর স্বরূপে প্রকাশ পায়, সেই রূপ ক্রাইষ্ট ধর্ম্মী মিসনরিগণেরা প্রথমতঃ বালকদিগের চিত্ত ভূল্লাইবার নিমিত্ত বাক্যে, কি, ব্যবহারে পরম সাধুরূপে আপনারদিগকে জানান, এবং খ্রীষ্টিয়ান করণের পূর্ব্বে কতইবা তোষামোদ দ্বারা সৌহার্দ্দ প্রকাশ করেন, তৎকালে বালকেরা প্রচ্ছন্ন সৌহার্দ্দে বাধিতহইয়া সাহেবদিগকে পরমসজ্জন বলিয়া জানে। অনন্তর কৃতকার্য্য হইলে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান মতাবলম্বী করণানন্তর স্বীয় দুর্জ্জনতা প্রকাশ করিতে থাকেন অর্থাৎ সেরূপ যত্ন ও সৌহার্দ্দ ও তোষামোদ থাকেনা, অবশেষে বিনাপরিশ্রমে জীবন ধারণার্থে যথাকালে এক গ্রাস অন্ন প্রদানও করেন না, সুতরাং চিরপ্রসিদ্ধ অসাধু ম্লেচ্ছগণকে যে২ ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়াছেন সেইং ব্যক্তিই বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়াছেন, এক্ষণে যাঁহারা করিতেছেন ও করিবেন তাঁহারা ও বিপৎ পরিত্রাণ হইতে কদাপি পারিবেন না।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

মানব শরীরে স্থূল সূক্ষ্মরূপে সার্দ্ধত্রিকোটিনাড়ী, সেই সকল নাড়ী বিভাগক্রমে সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়াছে, তাহার পরিজ্ঞান না হইলে যোগাভ্যাস, এবং চিকিৎসক দিগের চিকিৎসাকর্ম্ম সম্পন্ন হয় না, তন্মধ্যে কতক নাড়ী চক্ষুর্গোচরীভূতা, কতক জ্ঞানগম্যা। যাঁহারা চক্ষুগোচরা তাঁ-হারা স্থূলা, সেই সকল নাড়ী সন্ধিবন্ধন রজ্জুবৎ শবচ্ছেদনে দৃশ্যাহয়েন, যাঁহারা জ্ঞানগম্যা তাঁহারা সূক্ষ্ম ধাতুময়ী তেজস্বরূপা কেবলজ্ঞান দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া অবস্থা নির্ণয় করিতে হয়, শবচ্ছেদনে দৃশ্যাহয়েন না, সেইসকল নাড়ী প্রধানা, তৎপ্রভাবে স্থূলানাড়ী প্রবাহবতীহয়, অতএব চক্র পদ্মাদি তন্মধ্যে সংলগ্ন আছে, মুমূর্ষু কালে তাঁহারা ক্ষয় পায়েন, শুদ্ধ জীবিতাবস্থায় যোগবলে যোগীরাই অবলোকন করেন, এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতিবোধনার্থ আদৌ নাড়ীচক্র লিখিতে বাধিত হইলাম, যথা যামলাদি নানাতন্ত্র এবং বেদোপনিষদ ও আয়ুর্ব্বেদের প্রমাণ ধৃত করিতেছি। যথা

সার্দ্ধত্রিকোট্যোনাড্যোহি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চদেহিনাং। নাভিকন্দনিব দ্ধাস্তা স্তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ স্থিতাঃ॥ ইতিচক্রে॥

দেহিদিগের শরীরে স্থূলসূক্ষ্মরূপে সাড়েতিনকোটি নাড়ী। নাভিমূল নিবদ্ধ সেই সকল নাড়ী বক্র এবং ঊর্দ্ধ, অপর অধঃ স্থিতা হয়। তথাহি। (তিস্রঃকোট্য স্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়োমতাঃ) ইতিতন্ত্রং। মনুষ্য শরীরে সাড়েতিন কোটীনাড়ী স্থূলসূক্ষ্মরূপে সংস্থিতা। তথাহি। (সার্দ্ধত্রি কোটীষু নাড়ীষু প্রাণাঃসংচন্তি) ইতি সামবেদীয়া ইন্দ্রমতি শাখায়াং। মনুষ্যশরীরে সাড়েতিনকোটি নাড়ী তাহাতে সর্ব্বদা প্রাণাদিবায়ু সকলের সঞ্চরণ হয়।

প্রথমংতাবন্নাড়ী পরীক্ষণাদেব বাতাদি জনিতানাং রোগাণাং সাধ্যাসাধ্য সবিশেষ জ্ঞান মুৎপদ্যত ইত্যস্মাদেব তন্নিরুচ্যতে॥
চিকিৎসাদর্পণং॥

প্রথমতঃ তাবন্নাড়ী পরীক্ষাহইতেই বায়ুপিত্ত কফ্জনিত রোগসাকল্যের সাধ্যাসাধ্য বিশেষ জ্ঞান উৎপন্নায়, এইহেতু সেইনাড়ীজ্ঞান কথ্য হইতেছে। তথাহি

তর্পযন্তি রসৈর্দেহং নদ্যস্তোয়ৈরিবার্ণবং। দ্বাসপ্ততি সহস্রন্তু তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ চক্রং॥

সেই সকল নাড়ী প্রবাহে রসদ্বারা শরীরের তর্পণ করিতে ছেন। যেমন নদী সকল জলপ্রবাহদ্বারা জলনিধি সমুদ্রকে তৃপ্তকরেন। সেই সাড়েতিনকোটি নাড়ীর মধ্যে (৭২০০০) দ্বিসপ্ততিসহস্র স্থূলা। এতৎ স্থূলশব্দে প্রাধান্য রূপে ব্যাখ্যাকরেন। তথাহি

দেহেধমন্যা ধন্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয় গুণাবহাঃ। নাভিকন্দস্থিতা স্তাস্ত নাভৌচক্রে প্রবেষ্টিতাঃ॥ চক্রং॥

দেহের মধ্যে ধমনী সকল নাভিমূলস্থিতা এবং নাভি চক্রে প্রকৃষ্টরূপে বেষ্টিতা হইয়া পঞ্চেন্দ্রিয়গুণকে বহন করেন। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রভৃতিকে বহন করেন। অতএব সেই সকল নাড়ী শরীর মধ্যে কোন স্থানে কতসংখ্যায় অবস্থিতি করেন তাহার পরিমাণ লেখাযাইতেছে।

ঈডাচ পিঙ্গলাচৈব সুস্বুম্নাচ তৃতীয়কা। গান্ধারী হস্তিজিহ্বাচ পুষ্যাচেব যশস্বিনী। অলম্বুষা কুহুশ্চৈব শঙ্খিনী দশমীস্মৃতা এতাদ্বারং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তিদশনাডিকাঃ॥ জ্ঞানাভ্যাসং॥

ঈড়া, পিঙ্গলা,সুস্বুম্না, গান্ধারী, হস্তিজ্বিহা, পুষ্যা যশস্বিনী অলম্বুষা, কুহু, শঙ্খিনী এই দশনাড়িকা প্রধানা শরীরস্থদশ দ্বারকে আবরণ করিয়ারাখিয়াছেন। অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুস্বুম্না তাহার ষট্‌গ্রন্থিসংস্থ ষট্‌পদ্ম,উক্তনাড়ী গ্রন্থিকেই পদ্মসংজ্ঞায় ষটচক্র কহাযায়, যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপূরাখ্য চক্রসংজ্ঞা। একাসুস্বুম্নাই সকলের মূলা অন্যাতৎ শাখানাড়ীরূপে প্রসিদ্ধা। উভয় পার্শ্বে তৎ সহচারিণী ঈড়া, ও পিঙ্গলা তদ্দ্বারা প্রাণাপান বায়ুর সঞ্চরণ জন্য দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তদ্বিভাগ এই যে ঈড়ানাড়ী রন্ধ্রে যে বায়ুরপূরণ তাহার নাম অপান, পিঙ্গলাদ্বারে বহির্নিষ্ক্রান্ত বায়ুর নাম প্রাণ। সুতরাং চন্দ্রাংশঈড়া, সূর্য্যাংশ

পিঙ্গলা, এই দুইনাড়ী অগ্নিজলাত্মিকা অর্থাৎ শুক্রশোণিতো-দ্ভবা হয়। ব্রহ্মরূপিণী সুসুম্নাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন, যেমন আত্মার সত্বার অবলম্বনে শোণিত শুক্রের অব-স্থান হয়। যদ্রূপ চন্দ্র সূর্য্যদ্বয় এতদ্ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধ২ ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্রূপ ঈড়া পিঙ্গলা ও শরীরের ভাগদ্বয়া-র্হাহয়েন। এই দুইনাড়ী দুইপার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া সকল নাড়ীকে সমবিভাগে রাখিয়াছেন, বহির্ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য প্রভাবে দিবায় জগৎ উত্তপ্ত হয়, নিশিযোগে চন্দ্রমা তুষারবর্ষণে শিশিরীকৃত করেন, শরীরস্থাপিঙ্গলা প্রবাহে শোণিত প্রভাবে শরীরের উষ্ণতা হয়, তদনুঈড়াপ্রবাহে কফবর্ষণ প্রভাবে স্বাপকালে শিশিরীকৃত হয়। বৈশ্বানরাখ্য সুসুম্না নাড়ীদ্বাব প্রবেশে বায়ু স্তম্ভিত হইলে কুম্ভকবলে, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সঙ্গতা যুক্তি। ঈড়া পিঙ্গলায়রেচক পূরক দ্বারা বায়ুসহকারে জী-বাত্মা চন্দ্রারোহণ করতঃ আদিত্যদ্বার অর্থাৎ পিঙ্গলাদ্বার ভেদকরিয়া বৈশ্বানরাখ্য সুসুম্নাদ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া পরব্র-হ্মকে প্রাপ্তহয়েন। তাহাকেই বেদাদিশাস্ত্রে অমৃতত্ব প্রাপ্ত কহিয়াছেন, ইহাসামান্যজ্ঞানে উপলব্ধি হইতে পারে না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫৫ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩১ জ্যৈষ্ঠ শনিবারবার

আধুনিক ইন্দুদ্বীপীয় সভ্য অর্থাৎ ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্বান চিকিৎসকেরা, এবং (মেডিকেল কালেজের) ছাত্রেরা উক্ত চিকিৎসক অর্থাৎ ডাকতরদিগের অভিপ্রায় মতে বক্তৃতায় পাণ্ডিত্যকরেন, তদনুসারে আধুনিক ব্রাহ্মেরাও সম্মত হইয়াছেন, যে হিন্দুদিগের শাস্ত্র সম্মত শরীরাবস্থিত ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্নাদি নাড়ী চক্রান্ত যে পদ্মাদির বিবরণ সে সকল মিথ্যা, যেহেতু শরীরচ্ছেদক বিদ্বান ডাকতরেরা মরণানন্তর

শবচ্ছেদন করিয়া দেখিয়াছেন, উক্তনাড়ী চক্র পদ্মাদি কোন রূপেই প্রাপ্তহওয়া যায়না, অতএব হিন্দুশাস্ত্রের অসত্য বর্ণনার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিনা, তদর্থে ব্রাহ্মেরা এইমাত্র বিশেষ কহেন, যে বেদাদি শাস্ত্রে ষটচক্রাদির বিশেষ বর্ণন নাই শুদ্ধ আধুনিক তন্ত্রাদি শাস্ত্র মতেই নাড়ীচক্র পদ্মাদির বিস্তাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ে আমরা ডাকতরদিগের মতকে গ্রাহ্য করি"।

উত্তর, এই অনন্ত বিশ্ববিরচক জগদীশ্বরের অপার মহিমা ও অনন্তকার্য্যের পারদর্শন করিতে কস্মিনকালে কেহই সক্ষমনয়, অধুনা বিদ্যমান কলিযুগে ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্বান ডাকতরেরা শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লংঘন করিয়া বুদ্ধিবলে আপন ২ যুক্তিতে পরমেশ্বরের কার্য্যের সত্যাসত্য বিচারে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে চাহেন, অর্থাৎ অভিমান মদেমত্ত হইয়া মুখেনাবলুন, কিন্তু ভঙ্গীক্রমে জানন যে বিশ্বসংসার আমার দিগের বশীভুত আমরা ঈশ্বরের মত অদ্বিতীয়রূপে সকল কার্য্য বিশারদ হইয়াছি, হায়২ পরমেশ্বরের অতর্ক্য প্রভাব কি তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করা মনুষ্যের সাধ্য, কোটি২ জন্মার্জ্জিত সাধনাবফলে যদি তদনুকম্পা কাহার প্রতিহয় তবে সেই ব্যক্তি বিজ্ঞানবলে অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান স্ফূর্ত্তিদ্বারা করামলকবৎ এই বিশ্বসংসারের অবলোকন করেন, যথা সূক্ষ্মমতি জ্ঞানিরা সরস্বতী দেবী প্রসাদে করবদর সদৃশ এই বিশ্বকে দর্শনকরেন

যে সেই সরস্বতীদেবী জয়যুক্তাহউন, অর্থাৎ জগতে অন্য দাদির সম্বন্ধে জয়কে প্রদান করুন্। করামলক শব্দে করস্থিত আমলক ফলের যেমন সকলাবয়ব দর্শন হয় তদ্বৎ অথবা করকৃত অমলক অর্থাৎ করস্থিত জলবৎ স্বচ্ছতা প্রযুক্ত বহিরভ্যন্তর সমস্ত দর্শন হয়, (করামলকবদ্বিশ্বং পশ্যন্তি বহির্যোগিনঃ) তদ্রূপ জ্ঞানিরা সমস্ত বিশ্বের অবলোকন করেন, নচেৎ সামান্য জ্ঞানে যে শরীর লক্ষণ অবলোকন করা সে সকল কথায় হয়। আদৌ শবচ্ছেদক বিদ্বানদিগকে এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইল, যে পাঞ্চভৌতিক সপ্তধাতুময় চতুর্বিংশতিগুণ, পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব, অষ্টপ্রকৃতি চতুঃষষ্ঠিবৃত্তিদ্বারা নির্ম্মিত শরীরের অবস্থাত্রয়, (আদ্যমধ্য অন্ত) স্থূলাবস্থাদ্বয় (জীবিত, ও মরণ) জীবিত শরীরে সূক্ষ্মরূপে * দশমাবস্থা হয়, মরণানন্তর ক্রমি, বিষ্ঠা, ভস্ম সংজ্ঞায় অবস্থা ত্রয় অর্থাৎ শব শরীর মৃত্তিকায় পোথিত করিলে পচিয়া ক্রমি জন্মে, কোন জীবে আহার করিলে বিষ্ঠা হয়, অগ্নিতে দাহ করিলে ভস্ম হয়, এতদ্ব্যতীত দেহের গতি নাই। অতএব এতৎ শরীরকে জীবিত ও শবকহিবার কারণ, কি, অর্থাৎ এতদ্দেহের কোন২ অংশ ক্ষয় হইলে মৃত্যু হয়, তাহার স্থির বুঝিলেই বিদ্বানেরা নাড়ী চক্রস্থ পদ্মা-

---

* শিশু,কুমার,পৌগণ্ড কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ,পলিত মরণ।

দির বিবণর জানিতে পারিবেন এতজ্জীব শরীরের গুণ, বৃত্তি, প্রকৃত্যাদি সংপূর্ণরূপ থাকাতেই জীবিত, কিয়দংশ ক্ষয়েতেই মৃত্যু কহাযায়। যদ্যপি মরণানন্তর দেহাদি ছেদন করিলে সম্যক্ বস্তু দর্শন হইত, তবে জীবিত ও মরণ সংজ্ঞার বিশেষ থাকিত না। সুতরাং দেহচ্ছেদে ষটচক্র ও সুসুম্নাদি নাড়ীস্থ পদ্মাদি অদৃষ্ট বিধায় যে এ সকল মিথ্যাবলা অজ্ঞের কর্ম্ম, সামান্য দৃষ্টি ডাক্তরেরা কতক গুলিন সন্ধি বন্ধনবৎ রজ্জুস্বরূপা নাড়ী দৃষ্টি করিয়া যে তেজঃস্বরূপ ষট্ চক্রাদিকে মিথ্যা বলেন সে অত্যন্ত অযুক্তি, দেহাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম পদার্থ সূক্ষ্মা দৃষ্টি ব্যতীত লক্ষ- হয় না, কেবল অনুমান সিদ্ধ করিয়া জানিতে হয়, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রাণ, ধাতুময়ী নাড়ী সকল, এবং হৃদিস্থিত জীবাত্মার লিঙ্গ শরীর, ও শুক্রাদি চরম ধাতু, জীবিত শরীর ব্যতীত দেহের ছেদন করিলে দৃষ্ট হয় না, এই দৃষ্টান্তে শরীরাবস্থিত এতদ্বস্তু সকলের অভাব নামান্য করিলে সদ্বস্তু দর্শক শব ছেদক বিদ্বান ডাক্তরদিগের যুক্তি রক্ষাহইতে পারেনা, হা, পরমেশ্বর, ইহাও কি বিদ্বানের- দিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় না, যে জীবিত শরীরের লক্ষণ, কি, মৃত শরীরে থাকিবার সম্ভব, বেদতন্ত্র পুরাণ সংহিতা এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই সুসুম্নাদি নাড়ীচক্রকে সমান রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই

অজ্ঞ, কেবল বিদ্বান ডাক্তরেরাই ঈশ্বর সৃষ্ট কার্য্যের সম্যক্ কৌশলজ্ঞ হইয়াছেন, সার্দ্ধত্রিকোটি নাড়িকাময় শরীর, যথা সামবেদীয়া ইন্দ্র প্রমতি শাখায়াং। (সার্দ্ধত্রিকোটীষু নাড়ীষু প্রাণাঃ সংচরন্তীতি) (সার্দ্ধত্রিকোট্যো নাড্যস্তু স্থূলা সূক্ষ্মা সুসূক্ষ্মকা ইতি আয়ুর্ব্বেদং) (ত্রিস্রঃ কোট্য স্তদর্দ্ধেণ শরীরে নাড়য়োমতা ইতিতন্ত্রং) (এই সার্দ্ধত্রিকোটি নাড়িকা ত্রিবিধা হয়, শিরা, ধমনী, স্নায়ু। অর্থাৎ স্থূলা, সূক্ষ্মা, সুসূক্ষ্মা, তন্মধ্যে স্থূলা, এবং সূক্ষ্মা দৃষ্টিগোচরা; শুদ্ধ তেজঃ স্বরূপাধাতুময়ী সুসূক্ষ্মানাড়ী সকল অদৃশ্যা, কেবল অনুমানে শরীর পোষিকা বলিয়া জানিতে হয়, অতএব ঈড়াপিঙ্গলা সুসুম্নাদি দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২০০০) নাড়ী ও মূলাধারাদি ষটচক্র পদ্ম সংস্থাক্রমে ক্ষয় না পাইলে মৃত্যু হয় না, ইহাতে মরণানন্তর দেহচ্ছেদে তদবলোকন করা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তাহার লৌকিক দৃষ্টান্ত এই যে শরীরস্থ শুক্র যদ্দ্বারা সমস্ত শরীর রক্ষা হইতেছে, সেই শুক্রকে মৃত শরীরে কস্মিন্ কাঁলেও কেহ অবলোকন করিতে পারেন নাই, এতন্নিমিত্ত, শুক্রকে মিথ্যা বলাযায় না, বুদ্ধিমানেরা সদ্বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন, যে তেজঃ স্বরূপ ধাতুময় ষটচক্র এবং ধাতুময়ী (৭২০০০) নাড়ী মুমূর্ষাবস্থায় অর্থাৎ প্রাণ প্রয়ানের কিঞ্চিৎ ব্যবধান কালে গলতি হইয়া জলবৎ স্বেদমুত্র রূপে নির্গত হইয়া যায়,

মরণানন্তর কিছুমাত্র তাহার নিদর্শন থাকেনা, ইহা শাস্ত্রতঃ এবং লোকতঃও সকলে কহিয়া থাকেন যে নাড়ী ক্ষয় না হইলে মৃত্যু হয় না। ইহাতে কোন২ সুচতুর বিদ্বান এমত আপত্তি করেন, যে মৃণাল তন্তুবৎ সুস্মুম্না নাড়ী, তাহাতে দলকর্ণিকার বিশিষ্ট পদ্ম আছে এমত বিশ্বাস কোন মতেই জন্মে না, তদর্থেবক্তব্য এই যে, অচিন্ত্য বিশ্ববিরচক পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে স্থূল সূক্ষ্মরূপে বিবিধ প্রকার জীব সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ কীট আছে যে চক্ষুর নিকটীভূত হইলেও তাহার অবয়বাদি দৃষ্টিগোচর হওয়া সুকঠিন, শুদ্ধ যন্ত্রায়াসে দৃষ্টি করিতে হয়, কিন্তু তদবয়ব মধ্যে স্পষ্টরূপে হস্ত, পাদ, শির, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যদ্রূপ স্থূল শরীরে পরিমিত রূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীরেও সূক্ষ্মরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই সূক্ষ্ম শরীরস্থ নাড়ী প্রবাহে সূক্ষ্মরন্ধ্রে রস সঞ্চালন ও নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চারের কোন বৈলক্ষণ্য নাই, অতএব সর্ব্ব শক্তিমান যে পরমেশ্বর হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে স্থূল সূক্ষ্মরূপে মহাশ্চার্য্য বস্তু সকলের রচনা হইয়াছে, তাঁহার কি মৃণালতন্তুরূপা সুসুম্না নাড়ীস্থ পদ্মাকারচক্র নির্ম্মাণ করা অসম্ভব বোধ হয়। এস্থলে বিচক্ষণেরাই বিবেচনা করিবেন যে পরমেশ্বরের অপার মহিমা স্থূলবুদ্ধি দ্বারা তৎকার্য্যের মর্ম্মামর্ম্ম অনুধাবন করা সুদূর পরাহত।

কর্ম্মচেৎ কিঞ্চিদন্যৎস্যাদিতরন্নসমাচরেৎ। যৎকল্যাণ মভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিবেশয়েৎ। বনপর্ব্বং "

অন্যৎ কিঞ্চিন্মাত্র ও ইতর কর্ম্মের অর্থাৎ অধর্ম্ম কর্ম্মের সমাচরণ করিবেক না। লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ অবিরুদ্ধ যে কল্যাণ কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্ম, তাহাতেই আপনার চিত্ত নিবিষ্ট করিবেক।

নলোকে রাজতে মূর্খঃকেবলাত্ম প্রশংসয়া। অপিচেম্মৃজয়াহীনঃ কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে। বনপর্ব্বং ॥

কেবল আত্ম প্রশংসা এবং মার্জ্জিতরূপ লাবন্য দ্বারা মুর্খ ব্যক্তি কদাপি লোক সমাজে দীপ্তিকে পায়না। আর কৃতবিদ্য ব্যক্তি মার্জ্জনাদি হীন হইলেও বিদ্যা প্রভাবে ইহ-লোকে প্রকাশমান হয়।

এতদর্থে বিদ্বান ও মূর্খপদে সামান্য শিল্প শাস্ত্রাদিতে নৈপুণ্য বা অনৈপুণ্য এমত নহে। এই কৃত বিদ্যার্থে ধর্ম্মজ্ঞান বিশিষ্ট, মূর্খার্থে ধর্ম্ম শ্রদ্ধাবর্জ্জিত যথা (মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃপ-শ্যতি সপণ্ডিতঃ।) পরস্ত্রীকে মাতারন্যায়, পরদ্রব্য লোষ্ট-বৎ সর্ব্ব জীবকে আত্মবৎ যে দেখে সেইপণ্ডিত। এত-দর্থে শাস্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হইতেছে। যথা

নবক্তা বাক্য পটুতা, নদাতাদান কর্ম্মণি। রণজিত্বানশূরশ্চ বিদ্যয়া নচপণ্ডিতঃ।

বহুবিধ বাক্যে বাচালতা করিলেই বক্তাহয় না, এবং নিরন্তর ধন ছড়াইয়া দান করিলেই দাতা হয় এমত নহে, বাহুবল প্রকাশে সংগ্রামকরতঃ শত্রুজয় করিলেও শূরহয় না অপর, বহু শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়া গদ্যপদ্যাদি রচনা করিলেও পণ্ডিত হয় না। অস্যোত্তরং।

সত্যবাদী ভবেদ্বক্তা দাতাপরহিতেরতঃ। ইন্দ্রিয়াণাং জিতঃ শূরঃ পণ্ডিতো ধর্ম্মচারিণঃ।

সত্যবাদীই বক্তা, পরোপকারীকেই দাতাবলে, যে ব্যক্তি শরীরস্থ ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছে সেই শূর, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তাকেই পণ্ডিত বলে।

অর্থাৎ সত্যবাক্য কহিলেই সত্যবাদীহয়না, অসত্য কর্ম্মের অপরিগ্রহ পূর্ব্বক যথার্থ বাক্য প্রয়োগকারি ব্যক্তিই সত্যবাদী এবং তাহাকেই বক্তা বলে। পরদুঃখে উপকার করে কিন্তু অকাপট্য আত্ম প্রতিপত্ত্যর্থে না হয় সেই দাতা। অপিচ অনির্ব্বার্য্য বলবান্ ইন্দ্রিগ্রামের নিগ্রহ করিতে যে শক্ত হইয়াছে সেই শূর, কেননা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কদাপি শত্রুর উথান হয় না, অজিতেন্দ্রিয়ের পদেপদে শত্রূপস্থিত হয়। এক্ষণে বিদ্যমান ম্লেচ্ছজাতি এবং ম্লেচ্ছ ধর্ম্মী বৈদিক জাতীয়েরা শুক পক্ষির ন্যায় কতক্ গুলিন আলতঃ পালতঃ শাস্ত্রীয় বচনাভ্যাসে বাচালতায় পাণ্ডিত্য

প্রকাশ করতঃ সমস্ত ধর্ম্মের ব্যাঘাৎ করিতেছেন, তাঁহারদিগকে পণ্ডিত কি মূর্খ বলিতে হয়, ইহা পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন, এবং অপকৃষ্ট বিষয়ে অপকৃষ্ট জাতীয়ের সাহায্যার্থ চান্দার বহিতে শতং সহস্রং মুদ্রা বিতরণ করেন, কিন্তু পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে কি, দুঃখিত ব্যক্তিরদিগের সাহায্যে কপর্দ্দক ও দান করেন না, তাহারদিগকে দান ধর্ম্মী বা তদিতরধর্ম্মী বলিতে হয় তাহা পণ্ডিতেরাই বলিবেন। অতএব বর্ত্তমান কালে এরূপ অভব্য জাতিই ভব্যরূপে প্রতিপন্ন, সুতরাং সুভব্যেরা যে একালে অভব্যরূপে মৌনী হইবেন তাহা চমৎকারের বিষয় নহে, এরূপ অধর্ম্মবাদে ধর্ম্ম বক্তাদিগের উচিত হয় যে আসার কালে কৌকিলের ন্যায় মৌনাবলম্বন করেন। যথা

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলা জলদাগমে। দর্দ্দুরাযত্রবক্তার স্তত্র মৌনং হিশোভনং।

মেঘাগম কালে অর্থাৎ বর্ষাকালে কোকিলেরা মৌনাবলম্বন করিয়া ভাল করিয়াছে। কেননা যে কালে ভেক বক্তা সে কালে কোকিলের মৌনই শোভন হয়।

অধুনা মণ্ডূকবৎ বিজাতীয় পণ্ডিতগণে ভেক মকমকির ন্যায় বিজাতীয় শাস্ত্রবক্তা হইয়াছে সুতরাং বাগ্যত হইয়া কোকিলবৎ বৈদিক জাতীয় পণ্ডিতগণের একালে মৌনাবলম্বন করাই কল্যাণ হয়।

পাপংচেৎ পুরুষঃকৃত্বা কল্যাণ মভিপদ্যতে। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো। মহাভ্রৈরিব চন্দ্রমাঃ। বনপর্ব্বং॥

যৌবনকালে পুরুষ নিয়তঃ পাপ কর্ম্মকরতঃ অনন্তর পাপে বিতৃষ্ণ অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের দোষোনুদর্শনে পবিত্যাগ করিয়া যদি কল্যাণকর্ম্মে অর্থাৎ বেদোদিত ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিপন্ন হয় তবে সেইব্যক্তি সর্ব্বপাপে পরিমুক্তহইয়া মেঘা-ন্তরিত চন্দ্রমারন্যায় প্রকাশপায়।

পাপং কৃতেহ মন্যেতনাহ মস্মীতি পুরুষঃ। চিকীর্ষেদেবকল্যাণং শ্রদ্দধানোনসূয়কঃ। বসনস্যেবছিদ্রাণি সাধুনাং সংবৃণোতিস। বনপর্ব্বং॥

পূর্ব্বে পাপ করিয়া এমত মনেকরে যে আমি পাপশীল এরূপ পাপ আর করিব না, অনন্তর কল্যাণ কর্ম্মে চিকীর্ষু হয়, এবং অসূয়াদিদোষে বিরক্তহইয়া বেদোদিতধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হয়। তাহাকে সাধুরা ভূষণ করিয়া লয়েন, সহস্রং ছিদ্র সত্বেও বস্ত্রদ্বারা গাত্রসংবৃত হয়। তৎকালে বসন ছিদ্রের কেহ অনুসন্ধান করেন না, সেইরূপ দোষাঅব্যক্তিকল্যাণ কর্ম্মে চিকীর্ষু হইলে তাঁহার দোষের অনুসন্ধানে সকলেই বিরত হয়েন। এতদ্বিবেচনায় বর্ত্তমান কালে অনেকানেক বুদ্ধিমানেরা পূর্ব্বকৃত কদর্য্য ব্যবহারাদিকে পরিত্যাগ করিয়া কল্যাণকর্ম্মে অর্থাৎ বৈদিক জাতীয়েরদিগের আচরিতধর্ম্মে পুনর্ম্মনোযোগী হইয়াছেন

সুতরাং তাঁহারদিগের পূর্ব্ব দোষ আমরা বসন ছিদ্রের ন্যায় অঙ্গীকার করিয়াছি। তথাহি।

যথাদিত্য সমুদ্যন্ বৈতমঃ সর্ব্বং ব্যপোহতি। এবং কল্যাণ মাতিষ্ঠন্ সর্ব্বপাপং ব্যপোহতি। বনপর্ব্বং॥

যেমন সূর্য্যোদয়ে সমুদয় তমোরাশিকে বিনাশ করে। সেইরূপ কল্যাণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষের সমুদয় পাতকের বিনাশ হয়। তথাহি

পাপানাং বিদ্ধ্যনুষ্ঠানং লোভমোহং দ্বিজোত্তম। লুব্ধাঃপাপং ব্যবস্যন্তি নবানাতি বহুশ্রুতাঃ। বনপর্ব্বং॥

লোভ ও মোহ এতদ্দ্বয়কে পাপানুষ্ঠান বলিয়া জানিহ। অবহুশ্রুত অর্থাৎ শাস্ত্রের স্বরূপার্থ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লোভ মোহাভিভূত হইয়া পাপকেই নিশ্চয় করিয়ালয়।

অর্থাৎ লোভে না হয় এমত অপকর্ম্মই নাই। ধনলোভে চুরিকরে, তাহাতে দেবস্বও ব্রহ্মস্ব প্রভৃতি কোন বিচার করিতে পারেনা, স্ত্রীলোভে আকৃষ্ট হইলে সকল স্ত্রীতেই আসক্ত হয় তাহাতে বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সম্পর্কের বিচার থাকেনা। আহারের লোভে বৈধাবৈধ সকল দ্রব্যই ভক্ষণ করে, তাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অতিক্রম করিয়া কোন জাতির বিচার করেনা, অনায়াসেই যথেষ্টাচারে প্রবর্ত্ত হয়, ইত্যাদি বহুবিধ দোষ লোভে অধিষ্ঠান করে সুতরাং লোভি ব্যক্তিতে সকলপাপের আশ্রয় হয়। বর্ত্তমান

কালে ইহা প্রত্যক্ষই দেখাইতেছে,, যে ধনলোভে কতকত ব্যক্তি বাণিজ্যচ্ছলে ধনাপহরণ করিতেছে, এবং স্ত্রীলোভে আকৃষ্ট হইয়া কন্যা বধূ ভগিণী, পিতৃব্যস্ত্রী মাতৃস্বসা পিতৃস্বসা শ্বশ্রূ, বিমাতা প্রভৃতি অভিগমন করিতেছে, অপর, আহারের লোভে যবন ম্লেচ্ছ বিচারে বর্জ্জিত হইয়া প্রকশিত ইংলণ্ডীয় রন্ধনাগারে পাচিত গোবরাহাদির মাংস এবং অন্নাদি অনায়াসেই আহার করিতেছে। তথাহি

অধর্ম্মা ধর্ম্মরূপেণ তৃণৈঃকূপাইবাবৃতাঃ। তেষাংদমঃ পবিত্রাণি প্রলাপাধর্ম্মসংশ্রিতাঃ। বনপর্ব্বং॥

অধর্ম্ম সকল ধর্ম্মরূপে আচ্ছাদিত হয়, যেমন পশুহিংসার্থ দুরাত্মা ব্যাধেরা তৃণ সংবৃত করিয়া কূপ সকলকে রাখে। অর্থাৎ ক্রূরাত্মা অধার্ম্মিকেরা লোকবঞ্চন নিমিত্ত আপনাকে ধার্ম্মিক রূপে জানায় ধর্ম্মের স্বরূপতা দৃষ্টান্তে মার্জ্জার তপস্বীর ন্যায় অধর্ম্মকেও সৎধর্ম্মরূপে বিখ্যাত করে। তাহারদিগের জিতেন্দ্রিয়তা, এবং পবিত্রতা অধর্ম্মাশ্রিত প্রলাপ মাত্র, অর্থাৎ বাগাড়ম্বরমাত্র।

অধুনা, সভ্য জাতীয়েরা তাদৃক্ ব্যবহারান্বিত, শুদ্ধ লোকবঞ্চনার্থে স্বীয় অসভ্যতাকে সভ্যরূপে প্রতিচ্ছন্ন করিয়া ধর্ম্মালাপমাত্র করেন, তদ্রূপ অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্মীরাও তৃণাচ্ছাদিত কূপবৎ অসত্যাচরণকে সত্যরূপে আচ্ছন্নকরতঃ সত্য-

ধর্ম্মী হইয়াছেন, ফলে তাঁহারা মনেমনে জানেন, যে আমরা সত্যধর্ম্মের স্পর্শও করিনা।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

যদাসর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথমর্ত্ত্যোঽমৃতোভব ত্যেতাবদনুশাসনং। ১৫। কঠোপনিষৎ ৬ বল্লী॥

যৎকালে হৃদয়গ্রন্থি সকল (অন্তরগামিনী নাড়ীগ্রন্থি সকল) ভেদ হইবেক অর্থাৎ ষট্‌চক্র ভেদ হইবেক তৎকালে যোগ প্রভাবে মর্ত্ত্য যে জীব সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবেক, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি পূর্ব্বক তন্ময় হইয়া যাইবেক। এই সর্ব্ব বেদান্তের অনুশাসন॥ ১৫॥

এস্থলে হৃদয় শব্দেমন ও তৎসম্বন্ধি রজ্জুবৎ দৃঢ়বন্ধন স্বরূপে অবিদ্যা প্রত্যয় ভেদ অর্থাৎ মায়াজ্ঞান বিনাশ এরূপ অর্থও নিষ্পন্ন হয়, ফলিতার্থ তাহা স্বরূপ নহে, এখানে হৃদয় গ্রন্থিশব্দে নাড়ীগ্রন্থি চক্রভেদকরা কে কহিয়াছেন, যেহেতু পর শ্রুতিতে স্পষ্টবোধ হইতেছে। যথা

শতঞ্চৈকাচ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানভিনিঃ সৃতৈকা। তয়োর্দ্ধ মায়ন্ন মৃতত্বমেতি বিষ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি। ১৬।

কঠোপনিষৎ ৬ বল্লী॥

পুরুষের অর্থাৎ জীবের হৃদয়ে নিঃসৃতা, অর্থাৎ হৃদয় হইতে নির্গতা অন্তরঙ্গমা একোত্তর শতনাড়ী, তন্মধ্যে একা প্রধানা সুসুম্নাখ্যা, আমূল ঊর্দ্ধগামিনী তদ্দ্বারা জীবকে আদিত্যাখ্যা পিঙ্গলা ও চন্দ্রাখ্যা ঈড়ানাড়ীদ্বারা যোগ প্রভাবে ব্রহ্মরন্ধ্রান্তর্গত তুরীয়ধামকে প্রাপ্তকরায়, তৎকালে জীব অমৃতত্ব প্রাপ্তহয়, অন্যা নাড়ী সকল প্রবৃত্তি মার্গানুসারিণী সংসার প্রতিপত্তির নিমিত্তে নিঃসৃতা হইয়াছেন।

এই শ্রুতিদ্বয়ের অর্থে তন্ত্রাদিশাস্ত্র সমন্বয়ে ইহাই নিষ্পন্ন হইয়াছে, যে সুসুম্না গ্রন্থিভেদদ্বারা প্রাণবায়ুর সঞ্চারে জীবকে ঊর্দ্ধে নালইতে পারিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তহইতে পারে না। বিদ্বান সাধকেরা নিধন কালের সহিত যোগকালের এই বিশেষ নিশ্চয় করিয়াছেন, যে যোগকালে নাড়ী চক্রাদির এবং সমস্ত ভূতাদির সূক্ষ্মতন্মাত্র গৃহীত হইয়া যোগীরা ঊর্দ্ধে সংস্থাপন করেন, তাহাতে শরীর ভ্রংশন হয়না। মৃত্যু কালে শরীরস্থ নাড়ী চক্রাদির স্থূল সূক্ষ্ম তাবন্মাত্রাই ক্ষয় পাইয়া শরীর ভ্রংশন হয়। অপর একশত নাড়ীর শাখানাড়ী (৭২০০০) সহস্র তাহা সমুদয় লিখিতে পারিলাম না, তন্মধ্যে কতকগুলি নাড়ীর নাম লিখিতেছি। যথা

হৃদিহ্যেষ আত্মা অত্রৈকাশতং নাডীনাং শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখা নাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি। ৬। প্রশ্নোপনিষৎ ॥ ৩॥

হৃদয়াকাশে জীবাত্মার অবস্থিতি হয়, ঐ হৃদয়ে একশত প্রধাননাড়ী, তাহার প্রত্যেক নাড়িপ্রতি শত সংখ্যক শাখানাড়ী হয়। তাহাতে (৭২০০০) সহস্র হয়। এই সকল নাড়ীতে ব্যানবায়ুর গমনাগমন হইতেছে। তথাহি

অথৈকয়োর্দ্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যংলোকং নয়তি। পাপেন পাপ মুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকং। ৭। প্রশ্নোপনিষৎ॥

একশত প্রধানা নাড়ীমধ্যে ঊর্দ্ধগা যে সুসুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রান্ত-র্ব্যাপিনী নাড়ী, তদ্দ্বারা আপাদ তল মস্তক পর্য্যন্ত ব্যান-ব্যায়ুর গতি হয়। এবং শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকৃৎ পুরুষকে উদা-নবায়ু পুণ্যলোক অর্থাৎ দেবাদি স্থানে প্রাপ্ত করান, তদ্বিপ-রীত পাপকৃৎ পুরুষকে পাপলোক অর্থাৎ নরক স্থানে নীত হয়েন। অতএব পুণ্যাপুণ্য উভয় কর্ম্মদ্বারা এই মনুষ্য লোকে গমনাগমন করাইতেছেন। এই জন্য বিদ্বানেরা সংসারাবৃত্তির নিবারণোপায় যোগাভ্যাস করিতে অনুমতি করেন, অর্থাৎ প্রাণায়ামদ্বারা ষটচক্রভেদ করিয়া অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, যাহাতে পাপপুণ্য উভয় কর্ম্ম বিধূত হইয়া যায় আর পুনরাবৃত্তি থাকে না। বিশেষতঃ যখন নাড়ীচক্রে প্রা-ণাদি বায়ুসঞ্চারে শুভাশুভ স্থান প্রাপ্তির প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, তখন বৈধাবৈধ আহারের বিচার অবশ্যই করিতে হইবেক। কেননা ভুক্তান্নাদি রস ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হয়, সুত-

রাং বৈধাহারে মেধাস্মৃতি বৃদ্ধিপায় তাহাতে দিব্য জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, দিব্যজ্ঞান জন্মিলেই ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধান করে, অদনুসন্ধানে তৎপ্রাপ্তির ব্যাঘাৎ নাই। তথাহি

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টিকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইযা পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫৬ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ আষাঢ় রবিবার

এক্ষণে আশ্চর্য্যকালের উদয় হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য ক্রিয়াবান্ মনুষ্য সকল, তাহারদিগের আশ্চর্য্য ব্যবহার, আশ্চর্য্য স্বভাব, আশ্চর্য্যাবুদ্ধিঃ, আশ্চর্য্যবাক্য, আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এবং আশ্চর্য্য বক্তা, আশ্চর্য্য শ্রোতা, অর্থাৎ যাহা কোন কালে সঙ্গত হয় না, তাহাই বলে, তাহাই শ্রবণ করে, ও তাহাতেই বিশ্বাস যথার্থ বিষয়ের বিশ্বাসেকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাষ্য বিষয়কেই বিষয় বলিয়া মানিতেছে,

তাহার প্রমাণ, বেদাদি সনাতন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকৃত পুরুষগণকে নির্ব্বোধ বলিয়া তদিতর অসাধুশাস্ত্রানুশীলনেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে ইহাই এক আশ্চর্য্যের বিষয়, দ্বিতীয়তঃ অন্যায্যশীল ব্যক্তির উক্তিমত একনৌকায় সমস্ত পৃথিবীর পরিবেষ্টন করণ বিষয়ক বিশ্বাস করাও সামান্য আশ্চর্য্য নহে, তৃতীয় যাহারদিগের ধর্ম্মাচার কস্মিনকালেও কেহ দৃষ্ট কি শ্রুত হয়েন নাই এক্ষণে তাহারাই ধর্ম্মাচার্য্য রূপে ধর্ম্মাসনে আরোহণ করিয়াছে, এবং তদুক্তিকেই ধর্ম্মোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতেছে ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি, চতুর্থঃ, মদ্য মাংসাদি আস্বাদক জঘন্য শীল প্রতারক অজিতেন্দ্রিয়, ব্যক্তিরাই বর্ত্তমান কালে জিতেন্দ্রিয়, যথার্থ শুদ্ধাচারী, বিশুদ্ধাহারী, প্রাতঃস্নায়ী পরানুকম্পী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরাই অপকৃষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে, অপিচ ধূর্ত্ততা প্রকাশে পরানিষ্ঠ সাধনে পারগ হইলেই একালে সাধু হয়, তদন্যৎ অসাধু, ইহাই আধুনিক সভ্যেরদিগের বিচার সিদ্ধ হইয়াছে, নচেৎ আশ্চর্য্য কালের আশ্চর্য্যা মহিমারক্ষার্থ উপায় বিরহ হইয়া যায়, কলিতার্থ যতই আশ্চর্য্য হউক কিন্তু ধর্ম্মেরকর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু ধর্ম্মেতেই সকল ঘটনা হয়, ধর্ম্মের ফল বিফলহয়না অধর্ম্মে ধর্ম্মকে কদাপি আচ্ছন্ন করিতে পারেনা ধর্ম্মশীল ব্যক্তিকে যে ঘৃণা করে সেই ঘৃণিতরূপে

প্রতিষ্ঠিত হয়, ধার্ম্মিকের উপর যত আপৎ আগত হউক কিন্তু ক্রমে২ সকল আপৎই বিনাশকে পাইয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ প্রজ্জলিত হইয়া উঠেন, অর্থাৎ মেঘাচ্ছাদিত চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা কি কদাপি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অধার্ম্মিকের বাক্জালে ধার্ম্মিকদিগের কোন গ্লানি জন্মিতে পারিবেক না।

অথ ধর্ম্মরহস্যে শিষ্টাচার কথনং।

মহাভারতীয় বনপর্ব্বে ধর্ম্মব্যাধ কৌশিক সংবাদ।

শিষ্টাচারং কথমহং বিদ্যামিতি নরোত্তম। এতদিচ্ছামিভদ্রং তে শ্রোতুং ধর্ম্মভৃতাম্বর। বনপর্ব্বং॥

কৌশিক ঋষি জিজ্ঞাসা করেন, যে হেনরোত্তম, হে ধার্ম্মিক বর, আমি কিরূপে শিষ্টাচার অর্থাৎ সভ্যতা জানিতে পারি (তাহা উপদেশ করহ) এতৎকল্যাণ প্রশ্ন শুনিতে অতিশয় ইচ্ছা হয়। অস্য প্রশ্নোত্তরং।

যজ্ঞোদানং তপোবেদাঃ সত্যঞ্চ দ্বিজসত্তম। পঞ্চৈতানি পবিত্রাণি শিষ্টাচারেষু নিত্যদা। বনপর্ব্বং॥

যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, এবং সত্যবাক্য কথন, পরমপবিত্র এইপঞ্চ শিষ্টাচারেতে নিত্যানুষ্ঠিত হয়, ইহা-ভিন্ন শিষ্টাচার অর্থাৎ সভ্যতা হইতে পারেনা।

অর্থাৎ যজ্ঞাদিকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলেই সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়, আদিপদে ব্রত, নিয়ম, বেদার্চ্চনা বৈধাহার প্রভৃতি, সুতরাং যজ্ঞই সভ্যতায় প্রথম সম্পাদনীয় হইয়াছে, যেহেতু মনুষ্যের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল, ক্ষণকালমাত্র স্থির থাকে না যদি এক ব্রহ্মের সত্ত্বার প্রতিনির্ভর করিয়া কোন এক দিবস তৎস্মরণার্থে নিশ্চয় করাযায়, এবং তদ্ভিন্নান্য দিবসে যদৃচ্ছাবশে বর্ত্তিত হওয়াযায়, তবে, চিত্তের চঞ্চলতা প্রযুক্ত অসৎকর্ম্মের প্রতি মনোভিনিবেশ কেন না হইবে, চিত্তকে ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ না করিয়া স্বাধীনতা প্রদানে সাবকাশদিলে কদাপি সংকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধিবোধনে নিরন্তর অনবকাশ প্রযুক্ত চিত্তকে কদর্য্য কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অপিচ যজ্ঞের, অনুরোধে শুদ্ধাহার এবং শুদ্ধাচার করিতে হয়, সুতরাং আহার ও আচার শুদ্ধিতেই চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহার প্রমাণ, মদ্যমাংসাদি তেজস্কর তামস আহারে চিত্ততমোভিভূত হয়, কেননা বলিষ্ঠ হইলেই উন্মত্ততাকে জন্মায়, প্রাকৃতলোকেও বলে (বলবান ব্যক্তিই গোঁয়ার হয়) তাহার চিত্তে ক্ষণকাল নিমিত্ত পরমার্থ তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হয় না, এবং ঐ সকল কদর্য্য দ্রব্য আহার করিয়াও অরোগী হইতে পারেনা যথা (ভোগেরোগভয়ং) ভোগেই রোগের ভয়, বর্ত্তমান কালে কদর্য্যাহার অর্থাৎ অমেধ্য বস্তু মদ্যমাংসাদি যাঁহারা নিয়তই আহার করিয়া

থাকেন, তাঁহারদিগের মধ্যে উৎকট রোগভিন্ন কোন ব্যক্তি-কেই অরোগী দেখিতে পাওয়া যায় না, কেননা তত্তাবৎ লোকের পশ্চাতে বিদ্বান চিকিৎসক অর্থাৎ উত্তম ডাকতর নিয়তই নিযুক্ত আছে, যদি বল, এরূপ অবস্থা অস্মদাদির দেশে, অন্যদেশীয় লোক সম্বন্ধে না হউক, উত্তর, ইহা বোধ হইলেও ভাল, কেননা আমরা স্বদেশ হিতার্থেই উপদেশ করি, বিদেশীয় লোকের প্রতিলক্ষ করিবার প্রয়োজন, কি, তথাপি অবিহিত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সর্ব্বদেশীয় লোকেরি যে রোগোৎপত্তি হয়, তৎপ্রমাণ, অস্মদ্দেশাগত সুসভ্য ইং-লণ্ডীযেরা বলিষ্ঠ তেজস্কর অমেধ্য বস্তু সকল আহার করে, কিন্তু অরোগী কেহই নহেন, যেহেতু ডাকতরের ঔষধ তাঁহারদিগের নিত্য সেবনীয হইয়াছে, এমত ইংরাজকে দৃষ্ট হয় না, যে সপ্তাহে কি, সপ্তাহান্তরে বিরেচন, অর্থাৎ জুলাপ গ্রহণ না করিতে হয়, সুতরাং রোগাশঙ্কা না থাকিলে বিরেচন গ্রহণের তাৎপর্য্য কি, তাহাতেও যদি .আপত্তি কর, যখন ইংরাজদিগের শৌর্য্যবীর্য্য দেখাযাইতেছে, তখন তাহার দিগকে রোগী কিরূপে বলাযায়, কেননা রোগী ব্যক্তি বলিষ্ঠ হয় না, উত্তর, চিররোগী ব্যক্তিকেও বলিষ্ঠ দেখাযায়, যথা আরণ্য পশু (ঋক্ষ) অর্থাৎ ভল্লূকজাতিরা অহরহ মুহুর্মুহু রোগভোগ করে, কিন্তু বলের পরিসীমা নাই। অপর, শুদ্ধা-হারী অর্থাৎ হবিষ্যাদি আহার যাঁহারা করেন তাঁহারদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় অরোগী কদাচিৎ লক্ষের মধ্যে কোন

ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ রোগ বিশিষ্ট দেখাযায়, বরং চিররোগী ব্যক্তি যদি শুদ্ধাহারে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমেং সেই ব্যক্তি উৎকট রোগ হইতে পরিমুক্ত হইয়া যায়, তাহার প্রমাণ প্রাকৃত লোকে বলে যে ভদ্রলোকের গৃহে বিধবা হইলে স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ কাল বাঁচে কিন্তু পামরেরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কহে যে চির যন্ত্রণা ভোগ করিবার কারণ পরমেশ্বর তাহারদিগকে দীর্ঘ জীবী করিয়া রাখেন, ফলিতার্থ এ অভিপ্রায় অতি অযোগ্য তাহারদিগের দীর্ঘ জীবিতার কারণ কেবল শুদ্ধাচার, অর্থাৎ বিধবা হইলে ভদ্রোলোকের স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকে, রোগের ঘটনা যাহাতে হয় তৎকর্ম্মে বিরতা, সুতরাং শুর্দ্ধাহার ফলে তাহারা অরোগী হইয়া পরিমিত কাল জীবিতা থাকে। অতএব মনুষ্যদিগের আহারাদির শুদ্ধির যত্ন করা কর্ত্তব্য এবং সভ্যগুণালঙ্কৃত হইতে ইচ্ছুক হইলে উপরিউক্ত যজ্ঞাদি পঞ্চ পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করণের অত্যাবশ্যক। তথাহি

কামক্রোধৌ বশেকৃত্বা দম্ভং লোভমনার্জ্জবং। ধর্ম্মইত্যেব সন্তুষ্টা স্তেশিষ্টাঃ শিষ্ট সম্মতাঃ। বনপর্ব্বং॥

কাম ক্রোধ লোভদম্ভ কৌটিল্য এতৎ পঞ্চকে বশকরার নাম ধর্ম্ম, তদনুষ্ঠানে সৎপুরুষেরা পরম অন্তুষ্ট হয়েন, এবং তাঁহারদিগকে শিষ্ট সম্মত জনগণেরা শিষ্ট বলিয়া অর্থাৎ সভ্য বলিয়া উক্ত করেন।

নতেষাং বিদ্যতেবৃত্তং যজ্ঞ স্বাধ্যায়শীলিনাং। আচার পালনঞ্চৈব দ্বিতীয়ং শিষ্টলক্ষণং। বনপর্ব্বং॥

যজ্ঞশীল এবং স্বাধ্যায়শীল ব্যক্তিদিগের এতৎস্বভাবের অন্যথা হয় না, আচারের প্রতিপালন অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃত্যাদিত সদাচার করণ দ্বিতীয় শিষ্ট লক্ষণ হয়।

গুরু শুশ্রূষণং সত্যমক্রোধোদান মেবচ। এতচ্চতুষ্টয়ং ব্রহ্মণ্ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা। বনপর্ব্বং॥

বিশেষতঃ গুরশুশ্রূষা অর্থাৎ গুরুপদে কেবল শিক্ষা দীক্ষা গুরু নহেন, তদন্যৎ পিতামাতা ব্রাহ্মণ অতীথি, এবং পিতৃব্য মাতুল প্রভৃতি সকলের সম্যক পূজা করণ, সত্য বাক্য কথন, ও অক্রোধ, আরদান এই চতুষ্টয় কর্ম্ম শিষ্টাচারে অর্থাৎ সভ্য-গুণ লক্ষণে নিত্যই অনুষ্ঠেয় হয়। এতদাচার হীন ব্যক্তিবা বলপূর্ব্বক আপনাদিগকে সভ্য বলিয়া জানান, কেবল, জাননাও নহে বরং দম্ভ প্রকাশে প্রকৃত সভ্য ব্যক্তিদিগকে প্রতারক বলেন, তাঁহাতে যুগমাহাত্ম্যই অঙ্গীকার করিতে হয়।

শিষ্টাচারে মনঃকৃত্বা প্রতিষ্ঠাপ্যচ সর্ব্বশঃ। যামযং লভতে তুষ্টিং সানশক্যা হ্যতোন্যথা। বনপর্ব্বং॥

শিষ্টাচার প্রতি মনোভিনিবিষ্ট করিয়া, এবং সর্ব্বজনকে উক্ত শিষ্টাচারে প্রতিষ্ঠা করিলে যেরূপ তুষ্টিলাভ হয়, তাহা তদন্যথাচারে অর্থাৎ শিষ্টাচারের অন্যথাচরণে কদাপি লাভ

হইতে পারেনা। প্রমাণ, গুরু শুশ্রূষাদি করণে অবশ্য আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানে আচরিত্ত পবিত্র হয়, এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সকলে সমাদর করে, সত্য বাক্য কথনে মন ও রসনা পবিত্র হয়, সকলেই বিশ্বাস, ও আদর করিয়া থাকেন, বক্তাও অক্ষোভে জনসমাজে বক্তৃতা করিতে পারে, তাহাতে অগ্রপশ্চাৎ কোন চিন্তার বিষয়নাই, প্রণালীমত কহিলেই চিত্তের তুষ্টিজন্মে। অক্রোধিত ব্যক্তির সর্ব্বত্রেই সুখ বৃদ্ধি হয়, এবং আপনার শরীর সুস্নিগ্ধ থাকে কোনমতে অসন্তুষ্টিকারক চিত্তের বিকার জন্মে না। চতুর্থদান, অতি পবিত্র কারক এবং ইহার পর চিত্তসন্তোষ কারক কোন কর্ম্মইনাই, লোকে বলে (দানেদুর্গতি খণ্ডে) অতএব দান ধর্ম্ম পরমপদের পরম কারণ হয়েন, দানী ব্যক্তি ইহকালে যশঃশালী পরত্রেস্বর্গ সুখের অনুভাবক হইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করতঃ দানানুরূপ ঐশ্বর্য্যবান হয়েন।

তদন্যথাচারী অর্থাৎ গুরুশুশ্রূষাতে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির পরলোকের কথা দূরে থাকুক্ ইহলোকে পিতা মাতারই অপ্রিয় হইয়া আদৌ স্বগৃহে সুলাঞ্ছিত হয়. অনন্তর সকলেই অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণাকরে, সুতরাং সর্ব্বজন সমাজেই ক্ষোভপায়, ক্ষোভিত ব্যক্তির অসন্তুষ্টি ব্যতীত সন্তুষ্টিলাভ কিরূপে হইতে পারে।

অসত্য বাক্য কথনে মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বদা সঙ্কোচিত থাকে, এক মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করণার্থে তৎপ্রতি প্রসবে সহস্রং মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাতেও সুসিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন থাকেনা, পদেপদেই মিথ্যা কথার স্খলন হয়, এবং মিথ্যাভিসন্ধি প্রকাশভীতি প্রযুক্ত সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত থাকে, সুতরাং অসত্যবাদী ক্ষণকালের নিমিত্ত সন্তুষ্টির লাভ করিতে পারেনা।

অপর, ক্রোধি ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসন্তোষিত, কেননা আদৌ ক্রোধ কর্ত্তারই শরীরে বিকারকে জন্মায়, তাহাতে শরীরস্থ রক্তের উষ্ণতা, কেবল উষ্ণতাও নহে বরং তজ্জন্য চিত্তের বিকার, হস্তপাদ চক্ষু জ্বালা, এবং কর্ণ নাসিকাদ্বারা অগ্নির উত্তাপ নির্গত হয়, তাহাতে সমস্ত শরীর দগ্ধ হইয়া যায় অপর ক্রোধজন্য সহসা লোকের সহিত বৈরতা ঘটে, তাহাতে সর্ব্বলোকেই তাহার প্রতি বিরত থাকে।

অদাতা ব্যক্তিলোকেঘৃণিত অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে বঞ্চিৎ হয়, কেহই তাহাকে সমাদর করেনা, এবং প্রাতঃকালে তন্মুখাবলোকন, কি, তন্নামোচ্চারণে সকলেই বিরক্ত হয়, কেবল বিরক্তও নহে বরং তদুপলক্ষে গুরু গোত্রও স্খলন করে, তজ্জন্য সেই অদাতা ব্যক্তি কাহার নিকটে আপনার প্রসন্নতা দেখাইতে পারেনা, সুতরাং অদাতার সন্তুষ্টিলাভ সুদূর পরাহত।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

ঈডাচ পিঙ্গলাচৈব সুসুম্নাচ তৃতীয়কা। গান্ধারী হস্তিজিহ্বাচ পুষ্যাচৈব যশস্বিনী। অলম্বুষা কুহুশ্চৈব শংখিনী দশমী তথা॥

ঈড়া, পিঙ্গলা, সুসুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষ্যাযশস্বিনী অলম্বুষা, কুহু, শংখিনী, এই দশ নাড়িকা তেজোময়ী সুসূক্ষ্মা (৭২০০০) সহস্র নাড়ী মধ্যে প্রধানা, তদপেক্ষা (১০১) নাড়ী প্রশস্তা, তাহাতে এই (১০) নাড়িকা সুপ্রধানা, তন্মধ্যে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুসুম্না চিত্রিণী, বজ্রিণী, এই (৫) পঞ্চ নাড়ী বরিষ্ঠা। তাহাতে ঈড়াপিঙ্গলা সুসুম্নাদি (৩) নাড়ী শ্রেষ্ঠা, তদপেক্ষা ব্রহ্মতেজোময়ী একা সুসুম্নাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, বরিষ্ঠা জ্ঞানগম্যা হয়েন। তথাহি

চিত্রিণী বজ্রিণী চৈষামৃতাচ সাবিরাবতী। মেধ্যা মেধা ধৃতিঃ সৌম্যা ক্ষীবা ক্ষীববতী শবী॥ মাতৃকা মানবী মন্থা কুন্দা গন্ধাচ গন্ধিনী। সুগন্ধা গান্ধকী গৌরী গোমতী ধাতৃকা স্মৃতিঃ॥ বাণী বালী রমা রামা চন্দ্রা চন্দ্রবতী চষা। চিলিঞ্চিলা সুচিত্রাচ চিত্রাভা কুঞ্জিকা বুলা॥ পাশা পাশী বিপাশাচ দেবিকা গৈরিকা ঈরা। নীলা শীলা সূর্য্যরূপা বিধাত্রী ক্ষোভিনী কৃশা॥ শুম্ভিণী দ্রাবিণী ধূম্রা জৃম্ভিণী মোহিনী উমা। নাকিনী কাকিনী কালী বিশালী রাকিনী কলা॥ কলাবতী ডাকিনীচ শাকিনী শাখিনী হুহু। হাকিনী ভাবিনী ভানী ভানিনী জ্বালমালিনী॥ জ্বালিকা মালিকা কৃষ্ণা ভ্রামবীচাতি ভাস্করী। লম্বা কুমুদ্বতী কঙ্কা বামদা কঙ্কণাবতী॥ কাশ্মীরা কামলা কঙ্কা ঢাকণা বকণাতিমী। ডিণ্ডিমা ঝিল্লিকা ঝঙ্কা কুমুদাচাতি গারুতী॥ নলিনী

নালিনী লক্ষ্মী শ্রীমতি সর্ব্বরী ক্ষমা। রাজসী রাজিকা চৈব।
তথা শৈলুষবর্ম্মিণী॥ বৈদ্যক সারং॥

হৃদিস্থা ১০১ নাড়িকার মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপিণী সুসুম্না পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে একারণ তন্নাম পরিত্যাগ করতঃ অপর (১০০) নাড়ীর নাম লিখিতেছি পরে তাহারদিগের কর্ম্ম ব্যক্তীকৃত করিয়া লেখা যাইবেক।

চিত্রিনী ১ বজ্রিণী ২ অমৃতা ৩ সৌ ৪ ঈরাবতী ৫ মেধ্যা ৬ মেধা ৭ ধৃতি ৮ সৌম্যা ৯ ক্ষীরা ১০ ক্ষীরবতী ১১ ঈশ্বরী ১২ মাতৃকা ১৩ মানবী ১৪ মন্দা ১৫ কুন্দা ১৬ গন্ধা ১৭ গন্ধিনী ১৮ সুগন্ধা ১৯ গান্ধকী ২০ গৌরী ২১ গোমতী ২২ ধাতৃকা ২৩ স্মৃতি ২৪ বাণী ২৫ বালী ২৬ রমা ২৭ রামা ২৮ চন্দ্রা ২৯ চন্দ্রবতী ৩০ চষা ৩১ চিলি-ঞ্চিলা ৩২ সুচিত্রা ৩৩ চিত্রাভা ৩৪ কুজ্জিকা ৩৫ কুলা ৩৬ পাশা ৩৭ পাশী ৩৮ বিপাশা ৩৯ দেবিকা ৪০ গৈরিকা ৪১ ঈরা ৪২ নীলা ৪৩ শীলা ৪৪ সূর্য্যরূপা ৪৫ বিধাত্রী ৪৬ ক্ষোভিনী ৪৭ কৃশা ৪৮ স্তম্ভিণী ৪৯ দ্রাবিণী ৫০ ধূম্রা ৫১ জৃম্ভিণী ৫২ মোহিনী ৫৩ উমা ৫৪ নাকিনী ৫৫ কাকিনী ৫৬ কালী ৫৭ বিশালী ৫৮ রাকিনী ৫৯ কলা ৬০ কলাবতী ৬১ ডাকিনী ৬২ শাকিনী ৬৩ শাখিনী ৬৪ হুহু ৬৫ হাকিনী ৬৬ ভাবিনী ৬৭ ভামী ৬৮ ভামিনী ৬৯ জ্বালমালিনী ৭০ জ্বালিকা ৭১ মালিকা ৭২ কৃষ্ণা ৭৩ ভ্রামরী ৭৪ অতিভাস্করী ৭৫ লম্বা ৭৬ কুমুদ্বতী ৭৭ কক্ষা ৭৮ কামদা ৭৯ কঙ্কণাবতী ৮০ কাশ্মীরা ৮২ কামলা ৮২ কন্ধা ৮৩ অরুণা ৮৪ বরুণা ৮৫ তিমী ৮৬

ডিণ্ডিমা ৮৭ ঝিল্লকা ৮৮ ঝঙ্কা ৮৯ কুমুদা ৯০ অতিমারুতী ৯১ নলিনী ৯২ নালিনী ৯৩ লক্ষ্মী ৯৪ শ্রীমতি ৯৫ সর্ব্বরী ৯৬ ক্ষমা ৯৭ রাজসী ৯৮ রাজিকা ৯৯ শৈলুষবর্ষিণী ১০০ ইত্যাদি গুণত্রয় বিশিষ্টা অর্থাৎ সত্ত্বরজতমোংশে উৎপন্না হইয়াছে একারণ নানা বর্ণান্বিতা হয়। যথা

ইত্যেতা হৃৎসরোজস্থা তথান্যাচ শতং শতাঃ। প্রত্যেকা শতধা শৈচব দ্বিগুণী ত্রিগুণী মতাঃ॥

এই এক শত হৃদিস্থা নাড়িকা অন্যং শত এবং শতশত নাড়ীর প্রতি শাখানাড়ী হয়, কোন নাড়ীদ্বিগুণা কোন নাড়ী-ত্রিগুণা হয়, অর্থাৎ অগ্নিজলাত্মিকা, কেহবা অগ্নিজল বায়ু্বা-ত্মিকা হয়, তন্মধ্যে কতগুলি নাড়ীর নাম লিখিতেছি।

শিবা শ্যামা শশাঙ্কাচ কংকণা রজনী ক্রিযা। তৈজসী কালিকা কাষ্ঠা কামাম্না চ করালিকা॥ কান্তারা কমঠী কুল্লা দুর্গা ভীমা জয়ঙ্করী। বিনতা বিমলা পদ্মা পদ্মিনী চ কদম্বিনী॥ লক্ষণা শক্থিনী লক্ষ্মী ভীমা ভীমরবা খশা। শকুনা কলবিঙ্কাচ বিমতা ঘনকাশিনী॥ অর্চ্চি অর্চ্চিষ্মতী ঘোরা ঘনাকা ঘনকোরকা। কালী জ্বালামুখী তুঙ্গা তুঙ্গনাচ স্ফুলিঙ্গকা॥ তাম্রপর্ণী তন্তুবহা বিপণা বিস্ফুলিঙ্গকা। বলাকা বাহুদা বাহ্বী মণ্ডলী চান্দবাহিনী॥

শিবা ১ শ্যামা ২ শশাঙ্কা ৩ কংকণা ৪ রজনী ৫ ক্রিয়া ৬ তৈজসী ৭ কালিকা ৮ কাষ্ঠা ৯ কামলা ১০ করালিকা ১১ কা-ন্তারা ১২ কমঠী ১৩ কুল্লা ১৪ দুর্গা ১৫ ভীমা ১৬ জয়ঙ্করী ১৭ বিনতা ১৮ বিমলা ১৯ পদ্মা ২০ পদ্মিনী ২১ কদম্বিনী ২২ লক্ষণা ২৩ শক্থিনী ২৪ লক্ষ্মী ২৫ ভীমা ২৬ ভীমরবা ১৭ খশা ২৮ শকুনা ২৯ কলবিঙ্কা ৩০ বিমতা ৩১ ঘনকাশিনী ৩২

অর্চ্চি ৩৩ অর্চ্চিষ্মতী ৩৪ ঘোরা ৩৫ ঘনাকা ৩৬ ঘনকোরকা ৩৭ কালী ৩৮ জ্বালামুখী ৩৯ তুঙ্গা ৪০ তুঙ্গনা ৪১ স্ফুলিঙ্গকা ৪২ তাম্রপর্ণী ৪৩ তনুবহা ৪৪ বিপণা ৪৫ বিস্ফুলিঙ্গকা ৪৬ বলাকা ৪৭ বাহুদা ৪৮ বাহ্বী ৪৯ মণ্ডলী ৫০ অন্নবাহিনী ৫১ এই এক পঞ্চাশৎ নাড়িকা ধমনিনামেখ্যাতা ইহাঁরা উদর মধ্যে স্থূলরূপে আছেন, আহাদির সংস্থা বিশেষে বিশেষ২ কার্য্যবর্ত্তী হয়েন, তন্মধ্যে শিবাদি ভীমা পর্য্যন্ত ষোড়শনাড়িকায় বায়ু সঞ্চরণদ্বারা আহারীয় দ্রব্যকে সঞ্চালন করেন, অপর জয়ঙ্করী অবধি ঘনকাশিনী পর্য্যন্ত ষোড়শ নাড়িকায় জলীয় ভাগের সঞ্চালন হয়, এই উভয় কার্য্য কারিণী ৩২ দ্বাত্রিংশৎ নাড়িকা প্রধানারূপে গণ্যা, তদনন্তর তাঁহারদিগের সহচারিণী অর্চ্চি অবধি অন্নবাহিনী পর্য্যন্ত ১৯ বিংশতি নাড়িকা বহিস্থলে সংস্থিতা তাঁহারা অগ্ন্যাত্মিকা অন্নাদি পবিপাকানন্তর সমান বায়ু ঐ ১৯ নাড়ীতে সঞ্চালন করেন সূক্ষ্মরূপে সহস্র২ নাড়ী ঐ ১৯ নাড়ী মুখে সংযুক্ত আছে তৎসংযোগে ব্যানবায়ু নদ্যাদির শ্রোতের ন্যায় সমুদয় রসকে আপাদমস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে সঞ্চালন করেন। সেই সকল নাড়ীকে শিরা বলিয়া খ্যাত করাযায়, ইহাদিগের বর্ণ, যথা

কৃষ্ণা পীতা তথা রক্তা শ্বেতা কর্ব্বূর ধূষরা। পিন্যাকবর্ণা চালক্তা পাণ্ড্রা পাটল মৌক্তিকা॥ পীববী ওড্রপুষ্পাভা দাড়িমী মধুপিঙ্গলা। ধান্যাক্তাভষিকা বর্ণা সুবর্ণা মেঘবর্ণিকা॥ ইত্যাদি॥

কোন২ নাড়ী কৃষ্ণবর্ণা, পীতবর্ণা, রক্তবর্ণা, শ্বেতবর্ণা, কর্ব্বূরবর্ণা, (যাহাকে বেগুণী বলে) ধূষরবর্ণা, অর্থাৎ ধূষাবর্ন,

পিন্যাকবর্ণ, কাশ্মীরবর্ণ, প্রাকৃতভাষায় (কাশ্মী বলে) অলক্ত-বর্ণ, অর্থাৎ লাক্ষাবর্ণ, প্রাকৃতভাষায় (লাখারঙ্গ) বলে পাণ্ডু-বর্ণ, শ্বেত বিশেষ কিঞ্চিৎ পীতাভ। পাটলবর্ণ, অর্থাৎ শ্বেত রক্তমিশ্রিতবর্ণ, যাহাকে (গোলাপী) বলে, মৌক্তিক শ্বেত বিশেষ কিঞ্চিৎ আরক্তাভ, পীবরবর্ণ রক্ত বিশেষ কিঞ্চিৎ পীতাভ, ওড্রবর্ণ, অর্থাৎ যবাপুষ্পবৎবর্ণ, দাড়িমীবর্ণ, রক্তবর্ণ কিঞ্চিৎ উজ্জল যাহাকে প্রাকৃতভাষায় (গোলানারবর্ণ) মধু-পিঙ্গলবর্ণ, অর্থাৎ পীতবর্ণ কিঞ্চিৎ রক্তাভ। ধান্যাকবর্ণ, অর্থাৎ যাহাকে ধানীবঙ্গ বলে। ভষিকাবর্ণ, অর্থাৎ ভষ্যবর্ণ, সুবর্ণবর্ণ, অর্থাৎ স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ, মেঘবর্ণ, অর্থাৎ শিতকৃষ্ণ মিশ্র প্রাকৃতভাষায় আস্মানী রঙ্গ বলে॥ ইত্যাদি নানাবর্ণ আছে তাহা লিপিসাধ্য নহে, অনন্তর নাড়ী সকল যেরূপে শরীরে সংস্থিতা হইয়াছে তাহার প্রমাণ।

কুব্জা বক্রা প্রস্থগতা ঋজ্বী তির্য্যগ্গতাপরা। বিচিত্রগামিনী চান্যা ওতপ্রোতগতাতথা॥ আরূঢান্যান্য সংরূঢা বাহ্যাভ্যন্তর গামিনী॥ বৈদ্যকসারং॥

কোন নাড়ী কুঞ্চিতা, কেহ বা বক্রতা ভাবে গমন করিয়া-ছেন, অপরা প্রস্থগা অর্থাৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কা-হার বা সবলাগতি, অন্যা তির্য্যকগতা, অর্থাৎ ঈষৎ হেলিয়া পার্শ্বে গমন করিয়াছেন, এবং ওতপ্রোত অর্থাৎ কত কত নাড়ী বস্ত্রের টানা পড়িয়ানের ন্যায় উলুতপ্লুত গমন করেন, অপরাপরা পরস্পর উপর্য্যপরি আরোহিতা হইয়া শরীরা-ভ্যন্তর এবং শরীরের বাহির পর্য্যন্ত দৃশ্যাদৃশ্যরূপে গমন

করিয়াছেন, কোন২ শিরা বিচিত্র গামিনী হয়েন, অর্থাৎ কখন সরলা, কখন বক্রা, কখন কুঞ্চিতা, কখন প্রস্থগা কখন পার্শ্বগামিনী হয়েন। তথাহি

মাংসাস্থিচর্ম্মগাচৈব রসমেদোভিগামিনী। রক্তগাশুক্রগা মজ্জা গামিনী ত্বথবৈশৃণু॥ আগমসারে॥

কতকত নাড়ী মাংস চর্ম্ম, অস্থি, রস, মেধ, রক্ত, শুক্র, মজ্জা প্রভৃতিতে সঞ্চারিতা হইয়াছেন, অর্থাৎ এই সকল নাড়ী দ্বারা দেহ বন্ধের নিষ্পত্তি হইয়াছে, ব্যানবায়ু সকল শিরাতেই ভ্রমণ করেন, যখন যে দিকে অঙ্গে গমন না করেন সেই দিগেই রস সঞ্চারণাভাবে তদঙ্গের পতন হয়। (খণ্ড ত্রয়ান্বিতে দেহে নাড়িকা বহু কোটয়ঃ) ইতিতন্ত্রং। খণ্ড ত্রয় অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত কফযুক্ত শরীরে বহু কোটি নাড়ী হয়। তথাহি যামলে।

তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরেনাড়্যোমতাঃ। তাসুসূক্ষ্মাসুসূক্ষ্মাচ স্থূলাস্থূলতরাভবেৎ॥

সাড়েতিন কোটি নাড়ী শরীরেতে হয়, তাহাতে কতক নাড়ী সূক্ষ্মা কতক সূক্ষ্মতরা, কতক স্থূলা, কতক অতিস্থূলা। সুসূক্ষ্মা শব্দে, অদৃশ্যাপ্রায় কিন্তু তাহার কার্য্যদৃষ্টি কারণ মান্য করা যায়, নচেৎ সে নাড়ী আছে না আছে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ হয় না। তথাহি

ত্বঙ্মাংসমেদ মজ্জাসৃগস্থি শুক্রাদিরূপিণী। দৃশ্যাদৃশ্যা সংখ্যেয়াশ্চ বাহ্যাভ্যন্তর চারিণী॥

চর্ম্ম মাংস মেদ মজ্জা রক্ত অস্থি শুক্রাদি রূপিণী নাড়ী আছে, দৃশ্যাদৃশ্যরূপে অসংখ্যেয়া শরীরের বাহিরের এবং অভ্যন্তর চারিণী হয়।

অর্থাৎ চর্ম্ম রূপিণী নাড়ী সকল সন্ধি বন্ধন রজ্জুর ন্যায় তাবৎ শরীরে ব্যাপিতা হইয়াছে, যেমন মৃদঙ্গ যন্ত্রের চর্ম্ম রজ্জু সর্ব্বত্র বেষ্টিত হয়। তদন্যা অস্থিরূপা নাড়ী সকল দারু বৎ, যেমন গৃহ রক্ষার্থ কীলক অর্থাৎ খুঁটির ন্যায় হয়। মাংস রূপা গৃহ ভিত্তি লেপমৃত্তিকার ন্যায়, তদন্যৎ মেদ মজ্জা শুক্র শোণিত রূপা নাড়ী সকল তেজোময়ী হয়, তাহারা প্রাণ বায়ুর সহযোগে শরীরের পুষ্টি করে প্রাণাত্যয়ে তাহাব-দিগের ও অত্যয় হইয়া যায়, সুতরাং শব শরীর চ্ছেদনে তাহারদিগের দৃষ্টি হয না, চর্ম্মাস্থি মাংসরূপা নাড়ী সকল দৃশ্যা প্রাণাত্যয়ে প্রবাহের অত্যয় হয়, কিন্তু দর্শনের অত্যয় হয় না, সুতরাং শব চ্ছেদনে তাহারদিগের নিরূপণ হইতে পারে।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয মুদ্রিতা হইযা পাতুরিযাঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কাবফবমার বাটী হইতে বণ্টন হয।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিতাহইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫৭ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩২ আষাঢ় বুধবার

ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম এই দুই পদার্থই সংসার প্রবাহের কারণ হইয়াছে, অর্থাৎ ধর্ম্মেরফল সুখ, অধর্ম্মের ফল দুঃখ, যদিও অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ইহলোকে সুখীরূপে ঐশ্বর্য্যশালী দেখাযায়, ফলিতার্থ সেই সুখৈশ্বর্য্য তাহার জন্মান্তরীয় ধর্ম্মফল ব্যতীত ইহজন্মকৃত অধর্ম্ম ফলে সম্পাদিত নহে, যথা [ইহ যত্রকৃতং কর্ম্ম ভোগোন্যত্র বিধীয়তে] ইহ জন্মে যে কর্ম্ম করাযায় তাহার ফল অন্য জন্মে ভোগ হয়,

সুতরাং প্রকৃত্যনুসারে যে যখন যৎকর্ম্ম সাধন করে, সে তখন তৎকর্ম্মকে অপকৃষ্ট বলিয়া জানেনা, আমি উত্তম কর্ম্মকারী ইহাই প্রতীতি হয়, নচেৎ অধার্ম্মিকেরা অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত কেন হইবে, কি খেদের বিষয় হইয়া উঠিল যে ধর্ম্মানুষ্ঠান যে করে তাহাকেই দ্বেষ করে, অধার্ম্মিক পাষণ্ড সর্ব্বান্নভুক্ পামর মদ্য পায়ী অমেধ্যমাংসভোজী সর্ব্বদার গামী ব্যক্তিরাই বলবান্ হইতে লাগিল, সনাতন বেদোদিত শ্রীকৃষ্ণাদির আরাধনা, কি, এক কালিন পৃথিবী মধ্যে বিরল হইয়া গেল, অতএব এই ভয়ঙ্কর কালে সদ্বংশজাত মহাপুরুষেরা সাবধান হইবেন, অপাত্র সংর্গের পাত্র হইযা পূর্ব্ব পুরুষানুষ্ঠিত ধর্ম্ম শরণীতে কণ্টারোপণ করিহ না, অধার্ম্মিকদিগের শ্রুতিরোচক বাক্যে রুচি করিয়া সাধুধর্ম্মে অবিশ্বাস করা উচিত হয় না, এই অনন্ত সংসারকে জগদীশ্বর বৃক্ষাকারে রচনা করতঃ তোমারদিগকে তদাশ্রিত করিয়াছেন, ইহাতে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক উভয় জীবেরইবাস, সকলেই আপন মতে চলে, কেহই আপনাকে অপকৃষ্ট দেখে না, কিন্তু বিবেচনা মতে উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের বিচার করা কর্ত্তব্য, অতএব তদ্বিষয়ের যে প্রস্তাব তাহা আগামীতে প্রকটন করা যাইবেক।

গতবারের শেষঃ।

অথ ধর্ম্মরহস্যে শিষ্টাচার কথনং।

বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্দমঃ। দমস্যোপনিষদ্যোগঃ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা॥ বনপর্ব্বং॥

বেদের উপনিষৎ অর্থাৎ বেদেরসারসত্য, সত্যের সার দম, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শাসন, দমের সার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহা শিষ্টাচারে অর্থাৎ সভ্যতা মূলক নিত্যানুষ্ঠেয়, এই নিত্যদা শব্দে কেবল নিত্যানুষ্ঠেয় এমত নহে, নিত্য পরব্রহ্ম, তৎপদ প্রদান করেন, এতদর্থে নিত্যদা শব্দ উপনিষৎ কেবলে।

বেদের উপনিষৎ সত্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল বেদাক্ষরবৃত্তিতেই সভ্য হয় না, তদুদিত সত্যানুষ্ঠানের অপেক্ষা করে, এবং সত্য বাক্য কহিলেই সভ্য হয় না ইন্দ্রিয় দমন করিলে সভ্য হয়, শুদ্ধ ইন্দ্রিয় দমনেই সভ্য বলাযায় না, যোগাভ্যাসের আবশ্যক অর্থাৎ বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয, ইত্যর্থে সভ্য লক্ষণ প্রতি বেদ পাঠ, সত্য কথন, ইন্দ্রিয় দমন, যোগাভ্যাসাদি সম্যক্ কর্ম্মানুষ্ঠানকে কারণ মানিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সভ্য গুণকে সজহকরিয়া সকলেই প্রায কথায়২ আমরা সভ্য বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, করুক্, ফলিতার্থ তাহারদিগকে বিদেশী সভ্য ব্যতীত দেশীসভ্য বলা কোন মতেই সঙ্গত হয় না, বস্তুতঃ কেবল বেশ ভূষণাদিদ্বারা বাহ্যে পরিচ্ছন্ন থাকিলেই

সভ্য বলে এমত নহে, সভ্যতা প্রতি চিত্ত পরিচ্ছন্ন রাখিবার বিস্তর অপেক্ষা করে, অর্থাৎ যাহাতে কোন পাপ স্পর্শ নাই এমত কর্ম্মের সমাচার করিলেই সভ্য হয়।

যেতুধর্ম্মানসূয়ন্তে বুদ্ধি মোহান্বিতানরা। অপথা গচ্ছতাস্তেষাম নুযাতোপি পীড্যতে॥ বনপর্ব্বং॥

বুদ্ধি মোহান্বিত মনুষ্য সকল অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তি যাহারা নিয়তই ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া করে, তাহারাই কুপথ গামী হইয়া নিরন্তর নিরয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, কেবল তাহারাই ভোগ করে এমত নহে, তদনুগামী যাহরা তাহারাও পীড্যমান হয়।

যেতুশিষ্টাঃ সুনিযতাঃ শ্রুতিযোগ পরায়ণাঃ। ধর্ম্মং পন্থানমারূঢাঃ সত্যব্রত পরায়ণাঃ। নিযচ্ছন্তি পরাং বুদ্ধিং শিষ্টাচারান্বিতা নরাঃ॥ বনপর্ব্বং॥

যে সকল শিষ্টলোকেরা অর্থাৎ সভ্যেরা নিয়ত শ্রুতি যোগ অর্থাৎ বেদোদিত কর্ম্ম পরায়ণ এবং সত্য ব্রত পরায়ণ, ধর্ম্ম পথে আরোহণ করিয়াছেন, এরূপ শিষ্ঠাচারান্বিত সাধুরাই পরম পথে বুদ্ধিকে লইতে শক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ পিতৃ পিতামহাদি গুরু পরম্পরা প্রচলিত পথারোহণ করাই সভ্যতার এক প্রধান কারণ হয়।

নাস্তিকানভিন্ন মর্য্যাদান্নবান পাপমতৌ স্থিতান। ত্যজৈতান জ্ঞানবানিত্য ধার্ম্মিকা নুপসেব্যচ॥ বনপর্ব্বং॥

ধার্ম্মিকোপ সেবা করাই কর্ত্তব্য, অধার্ম্মিক পাপ মতি নাস্তিক এবং ভিন্ন মর্য্যাদ অর্থাৎ শাস্ত্র ভেদকর্ত্তা ও ধর্ম্ম মর্য্যাদা ভেদকারী পাষণ্ডধর্ম্মী জনগণকে সর্ব্বদাই ত্যাগ করিবেক, কোন মতে তাহারদিগের সহিত আলাপ করিবেক না।

কাম লোভ গ্রহাকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীং। নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্ম দুর্গাণি সন্তব॥ বনপর্ব্বং॥

পঞ্চেন্দ্রিয় জলানদী, তাহাতে কাম লোভাদি গ্রাহ অর্থাৎ হাঙ্গর কুম্ভীরাদি হিংস্রক জন্তুতে আকীর্ণা, যদি এইরূপ নদ্যাদি বিশিষ্ট জন্মরূপ দুর্গ (সমুদ্র)পরপারে, অর্থাৎ ভবসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা হয় তবে ধৃতিময়ী বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া আরোহণ করতঃ দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হইয়া যাও।

অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতহিতং পদং। অহিংসাপরমোধর্ম্মঃ সর্ব্বং সত্যেপ্রতিষ্ঠিতং॥ বনপর্ব্বং॥

স্মৃত্যুক্ত দশবিধ ধর্ম্মের মধ্যে অহিংসা ও সত্যবাক্য এই দুই ধর্ম্মই সর্ব্ব জীবের অত্যন্ত হিতকারক হয়। সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, এবং সকল ধর্ম্মই এক সত্যবাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সর্ব্বতো ভাবে এতৎ ধর্ম্মদ্বয়ের অনুষ্ঠানকরা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন, যথা (অহিংসা পরমোধর্ম্মো হিংসা ধর্ম্মো গরিয়সী হিংসায়াং জায়তে পাপঃ পাপেন রৌরবং ব্রজৎ) অহিংসাই পরম

ধর্ম্ম, হিং্সা ধর্ম্ম অপকৃষ্ট হয়, যেহেতু হিংসাতে পাপ জন্মে সেই পাপদ্বারা রৌরব নামক নরকে যায়, অর্থাৎ হিংসক ব্যক্তি কদাপি নিষ্পাপ হয় না, হিংসা পদে কেবল প্রাণ দণ্ড নহে, পরানিষ্ঠ কর্ম্ম করণকেই হিংসা বলে। তদিতর সত্য ধর্ম্ম অতি শ্রেষ্ঠ, কেননা সত্যবাদীর কোন আপদ নাই, সত্য প্রভাবে ইহ পরকালে উজ্জ্বল হয়। তথাহি

সত্যেকৃত্বা প্রতিষ্ঠান্তু প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ। সত্যমেব গরীয়স্তু শিষ্টাচার নিষেবিতং॥ বনপর্ব্বং॥

সত্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রবৃত্তি সকল প্রবর্ত্ত হয। অতএব শিষ্টাচার পরায়ণ ব্যক্তির অর্থাৎ সভ্যগুণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিব সত্যই শ্রেষ্ঠরূপে সেব্য হইয়াছে, বিনা সত্যে কোন ধর্ম্মই ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হয় না, যেমন ফালোৎফালিত লাঙ্গল, লবণ রহিত ব্যঞ্জন, চূর্ণহীনতাম্বূল বুদ্ধিহীন জীবন, চক্ষুহীন দেহ, প্রতাপহীন রাজা, বিষহীন সর্প, চন্দ্রহীনা রাত্রি, বিদ্যা-হীন মানব, সরোজহীন সরোবর, ভ্রমরহীন পদ্ম, ব্যাকরণ ব্যতীত শাস্ত্র, তদ্রূপ সত্য বহির্ভূত ধর্ম্ম, অতএব সত্য ধর্ম্মা-নুষ্ঠানের যত্নকরা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

আচারশ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচার লক্ষণাঃ। যোযথা প্রবৃত্তির্জন্তুঃ সস্বাং প্রকৃতি মশ্নুতে॥ বনপর্ব্বং॥

আচারই সাধুদিগের অর্থাৎ সভ্যদের ধর্ম্ম, এবং আচার লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকেই সাধু অর্থাৎ সভ্য বলাযায়, এই

আচার পদে শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত সদাচার, শাস্ত্র বিরুদ্ধ অসদাচার, সেই অসদাচারই অসাধু অর্থাৎ অসভ্যের ধর্ম্ম, এই দ্বিবিধ প্রকার আচার শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যে যেপ্রকৃতি সে সেই প্রকৃতিক আচারেরই প্রতিগ্রহণ করে, অর্থাৎ অসাধু ব্যক্তি অসদাচার, সাধু ব্যক্তি সদাচারের গ্রাহক হয়।

পাপাত্মা ক্রোধকামাদীন দোষান প্রাপ্নোত্যনাত্মবান্। আবস্থো ন্যায যুক্তোযঃ সহিধর্ম্ম ইতিস্মৃতঃ॥ বনপর্ব্বং॥

অকৃতজ্ঞ পাপত্মা পুরুষ কাম ক্রোধাদি দোষকে লাভ করে, আর ন্যায়যুক্ত কর্ম্মকারক, অর্থাৎ যথা শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তা সৎপুরুষেরা অহিংসাদি সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। অতএব মনুষ্যের কর্ম্মারম্ভ দেখিয়াই সাধু ও অসাধু অর্থাৎ সভ্য ও অসভ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, অর্থাৎ প্রবঞ্চনা, শঠতা, পরানিষ্টচিন্তক, ছলবল কল কৌশলে পরবিত্তাপহারক, ব্যক্তিকেই অসাধু, তদিতর, অহিংসক, সর্ব্ব জীবানুকম্পক, পরোপকারী, দানশীল, মৎসরতাহীন, সরলান্তঃকরণ পরনিন্দা পরাঙ্মুখ, অলোভী, অসত্য ত্যাগী, সমদর্শী ঈর্ষাসূয়াদি বর্জ্জিত, ন্যায়োপার্জ্জক ব্যক্তিকেই সাধু বলাযায়।

অনাচার স্ত্বধর্ম্মঃ স্যাদেত চ্ছিষ্টানুশাসনং। অক্রুধ্যন্তোনু সূযন্তো নিরহংকার মৎসরাঃ॥ ঋজবঃ সামসম্পন্নাঃ শিষ্টাচারা ভবন্তিতে॥ বনপর্ব্বং॥

অনাচার অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধাচারকেই অধর্ম্ম বলিয়া সাধুরা অনুশাসন করিয়াছেন, তাহারা কদাপি শিষ্টাচারে সম্পন্ন হইতে পারে না, আর অক্রোধী, অনসূয়ক, অনহং-কারী, অমৎসর, কৌটিল্যরহিত, সমগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই শিষ্টাচার অর্থাৎ সভ্যাচারে সম্পান্ন হয়। অতএব সভ্য কাহাকে বলাযায় তদুত্তর। যথা

স্বৈঃকর্ম্মভিঃ সংবৃতানাং ঘোরত্বং সংপ্রণশ্যতি। তং সদাচার মাশ্চর্য্যং পুরাণং শাশ্বতং ধ্রুবং॥ ধর্ম্মং ধর্ম্মেণ পশ্যন্তঃ স্বর্গং যান্তি মনীষিণঃ॥ বনপর্ব্বং॥

স্বস্ব কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ স্বীয় আশ্রমাচার কর্ম্মদ্বারা সংবৃত ব্যক্তিরই ঘোরত্ব অর্থাৎ চিত্তস্থ অন্ধকার বিনাশ হয়, সুত-রাং জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মেতে ধর্ম্মকে দর্শন করেন, অতি পুরাতন, আশ্চর্য্যরূপ সদাচার ফলে নিত্য নিশ্চিত ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিত্য স্বর্গে গমন করেন, অর্থাৎ অখণ্ড সুখাকর ব্রহ্মধামকে প্রাপ্ত হয়েন। এই অপূর্ব্ব স্বর্গ প্রাপ্ত কে হয়। তথাহি

আস্তিকা মানহীনাশ্চ দ্বিজাতি জন পূজকাঃ। শ্রুতবীর্য্যেণ সম্পা-ন্নাস্তেসন্তঃ স্বর্গগামিনঃ॥ বনপর্ব্বং॥

আস্তিক অর্থাৎ যে ব্যক্তিরা ধর্ম্মকর্ম্মাদি ব্যাঘাৎ কারক না হয়, আর আত্মাভিমান শূন্য, ও বিপ্রসেবা পরায়ণ, এবং শ্রুত বীর্য্যেতে সম্পন্ন অর্থাৎ শাস্ত্রোদিত কর্ম্ম সাধনেই শূরতা

প্রকাশ করেন, সেই সকল ব্যক্তিকেই সাধু অর্থাৎ সভ্য বলে, তাঁহারাই তদ্বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই শিষ্টাচার অর্থাৎ সভ্যাচার ত্রিবিধ হয়। যথা

বেদোক্তঃ পরমোধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্র গতোপরঃ। শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টানাং ত্রিবিধং ধর্ম্মলক্ষণং॥ বনপর্ব্বং॥

আদৌ বেদোক্ত পরম ধর্ম্ম, অপর স্মৃত্যুক্ত, তৃতীয় সাধুদিগের আচার দৃষ্টে তদনুষ্ঠান করণ, এই ত্রিবিধ প্রকার শিষ্টাচার ধর্ম্ম লক্ষণ হয়। ইহাতে এমত আশঙ্কা করিহ না যে এই তিন পৃথক্২ আচার, তদর্থে ব্যাখ্যাকরা যাইতেছে, অর্থাৎ বেদে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন স্মৃতিতে তাহাই উক্ত করেন, যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি শ্রুতি স্মৃতি উভয়েরই আলোচনায় বঞ্চিত, তাহারা শ্রুতি স্মৃতি উক্তাচার বিশিস্ট সাধুদিগের আচার দৃষ্টে তত্তদনুষ্ঠান করিবেক, অর্থাৎ ইহা নিশ্চয় জানিবে যে ইহারা কদাপি অশাস্ত্রীয়াচার করেন না।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

পূর্ব্ব পত্রে নাড়ী সংস্থান বর্ণনে হৃদয়স্থ (১০১) নাড়ীর নাম প্রকাশ ও তদন্যৎ (৫১) নাড়ীর নাম লিখিত হইয়াছে,

পূর্ব্বোক্ত (৭২০০০) সহস্র নাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মছিদ্র বিশিষ্ট (৭০০) শত নাড়ী তাহারদিগের স্থূল ক্রিয়া বর্ণন করিতেছি, প্রত্যেকের নাম লিখিতে পারিলাম না, কারণ এতৎপত্রিকায় সকল নাম লিখিলে ৪।৫ বৎসব অবসান হয়, অন্য কোন বিষয় প্রকাশ হইতে পারে না, অতএব তাহারদিগের নাম না লিখিয়া গুণক্রিয়া লিখিতেছি, প্রসঙ্গতঃক্রমে সকলেরি নামের উল্লেখ হইবেক। তথাহি

তাসাঞ্চ সূক্ষ্ম শুষিরাণি শতানিসপ্ত স্বচ্ছানি যৈবস্কৃদন্ন রসং বহদ্ভিঃ। আপ্যায়তে বপুরিদং নৃণামমীষা মস্তস্রবদ্ভিরিব সিন্ধু শতৈঃসমুদ্রঃ॥ ৫॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

সেই সকল নাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মছিদ্র বিশিষ্ট সপ্তশত নাড়ী অতি স্বচ্ছ অর্থাৎ নিৰ্ম্মল, এবং স্ফাটিকের ন্যায় শুভ্র, বারম্বার ভুক্তান্নাদির রসকে বহন করেন, তদ্দ্বারা মনুষ্যদিগের শরীর আপ্যায়িত হইতেছে, যেমন জলস্রাবিণী নদী শতদ্বারা জলনিধি পরিপূর্ণ হয়েন॥ ৫॥

আপাদতঃ প্রভৃতিগাত্র মশেষ মাসা মামস্তকাদপিচ নাভি প্রব স্থিতেন। এতন্মৃদঙ্গ ইবচৰ্ম্মচয়েন নদ্ধং কাযং নৃণামিহ শিরাশত সপ্তকেন॥ ৬॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

নাভিমূল স্থিত ঐ সপ্তশত নাড়ী আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত অশেষ গাত্র ব্যাপিয়া আছেন, ইহারদিগকে শিরা বলিয়া

আখ্যাত করে, তদ্দ্বারা অর্থাৎ ঐ সপ্তশত শিরায় এই মনুষ্য শরীর কীদৃশব্যাপ্ত যাদৃশ চর্ম্মরজ্জু সমূহেতে মৃদঙ্গযন্ত্র বদ্ধ হয়॥

সপ্তশতনাং মধ্যে চতুরধিকা বিংশতিঃ স্ফুটা স্তাসাংমুখ্যা চতুর্দ্দশঃ ॥ ৭ ॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

উপরিউক্ত (৭০০) শত নাড়ী মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী ব্যক্তা অর্থাৎ প্রকাশিতা, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী প্রধানা হয়॥৭॥

ঈডাচ পিঙ্গলাচৈব সুসুম্নাচ সরস্বতী। গন্ধারী হস্তিজিহ্বাচ কুপূষাচ যশস্বিনী ॥ ৮ ॥ চাবণালম্বুষা বিশ্বা শংখিনীচ পযশ্বিনী এতাঃপ্রাণ বহা নাড্যো জীবকোষে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৯ ॥

আয়ুর্ব্বেদং॥

ঈড়া, পিঙ্গলা, সুসুম্না, সরস্বতী, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুপূষা, যশস্বিনী, ॥ ৮ ॥ চারণা, অলম্বুষা, বিশ্বা, শংখিনী, পয়স্বিনী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ী জীব কোষে অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া প্রাণবায়ুকে বহন করেন। যদিও এই সকল নাড়ীর মূল নানা স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁরা পরস্পর সংযোগানুসারে হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়েন, যেহেতু তৃপ্তি কারক প্রাণবায়ুর বশীভূতা, সুতরাং প্রাণাভিমুখে সকল নাড়ীর গতি হয়, যেমন গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থ সকল নানা স্থানে উদয় করিয়াও সূর্য্যাভিমুখে ধাবমান হয়, যেহেতু সূর্য্য জ্যোতিতে সকলেই জোতিষ্মান, তদ্রূপ প্রাণা বলম্বনেই সকল নাড়ী সুতৃপ্তা হয়েন। তন্ত্রান্তরে ঐ কুনাড়ীকে কুহু, চারণাকে, সৌ, বিশ্বাকে, অমৃতা, বলে। যথা

তাসাংতিস্রঃ প্রধানাস্তু তিসৃণ্বেকোত্তমামতা। ঈড়াচ পিঙ্গলাচৈব সুসুম্নাচ তৃতীয়কা ॥ ১০ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্না এই তিন নাড়ী প্রধানা, তিনের মধ্যে একা সুসুম্নাই উত্তমা হয়েন।

তত্রৈকা বামতোযাতি দ্বিতীয়া দক্ষিণে তথা। মধ্যে বায়ুপথং বিদ্যাৎ ত্রিভিস্তুল্যং গতাগতং ॥ ১১ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

তাহাতে একা নাড়ী বামে দ্বিতীয়া দক্ষিণে মধ্যে তৃতীয়া নাড়ী গতি করেন, তিনের মধ্যে তুল্যরূপে বায়ুর পথ, তদ্দ্বারা সর্ব্বদাই বায়ুব গমনাগমন হইতেছে ॥ ১১ ॥ এই তিনের নাম তন্ত্রেও কহিয়াছেন।

বামে ঈড়া নাম নাড়ী শুক্লাচন্দ্র স্বরূপিণী। শক্তিরূপাতুসানাড়ী সাক্ষাদমৃত বিগ্রহা ॥ কুলার্ণবং ॥

বামভাগে ঈড়া নামে নাড়ী শুক্লবর্ণাচন্দ্ররূপিনী শক্তিরূপে তাঁহাকে বর্ণনা করাযায়, সাক্ষাৎ অমৃত বিগ্রহা, অর্থাৎ শুদ্ধ জলময়ী হয়েন।

পিঙ্গলাখ্যাচ যাদক্ষে পুংরূপা সূর্য্য বিগ্রহা। দাড়িমী কুসুম প্রখ্যা বিষাখ্যাচা পবামতা ॥

পিঙ্গলাখ্যা যে নাড়ী তিনি দক্ষিণে গমন করেন, দাড়িমী কুসুমের ন্যায় বক্তবর্ণ পুরুষরূপে তাঁহাকে বর্ণন করিয়া সূর্য্য বিগ্রহ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অগ্নিরূপিণী কহিয়াছেন।

চন্দ্রঃ সূর্য্যোমরুচ্চৈব এষস্তিসৃষুবস্থিতাঃ। তথা রজস্তমশ্চৈব সত্বং রাত্র্যহঃ কালএব ॥ ১২ ॥ আয়ুর্ব্বেদং

ঈড়া, পিঙ্গলা, সুসুম্না অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু এই তিন নাড়ীতে অবস্থিতি করেন, তদনু রজ, তম, সত্বগুণে তিনকে ধৃত করাযায়, এই তিনের প্রবাহেই রাত্রি, দিন, সন্ধ্যা হয়, অর্থাৎ ঈড়ায় রাত্রি, পিঙ্গলায়, দিবা, সুসুম্নায় সন্ধ্যা, তদর্থে মনুষ্য শরীরেও ধাতুত্রয়ের গতি হয়, অর্থাৎ ঈড়ায় কফ, পিঙ্গলায় পিত্ত, সুসুম্নায় বায়ু এতদনুসারে মানবদিগের রাত্রি কালে চন্দ্রাধিষ্ঠানজন্য কফ বৃদ্ধি, দিবায় সূর্য্যাধিষ্ঠানে পিত্ত-বৃদ্ধি, সন্ধ্যাকালে মারুতাধিষ্ঠানে বায়ু বৃদ্ধিকে পায়।

ঈডাদোষময়ী প্রোক্তা পিঙ্গলা বহ্নিরূপিণী। বায়্বাগ্নেয়ী সুসুম্নাচ ব্রহ্মদ্বার পথানুগা॥ ১৩॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

কফময়ী একারণ ঈড়াকে দোষ বিশিষ্টা বলে, পিত্তময়ী পিঙ্গলাকে বহ্নিরূপিণী কহিয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে সুসু-ম্নাকে বায়ু এবং অগ্নিরূপা বলিয়া উক্ত করেন, [বহ্নিস্থানে পিত্তমিতি গর্ভোপনিষৎ] এই শ্রুতি বাক্য প্রমাণে বহ্নিরূপা পিঙ্গলাকে পিত্তাধিষ্ঠাত্রী বলাযায়, এবং সুসুম্না ব্রহ্মদ্বার পথা-নুগামিনী হয়েন।

ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্নাকে সত্বরজস্তমগুণে বর্ণন করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নামে উক্ত করেন, অর্থাৎ পিঙ্গলা ব্রহ্মা, সুসুম্না বিষ্ণু, ঈড়া শিব, ঐ সুসুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রান্তর্গত পরমা-ত্মাতে সংলগ্ন, এবং শ্রুতিতেও কহেন, যে এক পরমাত্মা সৃষ্টি লীলা প্রকাশার্থে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি রূপে প্রকট হয়েন,

সুতরাং এই তিনের উপাসনায় পরমপদ প্রাপ্ত হয়, নচেৎ তিনি এক আছেন শুদ্ধ ইহাই বলিয়া উপসনাদি না করিলে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইতে পারে না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড শরীর দৃষ্টে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের নিরূপণ করাযায়, যেমন ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্না এই তিন নাড়ী শরীরোৎপত্তির কারণ, তদ্রূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিশ্বোৎপত্তির কারণ হয়েন, আর নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্নায় বায়ু সঞ্চালনে পূরক কুম্ভক রেচকে শরীরের রক্ষা হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইতে উৎপন্ন জগৎ রক্ষা হইতেছে, যথা, মণ্ডূকশ্রুতিঃ। [ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তেতি] সকল দেবতার অগ্রে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং উৎপন্ন জগতের গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক, অতএব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পরব্রহ্মকে মান্য করিলেই, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে তাঁহারি রূপ বলিয়া মান্য করিতে হইবেক, ইহাঁরদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এক জন ঈশ্বর আছেন কহিয়া যাহারা জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারাই অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ কৃতঘ্ন, তাহারদিগের কোন কালেই নিষ্কৃতি নাই। অধুনা জ্ঞানাভিমানিরা মৌখিক এক কথার আবৃত্তিতেই কৃতজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, অর্থাৎ ঈশ্বর আমারদিগকে এবং আমারদিগের আবাস স্বরূপ এই বিশ্বকে, আর আমারদিগের আহারার্থ শালী ব্রীহিযবাদি নানোপকরণের সর্জ্জন করিয়াছেন, ইহা স্বীকার

করাই তাঁহার উপাসনা, উত্তর, কেবল মুখে বলিলেই হয় না, ইহা স্বীকার পূর্ব্বক তদনুশাসনে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কৃতজ্ঞতা রক্ষা পায়, অর্থাৎ তিনি আমারদিগের আহারার্থ যবগোধূম শালী ব্রীহীত্যাদির স্রষ্টাবটেন কিন্তু কালেং ক্ষেত্রকেদারাদি কর্ম্ম সাধন না করিলে শুদ্ধ বাক্যের শীলতায় জীবন রক্ষা হয় না, এই শরীর তাঁহাহইতে উৎপন্ন হইযাছে বলিলেই কৃতজ্ঞতা থাকে না, এতৎশরীরোৎপত্তির কারণ জানিয়া তৎপ্রাপ্ত্যর্থে কর্ম্ম অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ উপাসনার পথারূঢ় হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনা যাগ যজ্ঞাদি এবং শমদম আসন প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন না করিলে তৎপ্রাপ্তি হয় না এবং কৃতঘ্নতাদি দোষ ও দূরে যায় না বরং কর্ম্মানুষ্ঠানের অকরণে আত্মাঘাতী পদের বাচ্য হয়, ইহা যথোক্তশীল পণ্ডিতের নিকট প্রশ্ন করিলেই হয় না হয় তাঁহারাই বিচার করিয়া কহিবেন। যদ্যপি আমাবদিগকে পক্ষপাতী বলেন বলুন, কিন্তু আপনারা অপক্ষপাতে বিচার করিলেই জানিতেপারিবেন, নিরর্থক ধর্ম্ম রহিতাপবাদে অপবাদী করিয়া শোভন যজ্ঞীয় পবিত্র দেশকে অপবিত্র রূপে পতিত কেন করেন।

বিজ্ঞাপন ।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টিকাব সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানু-রঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ।
সম্পাদক ।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা ।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বাবদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫৮ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

অচিন্ত্যাব্যয় পরমাত্মা হইতে এই অদ্ভূত বিশ্ব সংসার স্বরূপ আদিবৃক্ষ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহার ঊর্দ্ধেমূল, অধঃশাখা, (ঊর্দ্ধমূল মধঃশাখংবৃক্ষাকারং কলেবরং ইতি তন্ত্রং) ইহাকে অশ্বত্থ বলিয়া উক্ত করে, এই সংসারকে যিনি জানিয়াছেন তিনিই বেদবিৎ। (অশ্বত্থ) শব্দে নশ্বর, যথা (নশ্বঃস্থাস্যতীতি অশ্বত্থঃ) থাকেনা কল্যি যে পদার্থ তাহাকে অশ্বত্থ বলে, দৈনন্দিন প্রলয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবসে সৃষ্টি

রাত্রিতে বিনাশ হয়, সুতরাং প্রভাতে থাকেনা, একারণ সংসারকে অশ্বত্থ বলিয়া বৃক্ষাকারে বর্ণন করাযায়, এই বৃক্ষের ঊর্দ্ধমূল, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সৃষ্ট, যথা আত্মা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতিহইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বহইতে অহং-তত্ত্ব অহংতত্ত্বহইতে তমঃ, তমহইতে আকাশ, আকাশহইতে বায়ু, বায়ুহইতে অগ্নি, অগ্নিহইতে জল, জলহইতে পৃথিবী, এই পঞ্চভুত সমবেত হইয়া স্থাবর জঙ্গমাদি চরাচর বস্তু সকল সৃষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ঊর্দ্ধমূল অধঃ শাখ বৃক্ষাকার সংসারের মুলত্রয়, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম, পিণ্ড অব্যক্ত অর্থাৎ দেহ মায়া, চর্ম্মস্বভাব, ধর্ম্মাধর্ম্ম স্কন্ধ শাখাদ্বয়, উপশাখা, বিংশতি, অর্থাৎ দশ২ বিভাগে ধর্ম্মাধর্ম্মানুগত বিংশতি প্রকার, উপশাখা যথা। (ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নি-গ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্য মক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং) ইতি মনুঃ। অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়, নিগ্রহ, ধীঃ বিদ্যা, সত্য অক্রোধ, এই দশ প্রকার ধর্ম্ম শাখার উপশাখা, অন্যৎ অজিতেন্দ্রিয়তা, শাঠ্য, অক্ষমা, অসদ্বুদ্ধি, স্তেয়, অসদাচার, ক্রোধ, পৈশুন্য, নাস্তিকতা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি দশ প্রকার অধর্ম্ম শাখার উপশাখা হয়। আর পুষ্পদ্বে বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান, ফলদ্বে স্বর্গ ও নরক অর্থাৎ বিষামৃত তুল্য সুখঃ এবং দুঃখ। এই ধর্ম্মাধর্ম্মময় সংসার স্বরূপ আদি বৃক্ষের ধর্ম্মাধর্ম্ম

রূপ স্কন্ধ শাখাতেই মানব সঙ্কুল সমারূঢ় হইয়া পরস্পর ধর্ম্মাধর্ম্মী রূপে একবৃক্ষারোহণ করিয়াছে, বিশেষতঃ অধর্ম্ম শাখাস্থ ব্যক্তিরা ধর্ম্ম শাখা রূঢ় ব্যক্তিকে পদেং ম্লান করিতে চেষ্টাপায়, কেননা নম্রস্বভাবাপন্ন ধার্ম্মিকদিগকে হেয়ত্বে পরিগ্রহ করিয়া আমাদের বৃক্ষ বলিয়া সম্যক্ অধিকার পূর্ব্বক ধর্ম্মশাখা ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছে, হউক্, কিন্তু উভয় শাখাতে উৎপন্ন ফলের তারতম্য আছে, যদি বল সমরূপে এক বৃক্ষারোহণে ব্যক্তি সম্বন্ধে ফল ভোগের তারতম্য কি, উত্তর, ধর্ম্মশাখারূঢ় ধার্ম্মিকেরা বিদ্যা কুসুমোদ্ভব অমৃতবৎ সুখফল ভোক্তা হয়, তদিতর অধর্ম্ম শাখারূঢ় অধার্ম্মিকেরা বিষবৎ দুঃখ ফল ভোগ করিয়া থাকেন, যদি বল ইহা বোধ গম্য কি প্রকারে হইবে, সর্ব্বলোকেই কহে যে ধর্ম্মের ফল সুখ, অধর্ম্মের ফল দুঃখ, কিন্তু এস্থলে যাহার দিগকে অধর্ম্মী কহিতেছ তাহারাই বিস্তর সুখী, যাহারদিগকে ধর্ম্মী বলাযায় তাহারদিগের দুঃখের অবধি নাই, সুতরাং বর্ত্তমান কালে মনুষ্যদিগের সুখ দুঃখ দৃষ্টে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিপরীত অনুমান হইতেছে, উত্তর, অনিয়মিত রূপে যথেষ্টাচারের সমাচরণ নিমিত্ত আপাতত অধার্ম্মিকদিগকে সুখীরূপে দেখা যায়, পরে ক্লেশের অবধি থাকে না। তদন্যৎ যথা শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবদ্ধ ধার্ম্মিকদিগের প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ, কারণ নিয়মাবদ্ধ ব্যক্তির ইচ্ছামত কর্ম্ম

সম্পাদন হয় না, কিন্তু পরিণামে সুখের পর্য্যাপ্তি কি, ইহা পাষণ্ড ও বিধর্ম্মীদিগের বোধে আসিবার বিষয় নহে, তাহারা বিদ্যমান সুখ দৃষ্টে পরিণাম সুখের অনুভব করিতে পারেনা। এক্ষণে বৈদিক জাতীয় অসাবধানী ব্যক্তিরা প্রথমতঃ অধার্ম্মিকদিগকে সুখী দেখিয়া সুখেচ্ছাবশতঃ তন্মতাবলম্বন করিতেছে, পরিণামের যে দুঃখ তাহাকে অনুস্মরণ করে না, যদি ও কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহারদিগের প্রতি অতুল্য সুখদ ধর্ম্মের উপদেশ করেন, কিন্তু তদুপদেশকে দূবদেশে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া বরং উপদেষ্টাকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করে, তাহার কারণ অধর্ম্মকুহকে আপতিত, সামান্য খণ্ড সুখে মোহিত হইয়া হিতপ্রদবাক্যকে পথ্যবলিয়া মানে না। সুতরাং ধার্ম্মিকের সহিত অধার্ম্মিকের সংপ্রীতি কেন জন্মিবে, ছায়াতপের কি কখন সংমেলন হয়॥ নম্র স্বভাবাপন্ন ধার্ম্মিকেরা কারুণ্য প্রকাশে যতই উপদেশ করুণ, কিন্তু উগ্র স্বভাবাপন্ন অধার্ম্মিকেরা বাচালতায় ধার্ম্মিকদিগকে সততই তিরস্কার করে, তৎকালে ধার্ম্মিকদিগকে সহজেই মৌনাবলম্বী হইতে হয়, তদ্দৃষ্টে অক্ষম বোধে অধার্ম্মিক দলে এক্ষণে আপনারদিগের স্বভাব সিদ্ধ মতকে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত করিবার কারণ দল পরিপূর্ণার্থে সম্যক চেষ্টিত হইতেছে, বর্ত্তমান কালে ইহার দৃষ্টান্ত স্থল বিস্তর আছে, স্বপ্রকৃত্যনুসারে আপনং স্বভাবকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করে করুক,

কিন্তু ফলের গুণ বিচার করিলেই যথার্থ তত্ত্বের উপলব্ধি করাযায় অর্থাৎ বিষ ফল ও অমৃত ফল ভোজন কালে বিষ কি, অমৃতবলিয়া বোধ হয় না, কিঞ্চিৎকাল ব্যবধানেই বিশেষ বোধ হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রথমে গম্য হয় না পরে অবগত হওয়া যায়। সংপ্রতি সংসার বৃক্ষের অধর্ম্ম শাখায় ধর্ম্ম শাখাপেক্ষা বহু সংখ্যক লোকে আরূঢ় হইতেছে, অনুভব হয়, যে স্বল্পকালের মধ্যেই ভারাক্রান্ত হইয়া উক্ত শাখা ভঙ্গ হইয়া তত্রস্থজনেরা অধঃশায়ীহইতে পারে, অতএব সাবধানে ধার্ম্মিকেরা স্বশাখায় অলম্বন করিহ, কদাচ স্বশাখাপেক্ষা পর শাখাস্থ জনসমৃদ্ধি দৃষ্টে আপনাদিগকে হীন বোধে শাখান্তর হওনের চেষ্টা করিহ না।

অথ ধর্ম্মরহস্যে শিষ্টাচার কথনং।

ধারণাশ্চাপি বিদ্যানাং তীর্থানামবগাহনং। ক্ষমাসত্যার্জ্জবং শৌচং শিষ্টাচারনিদর্শনং॥ বনপর্ব্বং॥

বিদ্যার ধারণা, এবং তীর্থাবগাহন, ক্ষমা, সত্য, আর্জ্জব, শৌচ এই সকল শিষ্টাচারে দর্শন করাইয়াছেন।

[বিদ্যানাং ধারণাং] ইত্যর্থে বিদ্যাশব্দে সামান্য শিল্প শাস্ত্রাদির অভ্যাস পর নহে, এখানে বিদ্যা পদে পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান, অতএব গূঢ়ার্থ এই যে কেবল শিল্প শাস্ত্রাদির অভ্যাসেও সভ্য হয় না, তৎসহযোগে পরমার্থ জ্ঞান থাকি-

লেই সভ্য হয়, [ক্ষমা] পদে ক্ষমতা সত্ত্বে অপকারির প্রতি অপকার না করণ, [সত্য] পদে মিথ্যা বাক্যের উপরতি, [আর্জ্জব] পদে সারল্য অর্থাৎ কৌটিল্য শূন্য, [শৌচ] পদে যথা শাস্ত্রোক্ত সদাচার ইত্যাদি কর্ম্ম সকল শিষ্টাচারের লক্ষণ হয়।

সর্ব্বভূত দয়াবন্তোঽহিংসানিরতঃ সদা। পরুষং ন প্রভাষন্তে সদামধুর বাদিনঃ॥ বনপর্ব্বং॥

সর্ব্বভূতে দয়াবান এবং অহিংসানিরত, অর্থাৎ সর্ব্বদা পরহিংসায় বৈমুখ, কদাপি কটুবাক্য প্রয়োগ না করে, এবং সর্ব্বথা মধুর ভাষী, এবম্ভূত ব্যক্তিরাই শিষ্টাচারী অর্থাৎ সভ্যগুণা লঙ্কৃত হয়।

শুভানা মশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফল বিত্তমাঃ। বিপাক মভিজানন্তি তেশিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ॥ বনপর্ব্বং॥

এবং শুভ কি অশুভ কর্ম্ম সকলের উত্তর ফলজ্ঞ, আর শুভাশুভ কর্ম্মের বিপাক, অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য বিপাককে যাঁহারা জানেন তাঁহারাই শিষ্ট ব্যক্তিদিগের সম্মত শিষ্ট অর্থাৎ সভ্য।

ন্যায়োপেতা গুণোপেতাঃ সর্ব্বলোক হিতৈষিণঃ সন্তঃ স্বর্গজিতঃ শুক্রাঃ সন্নিবিষ্টাশ্চ সংপথে॥ বনপর্ব্বং॥

ন্যায় কার্য্যেতে উপেত ও সদ্‌গুণাবলম্বী, এবং সর্ব্ব লোক হিতৈষী যাঁহারা তাঁহারাই সাধু অর্থাৎ শিষ্ট স-

স্মত সভ্য, ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ সৎপথে সম্যক্ নিবিষ্ট অর্থাৎ যথা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম পথাবলম্বী, তাঁহারাই স্বর্গজিত, অর্থাৎ ইহলোকাপেক্ষা বিশিষ্ট স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন।

লোকযাত্রাঞ্চ পশ্যন্তো ধর্ম্মমাত্মহিতানিচ। এবং সন্তো বর্ত্তমানা স্তেধন্তে শাশ্বতীসমাঃ॥ বনপর্ব্বং॥

পুণ্য পর্ব্বোপলক্ষে লোকযাত্রাদি দর্শনশীল, আর ধর্ম্মাবলোকী, এবং ধর্ম্মানুযোগে আত্মহিতান্বেষীহয়, এরূপ ব্যবহার বর্ত্তিত সাধুগণেরা অক্ষয়াকীর্ত্তিলাভ করতঃ নিত্য স্বর্গে অধিবাস করেন। এতৎসাধু শব্দে সভ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ত্রীণ্যেবতু পদান্যাহুঃ সতাং ব্রতমনুত্তমং। নদ্রুহ্যেচ্চৈব দদ্যাচ্চ সত্যঞ্চৈব সদাবদেৎ॥ সর্ব্বত্র হি দযাবন্তঃ সন্তঃ করুণ বেদিনঃ॥ বনপর্ব্বং॥

সাধুদিগের অনুত্তম ব্রতত্রয়, অর্থাৎ দানদিয়া দ্রোহ করেন না, এবং সর্ব্বদা সত্যবাক্য কহেন, আর সর্ব্বত্রে অর্থাৎ সর্ব্বজীবে দয়াবান্ হয়েন, সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা এতদ্ব্রতত্রয় বিশেষ হইয়াছে, অর্থাৎ করুণবেদী সভ্যেরা এই তিন কর্ম্মের দৃঢ়রূপে অনুষ্ঠান করেন, নচেৎ সভ্যতা রক্ষা হইতে পারে না।

কর্ম্মণাশ্রুত সম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমং। শিষ্টাচারং নিষেবন্তো নিত্যং ধর্ম্মেষ্বতন্দ্রিতাঃ॥ বনপর্ব্বং॥

শাস্ত্র সম্পন্ন অনুত্তম সাধুমার্গ যে শিষ্টাচার, অতন্দ্রিত কর্ম্মেরদ্বারা যাঁহারা তাহার নিত্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই সুসভ্য।

প্রজ্ঞা প্রাসাদ মারুহ্য মুচ্যন্তে বহবো জনাঃ। প্রেক্ষন্তেলোক বৃত্তানি বিবিধানি দ্বিজোত্তম। বনপর্ব্বং॥

প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদ অর্থাৎ বুদ্ধিস্বরূপা অট্টালিকোপরি আরোহণ করতঃ বহুতর লোকেরা পরিমুক্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ উত্তম সৌধোপরিস্থ হইয়া, হে দ্বিজোত্তম তাঁহারা বিবিধ প্রকার লোকবৃত্ত অর্থাৎ লোক ব্যবহার সকল দর্শন করেন।

অতএব সৎকর্ম্মানুষ্ঠানই মনুষ্যের কল্যাণ কারণ হয়, এবং তদনুসেবা করণেই বুদ্ধিনির্ম্মল হয়, নির্ম্মল বুদ্ধি হই-লেই বিশেষ মেধা জন্মে সেই মেধাই ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তিকে জন্মান, ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা মনুষ্যেরা সকলের উপরি ভাগে বর্ত্তিত হয়, উপরিস্থ ব্যক্তি সদসৎ কর্ম্মকারক জীব সকলের যাতায়াত রূপ ঘোরা সংসৃতির অবলোকন করেন। একারণ, ধর্ম্মানুশীলন করিতে সভ্যদিগকে পুনঃপুনঃ উপ-দেশ করিয়াছেন।

এতত্তে সর্ব্ব মাখ্যাতং যথা প্রজ্ঞং যথা শ্রুতিঃ শিষ্টাচার গুণং ব্রহ্মণ্ পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভ॥ বনপর্ব্বং॥

হে ব্রহ্মণ্ হে দ্বিজর্ষভ, এই শ্রুতি সম্মত শিষ্টাচার গুণ সকল যথা বুদ্ধি তোমাকে কহিলাম। এক্ষণে যেরূপে এতদ্ধর্ম্মে অবস্থিতি করিতে পারেন তাহার যত্ন করুন্, বিশেষতঃ সকলের মূল আত্ম পিতা ও মাতা, তাঁহারদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াসংসার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেও সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল সিদ্ধি হয়, অতএব জীব সম্বন্ধে পিতা মাতাই পরম গুরু এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব প্রজাপতি, যাঁহারদিগের হইতে জন্মিয়া এই ধরণী মণ্ডল অবলোকন করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত বন্ধুবান্ধব এবং সুখ দুঃখাদির অনুভাবক হইয়াছি, এবং নানাবিধ ধন রত্ন যান বাহনাদি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া জীবেরা নানা সুখ ভোগ করে, সেই পিতা মাতাদিগের পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ হইয়া যে কোন কর্ম্মকরুক্ তাহা সকলি বিফল, কেবল বিফলও নহে বরং আত্ম বিনাশের কারণ হয়, অর্থাৎ পিতামাতাকে যন্ত্রণাদিয়া যে ব্যক্তি সুখী হইতে বাঞ্ছা করে, সেই মহামূঢ় পাপত্মা তাহাকে পরমাত্মা বৈমুখ হয়েন, কোন কালে দুঃখাকর নরকালয় হইতে পরিমুক্ত হইতে পারে না অতএব হে নব্য সভ্যেরা পিতৃ পদানুগামী হও, তাঁহারদিগের প্রতি কুলতাচরণে সভ্য হইতে ইচ্ছা করিহ না, এবং পিতামাতাকে বঞ্চিত করিলে ঘোরান্ধকারে পতিত হইবে কদাপি কোন ধর্ম্মের আলোক দেখিতে পাইবা না, যেহেতু [মাতৃহান্ধ প্রজায়তে] শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। কারণ পিতা-

মাতা ক্রোধিত হইতে কোন রূপে দুঃখার্ণব নিস্তার হইতে পারিবে না। সমাপ্তাশ্চয়ং প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

ঈড়াচ বামভাগেতু পিঙ্গলা দক্ষিণেতথা। ব্রহ্মরন্ধ্রে সুসুম্নাচ গান্ধারী বাম চক্ষুষি॥ দক্ষিণেহস্তিজিহ্বাচ পূষাচ দক্ষকর্ণকে। বামে যশস্বিনীচৈব মুখেচালম্বুষামতা॥ কুহুশ্চলিঙ্গমূলেতু শংখিনী শিরসোপরি। এবং দ্বার সমাবৃতা তিষ্ঠন্তি দশনাড়িকা॥

যামলং॥

বাম ভাগে ঈড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, (এই বাম দক্ষিণ শব্দে সব্যাসব্য নাসিকাবধি) ইহা ত্রিপুরাসার সমুচ্চয় টীকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা "এতা সুসুম্নাখ্যা তিস্রোযাসু যোগ প্রতিষ্ঠিতঃ। তাশ্চনাসা পুটদ্বন্দব্রহ্মরন্ধ্রবিনির্গতা" যে তিন নাড়ীতে যোগ প্রতিষ্ঠিত, সেই তিন নাড়ীর মধ্যে সুসুম্নাকে ধনুষাকারে বেষ্টন করিয়া ঈড়া পিঙ্গলা নাসাপুটদ্বয়ে গমন করিয়াছেন। অর্থাৎ (ঈড়া পিঙ্গলা বাম দক্ষিণ নাসা পর্য্যন্ত) ব্রহ্মরন্ধ্রান্তর্গামিনী সুসুম্না, অতএব আয়ুর্ব্বেদোক্ত (ব্রহ্মদ্বার পথানুগা) অর্থাৎ সুসুম্না ব্রহ্মদ্বার পথানুগামিনী হয়েন, সুতরাং ব্রহ্মরন্ধ্রগা, ও ব্রহ্মদ্বার পথানুগা শব্দদ্বয়ের একার্থ সম্পন্নে শাস্ত্র বিরোধের শমতা হইল, বাম চক্ষুতে গান্ধারী,

দক্ষিণ চক্ষুতে হস্তিজিহ্বা, পূষা দক্ষিণ কর্ণে, বাম কর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গমূলে কুহু, মস্তকোপরি শংখিনী, এই দশ নাড়িকা দশদ্বারকে আবরণ করিয়া রহিয়াছেন। অপর চারি নাড়ী সংস্থা। যথা

> বিশ্বাবামস্তনেচৈব দক্ষিণেতু পয়স্বিনী। চারণা কটিসঙ্কোচ আজিহ্বান্তা সরস্বতী॥ যামলং॥

বিশ্বা নামে নাড়ী বামস্তনে, দক্ষিণ স্তনে পয়স্বিনী, কটিসন্ধিতে চারণা, এবং সমস্ত চক্রকে বেষ্টন করিয়া জিহ্বা পর্য্যন্ত সরস্বতী রহিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর শাখোপশাখাদ্বারা সাড়ে তিন কোটি, ইহার বিভাগ, সাড়ে তিন হস্ত মনুষ্য শরীর তাহাতে প্রতি হস্তে কোটি সংখ্যা নাড়ী, অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবয়ব বিশেষে বিশেষ২ ভাগ সংস্থা হইয়াছে, তাহা ক্রমে লেখা যাইবেক।

> ঈড়াচ পিঙ্গলাচৈব সুসুম্নামধ্যবর্ত্তিনী। তন্মধ্যে পরমেশানি মহাশিবাচ মুক্তিদা॥ ত্রিপুরাসারং॥

ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তিনী সুসুম্না নাড়ী, তন্মধ্যে মহাশিবা নামে এক নাড়ী আছেন, অর্থাৎ তাহাকেই চিত্রিণী বলিয়া জ্ঞানভাষ্যে ধৃত করেন সেই নাড়ীই জীব সম্বন্ধে মুক্তি প্রদাহয়েন, অতএব সকল নাড়ীই বিশেষ২ গুণেযুক্তা তাহারদিগের সংস্থাক্রমে নিশ্চয় করিতে পারিলেই কালে

জীব সংসার বন্ধে পরিমুক্ত হয়, যাদৃক্ বহির্ব্রহ্মাণ্ডে তীর্থ সকলের পরিক্রমণে জীব সকল মুক্তিপায়। সুতরাং শরীরে ব্রহ্মাণ্ড নির্ণয় তন্ত্রশাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদে কি, বেদে সমান রূপে কহিয়াছেন। তথাহি

ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্ততে তীর্থং সার্দ্ধকোটিত্রযাত্মকং। দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি প্রকাশা শিববন্দিতে॥ ততঃ সপ্তশতান্যতং শতৈকঞ্চ ততঃ স্মৃতঃ। চতুর্দ্দশন্তু তন্মধ্যে ত্রিতয়ং শুভং॥ ত্রিপুবাসারং॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে সাড়ে তিন কোটি তীর্থ, তন্মধ্যে (৭২০০০) দ্বিসপ্ততি সহস্র প্রকাশ তাহার মধ্যে (৭০০) সপ্তশত শ্রেষ্ঠ সপ্তশত মধ্যে (১০১) একোত্তর শত প্রধান, প্রধানের মধ্যে * চতুর্দ্দশ অতি প্রধান, তদতিপ্রধানের মধ্যে † (৩) তিন তীর্থ আশুমোক্ষদ পরম শুভ তীর্থ হয। মানব শরীরেও সাড়ে তিন কোটি নাড়ী বিখ্যাত আছে, ইহা তন্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদে ও বেদে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি নাড়ীর মধ্যে [৭২০০০] দ্বিসপ্ততি সহস্র প্রকাশা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে [৭০০] সপ্তশত, তাহাতে [১০১] এক শত এক,

---

* সিপ্রা, দেবিকা, গণ্ডকী, সরযূ, নর্ম্মদা, গোদাবরী, বিপাশা, আত্রেয়ী, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, ঐরাবতী, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই চতুর্দ্দশ নদী প্রধানা।

† গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই তিন নদী আশু মুক্তিদা।

তন্মধ্যে * [১৪] চতুর্দ্দশ তাহাতে তিন নাড়ী আশু মুক্তি প্রদা হয়েন। অতএব বৈদ্যকাদি শাস্ত্র প্রমাণে নদী তীর্থের সহিত নাড়ী চক্রবর্ণনার কোন বৈলক্ষণ্য নাই, পরে শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ প্রমাণ লিখিয়া যুক্ত বোধ করাইব।

মূল শৃঙ্গাট পার্শ্বে চ সব্যাপসব্যতঃ ক্রমাৎ। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ নাড্যৌ গতৌ নাসাদ্বয়াবধি॥ তন্মধ্যে দ্বিতয়ং ভিত্বা সুসুম্না পদ্মকোটরে। ব্রহ্মরন্ধ্রাবধির্যাতা ভিত্বাস্যা সাসুরালয়ং॥ কুলার্ণবং॥

মূল শৃঙ্গাট অর্থাৎ মূলাধার হইতে বাম দক্ষিণ দুই পার্শ্বে উত্থিতা চন্দ্র সূর্য্য রূপা ঈড়া পিঙ্গলা নাড়ী নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, তাহারদিগের দুই নাড়ীকে ভেদ করিয়া সুসুম্না পদ্মকোটর অর্থাৎ গুহ্য হইতে সুরালয় সুমেরু ভেদ করতঃ ব্রহ্মরন্ধ্রাবধি গমন করিয়াছেন। তথাহি·

---

* ঈড়া, পিঙ্গলা, সুসুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বূষা, কুহু, শংখিনী, সরস্বতী, পয়স্বিনী, চাবণা, বিশ্বা এই চতুর্দ্দশ নাড়ী গঙ্গাংশে সুসুম্না, সরস্বতী, ঈডা, পিঙ্গলা, যমুনা, গান্ধাবী, দেবিকা হস্তিজ্বিহা, বিপাশা, পূষা, সরযূ, যশশ্বিনী, নর্ম্মদা, অলম্বূষা, গোদাবরী, কুহু, আত্রেয়ী, শংখিনী, গণ্ডকী, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, পয়স্বিনী, ঈরাবতী, চারণা, সিপ্রা, বিশ্বাকৌশিকী এই চতুর্দ্দশ নাড়ী চতুর্দ্দশ তীর্থ, তন্মধ্যে যেমন ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্না শ্রেষ্ঠা তদ্রূপ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও অতি শ্রেষ্ঠা আশু মুক্তিদায়িনী। অপর এক শত নদীর সহিত শরীরস্থ নাড়ীর সংযোগ পশ্চাৎ লেখা যাইবেক।

সুসুম্নান্তর্গতা চিত্রা চন্দ্রকোটিসমপ্রভা। সর্ব্বরত্নময়ী সাতু যোগিণাং হৃদয়ঙ্গমা॥ তস্যামধ্যে ব্রহ্মনাড়ী মৃণাল তন্তুরূপিণী। ব্রহ্মরন্ধ্রন্তু তন্মধ্যে হরবক্ত্রাং সদাশিবঃ॥ বামাবর্ত্তক্রমেণৈব বেষ্টিতা বিষতন্তুবৎ॥ কুলার্ণবং॥

সুসুম্নান্তর্গতা চিত্রা নামে এক নাড়ী কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভা অর্থাৎ হিমবৎ শুক্ল এবং স্বচ্ছ, সেই নাড়ীকে (মহাগঙ্গা বলে) অর্থাৎ সর্ব্ব রত্নময়ী কোনরূপে দৃশ্যা নহেন শুদ্ধ যোগীদিগের হৃদয়ঙ্গমা হয়েন। সেই চিত্রিণী নাড়ী মধ্যে ব্রহ্ম নামে এক নাড়ী পদ্মমৃণাল সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মরূপা, মূলাধারস্থ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ মুখ হইতে শিরসি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, তাহার ছিদ্র দিয়াই ব্রহ্মস্থান গমনের পথ, আর অন্য পথ নাই সেই নাড়ী সুসুম্নার মধ্যে বামাবর্ত্তক্রমে মাকড়সার জালের ন্যায় বেষ্টন করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অবলোকন করা যোগ বল ব্যতীত গাত্র বলে চর্ম্ম চক্ষুতে হয় না, কিন্তু তাঁহাকেও না দেখিলে তত্ত্বজ্ঞান লভ্য কাক ভক্ষ্যের ন্যায় হয়। অর্থাৎ কাকে নানা স্থান হইতে আহারকে আহরণ করিয়া চালের মধ্যে গোপন করিয়া রাখে, পরে আহার কালে তাহাকে অন্বেষণা করিয়া পায় না, সেইরূপ যোগাভ্যাস ব্যতীত জ্ঞান চর্চ্চা ক্ষণিক, পরে স্মৃতি থাকে না।

এতা সুসুম্নাখ্যাতিস্রো যাসুযোগঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তাশ্চনাসা পুটবন্দ ব্রহ্মরন্ধ্রবিনির্গতা॥ সরস্বতীকল্পং॥

এই সুসুম্নাখ্যাদি তিন নাড়ী, যাহাতে যোগাদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গতা হইয়াছেন, কিন্তু নাসিকা পুটদ্বয়ে যোগ আছে। যদি বল ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্নাখ্যাদি তিন নাড়ী, তাহার মধ্যে কেবল সুসুম্নাই ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী, নাসাবধি ঈড়া পিঙ্গলাস্থিতি করেন, কিন্তু এশ্লোকের অর্থে তিন নাড়ীই ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী হয়েন, সুতরাং পূর্ব্ব শ্লোকের বৈয়র্থাপত্তি হয়, উত্তর, ইহাতে কোন গোল নাই, ঈড়া পি-ঙ্গলার গতি নাসা পর্য্যন্তই বটে কিন্তু তাঁহারদিগের মূর্ত্ত্যন্তর বিশেষ চিত্রিণী ও বজ্রিণী নামে ব্রহ্মনাড়ীদ্বয়, সুসুম্নার সহিত মিলিতা হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈড়ার মূর্ত্তি বজ্রিণী নামে ব্রহ্মনাড়ী, কুলার্ণব প্রমাণে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তথাহি

সরস্বত্যাদি চত্বারো মুখরন্ধ্রবিনির্গতাঃ। তাস্বেকা শব্দ জননী অন্যাচ রসবাহিনী॥ সরস্বতীকল্পং॥

অপর সরস্বতী প্রভৃতি নাড়ী চতুষ্টয় মুখরন্ধ্র হইতে নির্গতা হইয়াছেন, (সরস্বতী চারণাচ বিশ্বাচৈব পয়স্বিনী) অর্থাৎ (সরস্বতী, চারণা, বিশ্বা, পয়স্বিনী,) তাহার মধ্যে একা সর স্বতী নাড়ীই শব্দ জননী অর্থাৎ বাক্যাদির উৎপত্তি কারিণী, এবং অন্তর্বহিঃ মাতৃচক্র সংধারিণী অন্যা রসবাহিনী হয়েন।

অপরা রসনা ধাবা পরা তোয়বহাশিরা। অন্যাঃ ষট্‌কর্ণনেত্রাশ্চ তত্তদ্দ্বারবিনির্গতাঃ॥ সরস্বতীকল্পং॥

অপরা ধারারূপে রসনা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, অর্থাৎ অলম্বূষা তোয়বাহিনী হয়েন, অন্যাছয়নাড়ী কর্ণ নেত্র লিঙ্গ, মস্তক পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, (গান্ধারী হস্তিজিহ্বাচ পূষ্যাচৈব যশস্বিনী শংখিনীচ কুহুশ্চৈব ষড় দ্বারা নন্নুপালিনী) অর্থাৎ [গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, কুহু, শংখিনী] এই ছয় নাড়ী যেং দ্বারে বিনির্গতা সেইং দ্বারকেই আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

শংখিনী নাভি সম্বন্ধ্যাদ্যামাহুহৃ দিরুধ্যতে। যয়াগর্ব্ভগতঃ পিণ্ডঃ পুষ্যতেন্নরসাদিভিঃ॥ সরস্বতীকল্পং॥

যদিও শংখিনী মস্তকোপরিথাকেন, তথাপি তৎপ্রভাব সম্বন্ধে হৃদি অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং সূক্ষ্মরূপে নাভিমণ্ডলেও নিবদ্ধ আছেন, তদ্দ্বারা গর্ব্ভগত পিণ্ড অর্থাৎ মাতৃভুক্ত অন্নবসাদি দ্বারা সন্তানের পুষ্টি হয়। ইহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, যে পুরুষ সম্বন্ধে ঐ শংখিনী শিরসোপরিনিত্যই থাকেন, ক্লীব সম্বন্ধে হৃদযে অবরুদ্ধ হয়েন, স্ত্রী সম্বন্ধে মস্তক হৃদয় এবং নাভিমণ্ডলে অনুলোম বিলোমে প্রবাহবতী হইয়াছেন।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইযা পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কাবফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫৮ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩০ শ্রাবণ শুক্রবার

এক্ষণে এতদ্রাজধানী মহানগরীতে সভ্যাসভ্য বিচারের এক মহাগোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ পরস্পর সকলেই আমি সভ্য বলিয়া অভিমান করেন, ফলিতার্থ যাহাকে সভ্য বলে তাহার পথেও কেহ চলেন না সভ্য শব্দকে বাক্যের অলঙ্কার করিয়া কেবল ধার্ম্মিকদিগকে তিরস্কার করাই একালের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে, নচেৎ ইংরাজী পাঠশালায় কতক গুলিন্ ইংরাজী পুস্তক অর্থাৎ

(বেকনও মিল্‌টন) প্রভৃতির পাঠে পণ্ডিত হইয়া বেদাদি সংশাস্ত্রের উপরে কল্পিতাপবাদ প্রদানে কি, পাণ্ডিত্য করিতে পারেন, (সর্ব্বং কাল কৃতং মন্যে কালোহি বলবত্তরঃ) সকলি কালেতে করে অতএব কালই বলবান্ হয়, বস্তুতস্তু, যদ্যৎ সময়ে যদ্যৎ প্রকৃতিক মনুষ্য জন্মে তত্তৎ সময়ে তত্তৎ স্বভাবকেই বলবান্ রাখিয়া তদন্যৎ প্রকৃতিক মনুষ্যকে অধার্ম্মিক অসভ্য বলিয়া আখ্যাত করে, অর্থাৎ সত্যাদিযুগে সত্ব প্রকৃতিক ধার্ম্মিক মনুষ্যের প্রাচুর্য্য ছিল, একারণ তমঃ প্রকৃতিক অংধর্ম্মিক মনুষ্যেরা তৎকালে কোন সভাতেই সমাদৃত রূপে সভ্যপদে পরিগণিত হইতে পারিত না, এক্ষণে বর্ত্তমান কলিযুগে তমঃ প্রকৃতিক অধার্ম্মিক মনুষ্যের প্রাচুর্য্য বিধায় সত্বাত্মক ধার্ম্মিক মনুষ্যেরা তত্তৎ সভায় অবশ্যই অসভ্য রূপে উপহাসৈক ভাজন হইবেন ইহাতে সংশয় কি, কারণ বহু গোষ্ঠিক সভাতে স্বল্পপরিমিত ব্যক্তিরা ম্লান ভাবেই থাকেন, সুতরাং অধার্ম্মিক সঙ্কুলে যথার্থ ধার্ম্মিকেরাই অধার্ম্মিক পদের বাচ্য হয়েন, যেমন তস্কর সভাতে সাধু, নাস্তিক সভাতে আস্তিক, মদ্যপভ্রষ্টাচারি সভাতে সদচারী, লম্পট সভাতে জিতেন্দ্রিয়, বঞ্চক সভাতে সত্যবাদী, বক সভাতে হংস, কাক সমাজে ময়ূর, ভেক সমাজে কোকিল, ধার্ম্মিক সমাজে অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ অধার্ম্মিক সভাতে ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা অবশ্যই অসভ্য

রূপে পরিগ্রহীত হয়েন, অতএব বর্ত্তমান কালের ব্যবহার দৃষ্টে যুগমাহাত্ম্যের এক আখ্যায়িকা লিখিতে বাধিত হই-লাম। অর্থাৎ এতৎকালে অধার্ম্মিক অসৎ মিথ্যাবাদী ব্য-ক্তিরাই যথার্থ ধার্ম্মিক সত্যবাদী, সজ্জন ব্যক্তিকেই অধা-র্ম্মিক, অনৃতবাদী, নির্ব্বোধ, প্রবঞ্চক, অসৎ অসভ্য বলিয়া উক্ত করে, কারণ বর্ত্তমান সময়ে অসতের প্রাবল্য হইয়াছে, অতএব প্রবলের মতই বলবান্, অতএব সত্যধর্ম্মের দুর্ব্ব-লতা প্রযুক্ত এক্ষণে সত্যই অসত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, কিন্তু সত্যধর্ম্মের বিনাশ নাই, যেমন্ চন্দ্রের ক্ষীণত্ব প্রযুক্ত কলাহ্রাসে অন্ধকারের প্রাধান্য হয়, ফলে চন্দ্র চন্দ্রিকার এককালিন বিনাশ হয় না, কেবল অমাবস্যাতে জন সম্বন্ধে অদৃশ্য হন, তথাপি অমা নামে এককলা থাকে, তাহার প্র-মাণ ক্ষীণত্বে ও চন্দ্রের দ্বিতীয়াদিতে পূর্ণাকাংক্ষায় মণ্ডল রেখাথাকে, তদ্রূপ অন্ধকার ন্যায় কলিযুগে বেদোদিত সত্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য হীন হইলেও তদুপাসকদিগকে অধর্ম্ম কুহক হইতে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন॥

অথ যুগমাহাত্ম্য বর্ণনং।

কোন এক সত্যবাদী বণিক্ এই বর্ত্তমান কলিকালে তীর্থাভিগমনে ব্রতী হইয়া, স্বগৃহে অতি শিশু বালক সহিত ভার্য্যাকে রাখিয়া তাহার কোন এক বিশ্বাসী বন্ধুকে কহি-লেন, হে বন্ধো, আমি যাবৎ তীর্থপর্য্যটন করিয়া গৃহাগত

না হই, তুমি তৎতাবৎ কাল আমার গৃহের তত্ত্বাবধারণ করতঃ পুত্র ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে, এতৎ কথনানন্তর, এক লক্ষ মুদ্রা মূল্যেরমনি মাণিক্যাদি তাঁহাকে গোপনে রাখিতে দিলেন, তৎকালে সাক্ষী স্বরূপ কোন ব্যক্তিই ছিলনা কেবল এক সত্যধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করিয়া কহিলেন, যে আমি প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার লইব একথা কদাপি প্রকাশ করিহ না, অনন্তর বণিক তীর্থ যাত্রায় গমন করিলেন, তদ্বন্ধু কালোচিত ধর্ম্মী, মনেং চিন্তা করিল যে আমার নিকট ধন সংস্থাপন করিল কিন্তু ইহার সাক্ষী, কি, লিপী কিছু রাখিল না, অতএব এতদ্ধন কালে আমি দিতেও পারি নাদিলেও রাজদণ্ডী হইব না, যদ্যপি এরূপ ধন প্রাপ্ত হইয়া রক্ষা করিতে না পারি তবে আর ধনী কবে হইব, লোকেও আমাকে অধার্ম্মিক কহিতে পারিবে না, যেহেতু অন্যের জ্ঞাত সার নহে, সুতরাং লৌকিক ধার্ম্মিকতার হানি হইবে না, রাজার নিকট অভিযোগে সেই অধার্ম্মিক রূপে অপরাধী হইবেক, অতএব এমত সুসময়ে ধার্ম্মিক হইলে আর কার্য্য চলে না, এতকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মতো, আমাকে রাজা করিয়াছেন, শুদ্ধ ধর্ম্ম মানা আমারদিগেরই ভ্রান্তি, কেননা আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিতেছি, সে সত্য ধর্ম্ম নহে, যেহেতু ধর্ম্মেতে সুখ হয়, ইহা সকলেই বলে, কিন্তু এধর্ম্মে দুঃখের অবধি নাই, এক্ষণে কোন রূপে এই ধন বণিক্কে নাদেওয়াই মুখ্যধর্ম্ম এবং অনায়াসে আমি সুখী হইতে পারি সুতরাং

সুখ প্রাপ্তে এমন ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা দুঃখ মূলক ভ্রান্তির কার্য্য। (ইতি নিশ্চিত্য কথঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষত ইতি) এই নিশ্চয় করিয়া কিঞ্চিৎকাল অর্থাৎ বণিক্ বন্ধুর আগমন কালের প্রতীক্ষায় রহিল। অপর আগামী পত্রে প্রকাশিত হইবেক।

অথ ধর্ম্মরহস্যে শিষ্টাচার কথনং।

শিষ্টাচার কথনে সত্য অহিংসাদি ধর্ম্ম পরায়ণ হইবে, হিংসাপদে (প্রাণ বিয়োগ ফলকব্যাপারো হিংসেতি) প্রাণ বিয়োগ ব্যাপারকে হিংসা বলে, অর্থাৎ প্রাণিঘাতনের নাম হিংসা, অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মকে শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য করিতে পারযায় না, যেহেতু যজ্ঞার্থে পশু বধ করিতে বেদে অনুশাসন করিয়াছেন, আর অধিক কি কহিব স্বর্গ মত্য পাতালে অহিংসক প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং জগতীতলে অহিংসক রূপে শিষ্ট অর্থাৎ সভ্য দুষ্প্রাপ্য বিধায়, (মাহিংসী সর্ব্ব ভুতাণীতি শ্রুতিঃ) প্রমাণের বৈফল্য হয়, কেননা সংসার মধ্যে হিংসাধর্ম্মই প্রবল হইয়াছে। যথা

> কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে তত্রহিংসা পরাস্মৃতা। কর্ষন্তো লাঙ্গলৈ র্গ্রাঘ্নন্তি ভূমিগতান্ বহূন্॥ জীবান্যন্যান্ সুবহুশ স্তত্রকিং প্রতি ভাতিতে॥ বনপর্ব্বং॥

যে কৃষি কর্ম্মকে সকলে সাধু কর্ম্ম বলিয়া জানেন, যেহেতু কৃষি কর্ম্মে কোন হিংসা করিতে হয় না, কিন্তু সেই কৃষি কর্ম্মে সততই হিংসা করিতে হয়, অর্থাৎ লাঙ্গলদ্বারা ভূমিকর্ষণে ভূমিগত বহুতর জীবের আঘাত হয়, তাহাতে কি, হিংসা প্রতিভা পায় না।

ধান্যবীজানি যান্যাহু ব্রীহ্যাদীনি দ্বিজোত্তম। সর্ব্বাণ্যেতানি জীবানি তত্রকিং প্রতি ভাতিতে॥ বনপর্ব্বং॥

হে দ্বিজোত্তম, কৌশিক ব্রীহিযবশালী প্রভৃতি কি জীব নহে, তাহারদিগের আঘাতে কি, জীব হিংসা প্রতি পাদন হয় না। অন্যদপি

বৃক্ষানথৌষধীশ্চৈব ছিন্দন্তি পুরুষাদ্বিজ। জীবাহিবহবো ব্রহ্মণ্ বৃক্ষেষুচ ফলেষুচ॥ উদকে বহবশ্চাপি তত্রকিং প্রতি ভাতিতে। বনপর্ব্বং॥

হে দ্বিজোত্তম, মনুষ্যমাত্রেই বৃক্ষৌষধী ছেদন করে তাহাতে কি হিংসা কর্ম্ম হয় না, বিশেষতঃ বৃক্ষেতে এবং ফলাদিতে জলেতে বিস্তর জীব থাকে তদাঘাতেও কি জীব হিংসা প্রতিভা পায় না।

সর্ব্বং ব্যাপ্তমিদং ব্রহ্মণ্ প্রাণিভিঃ প্রাণ জীবনৈঃ। মৎস্যাগ্রসন্তে মৎস্যাংশ্চ তত্রকিং প্রতি ভাতিতে॥ বনপর্ব্বং॥

প্রাণী ভক্ষণে প্রাণ ধারণ করে এমত জীবেতেই প্রায় সমস্ত জগৎ ব্যাপিত হইয়াছে, এবং মৎস্যাদিরাও স্বজাতি

হিংসা অর্থাৎ মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহাতে কি জীব হিংসা হয় না।

চংক্রম্যমাণা জীবাশ্চ ধরণী সংশ্রিতান্ বহূন্। পদ্ভ্যাং ঘ্নন্তিনরা বিপ্র তত্রকিং প্রতি ভাতিতে। বনপর্ব্বং॥

মনুষ্য সকলের গমনা গমনে পাদ প্রক্ষেপে ভূমি সংশ্রিত বহুতর জীবের হনন হয়, তাহাতেও কি হিংসা প্রতিভা পায়না।

উপরিষ্টাঃ শযানাশ্চঘ্নন্তি জীবাননেকশঃ। জ্ঞান বিজ্ঞান বন্তশ্চ তত্রকিং প্রতি ভাতিতে॥ বনপর্ব্বং॥

উপরিষ্টচর অর্থাৎ কীট পংঙ্গাদি জ্ঞানাজ্ঞান পূর্ব্বক বহুবিধ জীবের ঘাতন হইতেছে, তাহাতে কি হিংসা ধর্ম্ম হয় না।

জীবৈর্ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বমাকাশঃ পৃথিবীতথা। অবিজ্ঞানাচ্চ হিংসন্তি তত্রকিং প্রতি ভাতিতে। বনপর্ব্বং॥

জীব কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত আকাশ পৃথিবীত্যাদি সমস্ত জগৎ অজ্ঞাত পূর্ব্বকও বহু জীবের হিংসা হয় তাহাতেও কি হিংসা ধর্ম্ম প্রতিভা পায় না।

অহিংসেতি যদুক্তংহি পুরুষৈ র্বিস্মিতৈঃ পুরা। কোন হিংসন্তি জীবান্বৈ লোকেস্মিন্ দ্বিজসত্তম॥ বনপর্ব্বং॥

পূর্ব্বে বিস্মিত পুরুষের অর্থাৎ ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা অহিংসা ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, বস্তুতঃ এতৎ সংসারে এমত ব্যক্তি সৃষ্ট হয় নাই। যে বিনা হিংসাতে সংসার যাত্রা নি-

র্ব্বাহ করিতে পারে। সুতরাং অহিংসা ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না, তাহাতে শিষ্টাচারের রক্ষা কিরূপে হয়, এই বিবেচনানুসারে ভগবান্ বিধি পূর্ব্বক হিংসাকে অহিংসাপদে উক্ত করিয়াছেন। যথা

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অতস্তান্ ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে বধোবধঃ॥ নন্দিকেশ্বরাদিষু॥

স্বয়ম্ভূর্ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে পশু সৃষ্ট হয়, অতএব যজ্ঞে পশু ঘাতনের বিধি, তন্নিমিত্ত যজ্ঞেরবধকে অবধ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সুতরাং হিংসা করিয়াও অহিংসা রূপ শিষ্টাচার রক্ষা হইতে পারে। এবং [মাহিংসী সর্ব্বভূতাণীতি] শ্রুতিতেও দোষ পড়ে না।

ইদং সংচিন্ত্যবহুধা নাস্তিকশ্চিদহিংসকঃ। অহিংসায়ান্তু নিরতা যতয়ো দ্বিজসত্তম॥ কুর্ব্বন্ত্যেবহি হিংসাংতু যত্নাদর্থ পরোভবেৎ। বনপর্ব্বং॥

হে দ্বিজ সত্তম এতৎ সংসারে কোন ব্যক্তি অহিংসক নাই, এতৎ বহুবিধ বিচার করতঃ অহিংসা ধর্ম্মে নিরত, যতি সকলেরা যত্ন পুর্ব্বক হিংসা ধর্ম্মের বিধি প্রচার করেন। যথা

দেবতা তিথিভৃত্যানাং পিতৃণাং প্রতি পূজনাৎ। ওষধ্যোবীরুধশ্চাপি পশবোমৃগপক্ষিণঃ। অন্নাদ্যভূতা লোকস্য ইত্যপিশ্রূয়তে শ্রুতিঃ॥ বনপর্ব্বং॥

দেবতা, অতিথি, ভৃত্যাদি এবং পিতৃলোকের পূজা নিমিত্ত ওষধী অর্থাৎ ধান্য যব গোধূম ব্রীহিকদল্যাদি, বীরুধ, অর্থাৎ লতাগুল্ম কন্দাদি, আর * মৃগ পশু পক্ষীত্যাদি জীব সকলের অন্নভূত অর্থাৎ. আহারের নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রুত্যনুশাসনে শ্রুত হওয়া যায়। তথাহি

আত্মমাংস প্রদানেন শিবিরৌশী নরানৃপঃ। স্বর্গং সুদুর্ল্লভং প্রাপ্তঃ ক্ষমাবান্ দ্বিজসত্তম॥ বনপর্ব্ববং॥

হে দ্বিজ সত্তম, উশীনর পুত্র ক্ষমাবান্ শিবিরাজা আত্ম-গাত্র মাংস প্রদানে † সুদুর্ল্লভ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুত-রাং এস্থলে এহিংসাকে অধর্ম্ম বলে না, যেহেতু দান মহিমা এবং পরোপকাররূপ পরম ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে, অন্যথা আত্ম শরীরাঘাতে হিংসা ধর্ম্ম প্রভাবে আত্মাঘাতী হয়।

আত্ম গাত্র মাংস প্রদানে শিবিরাজার এক আখ্যায়িকা আছে, অর্থাৎ অত্যন্ত দানশীল শিবিরাজাকে ছলনা করিতে ধর্ম্ম ও ইন্দ্র শ্যেন কপোতরূপে আগত হয়েন, অর্থাৎ কপোতরূপী ইন্দ্র, শ্যেনরূপী ধর্ম্মের ভয়ে রাজার নিকট শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন হে রাজন শ্যেন আমাকে আহার করণে উদ্যত হই-

---

* এতৎ মৃগ শব্দে পশু বিশেষ নহে, যেহেতু পৌনরুক্তির আশঙ্কা হয়। সুতরাং মৃগ শব্দে এস্থলে মেধ্য অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশু ও যজ্ঞীয় পক্ষীত্যাদি অন্নাদ্যভূত হইয়াছে।

† সুদুর্ল্লভ স্বর্গপদে মুক্তি প্রাপ্ত।

য়াছে, অতএব শ্যেন মুখ হইতে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করহ, দয়াবান্ শিবিরাজা কপোত প্রতি কারুণ্য যুক্ত হইয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে কপোতকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন. অনন্তর ক্ষুধাতুর শ্যেন পক্ষীরাজার পুরতঃ আগত হইয়া কহিল হে মহারাজ, মদীয় আহারভূত কপোতকে প্রদান করহ নচেৎ তোমার অগ্রে আমি জীবন ত্যাগ করিব, উভয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া রাজা শ্যেন পক্ষীকে অন্যান্য মাংস দিয়া বিস্তর বিনয় করিলেন কিন্তু সে কিছুতে সম্মত না হইয়া অবশেষে রাজার গাত্র মাংস ভক্ষণ করিতে সম্মত হইল, তৎক্ষণাৎ রাজশার্দ্দূল তীক্ষ্ণাসি দ্বারা স্বগাত্র কর্ত্তন করিয়া মাংসে শ্যেনের ক্ষুধা-শান্তি করিলেন, পরে ইন্দ্র ও ধর্ম্ম উভয়ে মায়া ত্যাগ করতঃ বর প্রদান পুর্ব্বক স্বধামে গমন করেন। অপর আগামীতে প্রকাশিত হইবেক।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

এতাভ্যস্ত্রয নাড়ীভ্যঃ শাখোপ শাখা প্রকারেণ সার্দ্ধকোটিত্রয় সংখ্যানাং নাড়ীনাং সম্ভবঃ॥ শ্রুতিঃ॥

ঈড়া পিঙ্গলা সুসুম্না এই তিন নাড়ীর শাখা উপশাখা প্রকারে সাড়ে তিন কোটি নাড়ীর উৎপত্তি হয়। সেই সকল নাড়ী অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যত২ অংশে আছে তাহা পশ্চাৎ ব্যবস্থা করিয়া লেখা যাইবেক।

ক্বচিচ্চক্রঞ্চ কোষশ্চ ক্বচিজ্জীব গৃহং স্থিতং। অস্মিংশ্চক্রে স্থিতো জীব পুণ্যাপুণ্য প্রদেশিতঃ॥ ১৫॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

জীবের গৃহস্থিতি কোন স্থানে চক্রাকার, কোন স্থানে কোষাকার, অর্থাৎ গৃহাকার, এই গৃহরূপ চক্রে পুণ্যাপুণ্য দেশিত জীবের পুণ্যাপুণ্যের কর্ত্তৃত্ব জানিহ॥ ১৫॥

প্রাণানি সসমারূঢ়ো দেহে ভ্রমতি সর্ব্বদা। তন্তুপঞ্জর মধ্যস্থা যথা ভ্রমতি লূতিকা॥ ১৬॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

এই জীব প্রাণবায়ুতে আরোহণ করিয়া, অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় প্রভৃতিতে আরূঢ় হইয়া দেহ মধ্যে আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেছেন, যেমন তন্তু পঞ্জর মধ্যে লূতা ভ্রমণ করে, অর্থাৎ সূতার পিঞ্জরের মধ্যে মাকড়সার ভ্রমণ॥১৬॥

যস্তমভ্যাসতে নিত্যং তদ্গতে নান্তরাত্মনা। নতস্য জায়তে মৃত্যু রিতি সর্ব্বাগমোদিতং॥ ১৭॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

যে জীব জীবগত মন দ্বারা নিত্য ব্রহ্মকে অভ্যাস করেন, অর্থাৎ বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে নিত্যরত হয়েন, সেই জীবের আর মৃত্যু হয় না, ইহা সর্ব্বাগমে অর্থাৎ সর্ব্ব শাস্ত্রেই কহিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাণ সংযম দ্বারা ইহ জন্মেই মৃত্যুঞ্জয় হয়, যথা (প্রাণায়াম প্রভাবেন ইহ মৃত্যুঞ্জয়য়োভবেদিতি) প্রাণায়াম যোগ প্রভাবে ইহ শরীরেই জীব মৃত্যুকে জয় করিতে পারে। অতএব প্রাণ স্থান নির্ণয় করিয়া কহিয়াছেন।

নাভিরোজো গুদং শুক্রং শোণিতং শংখকৌতথা। মূর্দ্ধাংশ কাণ্ড
হৃদয়ং প্রাণস্যায়তনং দশ ॥ ১৮ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

নাভি, ওজ, গুহ্যদ্বার, শুক্র শোণিত, শংখদ্বয়, মস্তক, ভুজোপরিভাগ, হৃদয় এই দশ প্রাণের স্থান জানিহ। অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুহে অপানবায়ু, নাভিদেশে সমান বায়ু, কণ্ঠদেশে উদানবায়ু, সর্ব্ব শরীর ব্যাপী ব্যানবায়ু এই পঞ্চ স্থান এস্থলে শোণিতবাহী ব্যানবায়ু ইত্যর্থে সর্ব্ব ব্যাপী কহা যায়, অংশপদে কণ্টপ্রদেশ, ওজ স্থানে নাগবায়ু, শুক্র স্থানে কূর্ম্মবায়ু, শংখদ্বয়ে কৃকর দেবদত্তবায়ু, মস্তকোপরি ধনঞ্জয়বায়ু। যদিও বিশেষ২ স্থানের নির্ণয় শাস্ত্রান্তরে করিয়াছেন, বটে, তথাপি এসকল স্থানেও ইঁহারা অবস্থিতি করিয়া কায়ব্যূহে বিশেষ২ কার্য্য সাধন করেন, কেননা শারীরক কার্য্য সম্পাদক প্রাণ ব্যতীত অন্য নহে।

ত্রিংশদ্ধস্ত প্রমাণাতু বিশ্বোদরীদ্বয়াধিকা। এক হস্ত প্রমাণাস্যাৎ
কণ্ঠদেশস্য নাড়িকা ॥ ১৯ ॥ ইতিচক্রং ॥

(৩২) দ্বাত্রিশৎ হস্ত প্রমাণ * বিশ্বোদরী নামিকা নাড়ী সকলের উদরে স্থিতা, তাহাকেই অন্ত্র নাড়ী বলে। আর

* এই বিশ্বোদরী নাড়ী অগ্নি জল বায়্বাত্মিকা অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফাত্মিকা, তাহাতে সংলগ্ন অগ্ন্যাত্মিকা পক্বাশয়া নাড়ী, জলাত্মিকা আমাশয়া নাড়ী, যদিস্যাৎ অগ্ন্যাত্মক দ্রব্য ভোজন হয় তদ্রস প্রাণবায়ু পক্বাশয়ে ক্ষেপ করেন, জলীয় দ্রব্য ভক্ষণে তদ্রস আমাশয়া নাড়ীতে প্রক্ষেপ কবেন, ক্রমে অজীর্ণরোগ জন্মে।

১ হস্ত প্রমাণ কণ্ঠদেশের নাড়ী ॥১৯॥ যদিও নাড়ী নাম সংখ্যায় পূর্ব্বে বিশ্বোদরী নাড়ীর এবং কণ্ঠ নাড়ীর উক্তি হয় নাই, কিন্তু এসকল নাড়ী প্রকৃষ্টরূপে দৃশ্য, বিশেষতঃ সকল নাড়ীর নাম এক কালীন নালিখিয়া ক্রমে প্রস্তাব মতে ব্যক্ত করা যাইবেক, অন্ত্র নাড়ী পদে ধমনী পরিভাষায় যাহাকে (আতঁড়ি বলে) অতি স্থূলা তাহাতেই অন্নাদিপাকের স্থল আছে, কণ্ঠ নাড়ীতে উদানবায়ু অবস্থিতি করিয়া অন্নাদিকে আকর্ষণ করেন, অর্থাৎ রুচ্যাদিকে জন্মান্।

দশহস্তাততঃ পশ্চাদামাশয়া প্রকীর্ত্তিতা। পচ্যমানাশযাজ্ঞেয়া দশহস্তা ততঃ পরং ॥ ২০ ॥ ইতিচক্রং ॥

অনন্তর উদরস্থা বিশ্বোদরীর পশ্চাতে সংলগ্ন ২০ হস্ত প্রমাণে দুই নাড়ী আছে, অর্থাৎ ১০ হস্ত আমাশয়া, ১০ হস্ত পক্বাশয়া, সমানবায়ু সারল্যে ঐ নাড়ীতে পাক হয়, অপর সমানবায়ু বৈগুণ্যে আমাশয়া নাড়ীতে অপাক জন্মে, তাহাতেই আমাশয় রোগোৎপত্তি হয়। এই দুই নাড়ীমুখে অর্থাৎ পক্কশয়া ও আমাশয়া নাড়ীমুখে আরও দুই নাড়ী আছে, তাহারদিগের নাম, একাপ্রসরিণী, অপরানিঃসারিণী, অর্থাৎ নিঃসরিণীদ্বারা পুরীষনির্গত, প্রসবিণীদ্বারা প্রস্রাব নির্গত হয়, ঐ দুই নাড়ীতে (অপান) বায়ুর সঞ্চার, পক্কাশয় হইতে নিঃসারিণী নাড়ীদ্বারা শুদ্ধ মল নির্গত হয়, আমাশয়া নাড়ী মুখেও ঐ নিঃসারিণী নাড়ী আছে তদ্দ্বারা অপক্ব অর্থাৎ আমাখ্য

মলকে নিঃসারিত করে, এবং আমাশয়া নাড়ীতে নিঃসারিণী নাড়ীর সংযোগে আরও পাঁচ নাড়ীর যোগ আছে, তাহারদিগের নাম, (জলকুমারী, বৈচিত্রা, ডাঙ্কুরা, রোহিতা, লালিকা) ইহারদিগেরদ্বারা নানা প্রকার অপাক মল জন্মে, অর্থাৎ জলকুমারীতে শুদ্ধ জলবৎ ভেদ, বৈচিত্রাতে বিচিত্র মল অর্থাৎ কখন তরল, কখন জলবৎ, কখন কঠিন, কখন রক্ত সঞ্চার কখন লালযুক্ত, কখন পীতাভ, কখন কৃষ্ণাভ, কখন শ্বেতবর্ণ, কখন ধূষরবর্ণ, কখন, কৃমিকীটাদিযুক্ত, কখন শ্যামবর্ণ, কখন প্লীহবর্ণ কখন জম্বূফলবর্ণ ইত্যাদি নানা প্রকার মলের নিঃসরণ হয়, (ডাঙ্কুরা) নাড়ীরন্ধ্রে করকার ন্যায় মল জন্মে, প্রাকৃত ভাষায় গুটলি বলে, (রোহিতা) নাড়ীতে শুদ্ধ শোণিত ভেদ হয়, (লালিকা) নাড়ীতে লাল অর্থাৎ শ্লেষাবিকারবৎ মল নির্গত হয়। এরূপ মল জন্মিবার কারণ ধাতু বৈষম্য, কিন্তু, পথ্যগুণেই ধাতুর বৈষম্য হয়, তাহা পশ্চাৎ লেখা যাইবেক। অপর প্রসরিণী নাড়ীমুখে সরলা, ও কুব্জিকা এই দুই নাড়ীর যোগ আছে, তাহাতে বায়ু পিত্ত কফের সমতাবস্থা প্রযুক্ত নির্দোষতারূপে সরল প্রস্রাব হয়, ধাতু বৈষম্যে মেহাদি দোষযুক্ত প্রস্রাব কুব্জিকা নাড়ীদ্বারা নিঃসারিত হয়। ঐ কুব্জিকা নাড়ীমুখে আর তিন নাড়ীর যোগ আছে, তাহার দিগের নাম, যথা (নলিকা, শলিকা, শিতাইতি) (নলিকাতে) শুদ্ধ রক্তবৎ (শলিকা) শুদ্ধ হরিদ্রাভ, (শিতাতে) শুদ্ধ জলবৎ প্রস্রাব হয়, ঐ তিন নাড়ীমুখে আরও বিংশতি প্রকার নাড়ীর

যোগ আছে, তাহারদিগের নাম, যথা (মাতঙ্গী মধুমাতঙ্গী সুখদা, বহু ভাবিণী কুটিলা, মধুপিঙ্গাভা হরিতা জ্বাল মালিনী, রোহিণী দ্রাবিণীচাথ গোক্ষীরা কূর্চ্চিকা চষা। কঙ্করা শর্ক্করা রুদ্ধা বিশুদ্ধাতোয় বাহিনী মাংসদ্রবা, ভীমরবা শ্বাসদাচৈব বিংশতি) মাতঙ্গী ১ মধুমাতঙ্গী ২ সুখদা ৩ বহু ভাবিনী ৪ কুটিলা ৫ মধুপিঙ্গাভা ৬ হরিতা ৭ জ্বালমালিনী ৮ রোহিণী ৯ দ্রাবিণী ১০ গোক্ষীরা ১১ কূর্চ্চিকা ১২ চষা ১৩ কঙ্করা ১৪ শর্ক্করা ১৫ রুদ্ধা ১৬ বিশুদ্ধতোয়রাবাহিণী ১৭ মাংস দ্রবা ১৮ ভীমরবা ১৯ শ্বাসদা ২০ এই বিংশতি প্রকার নাড়ী দ্বারা বিংশতি প্রকার মেহযুক্ত প্রস্রাব নির্গত হয়। (মাতঙ্গী নাড়ী) দ্বারা দুই ধারা প্রস্রাব হয় তাহার নাম হস্তীমেহ। (মধুমাতঙ্গীতে) ঘোলা অথচ কিঞ্চিৎ পীতাভ প্রস্রাব হয়, (সুখদাতে) প্রস্রাব কালীন অত্যন্ত সুখজনক হয়, [বহুভাবিণীতে] জলবৎ বহু প্রস্রাব হয় একারণ তাহার নাম বহু মুত্র রোগ, এই চারিরোগ বায়ুবৈগুণ্যে জন্মে ইহা অসাধ্য [কুটিলা] নাড়ীতে প্রস্রাবের বক্রধারা হয়, [মধুপিঙ্গলাতে] পীতাভ প্রস্রাব কিন্তু মিষ্টরযুক্ত তাহাকেই মধুমেহ বলে, ঐ প্রস্রাবকে জ্বাল দিলে চিনিবাহির হয় [হরিতা] ইহার এক নাম চিত্রাভা এই নাড়ী যোগে নানা প্রকার প্রস্রাব হয়, অর্থাৎ কখন রক্তাভ, কখন পীতাভ, কখন শ্বেত, কখন অল্প, কখন অধিক প্রস্রাব হয়। [জ্বালমালিনী] নাড়ীতে অত্যন্ত উষ্ণ প্রস্রাব, অথচ অতিশয় জ্বালা জন্মে না। [রোহিণী নাড়ীতে] শোণিত স্রব করে,

তাহার নাম রক্তমেহ। [দ্রাবিণী] নাড়ীতে অত্যন্তবেগে প্রস্রাব পড়ে। এই ছয় পিত্তজন্য মেহ জাপ্য [গোক্ষীরা] নাড়ীতে ঘোলেরমত প্রস্রাব হয়, [কূর্চ্চিকা] নাড়ীতে ছেনারমত খণ্ডং ধাতু সহিত প্রস্রাব পড়ে। [চষা] নাড়ীতে শিশ্ন মধ্যে ক্ষত হয়, তজ্জন্য প্রস্রাব কালে মাংস কাটিয়া যায়। [কঙ্করা] নাড়ীতে প্রস্তরবৎ মাংস খণ্ড জন্মে। [শর্ক্করা] নাড়ীতে ক্রমে ধাতুর গুটিকা হয়, [রুদ্ধা] নাড়ীতে প্রস্রাবের বেগকে রোধ করে তাহার নাম মুত্রকিস্ত্র [বিশুদ্ধতোয় বাহিণী] নাড়ীতে নির্ম্মল জলের ন্যায় প্রস্রাব হয়। [মাংসদ্রবা] নাড়ীতে ক্রমে মাংস গলিয়া জল হইয়া নির্গত হয়। [ভীমরবা] নাড়ীদ্বারা শব্দ বিশিষ্ট প্রস্রাব হয়, [শ্বাসদা] নাড়ীতে প্রস্রাব নির্গত হইলে শ্বাসযুক্ত হয় এবং পিপাশাদির বৃদ্ধি করে এই বিংশতি প্রকার মেহ এই সকল নাড়ীমুখে নির্গত হয়, ইহার বিশেষ কারণ পশ্চাৎ লেখা হইবেক।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বাবদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৬১ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ ভাদ্র রবিবার

গতবারের শেষঃ।

অথ যুগমাহাত্ম্য বর্ণনং।

অনন্তর তীর্থাভিগামী বণিক গঙ্গাদি পুণ্যানদীতে অবগাহন করতঃ পিতৃতীর্থ গয়াক্ষেত্রে শ্রীশ্রী বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিয়া অযোধ্যা মথুরা হরিদ্বার কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারাবতী কোণার্ক গোকর্ণ কুন্তী পঞ্চবটী নীলাচল শ্রীশৈল প্রভাস পুষ্কর কুরুক্ষেত্র কাশ্মীর কামরূপাদি নানাতীর্থপর্য্যটন

করতঃ সার্দ্ধদ্বয় বৎসরান্তীতে স্ববাসে সমাগত হইলেন। পরে কিয়ৎ দিবস গত হইলে স্বীয় বন্ধুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; হে বন্ধো, তুমি আমার স্থাপিত ধনগুলি আনয়ন করিয়া দাও, এতৎ শ্রবণানন্তর সে ব্যক্তি স্বগৃহে গিয়া নিশ্চিন্ত্যরূপে রহিল ধন প্রদান বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইল, পরে বণিক্ দুই এক দিবস অবসানে পুনর্ব্বার স্বীয়ার্থ যাচিঞা করিল, তাহাতেও ধন দান করিল না এবং বাক্যের উত্তরও দিল না, এইরূপ পুনঃ২ ধন যাচিঞা করাতে ঐ ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া বণিক্ প্রেরিত লোকের সাক্ষাতে বণিক্ বন্ধুকে ভর্ৎসন করিয়া কহিল, যে তীর্থপর্য্যটন দ্বারা পরধন হরণের বিলক্ষণ কৌশলজ্ঞ হইয়াছেন, দুই এক বার পরিহাস জ্ঞান করিয়াছিলাম, এক্ষণে যথার্থই উপলব্ধি হইতেছে, কালের গতি এমনিই বটে, যে যাহার উপকার করে তাহার প্রত্যুপকার এইরূপই করিতে হয়, তাঁহার তীর্থ-যাত্রাকালে আমি তদ্গৃহের তত্ত্বাবধারণ করিতে স্বীকৃত হই, এবং তাঁহার অজ্ঞবালক ও স্ত্রীকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছি, তদ্ধন আমার কাছে থাকুক্ বা নাথাকুক্ বরং তদ্দারা পত্যের প্রতি-পালন জন্য আমার কিঞ্চিৎ ধনব্যয় হইয়াছে, তাহা আমাকে দিতে হইবে, সে কথাকে দূরে ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি উলুটাচাপদিয়া ধন গ্রহণ করিবার উপায় করিয়াছেন, ধর্ম্মের কর্ম্মই বটে, যাহা হউক তীর্থযাত্রায় গিয়া বন্ধু ভাল

চাতুর্য্য শিখিয়াছেন, আমি এমন বংশে জন্মি নাই যে কাহার এক কপর্দ্দক অপহরণ করি, আর এমত কর্ম্মও করি নাই যে তাঁহাকে ধন দিতে হয়, ধর্ম্ম জানেন আমি তাঁহার ঋণি নহি নির্দ্দোষে যদ্যপি দোষারোপ করেন তাহার বিচার রাজা করিবেন, এতৎ কথনানন্তর উক্ত লোককে বিদায় করিল, ঐ লোক বণিক্ সন্নিধানে তদ্বন্ধুর উক্তি সকল অবিকলরূপে কহাতে বণিক্পতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মৌনাবলম্বনে সনাতন সত্যধর্ম্মকে অনুস্মরণ করিতে লাগিলেন, কথঞ্চিৎকাল চিত্তে বিচার করতঃ স্বয়ং বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মৈত্র অস্মৎ স্থাপিত ধন প্রদান বিষয়ের কৌতুক ছাড়িয়া এক্ষণে ভুরিমূল্যের রত্ন প্রদান করহ, যাহা সত্যধর্ম্মে নির্ভর করিয়া তোমার নিকট স্থাপনা করিয়াছি, এতৎ শ্রবণে ঐ ব্যক্তি মহাকপটী, কপটে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, হা, ধর্ম্ম, একি চমৎকারের বিষয় হইল, বন্ধু, তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান ছিল এক্ষণে ধার্ম্মিকতার বিলক্ষণ পরিচয় দিলে, আমি নিশ্চয় কহিতে পারি, যে জ্ঞাতসার কাহার ধন অপহরণ করিনাই, এতকালের বন্ধুতা এক কালেই বিলুপ্ত করিলে, বণিক্ কহিল কি আশ্চার্য্য, হে বন্ধো কোন সাহসে ধর্ম্মাতিক্রম করিয়া কহিতেছ, ধর্ম্মভয় কি একেবারেই গিয়াছে, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে প্রতারণা বাক্য কহিতে কি ব্রীড়া উপস্থিত হয় না, অনন্তর তদ্বন্ধু কহিতেছে যে এতৎ শিষ্টাচারা-

ম্বিত বাক্য দূরে রাখ, এক্ষণে তুমি তীর্থযাত্রায় গমন করিলে পর তোমার স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াইতে আমার যে ধন ব্যয় হইয়াছে তাহা দিয়া কথা কহ, নচেৎ অর্থ জন্য অনর্থোৎপত্তি হইবে। ধন প্রাপণে হতাশা হইয়া বিষন্ন বদনে স্বগৃহে আসিয়া ধন উদ্ধারার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনন্তর রাজপুরতঃ স্বীয় বন্ধুর নামে আবেদন পত্রদ্বারা অভিযোগ করিলেন, তখন রাজ্যেশ্বর আকর্ষণ পত্রদ্বারা ঐ ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়া সভা মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি এই বণিকের ধন নাদাও কেন, তীর্থযাত্রাকালে লক্ষমুদ্রা মূল্যের মণি মাণিক্যাদি যাহা তোমার নিকট সংস্থাপন করিয়াছিল। বণিক্ বন্ধুর উক্তি। হে রাজন ধর্ম্মাবতার যথার্থ ধর্ম্মে বিচার করহ, আমি নির্দ্দোষী এবং উহার বিস্তর উপকার করিয়াছি, নিরর্থক আমাকে অপরাধী করিয়া ছল দ্বারা আমার নিকট ধন গ্রহণের উপায় করিয়াছে, উহার তীর্থযাত্রায় যাইবার কালে আমাকে কহিয়াছিল, যে বন্ধু আমার বিশেষ জন সম্পত্তি নাই, তুমি আমার দারাপত্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে, বন্ধুতাপ্রযুক্ত তৎকালে আমার স্বীকৃত হইয়াই অযোগ্য হইয়াছে, উহাকে এরূপ প্রবঞ্চক জানিলে কি আমি কদাপি এতৎ ভার গ্রহণ করিতাম, অতএব ধর্ম্মাবতার সূক্ষ্ম বিচার করহ, উহার ধন যদ্যপি আমার নিকট সংস্থাপিত থাকে এমতই অনুভব হয়, তবে তাহার

কোন লিপি কি, সাক্ষী অবশ্যই থাকিতে পারে তাহা আনা-ইয়া বিচার করুন, এতৎ শ্রবণে রাজা এবং সভ্যেরা তদ্বাক্যের সমাদর করতঃ বণিককে কহিলেন, যে তোমার ধন যাহা উহার নিকট সংস্থাপন করিয়াছ, তাহার লিপি তোমার স্থানে কি আছে, এবং তাহার সাক্ষীই বা কে।

বণিকের উত্তর॥ হে মহারাজ, আমার কোন লিপি কি কোন ব্যক্তি সাক্ষী নাই, কিন্তু আমি লক্ষমুদ্রা মূল্যের মণি মাণিক্যাদি উহার নিকট রাখিয়াছি, সাক্ষী কি লিপি না রাখার কারণ কেবল বিশ্বাস, অর্থাৎ বন্ধুতানুরোধে বিশ্বাস করিয়া শুদ্ধ সত্যের প্রতি নির্ভর করতঃ ধর্ম্মকে সাক্ষী রাখিয়া দিয়াছিলাম, এরূপ ধর্ম্মাতিক্রম করিবে ইহা পূর্ব্বে বিজ্ঞাত হইতে পারিলে লিপি সাক্ষ্যাদি রাখিতাম।

এতৎ শ্রবণে সভ্যেরদের সহিত বিচার করিয়া রাজা কহিলেন ইহার লিপি, কি সাক্ষী প্রাপ্ত না হইলে ধন প্রদানের আজ্ঞা করিতে পারি না, তবে যে ধর্ম্মকে সাক্ষী রাখিয়াছি বল সেই ধর্ম্ম যদি সাক্ষ্য দেন তবেইত তোমার ধন প্রাপ্য হয়।

তখন বণিক্ কহিতে লাগিলেন। যে মহারাজ, ধর্ম্ম কোথাও সাক্ষ্যদিতে যানন৷ তিনি কালে ফল প্রদান করেন, অতএব ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া আমি ধন স্থাপন করিয়াছিলাম না হয় না পাইব কিন্তু উহারমত মিথ্যা কহিতে পারিব না।

এতৎ কথনানন্তর ধর্ম্মরিপক্ষার্থ অরণ্য প্রস্থে প্রস্থান করিল, এইক্ষণে সেই কলি সবল হইয়াছে, এসময়ে যে সত্য ধ-র্ম্মীরা দুর্ব্বল হইবেন তাহাতে সংশয় কি।

গতবারের শেষঃ।

অথ ধর্ম্মরহস্যেতিহাস।

রাজ্ঞোমহানসে পূর্ব্বং রন্তিদেবস্য বৈদ্বিজ। দ্বেসহস্রেতুবধ্যেতে পশূনাং প্রত্যহন্তথা॥ বনপর্ব্বং॥

পূর্ব্বে রন্তিদেব নামে এক মহারাজা ছিলেন তাহার মহা-নসে অর্থাৎ রন্ধনাগারে প্রত্যহ দুই সহস্র পশু হনন হইত। অর্থাৎ বিপ্রসেবার্থ মাংসাহরণ করিতেন, তন্নিমিত্ত তাঁ-হার অহিংসা ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় নাই, এবং তাহাকে অশিষ্ট বলিয়াও কেহ আখ্যাত করেন নাই, বরং ধার্ম্মিক, সুসভ্য, দাতা স্বর্গজিত পুরুষ বলিয়াই উক্ত করিয়াছেন। যথা

সমাংসংদদতোহ্যন্নং রন্তিদেবস্যবৈদ্বিজ। অতুলাকীর্ত্তিরভবন্নৃপস্য দ্বিজসত্তম॥ বনপর্ব্বং॥

সমাংসান্ন প্রদানে তাঁহার অর্থাৎ রন্তিদেব রাজার অতু-লাকীর্ত্তি হইয়াছিল, এবং পুণ্যশ্লোক বলিয়া সকলেই সমাদর করিয়াছিলেন। তথাহি

চাতুর্ম্মাস্যেষু পশবো বধ্যন্ত ইতিনিত্যশঃ। অগ্নয়ো মাংসকামাশ্চ ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ॥　　বনপর্ব্বং॥

চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞে পশু বধ করিবেক, এবং ত্রয়ীময় অগ্নি সকলেই মাংসকামী হয়েন। ইহা শ্রুতিতে অনু শ্রবণ হইতেছে। অতএব বৈধহিংসায় অহিংসা ধর্ম্মের হানি হইতে পারে না। তথাহি

যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মণ্ বধ্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ। সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেপি স্বর্গ মবাপ্নুহি॥　　বনপর্ব্বং॥

মহর্ষিগণেরাও যজ্ঞার্থে মন্ত্র সংস্কৃত বহু পশু বধ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা অর্থাৎ তদ্যজ্ঞ ফলে ঋষিগণেরা সুদুর্ল্লভ স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। অতএব যজ্ঞার্থে হিংসা করিয়াও অহিংসক রূপে মহাত্মা ঋষিগণেরা শিষ্টসম্মত পদ লাভ করিয়াছেন। তথাহি

যদিনৈবাগ্নয়ো ব্রহ্মণ্ মাংসকামাঃ পুরাভবন্। ভক্ষনৈবাভবন্মাংসং কস্যচিদ্দ্বিজ সত্তম॥　　বনপর্ব্বং॥

পূর্ব্বকালাবধি অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ কালাবধি অগ্ন্যাদি দেবতারা যদ্যপি মাংসকামী না হইতেন, তবে কদাপি কোন মনুষ্য সম্বন্ধে মাংস ভক্ষ্য হইত না। এতন্নিমিত্ত এমত বিবেচনা করিহ না যে মাংস ভক্ষণের প্রমাণ প্রাপ্তে সক-

সেই সকল সময়ে সকল মাংসই ভক্ষণ করিবেক, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা

অত্রাপি বিধিরুক্তশ্চ মুনিভি র্মাংস ভক্ষণে। দেবতানাং পিতৃণান্তু ভুঙ্‌ক্তেদত্বাতুযঃসদা॥ যথা বিধি যথা শাস্ত্রং নসদুষ্যতি ভক্ষণাৎ॥ বনপর্ব্বং॥

এই মাংস ভক্ষণ বিধি প্রাপ্তে তত্ত্বদর্শী নিখিল বেদবিৎ ঋষিগণেরা উক্ত করিয়াছেন, যথা বিধি যথা শাস্ত্র পিতৃ দেবগণকে মাংস দিয়া ভক্ষণ করিলে দোষের নিমিত্ত হয় না। অর্থাৎ অহিংসা ধর্ম্ম রক্ষা হয়, এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও কহিয়াছেন। যে দেবতা ব্রাহ্মণ অতিথি এবং পিতৃলোককে দিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে দোষী হয় না। কিন্তু ইচ্ছামত মাংস ভোজন করিলেই অশিষ্টতা জন্মে, তাহার ইহ লোক ও পর লোক বিনষ্ট হয়। যথা

অমাংসাশী ভবত্যেব মিত্যাপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ॥ বনপর্ব্বং॥

এরূপ মাংস ভোজনকরিয়াও অমাংসাশী হয়, ইহা শ্রুতিতে অনুশ্রবণ হইতেছে। সুতরাং এই সকল ব্যক্তিকেও অহিংসক রূপে শিষ্ট বলা সঙ্গত, যেহেতু ইঁহারা শাস্ত্র মর্য্যাদার বহির্ভূত নহেন। কিন্তু এতদুক্তি মধ্য কল্প, উত্তম কল্পে যাঁহারা কোন কারণেই মাংস ভোজনে প্রবৃত্ত নহেন তাঁহারা সর্ব্বোত্তম সভ্য পদাভিষিক্ত হয়েন, যথা মনুঃ। (নমাংস

ভক্ষণে দোষো নমদ্যানচমৈথুনে। প্রবৃত্তি বেরাভূতনাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ) এরূপ মাংস ভোজনে, এবং বামদেব্য শাণ্ডিল্য বিদ্যায় শক্তি সহায় জপকালে মদ্যপানে ও মৈথুনে দোষ নাই কিন্তু নিবৃত্তি হইলে মহাফলের উদয় আছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছাধীন এতৎ কর্ম্ম করণে পর লোক বঞ্চিত হয়। এতদ্বিবেচনা পূর্ব্বক চলিলেই মনুষ্যেরা সভ্যপদে আরোহণ করিতে পারে। ইতি সমাপ্তং।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

পক্বাশয়াততঃ পশ্চাদ্দশহস্তা প্রকীর্ত্তিতা। এক হস্তা গুহ্যদেশে শংখাবর্ত্তাতু নাড়িকা॥ ২১॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

পক্বাশয়া নাড়ী দশ হস্ত প্রমাণ তাহার পশ্চাতে এক হস্ত প্রমাণ গুহ্যদেশের নাড়ী শংখাবর্ত্তা অর্থাৎ শংখের বেড়ের ন্যায় তদ্দ্বারা মল বহির্নির্গত হয়, তাহার নাম কুন্দা।

কণ্ঠদেশ হইতে এক হস্ত পর্য্যন্ত দশ হস্ত প্রমাণ আমাশয়া নাড়ী কুঞ্চিতা হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে পক্বাশয় পর্য্যন্ত পচ্যমানাশয়া নাড়ী এইরূপ ক্রমেতে যোগ আছে॥ ২১॥

ভুক্ত মামাশয়ে তিষ্ঠেৎ পচ্যমানাশয়ে পচেৎ। পক্বং পক্বাশয়ে
তিষ্ঠেৎ বহ্নি পক্বাশয়োপরি ॥ ২২ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

ভুক্তান্নাদি আমাশয়ে প্রথমতঃ স্থিতি করে, পরে সমান বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া পক্বাশয়ে পরিপাক হয়। এবং পাক হইলেও ঐ পক্বাশয়ে থাকে, আর পক্বাশয়ের উপরি ভাগে জঠরানলের স্থান ॥ ২২ ॥

অর্থাৎ সমান বায়ুদ্বারা জঠরানলে ভুক্তান্নাদি পরিপাকানন্তর দুই ভাগে, অর্থাৎ মল ও রস ভাগে পক্বাশয়ে তাবৎ স্থিতি করে যাবৎ অপানবায়ু কর্ত্তৃক নিঃসারিণী নাড়ীদ্বারা মল ভাগের নিঃসারণ ও ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক সর্ব্ব শরীরে রস ভাগের সঞ্চালন না হয় ॥ ২২ ॥ তাহার প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা

পচ্যমানাশয়েপক্বং মলঃ পক্বাশয়ে ব্রজেৎ। রসোভক্তাদিকানাঞ্চ
নাভিনাড্যা কলেবরং ॥ ২৩ ॥ সকলংযাতি নকতানীযমানঃ
স্বমাত্রযা ॥ ২৪ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

পচ্যমানাশয়ে পক্বানন্তর মল ভাগ পক্বাশয়ে গমন করে, পরে আহারাদির রস নাভি নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ নিঃসারিণী নাড়ীদ্বারা ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক সকল শরীরে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

নাভিস্তু কূর্ম্মরূপঃস্যান্মহা নাড্যষ্টপাদ্ভবেৎ। চতস্রঃ পৃষ্ঠদেশেস্যু
শ্চতস্রঃ ক্রোড়দেশতঃ ॥ ২৫ ॥ চক্রং ॥

নাভি মণ্ডল কচ্ছপাকার হয়, অষ্টমহানাড়ী তাহার পাদচতুষ্টয়, পৃষ্ঠদেশে চারি নাড়ী আর ক্রোড়দেশে নাড়ীচতুষ্টয় আছে।

সারদা লক্ষণা ধূম্রা কেশিনী যক্ষিণী উমা। কুব্জা বক্রা শিতা ক্ষেমা নলনা কামলাংকুশা॥ পীববী পিণ্ডিকা পীতা চৈতাঃষোডশ নাড়িকাঃ॥ চক্রং॥

সারদা, লক্ষণা, ধূম্রা, কেশিনী, যক্ষিণী, উমা, কুব্জা, বক্রাদি অষ্ট মহানাড়িকা দুই২ সংখ্যায় এক২ চরণ হয়। অপর শিতা, ক্ষেমা, নলনা, কামলা এই নাড়ীচতুষ্টয় পৃষ্ঠদেশে, আর অঙ্কুশা, পীবরী, পিণ্ডকা, পীতা এই চারি নাড়ী ক্রোড়দেশে ব্যাপিতা হইয়াছে।

দেহে উর্দ্ধমধশ্চাপি নাড়িকে অন্তগামিনী। উর্দ্ধগাগলদেশেতু দ্বিপল্লবা প্রকীর্ত্তিতা॥ ২৬॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

দুই২ সংখ্যায় উর্দ্ধ ও অধঃ ও মধ্য গামিনীষণ্নাড়ী হয়, যথা (তুঙ্গাভদ্রা, জয়াদেবী বাসিনী জয়কাশিনীতি) তুঙ্গাভদ্রা, উর্দ্ধগামিনী, জয়া ও দেবী, অধোভাগে গমন করিয়াছেন, ও বাসিনী, আর জিতকাশিনী মধ্য সঞ্চারিণী হয়েন অপর বিশালা নামে একানাড়ী উর্দ্ধগামিনী গলদেশ পর্য্যন্ত দ্বিপল্লবা অর্থাৎ দুই শাখা

বিশিষ্টা হয়েন। যদ্দ্বারা রসনা এবং * উপরসনা জন্মিয়াছে ॥ ২৬ ॥

তদেকাগলতঃ পঞ্চ পল্লবা নাড়িকাস্মৃতা। চক্ষুষো নাসিকারন্ধ্রে জিহ্বোষ্ঠে শ্রবণেধরে ॥ ২৭ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

ঐ গলদেশ গামিনী নাড়ীদ্বয় তাহার একং নাড়ী পাঁচং পল্লব হয়, যথা চক্ষুদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, রন্ধ্রে অর্থাৎ গলছিদ্রে, জিহ্বামূলে, ওষ্ঠে, কর্ণদ্বয়ে এবং অধরে। (ধীরা, নীরা, শীতকরী, হৈমী, ভানুমতী, তথা। কাকিনী, কমলা, কন্ধা, কুমুদা কমঠীতিচ) ধীরা. নীরা, চক্ষুদ্বয়ে, শীতকরী. হৈমী নাসিকাদ্বয়ে, ভানুমতী গলছিদ্রে কাকিনী জিহ্বামূলে, কমলা ওষ্ঠে, কন্ধাকুমুদা কর্ণদ্বয়ে, কমঠী অধরে ॥ ২৭ ॥

আকুঞ্চন করীখ্যাতা এবং পৃষ্ঠাং প্রসারিণী। তদেকাস্কন্ধ দেশা তুহস্তগাপঞ্চ পল্লবা ॥ ২৮ ॥

আকুঞ্চনকরী নামে এক নাড়িকা ক্রোড়গতা, অপর পৃষ্ঠ দেশে প্রসারিণী নাম্নী নাড়ী এই দুই নাড়ী ক্রোড় ও পৃষ্ঠে হইতে স্কন্ধদেশ দিয়া † দুই হস্তে পঞ্চ শাখা রূপে গমন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

---

* উপরসনা শব্দে প্রাকৃতভাষায় [আলজিহ্বা] বলে।

† আকুঞ্চন করীও প্রসারিণী দুই নাড়ী পঞ্চং পল্লবেতে হস্তের দশাঙ্গুলীব্যাপ্ত হইয়াছে।

অঙ্গুলী ক্রোড়গাসৈব আকুঞ্চন করীস্মৃতা। এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগত্য প্রসাবণ করীস্মৃতা ॥ ১৯ ॥

যাহাকে আকুঞ্চন করী বলিয়া খ্যাত করাযায় সেই নাড়ী অঙ্গুলী সকলের ক্রোড়ে গমন করিয়াছেন, এবং অঙ্গুলী পৃষ্ঠদেশ দিয়া যিনি গমন করিয়াছেন তাঁহার নাম প্রসারণ-করী। অর্থাৎ তৎদ্বারা কুঞ্চিত করিয়া মুষ্টিবন্ধ প্রভৃতি করাযায়, অপর প্রসারিণী নাড়ীদ্বারা অঙ্গুলী সকলকে প্রসারিত করিতে পারাযায়, এবং এই দুই নাড়ীদ্বারা দানপ্রতি গ্রহাদি হয়। অর্থাৎ সাত্বিক, রাজস, তামস, ত্রিবিধ প্রকার দান, আর ত্রিবিধ প্রকার প্রতি গ্রহ, যথা সৎপাত্রাদি হইতে প্রতি গ্রহণের নাম সাত্বিক প্রতি গ্রহ, মধ্য বৃত্ত ব্যক্তি অর্থাৎ সৎশূদ্রাদি হইতে রাজসিক প্রতি গ্রহ, অপর অসৎশূদ্রাবধি আম্লেচ্ছ প্রতি গ্রহণের নাম তামসিক প্রতি গ্রহ, দান ও সৎপাত্রে অর্থাৎ শুদ্ধ পর লোকার্থে বেদবিৎ ব্যক্তিকে যে দান করে লোক জনতারহিত তাহাকেই সাত্বিক দান বলে, অপর পরিণামে আপনার লাভ বর্ত্তমানে লোক সমাজে যশঃ হয়, তাহার নাম রাজস দান, তৃতীয়, পাত্রাপাত্র বিবেচনা শূন্য কিন্তু আপনস্বার্থ ব্যতীত পরোপকার সম্বন্ধ রহিত তাহার নাম তামস দান, এই দান প্রতি গ্রহ বিষয়ে যদ্যৎ সময়ে আকুঞ্চনী নাড়ীতে ব্যানবায়ু সাত্বিক রাজস তামস আহারাদিতে দ্রব্যের রস সঞ্চালন করেন তত্তৎ সময়ে তত্তৎ

গুণ বিশিষ্টা হইয়া ত্রিবিধ প্রকার প্রতিগ্রহে কর কুঞ্চিত হয়, তদ্রূপ দান করার বিষয়ে ও প্রসারিণী নাড়ী হস্তাঙ্গুলীর সংকোচ মুক্ত করিয়াদেন, ইহা স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অজ্ঞের বোধগম্য হইতে পারে না কুঞ্চিৎ ও প্রসারিত শব্দে প্রাকৃত ভাষায় (কোঁকড়ান, ও প্রশস্তকরাকে) বলে ॥ ২৯ ॥

অধোগা উরুসন্ধ্যন্তর্নাড়িকা পঞ্চ পল্লবা। পাদাঙ্গুলগতাশৈব আকুঞ্চনকরীস্মৃতা ॥ ৩০ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

ঐ উপরিউক্ত আকুঞ্চনকরী নাড়ী উরুসন্ধির মধ্যদিয়া দুই ভাগে পঞ্চ শাখান্বিতা হইয়া অধোভাগে অর্থাৎ পাদক্রোড় পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, সেই নাড়ীই পাদাঙ্গুলির আকুঞ্চন করী হয়েন ॥ ৩০ ॥

এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগত্য প্রসারণকরীস্মৃতা ॥ ৩১ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

ঐরূপ উরুসন্ধিদিয়া অধোভাগে অঙ্গুলির পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যে নাড়ী গমন করিয়াছেন, তাহার নাম প্রসারণকরী অর্থাৎ তদ্দ্বারা পাদাঙ্গুলীর প্রসারণ হয় ॥ ৩১ ॥

কূর্ম্মস্যনবমঃ পাদোলিঙ্গ নাড়ীতিকীর্ত্ত্যতে। মূত্র শুক্র বহে নাড্যৌতস্য পল্লবতঃ পুনঃ ॥৩২॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

নাভিমণ্ডলকে কূর্ম্মরূপে পূর্ব্ব কথিত হইরাছে, সেই কূর্ম্মনাড়ীর নবম পাদলিঙ্গনাড়ী, তাহার পল্লবেতে অর্থাৎ তৎশাখা নাড়ীদ্বয় তাহার সংযোগে মূত্র এবং শুক্রকে বহন করেন।

শব্দগ্রহা শ্রুতৌনাড়ীরূপ গ্রহাচলোচনে। গন্ধগ্রহা নাসিকায়াং রসনায়াং রসাবহা॥ ৩৩॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

শব্দগ্রহা নামে নাড়ী শ্রবণদ্বয়ে, রূপগ্রহা নাম্নী চক্ষুদ্বয়ে, গন্ধগ্রহা নাসাদ্বয়ে, রসাবহা নাম্নী রসনাতে প্রতিষ্ঠিতা॥৩৩॥

এবং ত্বক্ষুস্পর্শবহা শব্দকৃৎ হৃদয়ান্ মুখে। মনোবুদ্ধ্যাদিকং সর্ব্বং হৃদযেষু প্রতিষ্ঠিতং॥ ৩৪॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

এবং ত্বচে অর্থাৎ চর্ম্মে স্পর্শবহা নাড়ী, অপর শব্দকরী নাড়ী হৃদয়ে, অর্থাৎ অব্যাকৃতরূপে হৃদয় হইতে উৎপন্ন শব্দকে মুখে বাহির করেন, যেহেতু মনোবুদ্ধ্যাদি সকলেই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়॥ ৩৪॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ লান ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল এতৎ পঞ্চ বৎসরের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৫ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন ।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টিকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৬২ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩১ ভাদ্র মঙ্গলবার

বহু আয়াসে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম যে সকল উপনিষৎ তাহার প্রকাশ করিতে না পারায় যৎপরোনাস্তি দুঃখিত আছি কারণ সেই সকল উপনিষদে পরমেশ্বরোপাসনার বিশেষ২ নিয়ম কহিয়াছেন। যথা কৈবল্য মহ, নারায়ণ, অথর্ব্বশির, অথর্ব্বশিখ, ব্রহ্ম, হংস, পরমহংস, কালাগ্নি, ব্রাহ্মণকৌশিতকী, জাবাল, ক্ষুরিক, গর্ব্ভ, অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদবিন্দু, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, গো-

পাল তাপনী, সুন্দরী তাপনী, রামতাপনী, শতপথ শ্রুতি, গোপথব্রাহ্মণ, আঙ্গিরসীশ্রুতি, প্রভৃতি উপনিষৎ সকলকে সাধকেরা পরমধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই সকল উপনিষৎ দৃষ্টে ঋষিগণেরা যোগাভ্যাস পূর্ব্বক পরমেশ্বরোপাসনায় পরিমুক্ত হইয়াছেন, এতৎ প্রমাণেই ঋষিগণেরা পুরাণ সংহিতা ইতিহাস কাব্যাদি প্রকাশ করেন, অতএব সর্ব্ব লোকের গোচরার্থ এবং পুরাণাদির প্রতি শ্রদ্ধারদার্ঢ্যার্থে এই পত্রিকায় ক্রমশঃ উক্ত শ্রুতি সকল প্রকটন করিতে বাধিত হইলাম।

অথ কৈবল্যোপনিষৎ।

অথাশ্বলায়নো ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনং পরিসমেত্যোবাচ ॥ ১ ॥

আশ্বলায়ন নামে ঋষি ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটাসন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অধীহি ভগবন্ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং সদাসদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াং। যযাচিরাৎ সর্ব্বপাপং ব্যপোহ্য পরাৎপরং পুরুষংযাতি বিদ্বান্ ॥ ২ ॥

হে ভগবন্ হে ব্রহ্মণ্ সর্ব্ববিদ্যা শ্রেষ্ঠা * ব্রহ্মবিদ্যা আমাকে অধ্যয়ন করান। যে ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বদা সাধুদিগের

---

* ব্রহ্মবিদ্যা পদে বেদ।

দ্বারা সেবনীয়া, পুনা কিম্ভূতা, না (নিগূঢ়া) অর্থাৎ অতি-গোপনীয়া, অথবা, সম্যক্ তত্ত্বের নিশ্চয় কারিণী, বিদ্বান (সাধকেরা) * যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার পাতকে পরি-মুক্ত হইয়া পরাৎপর পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরমপদে অভি গমন করেন ॥ ২ ॥

তস্মৈ সহোবাচ পিতামহশ্চ শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যানযোগাদবৈহি ॥ ৩ ॥

আশ্বলায়ন ঋষির প্রশ্ন শ্রবণে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, যে † শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান যোগে সেই ব্রহ্ম বিদ্যাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

নকর্ম্মাণা নপ্রজয়াধনেন যোগেনৈকেনামৃতত্ব মাপ্নুঃ। পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়োবিশন্তি ॥ ৪ ॥

বিনা এক যোগাভ্যাস অন্যান্য কর্ম্মানুষ্ঠান কি প্রাজা-পত্য, বা ধন দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। শুদ্ধ যোগ

---

* কেবল ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়নেই পাপ নাশ হয় না, তদর্থ ধারণা অ-র্থাৎ বেদোদিত ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্ব পাপের বিনাশ হয়, শ্রুত্যন্ত-রেও অনুশাসন আছে, যথা [ধর্ম্মেণ পাপানপনুদতীতি] ধর্ম্ম দ্বারা পাপাপনোদন হয়।

† শ্রদ্ধা শব্দে গুরুশাস্ত্র দেবতাতে বিশ্বাস, ভক্তিপদে গুরুশাস্ত্রো-পাসনা, ধ্যানপদে তন্মনস্ক অর্থাৎ তদনুচিন্তন, যোগপদে প্রাণায়াম ধারণাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করণ।

প্রভাবেই সর্ব্ব জীবের হৃৎপুণ্ডরীকস্থ (পর) পরমাত্মার সহিত সাধক তদ্ধামে বিভ্রাজিত অর্থাৎ বিরাজমান হয়েন, যতি সকলে অর্থাৎ পরিব্রাজক যত্নশীল পরমহংসেরা যদ্ধামে অধি গমন করেন ॥ ৪ ॥

বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তেব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তিসর্ব্বে॥ ৫ ॥

বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা আত্মাকেই নিশ্চয় করিয়াছেন যে সকল যোগীরা, সন্ন্যাস যোগে সেই সকল যতিদিগের অর্থাৎ যত্নশীল সাধকদিগের, পুনৰ্ব্বিভূত, না,(শুদ্ধসত্ত্ব) অর্থাৎ পূর্ব্বে কল্যাণ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারাই অন্ত-কালে * ব্রহ্মলোকে অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মবন্ধে পরিমুক্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

বিবিক্ত দেশেচ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীব শিরঃ সকাযো যত্যাশ্র-মস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যাস্বগুরুং প্রণম্য ॥ ৬ ॥

† বিবিক্ত দেশপদে নির্জ্জন স্থান, তাহাতে ‡ সুখাসনে

---

* ব্রহ্মলোক শব্দে এস্থলে ব্রহ্মার ধাম সত্যাখ্যলোক নহে, [ব্রহ্মৈব লোক ব্রহ্মলোক] ব্রহ্মলোক [বিষ্ণুর] পরমপদ।

† বিবিক্ত দেশশব্দে নির্জ্জন অথবা দংশমশক কীকশাদি উদ্বেগকা-রক জীব বর্জ্জিত স্থান।

‡ সুখাসন অর্থাৎ যে আসনে উপবেশন করিলে কোন উদ্বেগ না জন্মায়, অথবা সুখাসন শব্দে পদ্মাসনকে বলে।

আস্থিত, শুচি হইয়া, সমগ্রীব, সম মস্তক, সমশরীর যতির আশ্রমে সংস্থিত হইবে, যত্যাশ্রম পদে সর্ব্বসঙ্গ বর্জ্জিত সমস্ত * ইন্দ্রিয় গ্রামকে সংযম করতঃ ভক্তি পূর্ব্বক স্বীয়-গুরুকে প্রণাম করিয়া যোগ সাধনে নিযুক্ত হইবে॥ ৬ ॥

হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকং ॥
অচিন্ত্য মব্যক্ত মনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমদ্বয়ং ব্রহ্মযোনিং।
তথাদি মধ্যান্ত বিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দরূপ মদ্ভুতং ॥ ৭ ॥

যোগাভ্যাস কালে বিশুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল হৃৎপদ্মকে চিন্তা করতঃ তন্মধ্যে বিশোক, অর্থাৎ যচ্চিন্তনে কোন শোক থাকে না, এবং বিশদ অতি নির্ম্মল সর্ব্বমঙ্গলায়তন শিব-ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, শিবঃ কিম্ভূত, না অচিন্ত্য, অর্থাৎ চি-ন্তার অতীত ইত্যর্থে মনের অগোচর, অব্যক্ত অর্থাৎ যৎ-পরিজ্ঞাতা কেহ নাই, অনন্ত রূপ, যদ্রূপের সীমা নাই, প্র-শান্ত, অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর অদ্বয় যাঁহার দ্বিতীয় নাই। অর্থাৎ তদ্ভিন্নান্য বস্তুর অভাব, ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ অতি বিস্তার এবং সকলের উৎপত্তি স্থান, অপর আদি

---

* ইন্দ্রিয় গ্রামনিরোধ এতদর্থে বাকপাণি পাদপায়ু উপস্থ আর চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ, ত্বক্, জিহ্বা ইত্যাদি এতৎ ইন্দ্রিয় দ্বারকে এক কালিন বি-নষ্ট না করিয়া তত্তৎ বিষয়ে চিত্তকে আবিষ্ট নাকরাব নাম ইন্দ্রিয় নিরোধ।

মধ্য, অন্তহীন অর্থাৎ নিত্য, ক্ষয়োদয়াদি বিহীন, তিনিই এক, বিভূ, অর্থাৎ সর্ব্বরূপে উৎপন্ন হয়েন, জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ, আশ্চর্য্য হইতে পরমাশ্চর্য্য তিনি, অরূপ ইত্যর্থে রূপ বর্জ্জিত, অথবা সূক্ষ্মরূপ, বা স্থূলরূপ, অপিবা তদর্থে বহু রূপ হয়েন, অ শব্দে (বিষ্ণু) এবং (অ) শব্দ প্রথম রূপ ইত্যর্থে ব্রহ্মা, সুতরাং অরূপ শব্দে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সর্ব্বরূপী শিব ॥ ৭ ॥

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং
ধ্যাত্বামুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮ ॥

উমানাম্নী চিচ্ছক্তি সহিত, পরমেশ্বর প্রভু ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ, শান্তবিগ্রহ শিবকে ধ্যান করতঃ মুনিঃ (জ্ঞানবান্ সাধকেরা) সমস্ত সাক্ষি স্বরূপ, ভূতযোনি, অর্থাৎ সর্ব্ব জীবের উৎপাদক অজ্ঞানের অতীত তদ্বিষ্ণুর পরম পদে গমন করেন ॥ ৮ ॥

সব্রহ্মা সশিবঃ সেন্দ্রঃ সোক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। সএববিষ্ণুঃ
সপ্রাণঃ সকালোগ্নিঃ সচন্দ্রমাঃ ॥ ৯ ॥

তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর তিনিই পরম অর্থাৎ আত্মা, তিনিই স্বয়ং দীপ্ত, তিনিই, বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ অর্থাৎ পবন, তিনিই কাল তিনিই অগ্নি, তিনিই চন্দ্র ॥ ৯ ॥

সএব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং সনাতনং। জ্ঞাত্বাতং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থাবিমুক্তয়ে॥ ১০॥

যে সকল হইয়াছেও যে সকল হইবে আর যাহা বর্ত্তমান দেখিতেছ সে সকলিই তিনি, এবম্ভূত জগৎ কারণ শিবকে জানিলেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই॥ ১০॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্ ব্রহ্মপরমং যাতি নান্যেন হেতুনা যাতি নান্যেন হেতুনা॥ ১১॥

সর্ব্ব ভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতেই সর্ব্ব ভূতকে অবলোকন করিলেই পরম ব্রহ্মে অধিগমন করিতে পারে। নচেৎ পর ব্রহ্মে অধিগমনের অন্য উপায় নাই। অধ্যায় সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুক্তি করিয়াছেন॥ ১১॥

ইতি ঋগ্বেদীয়াকৈবল্যোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গত পত্রে উক্ত হইয়াছে যে ৩২। ৩৩। ৩৪ শ্লোক অত্র পত্রে তাহার অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছি, অর্থাৎ কচ্ছপাকার নাভিমণ্ডল বর্ণনার তাৎপর্য্য এই, যেমন কূর্ম্ম পিণ্ড হইতে হস্ত পদ মুখ প্রভৃতি বাহির হয়, সেইরূপ

মাংসপিণ্ডাকার নাভিমণ্ডল হইতে নাড়ী সকল বাহির হইয়া অন্যান্য নাড়ীর সহিত যোগ হইয়াছে, যেহেতু সমানবায়ু ও জঠরানলের প্রসিদ্ধ স্থান নাভি, এবং পক্কাশয়, ও আমাশয় স্থান, সুতরাং সকল নাড়ীতে নাভিমণ্ডলের যোগ নাথাকিলে সর্ব্ব শরীরে রস সঞ্চালন হয় না, তদভাবে শারীরক কার্য্যের অভাব হইয়া যায়, এই হেতু নাভিচক্রকে সকলের আধার রূপ (মণিপুর) চক্র নামে আখ্যাত করেন ঐ চক্রের সহিত হৃদয় চক্রের বিস্তর সম্বন্ধ আছে কেননা প্রাণবায়ুর স্থান নিমিত্ত আহারাদির পরিপাকে প্রাণের তৃপ্তী হয়, ঐ প্রাণের তৃপ্তিতেই সমস্ত শরীরের সন্তর্পণ জানিহ। অপর শব্দগ্রহা নামে নাড়ী নাভি হইতে উত্থিতা দুই শাখা বিশিষ্টা সব্যাসব্যে গমন করতঃ ঈড়া পিঙ্গলায় সংযোজিতা হইয়া (পুষ্যা ও যশস্বিনী) নামে নাড়ীদ্বয়ের সহিত মিলিয়া দক্ষিণ ও বাম কর্ণে গিয়াছেন, তাহারদিগের প্রভাবেই শুভাশুভ শব্দ পরিগ্রহ হয়, ইহারা আকাশাংশে উৎপন্না। অন্যৎ রূপগ্রহা নাড়ী, ঐরূপ নাভিমণ্ডল হইতে উঠিয়া শাখাদ্বয় রূপে ঈড়া পিঙ্গলায় মিলিতা হইয়া (গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বা) নাম্নী নাড়িকাদ্বয় সংযোগে সব্যাসব্য চক্ষুতে গমন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম এবং শুভাশুভ তাবৎ রূপের দৃষ্টি হয়, এই সকল নাড়ী বহ্ন্যংশভূতা। তদন্যৎ গন্ধগ্রহা নাড়ী পার্থিবাংশে সম্ভূতা কিন্তু নাভি হইতে উত্থিতা ঈড়া পিঙ্গলার

যোগে সব্যাসব্য নাসিকায় গিয়াছেন, তাহাতেই শুভাশুভ গন্ধ গ্রহণ হয়। অপরমপি রসাবহা নাড়ী, ঈড়া পিঙ্গলানুগতা নাভিমণ্ডল হইতে উত্থিতা হইয়া সরস্বতী নাড়ীর যোগে রসনায় গমন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জিহ্বা সর্ব্বদাই রসবিশিষ্টা থাকে এবং শুভাশুভ রসাস্বাদন হয়, যেহেতু ঐ নাড়ী জলীয়াংশ সম্ভূতা। অপরা, স্পর্শবাহিনী নামে নাড়ী নাভিহইতে উত্থিতা ঈড়া পিঙ্গলায় মিলিতা হইয়া শরীর চর্ম্মকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, ব্যানবায়ুব সঞ্চালনে তদ্দ্বারা স্পর্শ গ্রহণ হয়, অন্যৎ সরস্বতী নাড়ীর শাখা (শব্দকরী) নাড়ী হুতাশনাংশ সম্ভূতা নাভি হইতে উত্থিতা ঈড়া পিঙ্গলাব যোগে হৃদযে প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আহতা হইয়া অব্যাকৃত রূপে শব্দকাবিণী হযেন, কিন্তু অলম্বুষা নাড়ীর যোগেই মুখরন্ধ্রদিয়া সেই শব্দ বাহির হয়। একারণ হৃদয়কে অনাহত চক্র বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত কবিয়াছেন, বিশেষতঃ সকল নাড়ীতেই সমযেং মনোবুদ্ধ্যাদির গতি হয়, তন্নিত্ত হৃদিস্থ মনোবুদ্ধির সহিত সকলেরি মিলন আছে, নাভিমূলের সহিত সম্বন্ধ এইহেতু যে সমানবায়ুব দ্বারা জঠরানলে আহারীয় দ্রবপাক হইয়া ঐ রস সকল শরীরে চালন হয়, সুতরাং উক্ত নাড়ীসকলের মধ্যে রস চালনা না হইলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদির পরিগ্রহ কেবল মনোবুদ্ধি দ্বারা হইতে পারে না, সকলের সহিত নাভি নাড়ীর যোগাযোগে

শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। অপর (উন্মীলনী ও নিমী-লনী) নামে দুই নাড়ী ইঁহারা গান্ধারী ও হস্তি জিহ্বার শাখা রূপিণী চক্ষুতে মিলিতা হইয়াছেন, সেই নাড়ীদ্বয়ে কূর্ম্মবায়ুর সঞ্চারে নেত্রের উন্মীলন হয়, যৎকালে ব্যানবায়ু সেই নাড়ীতে রস সঞ্চালন না করেন, তৎকালেই উন্মীলন ও নিমিলনের অবরোধ হইয়া যায়। অন্যৎ পূর্ব্বোক্ত শব্দকরী নাড়ী অলম্বুষার শাখা হয়েন, সেই শব্দকারিণী নাড়ীর দুই শাখা, যথা (বরাবরেদ্বেশাখেতু চিবুকং বিবিচী-য়তে) ইতি তন্ত্রং বরা ও অবরা নামে দুই নাড়ী দুই চিবুকে সংলগ্ন থাকিয়া ওষ্ঠাধরের স্পন্দন করান, অর্থাৎ দুই [চোয়াল] দিয়া গমন করিয়াছেন, তৎপ্রভাবে বাক্য কথন এবং দ্রব্যাদি পান চর্ব্বণ করিতে শক্ত হয়, অপর সারদা নামে ও শব্দকারি ণীর এক শাখা নাড়ীধারা রসনা পর্য্যন্ত অর্থাৎ (আলজিহ্বা) পর্য্যন্ত গিয়া স্পষ্টরূপে শব্দ নির্গত করান, তাহাতে ব্যানবৈ-গুণ্যে (খণরোগ) জন্মে অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় (খোনা) বলে অপিচ অলম্বুষা নাড়ীতে কৃকরবায়ুর দ্বারা ক্ষুধা জন্মে ও বিপাশা নামে তৎশাখা নাড়ীতে তৃষ্ণা জন্মে কিন্তু সমান বায়ুকে তাহার কারণ মানিয়াছেন, আর উদ্গামিনী নামে (কণ্ঠ নাড়ীর) এক শাখা রসনামূল পর্য্যন্ত গিয়াছেন, তাহাতে নাগবায়ুর সহযোগে উদ্গার উঠে, তৎকারণ উদানবায়ুকে মান্য করাযায়, অন্যদপি ঈড়াংশে কালিন্দী নামে নাড়ী

নাভি হইতে উঠিয়া কণ্ঠ নাড়ীতে মিলিয়াছেন, প্রাণবায়ুর বৈগুণ্যে উদানবায়ু কর্ত্তৃক তন্নাড়ী দ্বারা (হিক্কা) রোগের উৎপত্তি হয়, (যমস্য ভগিণী হিক্কেতি) বৈদ্যকেরা কহিয়া থাকেন, আর সরস্বতী নাড়ীর অংশে মেধ্যা ও মেধা এবং স্মৃতি নামে তিন নাড়ী হয়, প্রাণবায়ুর সঞ্চারে মেধা নাড়ীতে বুদ্ধি প্রবেশে মেধা জন্মে, স্মৃতিতে স্মৃতি, মেধ্যা নাড়ীতে গতি হইলেই বুদ্ধি স্থূলা হয় অর্থাৎ কোন বিষয়ই ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না, অপর মেধ্যা নাড়ীতে মনের অভি-নিবেশে নিদ্রার উৎপত্তি হয়, (মেধ্যায়াং জায়তে নিদ্রা ইতি সর্ব্বাগমে.ব্রবীৎ) সকল আগমেই কহেন যে মেধ্যা নাড়ীতে মনের স্থিতি জন্য নিদ্রা হয়, ঐ মেধ্যা নাড়ীর এক নাম (পুরীতত্তী) যথা।

পুরীতত্যাং মনঃ স্থিত্যা নিদ্রা সমভিজায়তে॥ ৩৫॥ আয়ুর্ব্বেদং॥

পুরীততী নামে নাড়ীতে মনের স্থিতি দ্বারা নিদ্রাহয়, ইহা খণ্ড নিদ্রা বিষয়ক কিঞ্চিৎ কাল স্থায়ী কিন্তু চরম কালে ঐ মন সহপরিবারে পুরীততী নাড়ীতে এক কালেই বিলীন হইয়া যান, একারণ মরণাবস্থাকে মহানিদ্রা বলিযা উক্তকরিয়া ছেন, অর্থাৎ কোন সময়েহ সে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না॥ ৩৫॥ এতদ্রূপ নাড়ী সমূহে ব্যাপ্ত শরীর, সুতরাং নাড়ী সকল স্বস্ব স্থানস্থা হইলেই শোভন রূপে শরীর ধারণ হয় বৈগুণ্যেই বিগুণতা

জন্মে, অতঃপর শারীরক দৃশ্য বিষয় লিখিতেছি অনুমানে গম্য করিতে যাহার বুদ্ধি না হয় তাহাকে শরীর ছেদন করিয়া স্থূল২ পদার্থ দেখাইবেক, অদৃশ্য পদার্থ কেবলানুমান ভিন্ন বোধ হয় না, এই শরীরে, (কলা) ও (সন্ধি) এবং (মর্ম্ম) ত্রিবিধ প্রকারে বহুবিধ প্রকার নাড়ী তাহা সকলে জানিতে পারে না অতিশয় সূক্ষ্ম পদার্থ নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার হয়। একারণ সকল চিকিৎসক দ্বারা সম্যক্‌রূপে চিকিৎসা কর্ম্মও সম্পন্ন হয় না। সুতরাং সর্ব্ব জনের বোধার্থ আদৌ * (কলা) নিরূপণ করিয়া লিখিতেছি। যাহা সুশ্রুতাদিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন।

অথ কলা স্বরূপ লক্ষণং।

কলাঃ খল্বপি সপ্তবন্তি ধাত্বাশয়ান্তর মর্য্যাদাঃ। কলাশ্লোকৌ চাত্র ভবতঃ ॥ ১ ॥ সুশ্রুতং ॥

অনন্তর সুশ্রুতে কলা স্বরূপ কহিতেছেন। ধাতুস্থান মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমা, তাহাকেই কলা বলেন, তাহার স্বরূপ লক্ষণ দুই শ্লোকে ব্যাখ্যা করেন। যথা

যথাহি সারঃ কাষ্ঠেষু ছিদ্যমানেষু দৃশ্যতে। তথা ধাতুর্হিমাংসেষু ছিদ্যমানেষু দৃশ্যতে ॥ ২ ॥ সুশ্রুতং ॥

---

* কলা শব্দে নাড়ীর সংজ্ঞা বিশেষঃ কিন্তু সামান্যা নাড়ী নহে সপ্ত ধাতুর আধার ভূতা হয়েন।

যেমন কাষ্ঠের মধ্যে সার থাকে কিন্তু ঐ কাষ্ঠ ছিদ্যমান না হইলে দৃশ্য হয় না, তদ্রূপ সকল শরীরস্থ ধাতু সকলের আশয় অর্থাৎ স্থান মাংসেতে আবৃত ঐ মাংস সকলকে ছেদন করিলে দৃষ্ট হয়, এই ধাত্বাশয় সার স্থানকেই কলা বলে।

অতএব বিচক্ষণেরা বিচার করিবেন, যে অস্মদাদির শাস্ত্রেও শব ছেদন করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করিতে অনুশাসন করিয়াছেন, কেবল যে (ইংরাজ ডাকতরেরাই) ইহার নূতন শিক্ষক হইয়াছেন এমত নহে, তবে বৈদিক বৈদ্য পণ্ডিতেরা দৃশ্য বস্তুকে দৃষ্টি দ্বারা অদৃশ্য বস্তুকে অনুমানে নিরূপণ করিয়াছেন, মনুষ্য চক্ষুতে অদৃশ্য বলিয়া ষট্‌চক্রাদিকে মিথ্যা বলেন নাই, ইংরাজ ডাকতরেরা চাক্ষুষ ব্যতীত ষট্‌চক্রকে মান্য করেন না, সুতরাং বৈদিক বৈদ্যের সহিত নৈপুণ্যে ইংলণ্ডীয় বৈদ্যেরদিগের এইমাত্র বিশেষ, নচেৎ অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহাদিগের হইতে ইঁহারা অনৈপুণ্য নহেন, এইক্ষণে বৈদ্য জাতীয়েরা শবস্পর্শে ঘৃণা করেন একারণ অস্ত্র চিকিৎসার খর্ব্বতা হইয়াছে, যাহা হউক তাহার কিঞ্চিৎ বোধ করণার্থ, কলা, মর্ম্ম, সন্ধি প্রভৃতির অনুবর্ণন করিতেছি। তথাহি।

স্নায়ুভিস্ত প্রতিচ্ছন্নান্ সন্ততাংশ্চ জরায়ুনা। শ্লেষ্মণা বেষ্টিতাংশ্চাপি কলা ভাগাংস্তুতান্ বিদুঃ॥ ৩॥ সুশ্রুতং॥

অথ দ্বিতীয়া রক্তধারিণী কলা।

মাংসস্যাভ্যন্তরত স্তস্যাংশোণিতং বিশেষতশ্চ শিরাস্নায়ু গতং যকৃৎ প্লীহাশ্চ ভবতি॥ ৯॥ সুশ্রুতং।

রক্তধরাকলা রক্তকে ধারণ করেন, তাহাতে অর্থাৎ মাংস মধ্যস্থা সেই কলাতে উত্থিতা নাড়ী সকল সর্ব্বশরীরে মাংস মধ্যে এবং বহিশ্চর্ম্মে রক্তকে বহন করেন, সেই শিরা নাড়ী এবং স্নায়ু নাড়ীতে সমানবায়ু বৈগুণ্যে ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক যকৃৎ এবং প্লীহ স্থানে রক্তকে সঞ্চালন করেন॥ ৯॥

বৃক্ষাং যথাত্বক প্রহতাৎ ক্ষীরিণঃ ক্ষীরমাস্রবেৎ। মাংসাদেবং ক্ষতাৎ ক্ষিপ্রং শোণিতং সংপ্রসিচ্যতে॥ ১০॥ সুশ্রুতং॥

ক্ষীর বিশিষ্ট বৃক্ষত্বক্ অর্থাৎ বৃক্ষের চর্ম্ম এবং শাখাদ্যবয়ব ছিন্ন হইলে যাদৃক ক্ষীর অর্থাৎ নির্যাস, যাহাকে প্রাকৃত ভাষায় [আটা] বলে সেই আটা নির্গত হয়, তাদৃক মনুষ্যাদির চর্ম্ম মাংসাবয়ব ছেদন করিলে শীঘ্র রক্তধরা হইতে নাড়ী মুখে রক্তস্রাব হয়॥ ১০॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৬৩ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ আশ্বিন বুধবার

অনেকানেক স্থূল বুদ্ধি জনে ভগবৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতি এরূপ কহিয়া থাকে, যে তিনি শুদ্ধ নির্গুণোপাসক ছিলেন, সগুণোপাসনার বিধিকে এক কালিন খণ্ডন করিয়াছেন, অর্থাৎ নাম রূপ বিশিষ্টকে উপাসনা করায় ফলদর্শে না, কারণ দৃষ্টজাত বস্তুমাত্রই মায়ার কার্য্য, সুতরাং মায়া সম্বন্ধ রহিত পরব্রহ্মের উপাসনা করাই কর্ত্তব্য, অতএব, রূপগুণ বিশিষ্ট শিব ব্রহ্মা রাম কৃষ্ণাদিকে পরমেশ্বর বলিয়া নির্বো-

ধেরাই উপাসনা করে, উত্তর, এক্ষণে নির্ব্বোধেরা সাকার প্রতিপাদক শ্রুতিকে খণ্ডন করিয়া যাদৃক সগুণোপাসনায় বঞ্চিত হইতেছে, শঙ্করাচার্য্য তাদৃক সাকার প্রতিপাদক শ্রুতিকে খণ্ডন করেন নাই, যেহেতু বেদান্তাদি ভাষ্যেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে, যথা (না প্রামাণ্যং সাকার প্রতি পাদক শ্রুতীনামিতি) স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য শিষ্য বোধার্থে কহিয়া ছিলেন, যে সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি সকল অপ্রামাণ্য নহে, অস্মৎকৃত নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতিভাষ্যদৃষ্টে ভ্রান্ত হইয়া সাকার উপাসনার বিধিকে খণ্ডন করিহনা, যেহেতু নির্গুণোপাসনা করা কষ্টসাধ্য দেহবান ব্যক্তিদিগের সাধ্য নহে, যথা ভগবদ্বাক্যং (অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে) অতএব সাকারোপাসনাতেই নির্গুণোপাসনা সিদ্ধ হয়, নচেৎ নির্গুণে চিত্ত বৃত্তির অভিনিবেশ হয় না, যথা বেদান্ত ভাষ্যং (নির্গুণে নিরবগ্রহে সগুণ এবাব তিষ্ঠতে, সগুণে নিরবগ্রহে সতি সাবগ্রহ এবাব তিষ্ঠত ইতি) অর্থাৎ নির্গুণের অবগ্রহ হওয়া সুকঠিন, এতদ্বিধায় সগুণোপাসনাই কর্ত্তব্য, সগুণাবগ্রহ যদ্যপি না হয় তবে সাবগ্রহ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত ধ্যানানুসারে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করিবে যাহাতে চিত্তবৃত্তির অভিনিবেশ অনায়াসে হইতে পারে, তবে শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ ব্রহ্মের মুখ্যত্বাঙ্গীকারে বহুবিধ গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, নাস্তিকদিগের প্রতি বোধার্থে

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যয় করাইয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা এককালিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যয় করে না, তাহাদিগকে নানা রূপ নানা গুণ বিশিষ্ট ঈশ্বরকে মানাইতে কি প্রকারে শক্ত হয়েন, সুতরাং যে স্থলে ঈশ্বরো নাস্তি প্রয়োগ হয় সে স্থলে ঈশ্বরোস্তি প্রত্যয় করণেরই মুখ্য তাৎপর্য্য, অর্থাৎ আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যয় হইলে পর স্বমত রক্ষা হয়, স্বমত রক্ষা হইলে পর সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি প্রামাণ্য করাইতে পারেন, ইত্যভিপ্রায়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ নাস্তিকেরদিগের বিচার কালে নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতি সকলকে বলবতী রাখিয়া বিচার করিয়াছিলেন, নচেৎ এক্ষণকার হতবুদ্ধি জনগণেরমত তিনি নির্ব্বোধ ছিলেন না, যে নিরর্থক দলবদ্ধ করণার্থে যথার্থ পরমার্থ পথে কণ্টকারোপণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের সম্যক শ্রুতিভাষ্য না করার কারণ দর্শাইয়া আগামী পত্রে পাঠকদিগের ভ্রমাপনয়ন করা যাইবেক।

গতবারের শেষঃ।

কৈবল্যোপনিষৎ।

আত্মান মরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং। জ্ঞান নির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাপং দহতি পণ্ডিতঃ॥ ১॥

আত্মাকে * অরণি, প্রণবকে † উত্তরারণিকরতঃ ‡ জ্ঞান নির্ম্মথনাভ্যাস দ্বারা পণ্ডিত অর্থাৎ সাধক ব্যক্তি সমস্ত প্রকার পাপকে দগ্ধ করেন ॥ ১ ॥

সএবমায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং। স্ত্রিযোন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগৈঃ সএব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥ ২ ॥

॥ সেই পরমাত্মাই ¶ স্বীয়ামায়াতে স্বযং প্রমোহিত হ-ইয়া § স্থূলসূক্ষ্ম উভয় শরীর ধারণে সমস্ত কার্য্য করেন। এবং স্ত্রী, অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগদ্বারা জাগ্রদবস্থায় পরি-তৃপ্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥

---

* অগ্নিস্থালী অর্থাৎ যজ্ঞীয় বহ্নিপাত্র।

† অগ্নি।

‡ যোগাভ্যাস দ্বারা পাপদাহ করেন।

|| ক্ষযোদয় রহিত অচিন্ত্যাব্যক্ত নির্ব্বিকার নিত্যসত্যমুক্ত স্বভাব যে পরমাত্মা।

¶ স্বীয়ামায়া অর্থাৎ আত্মমায়ায মোহিতবৎ অর্থাৎ বিজ্ঞান শক্তি বলে সমস্ত কার্য্য করেন, ফলিতার্থ তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন অথচ লিপ্তবৎ সমস্ত ভোগে ভোক্তা রূপে পরিতৃপ্ত হইতেছেন।

§ স্থূলসূক্ষ্ম শরীর, অথাৎ চতুঃষষ্টিবৃত্তিতে জাগ্রৎ স্থূল শরীর সপ্তদশাবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর, এতৎ শরীরদ্বয় মাযা কর্ত্তৃক পরমা-ত্মাতে কল্পিত হইয়াছে, বস্তুতঃ এই শরীবদ্বয় মিথ্যা, শুদ্ধ মায়াব কার্য্য কার্য্যাত্যযে জীবোপাধির বিলোপ হইয়া পরমাত্মাই সত্য থাকেন।

স্বপ্নেজীবঃ সুখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিত বিশ্বলোকে। সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে। তমোভিভূতঃ সুখরূপমেতি॥ ৩॥

স্বমায়াকল্পিত এতদ্বিশ্বলোকে ঐ জীব স্বপ্নাবস্থায় অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরদ্বারা ভোগায়তন স্থূল শরীরের সহিত সুখ দুঃখ ভোক্তা হয়েন। সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ ভোগায়তন স্থূল শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকলের বিলোপে তমোভিভূত হয়, শুদ্ধ সুখ রূপ হয়, অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত হয়, কিন্তু স্থূল শরীরাপায়ে সূক্ষ্ম শরীরের নাশ না হইয়া সুখ দুঃখাদিজনক কৃত কর্ম্ম সকল জীবোপাধি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরে বীজাঙ্কুরবৎ বিলীন থাকে॥ ৩॥

পুনশ্চ জন্মান্তর কর্ম্মযোগাৎ সএবজীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ। পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চজীব স্তুতস্তু জাতং সকলং বিচিত্রং॥ ৪॥

পুনর্ব্বার স্বকর্ম্মযোগে জন্মান্তর প্রাপ্ত জীবের পূর্ব্ববৃত্ত সকল অনুভূত হয়, যেমন সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত কালের কর্ম্ম সকল অনুভব হয়, সেইরূপ * পুরত্রয় ক্রীড়িত ঐ জীবের পুনর্জ্জন্মে সকল কর্ম্মের ফল বিচিত্র রূপে উদয় হয়॥ ৪॥

* পুরত্রয় পদে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ইহাতে ক্রীড়িত হয়েন, অথবা দেবতির্য্যক্ নরাদিতে। এস্থলে এতদর্থ নহে, পুরত্রয় শব্দে অবস্থা বেদান্তাদিতে যাহাকে ব্রহ্মপুচ্ছ বলেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয, তুরীয়ে আত্মা, সুষুপ্তিতে জীব, স্বপ্নে মনঃ জাগ্রদহঙ্কার, এত-

আধার মানন্দ মখণ্ড বোধং যস্মিন্ লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ॥ ৫ ॥

সকলের আধার স্বরূপ অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ নিত্যবোধ অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ সেই পরমাত্মা যাহাকে তুরীয়াবস্থা বলে, চতুর্থ পুর অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ যাহাতে উক্ত পুরত্রয় অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় লয়পায় ॥ ৫ ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী ॥ ৬ ॥

এই তুরীযাবস্থা অর্থাৎ পরমধাম স্বরূপ আত্মাহইতে প্রাণ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াদি এবং আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী জন্মিয়াছে, যে পৃথিবী সকল বিশ্বের সন্ধারিণী হয়েন ॥৬॥

যৎপরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যাযতনং মহৎ। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং ত্বমেবচ ত্বমেবতৎ ॥ ৭ ॥

যাঁহাকে পরব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বের মহদাশ্রয় এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর বলাযায় * তিনিই সোপাধিক জীব সেই জীবই নিরুপাধিক হইলে আত্মা হযেন ॥ ৭ ॥

দবস্থার মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকে পুরত্রয় বলিয়া উক্ত করিযাছেন, ঐ অবস্থাত্রয়ে জীব, মন, অহঙ্কারের সহিত পূর্ব্বজনিত স্বকর্ম্ম ফলে ক্রীড়িত হয়েন।

* ইত্যর্থে তত্ত্বমসির অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন, অর্থাৎ যে জীব সেই আত্মা যে আত্মা সেই জীব, অপরার্থ এতদ্বিশ্বও বিশ্বস্থ বস্তু সকলেই

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুসুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎপ্রকাশতে তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতেসর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুসুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চ অর্থাৎ অবস্থাত্রয় তুরীয়াখ্যধাম স্বরূপ যে পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইতেছে, আমি সেই পরব্রহ্ম ইহা * অভ্যাস যোগে জানিলেই সমস্ত প্রকার † মায়া বন্ধনে পরিমুক্ত হয় ॥ ৮ ॥

তিনি আছেন এবং তাঁহাতেই সকল অবস্থিতি করে ওত প্রোত বসনতন্তুর ন্যায় অর্থাৎ টানা পড়িয়ানের ন্যায়, বস্তুতঃ বহিরন্তস্থ এক আত্মাই তদ্রূপ সর্ব্বকারণ হয়েন।

* অভ্যাস পদে সমস্ত ব্রততপস্যাদির সমাপ্তে মোক্ষার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রাণায়াদি যোগাভ্যাসে নির্ম্মল জ্ঞান জন্মে তদ্দ্বারা মায়াবন্ধ ছেদন হয়।

† মায়া বন্ধন পদে, ঘৃণালজ্জা মানাপমান প্রভৃতি অষ্টপাশ। এবং তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মোহ, মহামোহ, মহাতমঃ ইত্যাদি সকল মায়া বন্ধন হয়। তামিস্র পদে আমি, তুমি, অন্ধতামিস্র পদে, আমার, তোমার, মোহপদে আমার কন্যা আমার ধন আমার পুত্র ইহার বিযোগে কি হইবে। মহামোহ পদে নিতান্ত মৃত্যুর অপস্মৃতি। অর্থাৎ অন্যে মরিতেছে আমি এক্ষণ মরিব না। মহাতম পদে আত্মাভিমান অর্থাৎ ঈশ্বর তত্ত্বের ভুল আত্ম কর্ত্তৃত্বে নির্ভর। ইত্যাকারা প্রবৃত্তিকেই মায়া বন্ধন বলাযায়।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

অথ তৃতীয় মেদধারিণী কলা।

মেদোহি সর্ব্বভূতানা মুদরস্থ মেবাস্থিযুচ মহৎস্বমজ্জা ভবতি ॥ ১১ ॥ সুশ্রুতং ॥

মেদধারিণী কলা অর্থাৎ মেদভাণ্ড তাহাকেই তৃতীয়া কলা বলে, সেই কলা সর্ব্ব জীবের উদর মধ্যে অবস্থিত হয়, তাহাতে মেদের পরিপাক হইয়া মহৎ অস্থি মধ্যে মজ্জা জন্মে, সেই মজ্জা মনুষ্যকে তেজস্বান্ করে ॥ ১১ ॥

স্থূলাস্থি বিশেষেণ মজ্জাত্বভ্যন্তরেস্থিতঃ। অথেতরেষু সর্ব্বেষু রক্তাক্তং মেদউচ্যতে ॥ ১২ ॥ সুশ্রুতং ॥

স্থূলাস্থি মধ্যে অর্থাৎ যাহাকে পূর্ব্ব শ্লোকে মহদস্থি বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই মজ্জার অবস্থান তদিতর ক্ষুদ্র২ অস্থি সকলেতে * রক্তাক্ত মজ্জা থাকে ॥ ১২ ॥

অথ চতুর্থী শ্লেষ্মধারিণী কলা।

চতুর্থী শ্লেষ্মধরা সর্ব্ব সন্ধিষু প্রাণভৃতাং ভবতি। স্নেহাভ্যক্তে যথাক্ষেচক্রং সাধুপ্রবর্ত্ততে। সন্ধয়ঃ সাধুবর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টা শ্লেষ্মণাতথা ॥ ১৩ ॥ আয়ুর্ব্বেদং ॥

---

* রক্তাক্ত মজ্জ। পদে অপক্ব মজ্জা, তাহাতে ক্রমে অস্থিকে স্নেহ যুক্ত রাখিয়া দৃঢ় করে।

চতুর্থী কলা, যাহাকে শ্লেষ্মাধারিণী বলিয়া উক্ত করেন, সেই কলা প্রাণিমাত্রের সন্ধি স্থানে স্থিতা। যাদৃক্ স্নেহাক্ত অর্থাৎ রথ শকটাদি অথবা অন্যান্য যন্ত্রাদির * অক্ষচক্রাদি সন্ধিতে তৈলাক্ত করিলে সুন্দর রূপে প্রচলিত হয়, তাদৃক্ প্রাণিদিগের সন্ধি সকল শ্লেষ্মাক্ত থাকায়, হস্তপাদাদ্যবয়ব সকল সুন্দর রূপে প্রবর্ত্ত হয়॥ ১৩॥

ঐ শ্লেষ্মাধরা কলাতে বহু সংখ্যায় নাড়ী সংযুক্ত হইয়াছে, তত্ত ন্নাড়ী রন্ধ্রে ক্রমে ভুক্তান্নাদির রস ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া সকল অবয়ব সন্ধিকে সরলকরে, তদ্দ্বারা জীবের দৈহিক কার্য্যের সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হয়, যদিস্যাৎ কোন কারণে ব্যানবায়ু রসজনিত শ্লেষ্মাভাগকে কোন সন্ধিতে সঞ্চালন নাকরেন, তবে তৎ ক্ষণাৎ তদঙ্গের পতন হয়, স্বল্প সঞ্চারে † বাতাদি রোগ জন্মে, অপর ঐ শ্লেষ্মধারিণী কলামুখে কতক গুলি নাড়ীযোগ হইয়া প্রাণাদি দশবায়ুর বৈগুণ্যে বায়ুগণ কর্ত্তৃক স্বস্বস্থানে শ্লেষ্মাকে আনয়ন করে, তদ্দ্বারা শ্লেষ্মাঘটিত নানা পীড়ার উৎপত্তিহয়, প্রাণ-

---

* অক্ষপদে, যুগবন্ধ, অর্থাৎ দ্বিত্রিঃকাষ্ঠের সংমেলন স্থান তাহাকে সন্ধি বলে।

† জনিত বাতাদি রোগ পদে, বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতির সংশোধনার্থ বিরেচনাদি, কিম্বা রক্ত মোক্ষণাদি করণের আবশ্যক, যাহাতে সন্ধিস্থিত শ্লেষ্মধরা কলার সহিত কফ বাহিনী নাড়ী সকলের সংযোগ দ্বার পরিষ্কার হয়, যাহাতে বিলক্ষণ রূপে বায়ু সঞ্চরিত হইতে পারে।

স্থানে সমাগত শ্লেষ্মায় কফোর্দ্ধবণাদি জন্মে, উদান বায়ু স্থানে সমাগত শ্লেষ্মায় কাশ, শ্বাস, ষ্ঠীবাদি, অর্থাৎ কাশী, কফ, বমনাদি, উর্দ্ধ গামী হইলে ঊর্দ্ধ্বগাদি পীড়া জন্মে, তদন্যৎ পূষাযশস্বিনী গান্ধারী হস্তি জিহ্বাদি নাড়ীর, সহযোগে শ্লেষ্মা ঘটিত কর্ণনেত্রের রোগোৎ পত্তি হয়। অপর, অলম্বুষা সংযোগে কাশ স্বরভঙ্গাদি জন্মে, শংখিনীযোগে শিরোবেদনা শিরঃশূল, শিরঃক্ষতাদি রোগ জন্মে ॥ এতদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গেই বায়ু বৈগুণ্যে নানা পীড়া হয়।

অথ পঞ্চমী পুরীষধরা নাম।

পাবৃন্তঃকোষ্ঠে মলমভি বিভজতে পক্কাশয়স্তাভবতি ॥ ১৪ ॥
আয়ুর্ব্বেদং ॥

পঞ্চমী কলা পুরীষধরা। গুহ্য দ্বারের কুটির মধ্যে মল ভাগকে ভজনা করেন, ঐ কলা অর্থাৎ মল ভাণ্ড পক্কাশয়ে সংস্থিত হয় ॥ ১৪ ॥

যকৃৎ সমস্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ তথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা। উণ্ডূকস্থং বিভজতে মলং মলধরাকলা ॥ ১৫ ॥
আয়ুর্ব্বেদং ॥

* যকৃতের সকল দিগে † অন্ত্র সকলকে আশ্রয় করিয়া

---

* প্লীহসান্নিধ্য যকৃৎ পিঙ্গল বর্ণ প্রাকৃত ভাষায় [মেটে বলে]

† অন্ত্র পদে উদরস্থিতা স্থূল নাড়ী, প্রাকৃত ভাষায় [আঁতড়ি বলে]

উণ্ডূকস্থ অর্থাৎ হৃৎপদ্মের অধ অবধি মূলাধার পর্য্যন্ত সকল স্থানেই ঐ মলধরা কলা মলকে ধারণা করেন ॥ ১৫ ॥

অথ ষষ্ঠী পিত্তধরা কলা।

যাচতুর্ব্বিধ মন্নপান মুপভুক্ত মামাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্কাশয়োপস্থিতং ধারয়তি অশিতং খাদিতং পীতং লীঢং কোষ্ঠগতং নৃণাং তজ্জী- র্য্যতি যথা কালং শোণিতং পিত্ততেজসা ॥ ১৭ ॥

ষষ্ঠী কলার নাম পিত্তধরা। প্রাণিদিগের চতুর্ব্বিধ আ- হার অর্থাৎ চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয় উপভুক্ত আমাশয় হইতে চ্যুত হইয়া অর্থাৎ আহার মাত্রে আমাশয়া নাড়ীতে প্রস্থিত হয়, তাহা হইতে প্রচ্যুতঃ হইয়া পক্কাশয়ে উপস্থিত হ- ইলে এবং কোষ্ঠগত অন্নপানাদিকে পক্কাশয়োপরিস্থিত বহ্নিদ্বারা পাক করতঃ ধারণ করেন, অপর পাকানন্তর যথা কালে পিত্ত ভাণ্ডের তেজ দ্বারা খাদিত রসকে শোণিত করেন, তাঁহার নাম পিত্তধারিণী ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ পক্কাশয়ো পরি অগ্নি [অগ্নি স্থানে পিত্তং] ইহা গর্ব্ভোপনিষদে উক্ত করিয়াছেন, ঐ অগ্নিতে পিত্তের তেজে রস ভাগ রক্ত হয়, সমান বায়ু দ্বারা রক্তাধারে সংস্থিত হইলে ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত অস্থি মাংস চর্ম্মাদি রক্তান্বিত হয়, ইহা সাম্যগুণের লক্ষণ কথিত হইল কিন্তু বৈষম্যে দগ্ধ পিত্ত হইয়া রক্তপি-

ত্তাদি রোগ জন্মে, অর্থাৎ রক্ত দ্বারা শরীরের পুষ্টি, কি, তেজোবলের বৃদ্ধি না করিয়া শরীর ক্ষয়কারক হয়, যথা রক্ত বমন, নাসিকা, কর্ণ, শিশ্ন, গুহ্য রোমকূপাদি দ্বারা রক্তস্রাব হয়, এতদ্রোগাদির উৎপত্তি বিষয়ক সকল লিখিতে পারিলাম না। যদি বল ভুক্তান্নাদির রসশ্বেত বর্ণ, তাহাতে রক্তোৎপত্তি কি প্রকারে হয়, উত্তর, নাভি কুণ্ডে সংলগ্ন গান্ধকী নাড়ী তাহাতে সমানবায়ুর সঞ্চারে ভুক্তান্নাদির রস পিত্ত তেজে অগ্নির উপর পাক হইলে ১২ দ্বাদশ প্রহরের পর রক্তাভ হয়, যেমন বাহিরে রস ভাগ পারদ গন্ধকের সহযোগে তীব্রাগ্নিতে দগ্ধ হইলে ১২ দ্বাদশ প্রহরের পর হিঙ্গুল জন্মে, অর্থাৎ পারদের শুভ্রতা গিয়া রক্ততা জন্মে, তাদৃক্ রস পাকে জীব শরীরে শোণিতোৎপত্তি হয়।

অথ সপ্তমী শুক্রধারিণী কলা।

যাসর্ব্ব প্রাণিনাং সর্ব্ব শরীর ব্যাপিনী॥ ১৮॥ আয়ুর্ব্বেদঃ॥

সপ্তমী কলার নাম শুক্রধরা॥ সকল প্রাণির নিখিল কলেবর ব্যাপিনী হয়েন॥ ১৮॥

অর্থাৎ চরম ধাতু শুক্র, শুক্রবলেই সকল শরীর স্ববশে চলে, শুক্রক্ষয়েই ক্ষয় পায়, অতএব শুক্র সন্ধারণা করাই জীবের কর্ত্তব্য, শুক্রই ব্রহ্ম স্বরূপ (তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম ইতি কঠোপনিষৎ) কঠোপনিষদে শুক্রকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন,

যেমন জীব পরমাত্মার হৃদয় মস্তকে অবস্থান, তদ্রূপ শুক্রও দুইভাগে হৃদয় এবং মস্তকে অবস্থিতি করেন। শুক্রাপচয়ে নানা রোগোৎপত্তি হয়। শুক্রাপচয়ে ক্ষীণ রোগ, ক্ষয় কাশ মূর্চ্ছা মির্গী, শিরঃকম্প ও ঘূর্ণন, চক্ষু রোগ, বুদ্ধির-জড়তা, পিনাশ, বৈবর্ণ, প্রভৃতি বহুবিধ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা সম্যক্ বিস্তার করিয়া লেখা হয়না, কারণ সমস্ত আয়ুর্ব্বেদে যাহার শীমা হয়না, ক্ষুদ্র পত্রিকান্তরে তাহার কিরূপে পরিশেষ করা যাইতে পারে।

অথ সন্ধি বন্ধ কথনং।

সন্ধি শব্দ উভয়াস্থির সংযোগ স্থান, অর্থাৎ আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত অস্থি গ্রন্থিকে সন্ধিবলে, সেই সন্ধি স্থানকে বেষ্টন করিয়াছেন যে সকল নাড়ী, সেই সকল নাড়ীকে রজ্জুবৎ সন্ধি বন্ধন কারিণী শিরা বলিয়া উক্ত করাযায়, ঐ সন্ধি সকল দ্বিবিধ প্রকারে বিভক্ত। যথা

তেদ্বিবিধা শ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ ॥ ১॥ চক্রং ॥

সেই সন্ধি সকল দ্বিবিধ প্রকার হয়, কতক চেষ্টা বিশিষ্ট অর্থাৎ সচল, কতক নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ সঞ্চরণ রহিত ॥ ১॥

শাখা সুহন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তো হবন্তিহি। শেষাস্ত সন্ধয়ঃ সর্ব্বে স্থিরাতজ্জৈ রুদাহৃতাঃ ॥ ২ ॥ সুশ্রুতং ॥

শাখাতে অর্থাৎ হস্ত পাদাদিতে এবং * হনুদ্বয়ে, † আর কটিতে সন্ধি সকল চেষ্টা বিশিষ্ট, অবশিষ্ট সন্ধি সকল স্থির ভাবে আছে, ইহা ‡ সন্ধিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অর্থাৎ মহর্ষিগণেরা কহিয়াছেন ॥ ২ ॥

নিশ্চেষ্ট পদে, সন্ধি সকল শুষ্ক জড়বৎ থাকে এমত নহে, ঐ সকল সন্ধি দ্বারা শরীরকে স্থির রাখিয়াছেন, চেষ্টাবন্ত সন্ধি দ্বারা শারীরক কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হইয়াছে, যদ্রূপ রথশকটাদিতে যুগবন্ধনাদি দ্বারা কতক সন্ধি নিশ্চেষ্ট রূপে রথাদিকে স্থির রাখিয়াছে, অপর সচল সন্ধি চক্র কূবরাদি দ্বারা রথাদির গতি দৃষ্টি হয়, সেইরূপে সন্ধি দ্বারা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।

কথিতা দেহিনাং দেহে সন্ধয়ো দ্বেশতেদশ। শাখাসুতেষ্টষষ্টিশ্চ
কোষ্ঠেম্বে কোনষষ্টিকা ॥ ৩ ॥ সুশ্রুতং ॥

দেহিদিগের শরীরে (২১০) দুই শত দশ প্রধান সন্ধি কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হস্তপাদে (৬৮) অষ্টষষ্টি কোষ্ঠ স্থানে অর্থাৎ কট্যাদিতে অথবা বিবরস্থ (৫৯) উনষষ্টি ॥ ৩ ॥

---

* উভয় গাল।

† কটিদেশ শব্দে, মধ্যদেশ অর্থাৎ নাভিসান্নিধ্য প্রাকৃত ভাষায় [কোমর] বলে।

‡ সন্ধিজ্ঞ, শব্দে সম্যক শরীর তত্ত্বজ্ঞাতা, অর্থাৎ ষট্‌চক্র সংস্থা যাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন।

গ্রীবায়া ঊর্দ্ধদেশেতু অশীতিস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। প্রথমং পরিগণ্যন্তেতেষু শাখাগতাইহ ॥ ৪ ॥ সুশ্রুতং ॥

গ্রীবার ঊর্দ্ধ অর্থাৎ গলদেশের ঊর্দ্ধে (৮০) অশীতি সন্ধি কথিত হইয়াছে, ইহা প্রাধান্যত ক্ষুদ্রাংশযোগে সন্ধি সকল বিস্তর ভাগে কথিত হয়। সম্যক্ এতৎপত্রে লেখা যাইতে পারে না। আদৌ হস্তপাদগত সন্ধি বিষয়ক গণনা করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

এবৈককস্যাং পাদাঙ্গুল্যা স্ত্রযস্ত্রয়ঃ দ্বাবঙ্গুষ্ঠেতে চতুর্দ্দশঃ ॥ ৫ ॥ সুশ্রুতং ॥

চরণের এক এক অঙ্গুলীতে তিন তিন সন্ধি, কেবল অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে দুই দুই সন্ধি একত্রিত ১৪ চতুর্দ্দশ সন্ধি হয় ॥ ৫ ॥

গুল্ফজানু বংক্ষণেম্বেকৈকং। এবং সপ্তদশৈকস্মিন্ সকথিনী ভবন্তি। এতেনেতব সক্থিরাহ চ ব্যাখ্যাতৌ এবমষ্টষষ্টিঃ শাখাসু ॥ ৬ ॥ সুশ্রুতং ॥

গুল্ফে অর্থাৎ গোড়ারিতে (১) সন্ধি। জানুতে অর্থাৎ আঁটুতে (১) সন্ধি। বংক্ষণে অর্থাৎ উরুর ঊর্দ্ধে (কোমরের) নীচে (১) সন্ধি এই সপ্তদশ সন্ধি প্রত্যেক পাদে. উভয় পাদে (৩৪) চৌত্রিশ সন্ধি এই প্রকার বাহুদ্বয়ে (৩৪) চৌত্রিশ সন্ধি, একত্রিত (৬৮) অষ্টষষ্টি সন্ধি সংপূর্ণ হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অথ কোষ্ঠগত সন্ধি কথন।

এযঃ কটিকপালেষু চতুর্ব্বিংশতিঃ পৃষ্ঠরংশে তাবন্তএব। পার্শ্বয়ো
রষ্টাবুরসিএবমেকোন ষষ্টি কোষ্ঠে॥ ৭॥ সুশ্রুতং॥

অনন্তর কোষ্ঠগত অর্থাৎ বিবরগত সন্ধির গণনা পূর্ব্বক কথিত হইতেছে। কটিদেশে (১) সন্ধি। হনুদ্বয় অর্থাৎ গালদ্বয় পর্য্যন্ত কপালেতে (২) সন্ধি। পৃষ্ঠরংশে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে (২৪) চতুর্ব্বিংশতি সন্ধি। পার্শ্ব দ্বয়ে অর্থাৎ পঞ্জরদ্বয়ে (২৪) চতুর্ব্বিংশতি সন্ধি। বক্ষস্থলে অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় কলিজা বলে, তাহাতে (৮) সন্ধি একত্রিত গণনায় (৫৯) উনষষ্টি সন্ধি কোষ্ঠস্থান গত হয়॥৭॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিতি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৬৪ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩১ আশ্বিন শুক্রবার

গতবারের শেষঃ।

কৈবল্যোপনিষৎ।

ত্রিষুধামস্থু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভ-
বেৎ। তেভ্যোবিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রো-
হং সদাশিবঃ।। ১ ।।

ধামত্রয়ে ভোগ্য যাহা, এবং যে ব্যক্তি ভোক্তা, আর যে সকল ভোগ হয়, সে সকল হইতে বিলক্ষণ পরমাত্মা, জ্ঞান স্বরূপ, এবং সকলের † সাক্ষি স্বরূপ ‡ সেই অপরমাত্মা শিব আমি ॥ ১॥

---

* ধামত্রয় পদে, অবস্থাত্রয়, অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুসুপ্তি, এত দ্ধামত্রয়ে ভোক্তা, ভোগ্য ভোগাদি সমস্ত হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ চৈতন্যসত্বাকে সকলে অবলম্বন করিযাছেন, নচেৎ জড় পদার্থে বোধিকা শক্তির অভাব। দৃষ্টান্ত। পঞ্চভৌতিক শরীরেব যে কোন স্থানে আঘাৎ হউক, কিন্তু চৈতন্য সত্বাব অভাবে বেদনাদিব অনুভব হয়না। অতএব জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আত্মাই সকলের বিলক্ষণ হইযাছেন ॥

† সাক্ষিত্বে প্রমান, শরীরস্থ ইন্দ্রিযাদিযদ্বৎ পদার্থ হয়, তাহাব সকলের নিযন্তা পরমাত্মা অর্থাৎ আত্মার সত্বাকে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়াদি সকলে স্বস্ববিষযে নিযুক্ত হয়, যদি বল, যে সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত পবমাত্মা তিনি ইন্দ্রিযাদিব নিযন্তা হইলে অবশ্যই তাঁহার গুণবৎ ক্রিয়া কবা সম্পন্ন হয। উত্তব, তিনি নির্গুণ সকল বিষযেই নির্লিপ্ত অথচ সকলের নিয়ন্তা, সে কেমন, যদ্রূপ সূর্য্যদেব সর্ব্ব লোকের এক সাক্ষী লোক দুঃখে লিপ্ত নাহইযা জীব সকলকে স্বস্বকার্য্যে নিযোগ করিতেছেন, অর্থাৎ সূর্য্য কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে বলেন না, কিন্তু সূর্য্যোদয দৃষ্টে জীব সকলে আপন২ কর্ম্ম করে, তদ্রূপ, আত্মার সত্বাকে অবলোকন করতঃ ইন্দ্রিযাদিরা, স্বস্বব্যাপারে নিযুক্ত হয়।

‡ অহং ব্রহ্মইত্যাকার জ্ঞানের অভ্যাসে সমস্ত মায়ার নিরাস করতঃ তত্ত্বমস্যার্থের বিস্তার করিয়া সংসার বন্ধে পরিমুক্ত হইবে।

ময্যেব সকলং জাতং ময়িসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
ময়িসর্ব্বং লয়ংয়াতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয় মস্ম্যহং॥২॥

আমাহইতে" এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে, আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, কার্য্যাত্যয়ে আমাতেই সকল লয় হইতেছে, সেই অদ্বয় ব্রহ্মই আমি ॥ ২ ॥

এই অদ্বিতীয় জ্ঞানের উদয় যাবৎ না হইবে তাবৎ জীবের শিবত্ব নাই, যদবধি শিবত্ব না ইইবে তদবধি জীবত্বের খণ্ডন নাই, নিরন্তর যাতায়াত করতঃ ঘোরান্ধকার সংসার কূপে ভ্রাম্যমান হইবেক, যথা তন্ত্রং [পাশযুক্তো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ইতি] পাশপদে ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মাৎসর্য্য দম্ভ, দ্বেষ, পৈশুন্য ইত্যাদি সকলের নিরাস হইলে সর্ব্ব জীবে সমতা জ্ঞান জন্মে, তজ্জ্ঞান বলে অদ্বয় ব্রহ্ম তন্ময়তা হয়।

অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রং। পুরাতনোহহং পুরুষোহমীশো হিরণ্ময়োহহং শিবরূপমস্মি ॥ ৩ ॥

* অণু হইতেও অণীয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম আমি॥ তদ্বৎমহান হইতেও মহান অর্থাৎ স্থূল হইতে

---

* সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম যেহেতু সকল বস্তুতেই আত্মার প্রবেশ আছে, স্থূল হইতে স্থূল, যেহেতু বিরাট রূপে সমস্ত বিশ্বই তাঁহাতে

স্থূলতম, যেহেতু এই বিচিত্র প্রকাণ্ড বিশ্ব আমি, আত্মা রূপ পুরাতন পুরুষ আমি অর্থাৎ আদিপুরুষ † জন্ম মৃত্যু রহিত ‡ আমিই হিরণ্ময় শিব রূপ পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥

সংলগ্ন যথা শ্রুত্যন্তরে। (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি) এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম, (তজ্জলানীতি) তাঁহাতে উৎপত্তি তাঁহাতে লয় হইতেছে।

† আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই কেবল মায়োপাধিক জীবের আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। যথা গীতায় কহেন, যে আত্মাকে অগ্নিতে দাহ করাযায়না, জলে দ্রব হয়না, অস্ত্রেচ্ছেদন করিতে পারেনা, বায়ুতে শুষ্ক নহেন, সুতরাং তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, তিনিই সকলের আদি।

‡ হিরণ্ময় শব্দে সূর্য্যান্তর্যামী তেজ তাঁহাকেই নারায়ণ বলেন এবং শিব রূপেও খ্যাত করেন, আর ব্রহ্ম রূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা [সূর্য্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তি নারায়ণ ইতি] [হিরণ্য বর্ণ পুরুষং পিঙ্গাক্ষ শ্মশ্রুলোচন ইতি] অপিচ [হিরণ্য শ্মশ্রু আপ্রণখ ইত্যাদি] নারায়ণ শব্দে আত্মা, শিব শব্দে মঙ্গল, ব্রহ্ম শব্দে বিরাট, সুতরাং এক ব্রহ্মই সমস্ত বিশ্বরূপ, এবং বিশ্বান্তর্যামী আত্মারূপ, মঙ্গলার্থে জ্ঞান স্বরূপ হয়েন। একারণ সূর্য্য মণ্ডলস্থ তেজকে সাবিত্রী কহা যায় কিন্তু বেদে তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া গান করেন, ইত্যর্থে [গায়ত্রী] শব্দে উক্ত করাযায়, যেহেতু প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়ংকালে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবরূপে ধ্যান করিয়াছেন, অর্থাৎ গায়ত্রীই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, একারণ সূর্য্যান্তর্যামী তেজকে হিরণ্ময় পাত্র ব্রহ্ম বলিয়াছেন, অতএব আমি সেই হিরণ্ময় পুরুষ অর্থাৎ তেজঃ স্বরূপ আত্মভাব নাই ব্রহ্মতন্ময়তার কারণ।

অপাণিপাদোহ মচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষু রশৃণোম্যকর্ণঃ। অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো নচাস্তিবেত্তামমচিৎ সদাহং॥ ৪॥

অপাণিপাদ অর্থাৎ করচরণাদি বিহীন এবং অচিন্ত্য শক্তি যে আত্মা সেই আত্মা আমি, আমি চক্ষুকর্ণহীন অথচ সকল দর্শন এবং সকল শব্দ শ্রবণ করি, আমি সকলকেই জানি কিন্তু আমাকে কেহ জানেনা, যেহেতু জ্ঞান স্বরূপ বিবিক্ত রূপ অর্থাৎ অতন্ত্য গূঢ়রূপ আমার॥ ৪॥

বেদৈরনেকৈ রহমেববেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেবচাহং। ন পুণ্যপাপে মমনাস্তিনাশো ন জন্ম দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধিনাস্তি॥ ৫॥

* বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ কর্ত্তৃক নিশ্চয় হইতেছে, যে সর্ব্ব বেদ দ্বারা আমিই এক বেদ্য, পাপ পুণ্যে আমি লিপ্ত নহি। আমার জন্ম নাশ নাই, এবং দেহ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বোপকরণে বর্জ্জিত আমি॥ ৫॥

---

* বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ পণ্ডিত দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত হইয়াছে, যে সর্ব্ব বেদৈক বেদ্য পরমাত্মা তিনি প্রাকৃত শরীরবান নহেন, যদ্রূপ অস্মদাদির শরীর, একারণ তাঁহাকে দেহ হীন কহিয়াছেন। তাঁহার পাপপুণ্য নাই ইত্যর্থে উক্ত হইয়াছে, যে তিনি সকল কর্ম্ম করেন কিন্তু কিছুতে লিপ্ত হয়েন না, যদ্রূপ সূর্য্য, যথা কঠশ্রুতিঃ [সূর্য্যো যথা

ন ভূমিরাপো নচবহ্নি নাস্তি নচান্তিমো মেস্তিনচাবরঞ্চ । এবং বিদিত্বা পরমাত্ম রূপং গুহাশয়ং নিষ্কল মদ্বিতীয়ং ॥ ৬ ॥

ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ ইত্যাদিভূত সম্বন্ধ তাহাতে নাই, তিনি সর্ব্ব গুহাশয় অর্থাৎ স্থাবরা স্থাবর কীট পতঙ্গাদি সকলেরই অন্তরাত্মা অখণ্ড অদ্বিতীয় হয়েন সেই পরমাত্ম রূপ * আমি ইহা বিদিত হইলে মোক্ষ হইতে পারে ॥ ৬ ॥

ইত্যর্থে প্রাকৃত শরীর বান ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ নহে, তিনি ভুতে২ বিরাজিত হইয়াছেন, অর্থাৎ

সর্ব্ব লোকৈক চক্ষুর্নলিপ্যতে লোক দৃষ্টেন বাহঃ। একস্তথা সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা নলিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহঃ] যেমন সূর্য্যদেব কর বিস্তারে অমেধ্যাদি সর্ব্ব বস্তুকে স্পর্শ করিয়া ও লোকবৎ অপবিত্র হয়েন না, তদ্রূপ সর্ব্ব জীবের অন্তরাত্মা জগদীশ্বর লোকবৎ কর্ম্ম করিয়া ও তাহাতে লিপ্ত নহেন। একারণ স্পষ্ট রূপে বোধ হইতেছে, যে ঈশ্বর রূপ প্রাকৃত নহে, সুতরাং তাঁহাকে অরূপ বলিয়া সর্ব্ব বেদে উক্ত করেন, তন্নিমিত্ত যে তাঁহার এক কালিন রূপ নাই এমত অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, তাহা ৬ ষষ্ঠ শ্রুতিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে অপাণিপাদাদি শ্রুত্যনুশাসনে প্রাকৃত পাণিপাদ রহিত এইমাত্র স্তুত্যর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

* যদি বল, অহংব্রহ্ম বলিয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক সাধনায় সাধক কিরূপে প্রবর্ত্ত হইতে পারে, উত্তর ইহা সত্য, ব্রহ্ম বলিলেই ব্রহ্ম হয় না, জীব

তিনি পৃথিবীর গন্ধ, জলের শৈত্য, অগ্নির উষ্ণতা, বায়ুর স্পর্শ আকাশের শব্দ হয়েন। সুতরাং তাঁহাকে ভৌতিক শরীরী বলা যায় না। অর্থাৎ ভগবৎ শরীরের তুল্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারেনা, তদ্ধেতুক সর্ব্ববেদে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলেন, বাক্যে বলা যায় না, মনে মনন করা যায় না একারণ অচিন্ত্য শক্তিক ঈশ্বর রূপকে [অবাঙ মনসোগোচর ইত্যাদি] শ্রুতি অনুশাসন করেন। অতএব প্রাকৃত লোকে রন্যায় প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা প্রাকৃত যুক্তিতে প্রাকৃতবৎ যুক্ত করা ঈশ্বরকে সঙ্গত হয় না, যখন [আসীনোদূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত ইত্যাদি] কঠশ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি শয়ন করিয়া দূরে গমন করেন, উপবিষ্ট হইয়াও সর্ব্বত্রে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত রূপী বলা কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ হয় না, মহিমা বর্ণন করিতে হইলেই নিরাকার ভানে প্রতিভাপায় তন্নিমিত্ত রূপ নামাদি খণ্ডন করিবার তাৎপর্য্য নহে। তাহা হইলেতাঁহার শয়নোপবেশন বর্ণন করিতে শ্রুতি বলবতী হইতেন না।

ব্রহ্মের অভেদাঙ্গীকারে এতদ্বাক্য প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ যে জীব সেই আত্মা, যাবৎ মায়াবিকার রহিত না হয় তাবৎ জীবের ব্রহ্মত্ব নাই, যেমন ধাতুমাত্রই স্বর্ণ বলিযাও তাম্র শীষক, লৌহকাংস পিত্তলাদিকে স্বর্ণ বলা যায় না, যাবৎ মলকষায়িতাত্মার নিরাস না হয় তাবৎ তাম্রাদি ধাতু নানা সংজ্ঞায় বিভক্ত থাকে, অর্থাৎ তাম্রের শ্যামতা

সমস্তসাক্ষিং সদসদ্বিহীনং প্রযাতিশুদ্ধং পরমাত্মরূপং॥ ৭॥

সমস্ত সাক্ষি স্বরূপ, সদসৎ বিহীন নির্ম্মল পরমাত্ম রূপ ভাবনাতে, সেই অচিন্ত্যাব্যয় পরম ধামে গমন করে॥ ৭॥

যঃ শতরুদ্রীয় মধীতে সোঽগ্নিপূতোভবতি ॥ ৮॥

দূর হইলেই স্বর্ণ হয়, তদ্রূপ মায়াবিকারে নানাত্বে বিভক্ত জীব, যথা [মায়াবিকার রাহিত্যে জীব ব্রহ্মৈব কেবলং] অর্থাৎ মায়াবিকারে রহিত হইলে জীবই ব্রহ্ম হয়েন, মায়া রহিত জীবাবস্থাকে লক্ষ করিয়া অহং ব্রহ্মেতি বাক্য প্রয়োক্তব্য হইয়াছে, নচেৎ সর্ব্বাবস্থ-গত ব্যক্তি আমি ব্রহ্ম বলিতে শক্ত হয় না, যথা যোগ বাশিষ্ঠে [অজ্ঞঃ সার্দ্ধ প্রবুদ্ধশ্চ অহং ব্রহ্মেতি যোবদেৎ মহানরক জালেন সতেন বিনিযোজিতঃ] অজ্ঞ অথবা অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ ব্যক্তি যদি অহংব্রহ্ম বলে কিম্বা শিষ্যদিগকে উপদেশ করে, তবে মহানরক জালে তাহার সহিত আবদ্ধ হয়। অতএব ব্রহ্মাদ্বয় জ্ঞান স্ফুর্ত্তি না হইলে হইতে পারে না বিশেষতঃ স্বরূপ ভাবনা মাত্রই করিবে কিন্তু ব্যবহারে কি বিচারে আমি ব্রহ্ম ইত্যাকারে বক্তৃতা করিবেক না, অর্থাৎ সাধনকালে আপ-নাকে তন্ময়তা জ্ঞানে ভাবনা করিবেক তাহার প্রমাণ সামান্যতঃ বাহ্য পূজা কালে [দেবং ভূত্বা যজেদ্দেবমিতি] আপনাকে দেবরূপ জানিয়া দেবতার পূজা করিবেক। অর্থাৎ [যাদৃশী ভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

যে সাধক নিত্য শতরুদ্রীয় অধ্যয়ন করেন তিনি অগ্নিপূতো হয়েন, অর্থাৎ যোগাগ্নি জ্বালায় সমস্ত পাতক দগ্ধ করিয়া পবিত্রয়েন ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মহত্যাৎ পূতোভবতি ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মহত্যাদি জনিত মহাপাতকে পবিত্র হয়েন, অর্থাৎ শত রুদ্রীয়াপেক্ষা পবিত্র কারক প্রায়শ্চিত্ত আর নাই ॥ ৯ ॥

তস্মাদবিমুক্ত মাশ্রিতোভবতি ॥ ১০ ॥

একারণ অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশী অর্থাৎ সদাশিবপুরী বারাণসী ক্ষেত্রাশ্রিত হয়, কেননা বিশ্বেশ্বর প্রসাদে কাশীস্থ ব্যক্তির বিগতা মুক্তি হয় না, অর্থাৎ কাশী বাসির মুক্তি না হইয়া যায় না ॥ ১০ ॥

অন্ত্যাশ্রমী সর্ব্বদা সকৃদ্বাজপেৎ ॥ ১১ ॥

অন্ত্যাশ্রমী পদে পারমহংস্যাশ্রমী যতি অর্থাৎ যত্নশীল সাধকেরা সর্ব্বদা অথবা একবারও শত রুদ্রীয় জপ করিবেন ॥ ১১ ॥

অনেন জ্ঞানমাপ্নোতি সংসারার্ণব নাশনং।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈবং কৈবল্য ফলমশ্নুতে
কৈবল ফল মশ্নুতে ॥ ১২ ॥

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে শত রুদ্রীয় জপ ফলে সংসার সমুদ্র নাশন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা পরমব্রহ্ম পদকে

অধিকার করিতে পারে। একারণ কাশীতে রুদ্রীয় জপ মাহাত্ম্য বিদিত হইলেই কৈবল্য ফল অর্থাৎ মুক্তি ফল সংপ্রাপ্ত হয়। অধ্যায় সমাপ্ত্যর্থে আদর পূর্ব্বক দ্বিরুক্তি করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

এই শ্রুত্যনুশাসনে ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিগণেরা প্রাণান্তেও বিশ্বেশ্বর নগরীকে পরিত্যাগ করেন না, এবং বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করতঃ বেদ বেদ্য বিশ্বেশ্বরের অনুশীলনে বিরত নহেন, অহরহ ভস্মত্রিপুণ্ড্রধারী হইয়া শত রুদ্রীয় পাঠ করিয়া থাকেন, যাঁহারা এতৎ প্রমাণ সকলের প্রতি নিরন্তর অসূয়া করেন, তাঁহারা যামী যন্ত্রণার অনুভাবক হইয়া মোক্ষ সুখের ভোক্তা হইতে পারিবেন না।

ইতি ঋগ্বেদীয়া কৈবল্যোপনিষৎ সমাপ্তা।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

পূর্ব্ব পত্রে ধাত্বাত্মক শরীর সন্ধি কথিত হইয়াছে, অত্র পত্রে যেরূপ প্রকারে সন্ধি সকল সংস্থিত আছে তাহার অবয়ব বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন। যথা

অথ গলদেশোর্দ্ধগ সন্ধিঃ।

অষ্টৌগ্রীবায়াং এয়ঃকণ্ঠে নাড়ীষু হৃদয়

কোম ফুস্ফুস নিবন্ধা স্বষ্টাদশ দ্বাত্রিংশৎ
দন্তমূলেষ্বেকঃ ।কণ্ঠেমণৌ নাসায়াঞ্চৈকো
দ্বৌবর্ত্মমণ্ডল গণ্ডকর্ণ, শংখেষু দ্বৌহনুসন্ধৌ
দ্বাবুপরিষ্টাৎ ভ্রুবোঃ শঙ্খয়োশ্চোপরিষ্টাৎ
পঞ্চশীর্ষ কপালেষ্বেকো মুর্দ্ধণীতি ॥ ৮ ॥

অতঃপব গ্রীবার ঊর্দ্ধ্বগত সন্ধি কথিত হইয়াছে। গ্রীবাতে (৮) অষ্ট সন্ধি। কণ্ঠদেশে (৩) সন্ধি। হৃদয় ক্লোম অর্থাৎ পিপাসা স্থান, যেখানে ফুস্ফুস নিবন্ধনাড়ী অর্থাৎ বায়ু যন্ত্রে (১৮ অষ্টাদশ সন্ধি। দন্তমূলে (৩২) দ্বাত্রিশৎ সন্ধি। কণ্ঠমণি, অর্থাৎ গলার ঘণ্টিকা প্রাকৃত ভাষায় ঘড়ঘড়িয়া বলে তাহাতে (১) সন্ধি নাসিকাতে (১) সন্ধি চক্ষুরপথে (২) সন্ধিঃ। চক্ষুমণ্ডলে (২) সন্ধি। গণ্ডদেশে (২) সন্ধি। কর্ণেতে (২ সন্ধি। শংখদেশে অর্থাৎ গ্রীবার ঊর্দ্ধ্বে (২) সন্ধি। হনুসন্ধিতে অর্থাৎ গালের সন্ধিতে (২) সন্ধি ভ্রুর উপর (২) সন্ধি। স্কন্ধদেশে (৫) সন্ধি। মস্তক কপালে অর্থাৎ মাতার খুলিতে (১ সন্ধি ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ মস্তক কপালে এক সন্ধির (২৮) অষ্টাবিংশতি শাখা সন্ধি তাহাতে সমস্তমস্তকের বন্ধন হইয়াছে। অতঃপর সন্ধি সকলের অবয়ব কহিতেছেন। যথা

অথাষ্ট সন্ধিঃ কথনং।

এতেসন্ধয়োঽষ্টবিধাভবন্তিতে যথা। কো-
রোদূখল সামুদ্গাপ্রতরা তূণ সেবনী। কা-
কতুণ্ডং মণ্ডলঞ্চ শংখাবর্ত্তাষ্ট সন্ধয়ঃ॥৯॥

চক্রং॥

পূর্ব্বোক্ত (২১০) দুইশত দশ অপর শাখা সন্ধি সকলের অষ্ট প্রকার অবয়ব, যথা, কোর, অর্থাৎ পুষ্পকলিকার ন্যায়। ১॥ উদূখলাকার॥২॥ সামুদ্গা, অর্থাৎ সম্পুট কৌটার ন্যায়॥৩॥ প্রতর, অর্থাৎ বিস্তার মেলক কাষ্ঠের যোড়ের ন্যায়॥৪॥ তূণসেবনী, অর্থাৎ বাণের তূণাচ্ছাদিত চর্ম্মের সেলাই যাদৃশ, তাদৃশ চর্ম্মের সেলাই॥৫॥ কাকতুণ্ড, অর্থাৎ কাক মুখের ন্যায় তির্য্যগাকার, যাহাকে পেঁচাকোণা বলে॥৬॥ মণ্ডল, অর্থাৎ গোলাকৃতি॥৭॥ শংখাবর্ত্ত, শাঁখের বেড়ের ন্যায়॥৮॥ যথা নামে খ্যাত এই সকল সন্ধি, ইহাতে আঘাত হইলে অত্যন্ত ক্লেশ দায়ক হয়॥৯॥

অথ কোরক সন্ধিঃ।

এষামঙ্গুলি মণিবন্ধ গুল্‌ফ জানুকূর্পরেষু
কোরাসন্ধয়ঃ॥১০॥ চক্রং॥

এই সকল প্রখ্যাত সন্ধির মধ্যে অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, অর্থাৎ হস্ত পাদের কবজা, গুলফ অর্থাৎ গোড়ারি, জানু অর্থাৎ হাঁটু, কূর্পব, অর্থাৎ কনুই, প্রভৃতি দেশে কোরক সন্ধি, পুষ্পাক লি কার ন্যায় হয় ॥ ১০ ॥

অথ উদূখল সন্ধিঃ।

কক্ষবংক্ষণদন্তেষু উদূখলাঃসন্ধয়ঃ।১১। চক্রং॥

কক্ষ দেশে, অর্থাৎ কাঁকতলি, এবং বংক্ষণ অর্থাৎ কটি নিম্নদেশ. দন্ত ইত্যাদি স্থানে উদূখল সন্ধিঃ অর্থাৎ গর্ত্তেতে কাষ্ঠ কীল পোথের ন্যায় ॥ ১১ ॥

অথ সামুদ্গা সন্ধিঃ।

অসংপীঠ গুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃসন্ধয়ঃ ॥ ১২ ॥ চক্রং॥

অংস পীঠ, অর্থাৎ বাহুর উর্দ্ধ গ্রীবা মধ্য স্কন্ধ বন্ধন পর্য্যন্ত এবং গুহ্য দেশে, ও যোনি, আর নিতম্ব, অর্থাৎ যাহাকে পাছাবলে, এই সকলের স্থানে সম্পুট সন্ধি, অর্থাৎ কৌটার ন্যায় ॥ ১২ ॥

অথ প্রতর সন্ধিঃ।

গ্রীবা পৃষ্ঠবংশয়োঃপ্রতরাঃ সন্ধয়ঃ॥১৩॥ চক্রং।

গ্রীবা অর্থাৎ গলদেশ, এবং পৃষ্টবংশ অর্থাৎ মেরু দণ্ডের পার্শ্বদ্বয়ে প্রতর, সন্ধি, অর্থাৎ কাষ্ঠ যোড়ের ন্যায় বিস্তারিত হয় ॥ ১৩ ॥

অথ তূণসেবনী সন্ধিঃ।

শিরঃ কটিকপালেষু তূণসেবিন্যঃ সন্ধয়ঃ ॥ ১৪ ॥ চক্রং ॥

মস্তক, কটিদেশ, এবং কপাল, অপর শাখা সন্ধি শিশ্ন মুষ্কাদিতে তূণ সেবনী সন্ধিঃ অর্থাৎ * চর্ম্মেতে সেলাই করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

অথ কাকতুণ্ড সন্ধিঃ।

হন্বোরুভয়তঃ কাকতুণ্ডাখ্যাঃ সন্ধয়ঃ ॥ ১৫ ॥ চক্রং ॥

হনু উভয়ের অর্থাৎ গালদ্বয়ে কাকতুণ্ড নামে সন্ধিঃ যেমন কাকের চঞ্চু পেঁচাকোণা সেই রূপ হয় ॥ ১৫ ॥

---

* এই সকল স্থানে সেলাই কিরূপ তূণসেবনীর ন্যায়, অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট বহিরভ্যন্তরে সেলাই আছে, এই সকল সন্ধি ছিন্ন হইলে বহু রক্ত স্রাব হয়, অতএব সূক্ষ্মাদ্র চর্ম্মরজ্জুতে সেলাই করিলে তাহার প্রতীকার হইয়া পুনঃ স্বাভাবিক হয়, নচেৎ ব্যঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

অথ মণ্ডল সন্ধিঃ।

কণ্ঠ হৃদয় ক্লোম নাড়ীষু মণ্ডলাখ্যাঃ সন্ধয়ঃ
॥ ১৬ ॥ চক্রং ॥

কণ্ঠে এবং হৃদয়ে ক্লোম অর্থাৎ পিপাসা স্থানে মণ্ডলাখ্য সন্ধিঃ। অর্থাৎ গোলাকৃতি হয় ॥ ১৬ ॥

অথ শংখাবর্ত্ত সন্ধিঃ।

শ্রোত্রশৃঙ্গাটকে শংখাবর্ত্তা সন্ধয়ঃ ॥ ১৭ ॥
চক্রং ॥

কর্ণশৃঙ্গাটকেতে অর্থাৎ কর্ণছিদ্রাবধিবহিঃ পর্য্যন্ত শংখ্যাবর্ত্ত সন্ধি, অর্থাৎ শাঁখের বেড়ের ন্যায় রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥

অস্মাত্তু সংন্ধয়োহ্যেতেকেবলাঃ সমুদাহৃতাঃ।
পেশাস্নায়ু শিরাণান্ত সন্ধিসংখ্যানবিদ্যতে
॥ ১৮ ॥

ইহা হইতে এই সকল সন্ধি কেবল কথিত মাত্র, কিন্তু মাংসপেশী অর্থাৎ স্থূলাধমনী, ও স্নায়ু এবং শিরা সকলের সন্ধি সংখ্যা নাই। অর্থাৎ অনেক সহস্র হয় ॥ ১৮ ॥

অতএব সন্ধি বন্ধন রজ্জু ন্যায় শিরাদির ব্যাখ্যা করিয়াকহিয়াছেন, অর্থাৎ ধমনী স্থূলা নাড়ী সন্ধি সংযোগে রহি-

য়াছে, স্নায়ু সকল তেজোময়ী রসাত্মিকা সকল সন্ধিকে রস দ্বারা তৈলাক্ত যন্ত্রবৎ রাখিয়াছেন। কেবল শিরা সকল টানাবাঁধার ন্যায় সন্ধি বন্ধন করিয়াছেন।

অথ সন্ধি বন্ধন কারিণী শিরাঃ।

সন্ধি বন্ধন কারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ।
নাভ্যাং সর্ব্বানিবদ্ধাস্তা আতন্বন্তি সমন্ততঃ
॥ ১ ॥ সুশ্রুতং।।

সন্ধি বন্ধন কারিণী, এবং দোষ ধাতু বাহিনী শিরা সকল, নাভি দেশে নিবদ্ধ থাকিয়া সকল দিগে বিস্তার হইয়া গিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৬৫ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ কার্ত্তিক শনিবার

ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে শুদ্ধ অন্ত্যাশ্রমী অর্থাৎ পরমহংসদিগেরই অধিকার, তদর্থে ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকাতে (যাস্ক, উর্ণলাভ, শাকপূণি) প্রভৃতি নিরুক্তকার ঋষিদিগের সম্মত বিদ্যারণ্য স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা (ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানং পরমহংসস্যৈবধর্ম্মঃ) ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠান পরমহংসেরধর্ম্ম, অতএব সংসারাসক্ত ব্যক্তির তজজ্ঞানানুষ্ঠান করণের সাধ্য নাই, মোহাকৃষ্ট চিত্ত প্রযুক্ত যদি কদাচিৎ সংসারি জন তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহার ব্রহ্মধর্ম্ম উভয়ানুষ্ঠানের

ব্যাঘাত জন্মে. কেবল ব্যাঘাত ও নহে, বরং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অকরণ জন্য ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় এবং ঘোরতর নরক জন্মে, যথা যোগবাশিষ্ঠে। (সংসার বিষয়াসক্তো ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনঃ। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টস্তংত্যজেদন্ত্যজং যথা) সংসার বিষয়ে অর্থাৎ সংসারোচিত নানা কর্ম্মে আসক্ত অথচ দৈব পৈত্রাদি শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, এবং আমার কর্ম্মে প্রয়োজন নাই আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী এতদ্রূপ বক্তৃতা করে, এবম্ভূত বক্তার কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট হয়. সুতরাং তাহারদিগকে জ্ঞানবানেরা অন্ত্যজের ন্যায় অর্থাৎ হড়্ডীপ চণ্ডাল ম্লেচ্ছবৎ ত্যাগ করেন, অতএব সংসারে থাকিয়া ব্রহ্ম জ্ঞানানুষ্ঠান করণ হইতে পারেনা, একারণ জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিরা এক বৈরাগ্যাশ্রয় করতঃ ভবসুখে বিরক্ত হইযা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মানুশীলন করিবেন, যদি বল গৃহস্থ ব্যক্তির উপায় কি. উত্তর, গৃহমেধিদিগের অকপটে গৃহস্থধর্ম্ম রক্ষা করণে পরিমুক্তি হয়, অকপট শব্দে বিত্ত শাঠ্যাদি রহিত আশ্রমোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে মুক্ত হইতে পারে, তদর্থে যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন, যথা (ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠোঽতিথীপ্রিয়ঃ।) শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে) ন্যায়াগত ধনপদে স্বাশ্রমোক্ত বিধি পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন অর্থাৎ পরানিষ্ট করতঃ অন্যায় রূপে স্তেয়বৃত্তিতে ধনার্জ্জন করিবেক না, এবং তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানানুশীলন তদর্থে শ্রুতি পুরাণেতিহাসাদির শ্রবণাধ্যয়ন করতঃ তৎপ্রতি পাদ্য দেবতাদিগের অর্চ্চন

বন্দনাদি আর অতিথীপ্রিয় হইবেক, ইত্যর্থে যথাবিহিত বলিবিশ্যাদি দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবেক এবং শ্রাদ্ধকৃৎ অর্থাৎ নিত্য শ্রাদ্ধ তর্পণ তদভাবে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্থাৎ পর-লোক বিশ্বাসে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণে পর্ব্বোক্ত নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করিবেক, এবং সত্যবাদী হইবেক, ইত্যর্থে যথাসাধ্য মিথ্যা বাক্যের উপরতি করিবেক, তৎপদে সত্য, শৌচ, দয়া, দান, অস্তেয়, অহিংসাদি ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক, এবম্ভূত গৃহস্থ ও পরিমুক্ত হয়, অর্থাৎ গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া তদুচিত কর্ম্মা-নুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তীচ্ছা অসতী, তাহাতে সেই সকল ব্যক্তিকে বর্ণাশ্রম রূপ ঈশ্বর সেতুভেত্তা অসুর-বৎ পরিগ্রহ করিতে হয়, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছায় বহিষ্কর্ম্ম ত্যাগের ইচ্ছা করেন, তাঁহার দিগের উচিত হয়, যে যজুর্ব্বে-দীয় ব্রহ্মোপনিষৎ ধর্ম্ম অর্থাৎ পরিব্রাজক ধর্ম্ম, যাহাকে দণ্ড গ্রহণ বলে, তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমস্ত কর্ম্মকে আত্মস্থ করতঃ এক ব্রহ্মেতেই অর্পণ করেন।

অথ যজুর্ব্বেদীয় ব্রহ্মোপনিষৎ।

ওঁ শন্নোমিত্রঃ শংবরুণঃ শন্নোভবত্বর্য্যমাঃ। শন্নইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নোবিষ্ণু রুরুক্রমঃ ॥ ১ ॥

উপনিষদারম্ভে বিঘ্ন বিনাশন হেতু মঙ্গল সূচক বহিরধ্যাত্ম অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। অর্থাৎ

শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রাণের এবং বহিঃস্থদিবসের অধিষ্ঠাতা মিত্র নামে দেব, যিনি সূর্য্যের বিভূতি রূপ হয়েন, সেই মিত্র আমারদিগের সর্ব্বারিষ্ট বিনাশিক রূপে সুখকারী অর্থাৎ মঙ্গল প্রদ হউন্। এবং বিণ্মূত্রোৎ সর্গকৃৎ অপানবায়ুর অধিষ্ঠাতাবরুণ, অপর সূর্য্যের অপরা মূর্ত্তি অর্য্যমা যিনি চক্ষু, এবং আদিত্য মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা, আর বলের ও বাহুর অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র, বুদ্ধি ও বাক্যের অধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি। এবং সর্ব্ববেদ বেদান্তাগম পুরাণাদিতে যাঁহাকে উরুক্রম বলেন, অর্থাৎ ব্যাহৃতি মন্ত্রাত্মক ত্রিপদধারী ভূর্ভুবঃস্বঃ ব্যাপক বিষ্ণু, যিনি প্রণব মন্ত্রের বাচ্য, অতএব সেই * বিষ্ণু প্রণবের এবং জীবমাত্রেরি পাদের অধিষ্ঠাতা হয়েন। অতএব এই সকল ব্রহ্মরূপ দেবতারা আমারদিগের জ্ঞান বিঘাতক উপসর্গ শান্তিকারী হউন।

---

* যদিও ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদি ত্রিদেবাত্মক প্রণব, তথাপি বিষ্ণুই তাঁহার প্রতিপাদ্য বেদে অঙ্গীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ নীলাচলস্থ শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেব বিশেষ মূর্ত্তিমান নহেন, বিশ্বকর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রণবাকারে নির্ম্মিত হইয়াছেন, এতন্নিমিত্ত দারুব্রহ্ম বলিয়া সমস্ত বৈদিক জাতীয়েরা একত্র মিলিত হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিচার না করিয়া তৎপ্রসাদান্ন ভোজন করেন, তাহাতে কেহই বিঘ্ন জন্মাইতে পারেন না, ফলিতার্থ সর্ব্ব মন্ত্রোপাসকেরাই ৺জগন্নাথদেবকে ইষ্ট বলিয়া ভক্তি করেন, কিন্তু প্রণবাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু বেদে উক্ত করিয়াছেন, এতাবৎ বিষ্ণু ধ্যান তাঁহার পূজা, ও বিষ্ণু পর্ব্ব তাঁহার উৎসব এবং বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়া তৎক্ষেত্র প্রখ্যাত হইয়াছে।

ওঁ নমোব্রহ্মণে নমস্তেবায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মবদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি ॥ ২ ॥

বায়ুব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার করি, যেহেতু শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ফল বায়ুর অধীন, একারণ প্রাণরূপ পরোক্ষ, অপরোক্ষরূপে ব্রহ্ম বায়ুকে কহিয়াছেন, অতএব হে বায়ো তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিয়া নমস্কার করি। তুমি চক্ষুরাদির অগোচর হইয়াও ব্যবধান রহিত বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়াছ, এহেতু তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলাযায়। ঋতবলি, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বৈধাবৈধক্রিয়া যথা কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা যাহা নিশ্চয়ীভূত হয় তাহাও তোমার অধীন, একারণ তোমাকে ঋত বলি, বাক্যেতে এবং কায়াতে কি মনেতে সত্য বাক্যাদি সম্পন্ন হয়, তাহাও তোমার অধীন, এতজ্জন্য তোমাকে * সত্য বলি ॥ ২ ॥

ওঁ তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতুমামবতুবক্তারং। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিরোঁ॥৩॥

---

* মিথ্যা বাক্যের উপরতির নাম সত্য বাক্য ইহা বাচিক। অনিত্য কর্ম্মের উপরতির নাম সত্য কর্ম্ম, ইহা কায়িক। অনিত্য সঙ্কল্প অর্থাৎ অসৎ কল্পচেষ্টার উপরতির নাম সত্য চেষ্টা ইহা মানসিক।

সর্ব্বাত্মকবায়ু ব্রহ্মস্বরূপ উপনিষদারম্ভে তাহার স্তুতি বন্দনার হেতু এই যে পরোক্ষ ব্রহ্মবায়ু, জ্ঞানার্থী অস্মদাদিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন্ যাহাতে আমারদিগের জ্ঞানের স্খলন না হয়। এবং তদ্বক্তা অর্থাৎ গুরুকে জ্ঞানোপদেশ করিবার সামর্থ প্রদান করুন্ আমাকে ও বক্তাকে রক্ষা করুন্। এই দ্বিরুক্তি আদরার্থ, তবে শান্তি শব্দের ত্রিরুচ্চারণের কারণ বিদ্যা প্রাপ্তির আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিবিধ উপসর্গ প্রশমনার্থ বারত্রয় শান্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং পরমার্থ প্রাপ্ত্যর্থে পরমাত্মবাচক তন্নাম স্মরণে হরিঃ শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, হরি নামই ব্রহ্ম * হরি স্মরণ করিতে সর্ব্বশাস্ত্রেই অনুশাসন করিয়াছেন, যে প্রণব সেই হরি, অতএব পরব্রহ্ম হরি, হরিতে বৈমুখ ব্যক্তিই নাস্তিক, তাহার কোটিকল্পেও মুক্তি নাই।

এই সকল শ্রুতিতে দেবমূর্ত্তি সকলকে ব্রহ্মরূপে ব্যাখ্যা করেন। এবং বরুণ, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, পবন, দ্বাদশাত্মা সূর্য্য এবং সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ শরীরী মানিয়াছেন, বিশেষতঃ সবলাধিকারী পরমহংসেরদিগের বন্দনীয়, তাহাতে সংসার কূটে আপতিত মূঢ় জনেরা কিরূপে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া ঈশ্বরের নাম রূপ খণ্ডনে শ্রুতিকে তিরস্কার করিতে শ-

---

* যথা। বেদে রামায়ণেচৈব পুরাণে ভাগবতে, তথা। আদাবন্তেচ মধ্যেচ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥ বেদ, রামায়ণ, পুরাণ, ভাগবতাদিতে আদি অন্ত মধ্যে সর্ব্বত্র হরিধ্বনি করিবেক।

ক্ত হয়। অতএব, হে নব্য সভ্যেরা, নিরর্থক অশাস্ত্রীয় কুযুক্তি দ্বারা পরমাত্মোপাসনায় বঞ্চিত হইওনা, সর্ব্বত্রে ব্রহ্মমনে উদয় করিবার চেষ্টাকর, কুব্যবহারে বিরত হও, এক ব্রহ্ম রূপেং উপাস্য হয়েন। ব্যক্তাব্যক্ত্য (মূর্ত্তামূর্ত্ত দ্বিবিধ হয়েন,) যথা শ্রুত্যন্তরে (পরোক্ষা পরোক্ষেণ ব্রহ্ম সদিত্যাচক্ষত ইতি) পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ রূপে ব্রহ্ম বিদ্যমান বেদে ক- হেন। অর্থাৎ সর্ব্বক্রিয়ানিয়ন্তৃত্বেপরোক্ষ এবং প্রাণাদি রূপে অপরোক্ষ ব্রহ্মবায়ু। অতএব অজ্ঞানি ব্যক্তিবা বায়ু অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্ম, বিষ্ণু শিবাদিকে ভিন্ন রূপে দেখে এবং ভেদ জ্ঞানে বর্ণন করে। তাহারদিগের সংসার বন্ধের ছেদন হয় না, যথা (যইহ নানেব পশ্যতীতি শ্রুতিঃ) যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন নানা রূপ দেখে তাহার জ্ঞান জন্মে না, অতএব সর্ব্বত্রে যে ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি তাহাই জ্ঞানের লক্ষণ।

অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানিভবন্তি। নাভির্হৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধাচ ॥ ৪ ॥

জগতকারণ-স্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা তাঁহার চা- রি স্থান হয়, যথা * নাভি, হৃদয় কণ্ঠদেশ এবং ম- স্তক ॥ ৪ ॥

---

* যখন নাভ্যাদি স্থান চতুষ্টয়কে ব্রহ্ম স্থান বলিয়া বেদে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন শারীরিক তত্ত্বব্যাখ্যান করা সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা অন্ত- র্যাগ বিষয়ে ধৃত করাযায় অর্থাৎ যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া

অর্থাৎ সর্ব্বগত আত্মা হইলেও তিনি বিশেষ২ স্থানে উপাস্য হয়েন। যেহেতু বেদে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এই হেতু বাদরায়ণ অর্থাৎ বেদব্যাস গোস্বামী বেদান্ত দর্শনে মীমাংসা করেন, যথা স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ) যদিও পরমাত্মা সর্ব্বগত তথাপি তাঁহার বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, বেদোক্ত তত্তৎ স্থানস্থ ব্রহ্মের উপাসনায় পরমমোক্ষ হয়। যথা শাঙ্করিভাষ্যং (যথা শালগ্রামে হরিঃ) যেমন সর্ব্বত্রে অর্থাৎ আপাষাণাদিতে ব্যাপ্তময় বিষ্ণু কিন্তু শালগ্রামে তাঁহার নিত্যাধিষ্ঠান হয়, সেইরূপ সর্ব্ব শরীর ব্যাপ্তময় আত্মার নাভি হৃদয় কণ্ঠ মস্তক বিশেষ স্থান আছে, অতএব যদ্যৎ স্থানে যদ্যদবস্থায় পরমাত্মার স্থিতি হয়, তত্তৎ স্থানে তত্তদবস্থা বিশিষ্ট পরমাত্মাকে আবাহন করতঃ উপাসনা না করিলে সিদ্ধ হইতে পারে না।

এককালীন সংসারোচিত তাবৎ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন, সেই সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিগণেরা অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা অন্তঃস্থ পরমেশ্বরকে উক্ত স্থান চতুষ্টয়ে উপাসনা করেন, তন্নিমিত্ত সংসার বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিরা তদুচিত সকল কর্ম্ম করিয়া যে কেবল ঈশ্বরের বাহ্য রূপের খণ্ডন করিবেন এমৎ তাৎপর্য্য বেদের নহে। অর্থাৎ সংসার ত্যাগীর অধ্যাত্মচিন্তা, তদিতর সংসারস্থ ব্যক্তির নিত্যনৈমিত্তিক বাহ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নাম রূপ বিশিষ্ট পরমাত্মার আরাধনার অবশ্য কর্ত্তব্যতা, বল পূর্ব্বক না করায় পরমার্থ পথে বঞ্চিত হইতে হয়।

তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্মবিভাতি। জাগরিতে ব্রহ্মা স্বপ্নেবিষ্ণুঃ সুসুপ্তে রুদ্র স্তুরীয়মক্ষরং স আদিত্যো বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ স্বয়মমনস্কম-শ্রোত্র মপাণিপাদং জ্যোতির্ব্বিদিতং ॥ ৫ ॥

উক্ত নাভ্যাদি স্থান চতুষ্টয়ে চতুষ্টয় রূপে ব্রহ্মের অবস্থান অর্থাৎ নাভ্যাখ্য জাগরিতে ব্রহ্মা, হৃদয়াখ্য স্বপ্নে বিষ্ণু, কণ্ঠাখ্য সুসুপ্তি স্থানে শিব * মূর্দ্ধনি তুরীয়াখ্যে আদিত্য, সেই আদিত্যাখ্য জ্যোতি বিদ্য যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিত, সর্ব্বরূপী হয়েন অর্থাৎ তিনিই আদিত্য, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই ঈশ্বর, তিনি অপাণিপাদ অশ্রোত্র অমনস্ক, সর্ব্বোপকরণ রহিত, অর্থাৎ তেজোময়, অক্ষরব্রহ্ম, তৎসত্ত্বাকে অবলম্বন করিয়া সকলের অবস্থিতি হয় ॥ ৫ ॥

যত্র লোকা, ন লোকা। দেবা, ন দেবা। বেদা, ন বেদা। যজ্ঞা, ন যজ্ঞা। মাতা, ন মাতা। পিতা, ন পিতা। স্নুষা, ন স্নুষা।

---

* আদিত্য পদ কেবল সূর্য্যকে কহেন নাই, আদিত্যাখ্য উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ তেজঃস্বরূপ, যথা চরাচর বস্তুমাত্রেরই অন্তর্যামী হয়েন। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী তেজকে ব্রহ্ম বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন। অতএব তিনি সর্ব্বরূপী হযেন, তাহাকে নারায়ণ বলিয়া শ্রুতিস্মৃতি পুরাণেতিহাসাদিতে ব্যাখ্যা করেন। সেই নারায়ণই অজর অক্ষর নির্ব্বিকল্প পরব্রহ্ম তিনিই সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন।

চাণ্ডালো, ন চাণ্ডালঃ। পৌক্কশো, ন পৌক্কশঃ। শ্রমণো, ন শ্রমণঃ। তাপসো, ন তাপসঃ॥ ৫॥

সেই তৃতীয়ধাম ব্রহ্মপদ, যেখানে * লোক লোক নয় দেব দেব নয়, বেদ বেদ নয়, যজ্ঞ যজ্ঞ নয়, † মাতা মাতা নয়, পিতা পিতা নয়, স্নুষা স্নুষা নয়, চাণ্ডাল চাণ্ডাল নয় পৌক্কশ পৌক্কশ নয়, আশ্রমী আশ্রমী নয়, তাপস তাপস নহে॥ ৫॥

---

* লোক পদে, স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল অর্থাৎ তির্য্যক্‌মনুষ্যাদি। দেব শব্দে ইন্দ্রাদি দেবতা এবং গন্ধর্ব্ব পিশাচ যক্ষরক্ষ ভূত প্রেত দৈত্যদানব প্রভৃতি। বেদ শব্দে সাম যজু ঋক অথর্ব্ব শিক্ষাকল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ জ্যোতিষ, ব্যাকরণাদি এবং ধনুর্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদ গন্ধর্ব্ববেদ, জ্যোতির্ব্বেদ, কাব্য ইতিহাস পুরাণ সংহিতা সাহিত্যাদি। যজ্ঞ শব্দে চাতুর্হোত্র দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য অগ্নিহোত্র অশ্বমেধাদি, আদিপদে শ্রুতিস্মৃত্যুক্তদৈবপৈত্র কর্ম্মাদি, তপস্যাপদে কলাকাষ্ঠাদি রূপে শরীর শোষণ।

† মাতা পিতা পদে উৎপত্তি কর্ত্তা, অর্থাৎ ইঁহাদিগকে ও শুদ্ধ উৎপত্তি কর্ত্তা ও কর্ত্রী বলা হয় না, যেহেতু চৈতন্য সত্বার অভাবে ইহাঁরদিগের উৎপাদনীয়া ক্ষমতা নাই। সুতরাং ব্রহ্ম সংপ্রাপ্তে আর পৃথক্ মাতা পিতা থাকেনা, স্নুষাপদে বধু কন্যা ভগিন্যাদি ইঁহারদিগের সহিত সম্বন্ধ সেই পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম প্রাপ্তি না হয়, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, অতএব এতৎ সম্বন্ধের বিরহ হইয়া যায়, চণ্ডাল পুক্কশাদি জাতি বিচার সেখানে নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম তন্ময়তা হইলে পর আর পৃথক্ জাতি থাকে না, চণ্ডাল পদে অন্ত্যজ অর্থাৎ হড্ডীপ কিরাতাদি পৌক্কশ শব্দ ম্লেচ্ছ যবনাদি পর হয়।

অর্থাৎ ব্রহ্মপদে লোক ব্যবহার কর্ম্মাদির সম্বন্ধ নাই, জাতি ধর্ম্মকর্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ড অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি সকলের বহির্ভূত স্থান, অথচ সকলের আশ্রয় সর্ব্ব যোনি অর্থাৎ সকলের উৎপত্তি স্থান, তদ্ধাম প্রাপ্ত্যর্থেই লোককে বেদক্রিয়া দেবার্চ্চনা জাতি সম্পর্ক বর্ণাশ্রম বিচার তপস্যাদি করিতে হয়, সুতরাং এসকল বিষয় তাঁহার অতীত এমত নহে, অর্থাৎ তৎপ্রাপ্ত্যর্থে সর্ব্বানুষ্ঠানের প্রয়োজন, অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্ম তত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে এতদ্বিচার থাকে না, একারণ স্তুত্যর্থে তদ্ধামের এতৎ সমস্ত বিদ্যার রহিত বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, ফলিতার্থ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পর এসকল কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই ॥ ৫ ॥

এই সকল শ্রুতির ভাষ্যশঙ্করাচার্য্য করেন নাই, একারণ শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয় না, যেহেতু শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত সূত্রভাষ্যে দেবাধিকার বিষয়ে বাসুদেব প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধাদি চতুর্ব্যূহকে পরমেশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা (শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ প্রসিদ্ধঃ পরমেশ্বরো বাসুদেবঃ। অতস্তদুপাসনা নেনিবারয়াম) শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর বাসুদেব অতএব তাঁহার উপাসনা আমরা নিবারণ করি না। এবং সাকার নিরাকার উভয় শ্রুতিকেই বেদবিৎ পণ্ডিতেরা বলবদ্রূপে গ্রহণ করেন, ইহা বিবেচনা করিলেই বুদ্ধিতে উদয় হয় যে শঙ্করাচার্য্য কোন শ্রুতিকেই হেয়ত্বে পরিগ্রহ করেন নাই, তবে ভাষ্য করাও না করার কারণ স্বতন্ত্র, শঙ্করাচা-

র্য্যের ভাষ্য নাই বলিয়াই যে অন্যান্য শাস্ত্রকে অপ্রমাণ্য করা উচিত হয় না, যেহেতু আচার্য্য স্বামী (৩২) দ্বাত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত এই ধরণী মণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া পরলোক গামী হয়েন, তন্মধ্যে (২২) দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে *সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ ইতিহাস পুরাণ এবং গীতাদি নানাশাস্ত্রাধ্যয়নে নৈপুণ্য হইয়াছিলেন, একারণ লোকে তাঁহাকে শঙ্করাবতার কহিত। অনন্তর অধীত শাস্ত্র সকলের অর্থ সুকঠিন জানিয়া ভাষ্য করণের সংকল্প করেন, পরে কিয়দংশের ভাষ্য করণ কালেই নাস্তিক মতের আত্যন্তিক প্রাবল্য হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার (২৮) অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স হয়, উক্ত নাস্তিক মতের নিবারণার্থে ব্যগ্র হইয়া সংকল্পিত শাস্ত্র সকলের ভাষ্য করণের সাবকাশ হইল না, বিশেষতঃ নিরাকার শ্রুতি ভাষ্য করিয়াই তন্মতে নাস্তিকদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নাস্তিকদিগকে সাকার প্রতিপাদক শ্রুতিদ্বারা নিরস্ত করাযায় না, যেহেতু ঈশ্বর রূপের প্রতি কেবল বিশ্বাস করিতে হয়, নচেৎ যুক্তিতে খণ্ডন অবশ্যই করাযায়, এতন্নিমিত্ত নিরাকার বাদী রূপে বিচার করিয়া ঈশ্বরোস্তি প্রত্যয় করাইয়াছিলেন; তথাপি স্বকৃত ভাষ্যে

* সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ পদে দণ্ড গ্রহণ। অর্থাৎ ব্রহ্মোপনিষৎ দৃষ্টে, পরিব্রাজক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঈঙ্গিতক্রমে সাকার শ্রুতিকে বলবতী রাখিয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বোধদিগের বুদ্ধিতে ধারণা হইতে পারে না। কলিস্বার্থ এই সকল কারণে তাঁহার সঙ্কল্প ভঙ্গ হয়, তন্নিমিত্ত সকল শ্রুতির ভাষ্য করিতে পারেন নাই অর্থাৎ সাকার শ্রুতি উল্লংঘন করতঃ নিরাকার শ্রুতি অবলম্বনে নিরীশ্বর বাদিদিগের বিচারেজিত হইয়াছিলেন, তৎকালাবধি কতক গুলিন নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা শঙ্করাচার্য্যের বাক্ চাতুর্য্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া নিরাকার বাদকেই অদ্বৈত বোধে সাকার শ্রুতি খণ্ডন করিযা যথেচ্ছাচারে প্রবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, ইহা মূর্খেও বুঝিতে পারে যে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য না থাকিলেই যদি শ্রুতি অপ্রামাণ্য হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের পিতা পিতামহাদিরা শঙ্কর ভাষ্য রহিত শ্রুতি সকলের প্রামাণ্য কি অপ্রমাণ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুধাবনা করা উচিত হয়, অপিচ। শাঙ্করী ভাষ্যই যদি বেদ মূলকের কারণ হয়, তবে বেদব্যাস কৃত বেদান্ত পুরাণাদিকে মান্য না করিয়া কেবল আচার্য্য ভাষ্যকেই বেদ বলা উচিত হয়, অর্থাৎ মহোপনিষদে নারায়ণ মহাত্ম্য এবং নারায়ণ মন্ত্র উপাসনার বিধি দিয়াছেন, তাহাতে শাঙ্করী ভাষ্য নাই, কিন্তু বেদব্যাস গোস্বামী মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে ভূরিশ্রবা বধ কালে মহোপনিষদের প্রমাণ তুলিয়াছেন। যথা

য়িয়াসু র্ব্রহ্মলোকায় প্রাণান্ প্রাণেষ্বথাজু-

হোৎ। সূর্য্যেচক্ষুঃ সমাদায় প্রসন্ন মনিলে
মনঃ। ধ্যায়ন্মহোপনিষদং যোগযুক্তো
ভবন্মুনিঃ। · মহাভারতং দ্রোণপর্ব্বং॥

যৎকালে সোমদত্ত রাজার পুত্র ভূরিশ্রবার সখড়্গ দক্ষিণ হস্ত অর্জুন ছেদন করেন, তৎকালে প্রাণাশা পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞশীল ভূরিশ্রাবা, যোগ বলে দেহত্যাগেচ্ছু হইয়া * ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায় † প্রাণেতে প্রাণকে আহুতি দেন. এবং সূর্য্যে চক্ষু দিয়া অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলাবলোকন করতঃ প্রাণায়ামে প্রসন্ন মন হইয়া যোগ যুক্ত মৌনাবলম্বনে ‡ মহোপনিষদকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

---

* ব্রহ্মলোক পদে সত্যাখ্য লোক, অথাৎ ব্রহ্মতন্ময়তা।

† প্রাণেত প্রাণাহুতি অর্থাৎ পূবক কুম্ভকরেচকাদিদ্বারা প্রাণসংযম।

‡ মহোপনিষৎ, শব্দ অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ নারায়ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন, নারায়ণ প্রতিপাদক সংহিতাকেও মহোপনিষৎ বলা যায়, যদি বল নারায়ণকেই যে ধ্যান করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ, কি, । উত্তর, যখন (সূর্য্যে চক্ষুঃ সমাদায়) এই শব্দ শ্লোক মধ্যে উক্ত হইয়াছে তখন নারায়ণ ধ্যানই সুসিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ [সূর্য্যমণ্ডল বর্ত্তী নারায়ণ ইতি] সমাবেদীয় নারায়ণের ধ্যান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ মহোপনিষৎ সংহিতার প্রতিপাদ্য নারায়ণ যেহেতু নারায়ণের অষ্টাক্ষর মন্ত্র উক্ত উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, যন্মন্ত্র প্রভাবে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব ভূরিশ্রবা সেই নারায়ণ

তথাপি বিচার প্রসঙ্গে সাকার শ্রুতি খণ্ডনে শঙ্করাচার্য্য আপনাকে অপরাধী জানিয়া যেরূপ ঈশ্বর সন্নিধানে পরিহার মানিয়াদিলেন তাহা অগ্রহায়ণ মাসীয় পত্রে প্রকাশ করা যাইবেক।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ড বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

শরীরং সকলঞ্চৈতৎ শিরে নিষ্পোষ্যতে- সদা। প্রণালীভি রিবারামঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ ॥ ২ ॥ সুশ্রুতং।

সকল শরীর শিরাতে সর্ব্বদা পোষ্যং পরেশ্চ। অর্থাৎ শিরাই শরীর পোষিকা হয়। যেমন প্রণালী দ্বারা আরাম অর্থাৎ জলসিঞ্চনের (নালা) দিয়া জল আসিয়া পুষ্পোদ্যানকে পোষণ করেন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্রানদী দ্বারা জলসিঞ্চনে ক্ষেত্রে ধান্য সকলের পুষ্টি করে, তদ্রূপ ॥ ২ ॥

যদি বল এক বার প্রণালী অর্থাৎ নালা, অন্যৎকুল্যা অর্থাৎ কৃত্রিম ক্ষুদ্রা নদী বলার তাৎপর্য্য কি, উত্তর, স্থূল সূক্ষ্ম শিরা ভেদে কহিয়াছেন।

মন্ত্রই মুমূর্ষুকালে জপ করিয়াছিলেন, এবং অন্ত্যাশ্রমী অর্থাৎ যতি পরমহংসেরা ও তৎকালাবধি একাল পর্য্যন্ত অহরহ নারায়ণ নাম স্মরণোচ্চারণে নিযুক্ত আছেন, নচেৎ একজন জগৎ কর্ত্তা আছেন, বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন না।

প্রসারণাকুঞ্চনাদি ক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ।
শিরাত্রবোপ কুর্ব্বন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্তশতা-
নিতু॥ ৩॥ সুশ্রুতং।

প্রসারণ অর্থাৎ বিস্তারাগতি এবং আকুঞ্চন অর্থাৎ সং-কোচিত কর্ম্ম দ্বারা শিরা সকল শরীরে নিরন্তর উপকার করেন। সেই শিরা শরীরে (৭০০) সপ্তশত সংখ্যায় আ-ছেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত করা গিয়াছে॥ ৩॥

যথাক্রমদলে সাক্ষাৎ দৃশ্যন্তে প্রততাঃ
শিরাঃ। তথৈবদেহিনাং দেহে বর্ত্তন্তে
সকলাঃ। ॥ ৪॥

যেমন বৃক্ষপত্রে শিরা সকল বিস্তৃত দৃষ্ট হইতেছে, সেই রূপ দেহি অর্থাৎ দেহবান ব্যক্তিদিগের দেহ মধ্যে সকল শিরা স্থিতি করে॥ ৪॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশায় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৬৬ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩০ কার্ত্তিক রবিবার

" পূর্ব্বে এই নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার সাহায্যার্থে কি ভাগ্যবন্ত, কি মধ্যম গৃহস্থ সর্ব্ব সাধারণের নিকট আমরা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন মহানুভাব কর্ত্তৃক এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম না, যে তৎকর্ত্তৃক এতৎ পত্রিকা অবাদে নিয়মিত রূপে প্রচলিতা হয়, তবে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া অনেকেই কিঞ্চিৎ২ সাহায্য করিয়া থাকেন এতাবন্মাত্র, কিন্তু বিশেষ কটাক্ষপাৎ পূর্ব্বক অনুরাগী নহেন, কি খেদের বিষয়, ধর্ম্মপ্র-

ভাবের প্রবাহ কি এপর্য্যন্ত একাকালেই অবরোধ হই-য়াছে, বৈদিক জাতি অর্থাৎ হিন্দু অভিমানী ভাগ্যব-ন্তের মধ্যে কি বিশিষ্টরূপ যুগধর্ম্মের উদয় হইল, যেহেতু স্বজাতীয় ধর্ম্ম প্রতিকেহই ভ্রূক্ষেপ করেন না, নিবিড়ান্ধকারে নিরন্তর ধর্ম্মপথ সমাবৃত হইতেছে হা জগদীশ্বর, এই ভারতভুমে প্রগাঢ়২ ধনী ও মহান২ ভূম্যধিকারী সকল বাস করেন, যাঁহারা আমরা হিন্দু বলিয়া সতত অভিমান করিয়া থাকেন, জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা স্বজাতীয় ধর্ম্মের অনবলোকনে কিরূপে হিন্দু হইতে সাহাস করেন। মনো-মধ্যে ঘৃণাও উপস্থিত হয় না, যেহেতু অন্ত্যাবশায়ী ম্লেচ্ছা-দিরা তাঁহারদিগকে ঘৃণা করিয়া আত্ম প্রভূত্ব প্রকাশ করে, এই অবনীমণ্ডলস্থ এতদ্দেশে মনুষ্যচয় মধ্যে এতদ্দুরন্ত-কালে স্বজাতীয় ধর্ম্মরক্ষার্থ কেবল এক মহাপুরুষকেই প্রস্তুত দেখিতেছি, ধন্য, মান্য, বদান্য, পুণ্য, নৈপুণ্য, বিচক্ষাগ্রগণ্য, পৈশুন্য শূন্য, ধার্ম্মিকবরকারণ্য বিস্তারক প্রণত নিস্তারক ব্রহ্মণ্যশীল স্বধর্ম্মে ক্রীড়মান্ মহাপ্রধান বিপ্রবংশ প্রসূত মহা-কুলাবতংশ, সপ্তক্ষীরানিবাসী গুণরাশী অবিদাসী আশী বিশিষ্ট শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু দেবনাথ রায়চৌধুরীমহাশয় বৈদিক জাতীয় ধর্ম্মরক্ষার্থ তৎপর তিনিই এতদ্ধর্ম্ম পত্রিকার উন্নতি করণার্থ সমুদ্যম পূর্ব্বক সংপূর্ণ উদ্যোগ করিতেছেন, বিশে-ষতঃ গত বৈশাগ মাসাবধি স্বীয়মনোযোগে বিশেষ সাহায্য করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, এক্ষণে অন্যানুশীলনের বিরহতা

প্রযুক্ত তৎসাহায্যানুরূপ কল্প বৃক্ষাবলম্বিনী কল্পলতিকা কারা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ফলপুষ্পবতী হইবেন এমত প্রত্যাশা হইয়াছে, যেহেতু উক্ত মহানুভাবের মনোযোগ স্বরূপ আলবালে কারুণ্যামৃত ষিঞ্চন হইতেছে, উক্তা কল্পলতিকা রূপা পত্রিকার ধর্ম্ম স্বরূপ কুসুম কলিকা যখন প্রস্ফোটিত হইবে তখন তৎসৌরভে এতদ্দেশকে পরমামোদিত করিবেক, ফলোদ্গমে বাঞ্ছাতিরিক্ত ফল প্রদানও করিবেন, এবং ছায়াবলম্বনে সংসরোত্তপ্ত ব্যক্তিরা পরম সুশীতল হইবেন, অতএব ধন্যতম ধার্ম্মিক বর রায়চৌধুরী মহাশয়কে জগদীশ্বর, বিশেষ সৌরব যুক্ত করিয়া তচ্চিত্তকে নিয়ত নিত্য সত্য-মুক্ত স্বভাব সনাতন ধর্ম্মে নিযুক্ত করুন্।

গতবারের শেষঃ ব্রহ্মোপনিষৎ।

একমেবতৎপরং ব্রহ্মবিভাতি নির্ব্বাণং নতত্রদেবাঋষয়ঃ পিতর ঈশতে প্রতিবুদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যেতি ॥ ৭ ॥

*সেই তুরীয়াখ্য পরমাত্মা নির্ব্বাণ পদ পরব্রহ্ম তিনিই এক সর্ব্বত্রে দেদীপ্যমান্ সেখানে দেবতা ঋষি পিতৃ প্রজে-

---

* অর্থাৎ তুরীয়াবস্থ সেই পরমাত্মাকে জানার নামই ব্রহ্মজ্ঞান, তন্নিমিত্তই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসানন্তর [অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসেতি] বেদান্ত সূত্রি-

শাদি কেহই প্রতিভা প্রাপ্ত হয়েন না, নিত্য সত্যমুক্ত স্বভাব অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাই সর্ব্ব বস্তুকে স্বপদে আনয়ন করেন ॥ ৭ ॥

যেমন সমান্য নদনদী প্রভৃতি জলাশয় সকল সমুদ্রান্তরে স্বপ্রভাবে বলবদ্রূপে প্রচলিত হয় কিন্তু সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলে আর কিছুমাত্র প্রভাব থাকে না, কেবল প্রবাহ বিচ্ছেদও নহে সেই সকল জলাশয়কে জলাশয় বলিয়াও পরিচিত হওয়াযায় না, তদ্রূপ তুরীয়াবস্থা প্রাপ্তে ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক্ পদার্থ থাকে না ॥ ৭ ॥

হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদিপ্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা
হৃদিপ্রাণশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎসূত্রঞ্চতদ্বিদুঃ
॥ ৮ ॥

ত করিয়াছেন, যেহেতু ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা পদে ধর্ম্মজ্ঞান, তাহাতে তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রাক্ষরের আবৃত্তিকে ধর্ম্মজ্ঞান বলেনা, অক্ষরাবৃত্তি করিয়া যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড ব্রত নিযম দৈব, পৈত্রকর্ম্ম, এবং সদাচারাদি করিতে হয়, যখন কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া সংসারোচিত ক্রিয়াতে বিরিক্তি জন্মে, তৎকালে সংসার বিহিত সকল কর্ম্মকে বিসর্জ্জন করতঃ কেবল যজ্ঞাদি শুভকর্ম্মানুষ্ঠানকে আত্মস্থ করিযা পরিব্রাজক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক, অর্থাৎ দণ্ড গ্রহণে ব্রহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেক, তথাপি কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ না করিয়া, বহিঃকর্ম্মে বিরক্ত হইয়া অধ্যাত্ম যোগী হইবেক।

হৃদিস্থিত দেবতা সকল, * হৃদিস্থিত প্রাণাদি, এবং † হৃদিস্থ জ্যোতি অর্থাৎ চিদাভাস ইহাকেই ‡ ত্রিবৃৎসূত্র বলিয়া জ্ঞানিরা জানিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানবান্ সাধকেরা বহিষ্কর্ম্ম পরিত্যাগেচ্ছু ব্যক্তির ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য, তাহাতে সমস্ত বাহ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিয়া পরিণামে সেই সকল বাহ্যকর্ম্মকে স্বহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতঃ ব্রহ্মানুশীলন করিবেন অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ না করিয়া অন্তর্যাগে কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, তত্রাদৌ ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণে কেবল ব্রাহ্মণেরি অধিকার অন্যের তদ্ধর্ম্ম অধিকারের অনুশাসন নাই, বহিঃকার্পাসসূত্র ধারণ, সেই সূত্রের অনুরূপ হৃদয়ে জ্ঞান সূত্রধারণ করিবেন। অর্থাৎ বহির্দেবতা চিন্তা রহিত করিয়া হৃদিস্থ অর্থাৎ আত্মস্থ সমস্ত দেবতার চিন্তা করিবেক, যেহেতু শরীরেই সমস্ত

---

* হৃদিস্থ প্রাণাদি, অর্থাৎ প্রাণ অপান সমান উদান, ব্যান, নাগ-কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় প্রভৃতি যদিও নানাস্থানে স্থিত করেন তথাপি তাঁহারদিগের হৃদয়ই মূলস্থান, যেহেতু সমস্ত বায়ুই প্রাণের বশ।

† হৃদিস্থ জ্যোতি ইত্যর্থে জীবাত্মা, যেহেতু চৈতন্য স্বরূপ আত্মাই জীবরূপে ভাসিত।

‡ ত্রিবৃৎসূত্র পদে প্রাকৃত ভাষায়, [ত্রিদণ্ডী] বলে। অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র বহির্ব্রাহ্মণ লক্ষণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্ম ত্রিবৃৎসূত্র ধারণ করিবেক।

দেবতার অধিষ্ঠান হয়। অর্থাৎ শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল দেবাংশ ভূত আত্মাকে অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে প্রাণের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

হৃদিচৈতন্যে তিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥

উক্ত ত্রিবৃৎসূত্র হৃদিস্থ এক চৈতন্যে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তিনিই সকলের গ্রন্থি স্বরূপ হয়েন, তাঁহাকে অবলম্বন করতঃ সমস্ত বিষয়ের সংস্থিতি হয় ॥ ৯ ॥

ইত্যর্থে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা বহিঃসূত্র ত্যাগ করিয়া অন্তঃস্থ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন তাহার মন্ত্র উদাহৃত হইয়াছেন।

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ আয়ষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তুতেজঃ ॥ ১০ ॥

* প্রজাপতি অর্থাৎ জগৎবিধাতা কর্ত্তৃক উক্ত যে যজ্ঞসূত্র, পরম পবিত্র সর্ব্ব ভুবনের শ্রেষ্ঠ, পরমায়ুষ্য সর্ব্বোত্তম শুভ্র

* প্রজাপতি শব্দে ব্রহ্মা অর্থাৎ পরব্রহ্ম ব্রহ্মারূপে প্রজোৎপত্তি করেন। আদৌ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যশূদ্রাদি চারি জাতি সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ জাতিকে ব্রহ্মানুশীলনের ভারদেন, চিহ্নার্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সূত্র প্রদান করেন। যথা [ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুনা ত্রিগুণীকৃতং শিবেন পিহিতং গ্রন্থং সাবিত্র্যাচাভি মন্ত্রিতং। ব্রহ্মা

সেই যজ্ঞোপবীত পরিমোচন করতঃ এই চৈতন্যের প্রকাশ ত্রিবৃৎ সূত্র ধারণ করিলাম, অতএব হে পরমাত্মন্ বহির্যজ্ঞোপবীতের যে বল যে তেজঃ সেই বল সেই তেজঃ এই ত্রিবৃৎ সূত্রে অধিষ্ঠিত হউক ॥ ১০ ॥

অতএব এতজ্জন্য ব্রাহ্মণাদির বহিঃসূত্র ধারণাও বিফল নহে, যেহেতু বহিরনুসারে অন্তঃসূত্র ধারণের বিধি সুতরাং দণ্ডগ্রহণে বহিষ্কর্ম্মন্যাস করিলে বহিঃসূত্র ন্যাস করিতে হয়, একারণ সংসারস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া ব্রাহ্মণকেই নিশ্চয় করিয়াছেন, সংসার ত্যাগী দণ্ডীরাও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাহাদিগের বাহ্যকর্ম্ম ব্রাহ্মণবৎ করিতে হয় না, কিন্তু সদাচার ভিন্ন অসদাচারী হইলেও ব্রহ্ম ধর্ম্ম রক্ষা পায় না।

সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্র মিতিধারয়েৎ॥ ১১॥

বিষ্ণু শিবশ্চৈব বাসুকিঃ পবনোনলঃ শুক্রঃ সূর্য্যঃ সুরাচার্য্য স্তন্তূনাং নব দেবতাঃ] প্রথমতঃ ব্রহ্মা সূত্রোৎপাদন করেন, বিষ্ণুকৃত ত্রিগুণ অর্থাৎ ত্রিদণ্ডী, মহাদেব গ্রন্থি বন্ধন এবং গায়ত্রী অভিমন্ত্রিত করেন। নবসূত্রে নবদেবতার অধিষ্ঠান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকি, পবন, অগ্নি, শুক্র, সূর্য্য, বৃহস্পতি এই নবদেবতা হয়েন। অতএব বহিঃসূত্রকে অন্তঃস্থকরা অর্থাৎ শরীরের মধ্যে এই সকল দেবতার বাস, ইঁহাদিগকে একাগ্রমনে অনুধ্যান করতঃ অন্তঃসূত্রে অধিষ্ঠিত করিয়া বহিঃসূত্রকে ত্যাগ করিবেন। ইহার নাম দণ্ডগ্রহণ।

শিগুন করতঃ জ্ঞানেচ্ছু সাধক বহিঃসূত্র ত্যাগ করি-বে। অর্থাৎ সমস্ত নশ্বর কর্ম্ম হইতে চিত্তকে উঠাইয়া এক অক্ষর পরব্রহ্ম যিনি তাঁহাকে * সূত্ররূপে জানিয়া তৎসূত্রধারী হইবেন ॥ ১১ ॥

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদং। তৎসূত্রং বিদিতং তেন সবিপ্রো-বেদ পারগঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তর ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছেন, সূচনাৎসূত্র অর্থাৎ পরমপদের অভিসূচক ইত্যর্থে সূত্র, অতএব বিপ্র-স্কন্ধে সূত্রদৃষ্টে ব্রাহ্মণ বলিয়া উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ ইঁহার ব্রহ্মানুশীলন আছে, ইত্যর্থে সূত্রকে ব্রহ্মসূচক বলিয়া জ্ঞানীরা কহেন এই † যজ্ঞসূত্রের মর্ম্মবিদিত ব্রাহ্মণকেই বেদ পারগ বলাযায়, অর্থাৎ সূত্রধারণেই ব্রহ্মাণ বিদিতার্থে বেদপারগ হয়েন।

---

* সূত্রপদে তন্তু এবং সর্ব্ব কারণ, অতএব ব্রহ্মই সর্ব্ব কারণ এনিমিত্ত তাঁহাকে সূত্র বলিয়া ধৃত করিয়াছেন।

† যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া তৎকারণ জানিবে, তাহা জানিলেই মোক্ষ-পদ প্রাপ্তি হয় নচেৎ বিপ্রত্বে সূত্র ধারণমাত্র, যথা [উৎপত্তিং যজ্ঞ সূত্রস্য যে ন জানন্তি ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভবন্তি ভস্মসাৎ কিলঃ] যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি যে সকল ব্রাহ্মণেরা জানেন না তাঁহাদি-গের সকল কর্ম্মই ভস্মসাৎ অর্থাৎ বিফল হয়। ইত্যর্থে এই উপলব্ধি

যেনসর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রেমণিগণাইব।
তৎসূত্রং ধারয়েদ্যোগী যোগবিত্তত্ত্বদর্শি-
বান্॥ ১৩॥

সামান্য মণিগণ সূত্রে গ্রথিত ন্যায় * যে সূত্রে এই সমস্ত বিশ্ব গ্রথিত হইয়াছে, যোগবিৎ তত্ত্বদর্শী যোগীরা সেই সূত্রকেই ধারণ করেন॥ ১৩॥

বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমা-
স্থিতঃ। ব্রহ্মভাব মিদং সূত্রং ধারয়েদযঃ
সচেতনঃ॥ ১৪॥

বিদ্বান্ পদে সাধক উত্তম যোগাস্থিত হইয়া এবং বহিঃ-সূত্র ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপ এই অধ্যাত্মসূত্র যিনি ধারণ করেন, তিনিই সচেতন অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্ম রূপ হয়েন॥ ১৪॥

করাইয়াছেন, যে যজ্ঞসূত্রের উৎপত্তি জানিতে হইলেই, পরব্রহ্মের অনুশীলন করা হয়, তাহা হইলেই সমস্ত কর্ম্ম সকল, যথা [তপাংসি সর্ব্বানিচ যদ্বন্তীতি] সকল তপস্যাই তৎপ্রাপ্ত্যর্থে, একারণ দণ্ডগ্রহণে বহিঃস্কর্ম্ম ত্যাগে কেবল এক ব্রহ্মকে চিন্তা করিতে হয়, অতএব অন্তঃ সূত্রধারণেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

* অর্থাৎ সূত্রমালা গ্রন্থনবৎ পরমাত্মাতে জগৎ গ্রথিত, একারণ তাঁহাকে সূত্র বলিয়া যোগীরা যজ্ঞোপবীত রূপে ধারণ করেন।

ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টোনাশুচির্ভ-
বেৎ। সূত্র মন্তর্গতং যেষাং জড়া যজ্ঞো-
পবীতিনাং। তেবৈ সূত্রে বিদোলোকা
স্তেচ যজ্ঞোপবীতিনঃ ইতি ॥ ১৫ ॥

অন্তঃসূত্র ধারণে তৎসূত্র * উচ্ছিষ্ট হয় না, এবং যজ্ঞো-
পবীতধারি ব্যক্তি অশুচি হয় না অর্থাৎ নিত্য শুচি হয়।
চৈতন্য স্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারীই যজ্ঞোপবীতি। তদিতর
কার্পাসসূত্রধারী জড়া যজ্ঞোপবীতি ॥ ১৫ ॥

ইতি ব্রহ্মোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ঃ।

অথ স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষার প্রতিফল।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে শকাব্দা ১৭৭২ শ-
কের মাঘ মাসীয়ানিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকায় শ্রীরামপুর
নিবাসী মিশনরি রাজ সম্পাদকের (সত্যপ্রদীপ পত্রের)
উক্তি প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা এবং স্বাধীনতা প্রদান
বিষয়ে যে প্রত্যুক্তি করাগিয়াছিল, তাহার ফল প্রদর্শনার্থ
অত্রপত্রে কিঞ্চিৎ লিখনের আশ্যক হইল। এক্ষণে মিশ-
নরি কর্ত্তৃক সত্য প্রদীপের বর্ত্তী স্নেহাভাবে নির্ব্বাণ পদে

---

* উৎশিষ্ট পদে ত্যাগ করাযায়না, অন্যৎ বহিঃসূত্রচ্ছিন্নভিন্ন হয় এবং
ত্যাগ করিতে পারে, অপিচ বিবিধ সদাচার না করিলে তৎসূত্রের প্র-
ভাব থাকে না অতএব বহিঃসূত্রকে জড়সূত্র বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

আরোহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে (বেথুন) সাহেব স্ত্রীবিদ্যা শিক্ষার বিষয়েউদ্যম করেন, তাহাতে এতন্নগরস্থ এবং নগরান্তরস্থ অনেকানেক ভদ্র সন্তানেরাও বহু উৎসাহ যুক্ত হইয়া তাঁহাকে সাহস প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বমহর্ষিগণের বাক্য বিশ্বাস না করিয়া বালিশতা প্রযুক্ত আপন২ বুদ্ধিযুক্তিকেই বলবতী জ্ঞান করেন, কিন্তু ইহা উপলব্ধি হয় না, যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কদর্য্যা, তাহাতে বিদ্যা চাতুর্য্য প্রকাশ হইলে স্বাধীনা হইবে, তাহা হইলে পুরুষ মাত্রকে তৃণ তুল্য জ্ঞানে অনিষ্ট কর্ম্ম করণের অপেক্ষা রাখি-বেক না, দেখুন, যাঁহারা এতন্নগরে মহামান্য ধন্যবংশ প্রসূত ধনাঢ্যতম তাঁহাদিগের গৃহে বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যা দ্বারা কি না দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, অতি আক্ষেপে কহিতেছি, কিন্তু কহিতেও নয়ন সলিলে প্লাবিত হই, তথাপি না কহিলেও উত্তম২ ঘরে এই প্রকার অনেক কুকর্ম্ম উপস্থিত হয়, বর্ত্ত-মান কালে স্বর্গগত ৺বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর মহাশয়ের (দৌহিত্রী) অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডীয় ভাষায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন, সেই অবলা অভাগ্যা ভাগ্যবানের কুলকজ্জলা, বিদ্যাপ্রভাবে জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুর সাহেবের জ্ঞান প্রদানে অন্ধকূপ হইতে মহাআলোকে গিয়াছেন, ভাগ্যবানেরা বিবেচনা করুন্ ঐ অবলাকে যদি বিদ্যাদিয়া তাঁহারা প্রবলা না করিতেন তবে তিনি কদাপি শিকদারিপদে আসক্তা হইয়া পত্র লিখিয়া মাতুল সাহেবের নিকট আত্ম বহির্নিষ্ক্রমণের

সংবাদ করিতে শঙ্কা হইতেন না, ইংলণ্ডীয়দিগের ইষ্ট সিদ্ধি বটে, কিন্তু মান্য বাবুদিগের কি সর্ব্বনাশের বিষয় হইয়াছে। অতএব, স্ত্রীলোকের বিদ্যা প্রদান বিষয়ে দোষ দেখিয়া শুনিয়া অতঃপর নিরস্ত হওয়াই কল্যাণ, নচেৎ কত রঙ্গ উপস্থিত হইবে তাহার সীমানাই, উজ্জ্বল ধর্ম্ম প্রদীপের প্রভাবে প্রায় সকল বড় ঘরেই দিবারাত্রি আলো জ্বলিবেক, সেই জ্বালায় কত জ্বালা ভোগ করিবেন, তাহা লেখনে লেখনীশক্তা হইতে পারিবেন না। এই সকল অসদৃশ কর্ম্ম কেবল নব্য বাবুদিগের সভ্যগুণেই উৎপন্ন হইতেছে, পূর্ব্বে এতাদৃক কুলকলঙ্কের ঘটনা হইত না, ইংলণ্ডীয়দিগের সহিত আলাপ রাখিবার নিমিত্ত প্রেমোন্মাদ জন্মিয়াছে, তাহাতেই হতবুদ্ধি হইয়া আপনং বদনে মসীচূর্ণের লেপ দিতেছেন।

কি পুত্র, কি কন্যা, ইহাদিগকে বালক কালে স্বজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে পরাংমুখ করিয়া শুদ্ধ ইংলণ্ডীয় ভাষায় পারদর্শী করণার্থ ইংরাজী পাঠশালায় নিযুক্ত করেণ সুতরাং তাহারা আত্ম ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধির অভাবে বিজাতীয় ধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়, নচেৎ বাবু জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুর কি, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিতেন, বিশেষতঃ এতদ্দেশের ধনবানদিগের সন্তানগণকে, খ্রীষ্টিয়ান করার মূল কল্পিত ব্রহ্মধর্ম্ম, যেহেতু সর্ব্ব জাতীয়ান্ন ভোজনে তদ্ধর্ম্মে নিষেধ নাই, ফলিতার্থ আহার ব্যবহারের অব্যবধান হইলে ইংরাজ ও মুসলমান, এবং

হিন্দুর আর বিশেষ কি থাকে, অতএব সম্ভ্রান্তদিগের উচিৎ যে আদৌভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানের পথে কণ্টক দেন এবং বেদোদিত কর্ম্মকাণ্ডের বিধিকে প্রাবল্য করতঃ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মের প্রবাহ বৃদ্ধি করেন, নতুবা বৃথা আক্ষেপের ফল কি, যদ্যপি কল্পিত ইংলণ্ডীয় স্ত্রীবিদ্যালয়ে বালিকাগণকে বিদ্যা-শিক্ষার্থ প্রদান করেন। তবে উত্তর২ সকল ভাগ্যবন্তের ঘরেই এই সর্ব্বনাশের ঘটনা দিনে২ ঘটিবে, তখন নিরন্তর স্বকর্ম্ম ফলের অনুভব করিয়া পরিতাপিত হইতে থাকিবেন।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ড বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভি-রুপাশ্রিতাঃ শিরাভিরাবতা নাভিশ্চক্র না-ভিরিবাকরৈঃ ॥ ৫ ॥ সুশ্রুতং।

নাভিস্থিত প্রাণি সকলের প্রাণ, প্রাণ হইতে নাভি আশ্রিতঃ শিরা দ্বারা আবৃত নাভি, অর্থাৎ * আকরেতে আচ্ছাদিত চক্র নাভির ন্যায়, শিরা দ্বারা আচ্ছাদিত নাভিমণ্ডল হয় ॥৫॥

* যেমন রথশকটাদির চরণ অথবা কুম্ভকারাদির চক্র, তাহার নাভি অর্থাৎ মধ্যদেশে তাহাতেই সমস্ত কীলক সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ তাবৎ শিরা জীবের নাভিমণ্ডলে আবদ্ধ, প্রাণ সকল স্থানে স্থিত হইয়াও নাভিকে আশ্রয় করিয়াছেন, নাভিও প্রাণের সঞ্চারে স্বস্থাবস্থায় থাকে।

তাযথাতাসাঙ্খলুমূলাঃ শিরাশ্চত্বারিংশৎ ॥ ৬ ॥ সুশ্রুতং।

সেই সকল শিরা অর্থাৎ সপ্তশত শিরার মুল শিরা (৪০) চত্বারিংশৎ হয় ॥ ৬ ॥

তাসাং দশবাতবহাঃ দশপিত্তবহাঃ দশশ্লেষ্মবহাঃ দশরক্তবহাঃ ॥ ৭ ॥ সুশ্রুতং।

সেই চত্বারিংশৎ মূলশিরার মধ্যে [১০] শিরা বায়ুকে বহন করে [১০] দশ শিরা পিত্ত বহন [১০] দশ শিরা শ্লেষ্মাকে বহন [১০] দশ শিরা রক্ত বহন করেন ॥ ৭ ॥

তাসাং খলুবাতবহানাং বাতস্থান গতানাং পঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি ॥ ৮ ॥ সুশ্রুতং।

সেই সকল নাড়ীর মধ্যে বায়ুস্থান গত দশ শিরা সহিত [১৭৫] এক শত পঞ্চ সপ্ততি শিরা হয় ॥ ৮ ॥

তাবত্যএব পিত্তবহাঃ পিত্তস্থানগতাঃ শ্লেষ্ম বহাঃ শ্লেষ্মস্থানগতাঃ রক্তবহাঃ রক্তস্থান অর্থাৎ যকৃৎপীহ্ গতাএবং শিরাঃ সপ্ত শতানিভবন্তি ॥ ৯ ॥ সুশ্রুতং।

পিত্তস্থানে, শ্লেষ্মস্থানে, রক্তস্থানে, এবং বায়ুস্থানগতা [১৭৫] শিরা সংখ্যায় বিস্তৃত হইয়াছে, একত্রিত গণিয়া [৭০০] সপ্তশত শিরা হইয়াছে ॥ ৯ ॥

তত্রবাতবহা একস্মিন্ সকথিনি পঞ্চবিং শতিঃ। এতেনেতর সক্থি বাহূচ ব্যাখ্যাতৌ ॥ ১০ ॥ সুশ্রুতং।

বায়ুবহা (২৫) পঞ্চবিংশতি শিরা এক পাদের সন্ধি বন্ধন করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ বায়ুর নিঃসরণ হয়, এই রূপ অপর পদে এবং বাহুদ্বয়ে একত্রিত (১০০) শিরা বিভক্ত হয় ॥ ১০ ॥

বিশেষতঃ কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশৎতাসাং শ্রোণ্যাং গুদমেঢ্রাশ্রিতা অষ্টৌ ॥১১॥ সুশ্রুতং

বিশেষতঃ কটিবিবরে (৩৪) চতুস্ত্রিংশৎ শিরা তন্মধ্যে শ্রোণিতে, অর্থাৎ যোনিবিবরে ও গুহ্যে, এবং মেঢ্রে অর্থাৎ লিঙ্গে বায়ু বহা অষ্ট শিরা বিভক্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

দ্বেদ্বেপার্শ্বয়োঃ ষট্ পৃষ্ঠে তাবত্যএবচোদরে দশবক্ষসি ॥ ১২ ॥ সুশ্রুতং।

পার্শ্বদ্বয়ে দুই দুই শিরা, ছয় শিরা পৃষ্ঠে, ছয় শিরা উদরে, দশ শিরা বক্ষস্থলে বিভক্ত হয় ॥ ১২ ॥

একচত্বারিংশৎ জত্রুণ ঊর্দ্ধং তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং। চতস্রঃ কর্ণয়োঃ নবজিহ্বায়াং ষট্নাসিকায়াং অষ্টৌ নেত্রয়োঃ ॥ ১৩ ॥ সুশ্রুতং।

একচল্লিশ শিরা কণ্ঠার উর্দ্ধে, তন্মধ্যে গলদেশে চতুর্দ্দশ। চতুঃশিরা কর্ণদ্বয়ে। নবশিরা জিহ্বায় নাসিকাদ্বয়ে ছয় শিরা। চক্ষুদ্বয়ে অষ্ট শিরা বায়ুকে বহন করেন॥ ১৩॥

এবং বাতবহানাং স পঞ্চ সপ্ততিশতং ভবন্তি এষবিভাগঃ। পিত্তবহানামপি। বিশেষস্তু পিত্তবহা নেত্রযোর্দ্দশ কর্ণয়োর্দ্বয়োঃ॥ ১৪॥ সুশ্রুতং।

এই প্রকার বায়ুবহা শিরা (১৭৫) পঞ্চ সপ্ততিশত হয়, এই বিভাগ পিত্তবহার শিরায় ও জানিবেন। বিশেষতঃ পিত্তবহা শিরা মধ্যে চক্ষুদ্বয়ে দশ শিরা, কর্ণদ্বয়ে দ্বয় শিরা হয়॥ ১৪॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৬৭ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ অগ্রহায়ণ সোমবার

গোবিন্দ পূজ্যপাদ শিষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বমত স্থাপনের নিমিত্ত নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতিব অবলম্বনে দিগ্বিজয় করিয়া কৃতকার্য্য ইহয়াছিলেন, কিন্তু বিচারোপলক্ষে বহুতর দেবনিন্দা ও শাস্ত্র নিন্দা করাতে অনেকানেক লোকের চিত্তে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মিল, আচার্য্য স্বামী তদ্দৃষ্টে আপনাকে ধিক্কার দিয়া মনে২ বিচার করিলেন, যে আমি কি, কুকর্ম্ম করিলাম, এক্কালে পৃথিবীর ধর্ম্ম উচ্ছেদ জন্য সোপান স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইলাম।

অনন্তর তদ্দোষ ক্ষালনার্থ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ, এবং সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি না কোপিতা হয়েন, এতদর্থে বেদান্ত চর্চ্চার নিমিত্ত স্থানে২ মঠ সংস্থাপন করতঃ শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন, যে সাকার শ্রুতিকে অপ্রামাণ্য করিহ না, মূর্ত্তামূর্ত্ত উভয়াত্মক ব্রহ্ম, ঐক্যবাদীকেই অদ্বৈতবাদী বলে, অতএব দেব দেবীর প্রতি দ্বেষ রহিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে অর্চ্চনা করহ। এবং যথেস্টাচারে বিরক্ত হও এই রূপ শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া স্বয়ং স্বকৃত দুষ্কৃতি ক্ষালনার্থ দক্ষিণে শৃঙ্গগিরির নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর প্রতিমা স্থাপনা করতঃ তন্নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা শঙ্কর বিলাসধৃতং।

সাকার শ্রুতিমুল্লংঘ্য নিরাকার প্রবাদতঃ।
যদঘংমেকৃতং দেবি তদঘং ক্ষন্তুমর্হসি॥
ত্বমেব জগতাংধাত্রী সারদেহক্ষর রূপিণি।
তব প্রসাদাদ্দেবেশি মূকোবাচালতাং ব্রজেৎ॥ বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থন্তু বিপর্য্যয়ং। দেবানাং জপ যজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চ্চনং। স্বমতস্থাপনার্থায় কৃতং মেভূরিদুষ্কৃতং। তৎক্ষমস্ব মহামায়ে পর-

মাত্মা স্বরূপিণি ॥ কৃতাঘ পরিহারায় ত-
বার্চ্চা স্থাপিতাময়া। অত্রতিষ্ঠ মহেশানি
যাবদাহূত সংপ্লবং। শঙ্করবিলাসং।

হে দেবি, হে সারদে, সাকার শ্রুতিকে তিরস্কার করতঃ নিরাকার শ্রুতিকে প্রতিপন্ন করাতে যে পাতক করিয়াছি, তাহা আমাকে ক্ষমা করহ। হে জগন্মাতঃ সারদে তোমার প্রসাদে মূক ব্যক্তিও বাক্‌পটু হয়। বিরুদ্ধ ধর্ম্মীরদিগের বিচারে বেদার্থকে বিপরীত করিয়াছি, এবং দেবতাদিগের জপযজ্ঞ অর্চ্চনাদি খণ্ডন করিয়াছি, আর মত সংস্থাপন জন্য অনেক দুষ্কৃতি করিয়াছি, হে মহামায়ে হে পরমাত্মা রূপিণি সারদে, আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করহ। অতএব কৃত পাতকের পরিহারার্থ আমি তোমার প্রতিমা স্থাপনা করিলাম, এই প্রতিমায় তুমি এক কল্প পর্য্যন্ত অবস্থিতি করহ।

ঐ আশ্রমে সঙ্করাচার্য্য কিয়ৎকাল বাস করতঃ স্বশিষ্য ভাবতী সংপ্রদায় স্থাপন করিয়া বিশ্বেশ্বরের প্রসন্নার্থ শ্রীশ্রী৺ বারানশী ক্ষেত্রে গমন করতঃ বিশ্বেশ্বরের ও অন্নপূর্ণার গঙ্গার অননুকম্পা উপলব্ধি করিয়া গঙ্গা, শিব, অন্নদা এবং ত্রিপুরা মাহাত্ম্য আনন্দ লহরী প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অথ শঙ্করাচার্য্য কৃতং অপরাধ ভঞ্জন শিবঃস্তোত্রং।

শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধর মুকুটং পঞ্চবক্তুং ত্রিনেত্রং। শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপিবরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তং॥ নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুক সহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে। নানালঙ্কার দীপ্তং স্ফটিক মণি-নিভং পার্ব্বতীশং ভজামি।

পার্ব্বতীনাথ মহাদেবকে ভজনা করি, কিন্তু কিম্ভূত শিব-না, শান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, ইত্যর্থে অনুগ্রহদর্শন, পদ্মাসনস্থ, অর্থাৎ মুদ্রা বিশেষঃ কিম্বা কমলাসন, তৎপদে শবাসনও সিদ্ধ হয় যেহেতু তিনি শ্মশান বাসী, অর্দ্ধচন্দ্র ললাট ভূষণ, পঞ্চানন, ত্রিলোচন, দশভুজ, শূল, বজ্র, খড়্গ পরশু বর, দক্ষিণ হস্তে বহন করেন, অপর বাম হস্তে নাগ, পাশ, ঘণ্টা, ডমরু, অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন নানা অলঙ্কারে দীপ্ত কলেবর, স্ফটিক মণির ন্যায় উজ্জ্বল রূপ।

নশক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদ গহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যং। শ্রৌতৈর্বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুল বিহিতে ব্রহ্মমার্গেচ সারে॥ নষ্টো ধর্ম্মো বিচারঃ শ্রবণ মননয়োঃ কোনিদিধ্যা-

সিতব্যঃ। ক্ষন্তব্যো মেপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

পদেং দুর্গম যে স্মার্ত্তকর্ম্ম অর্থাৎ স্মৃত্যুদিত কর্ম্ম করণে শক্ত হইলাম না, অর্থাৎ তাহাতে * কর্ম্মাকরণ জন্য সমূহ প্রত্যবায়ে আকুল হইয়াছি, ইত্যর্থে স্মৃত্যুক্ত দ্বিজকুল বিহিত এক সার যে ব্রহ্মমার্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলোচিত স্মার্ত্তকর্ম্ম বিধান করি, নাই, তাহাতে † শ্রুতি বার্ত্তার সহিত আমার সম্বন্ধ কি এবং ধর্ম্ম বিচার নষ্ট হইয়াছে, ‡ শ্রবণ মনন দ্বারা নিদিধ্যাসিতব্য, কে, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিশ্চয় করি নাই, এক্ষণে শরণাগত যে আমি আমার এই সকল অপরাধ হে শিব হে শম্ভো কৃপা করিয়া ক্ষমা করিহ।

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপন বিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং। পূজার্থং বা কদাচিৎ

* স্মৃত্যুদিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয় না, যথা শ্রুতি [ধর্ম্মেন পাপান পনুদতীতি] ধর্ম্ম দ্বারা পাপাপনোদন হয়, নিষ্পাপ হইলেই চিত্তের শুদ্ধি জন্মে, চিত্ত শুদ্ধে শ্রুতিঃ অর্থাৎ বেদান্ত ধর্ম্মে অধিকারী হয।

† শ্রুতিঃ পদে বেদান্ত (বেদান্তস্যাদুপনিষ দিতি মেদিনী) বেদান্ত শব্দে উপনিষৎকে অভিধানে ব্যাখ্যা করেন।

‡ [আত্মাবারে শ্রোতব্য, মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য ইতি] শ্রুতি বাক্যে আত্মাকে নিশ্চয কবিয়াছি, কিন্তু সেই আত্মা, কে, তাহার নিশ্চয় করি নাই, এত জন্য আমি তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছি।

বহুতর গহনাৎ খণ্ডবিল্লৈক পত্রং। নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধপুষ্পে তদর্থং। ক্ষন্ত ব্যোমেপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥

আমি কদাচিৎ বিধি পূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করি নাই, এবং কদাপি পূজার্থ গঙ্গাজল, ও বন হইতে খণ্ড বিল্লপত্রও আহরণ করি নাই, অপর সরোবর হইতে প্রফুল্ল পদ্মমালা এবং গন্ধপুষ্প আনীত হই নাই, অতএব হে শম্ভো হে মহাদেব হে শিব আমার এই অপরাধ ক্ষমা করহ।

তথাপি কাল রাজেন নিঃক্ষিপ্তঃ শঙ্করাজ্ঞয়া। হিমাদ্রিশিখরাগ্রেচ পপাতচ মমারচ॥ শঙ্করবিলাসং।

অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্র করাতেও শিবাজ্ঞা মতে কালভৈরব কর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয় শৃঙ্গে পতিত মাত্রেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শঙ্করাচার্য্যের জন্ম বৃত্তান্ত সর্ব্ব জনে খ্যাত আছে।

গতবারের শেষঃ।

অথ ব্রহ্মোপনিষৎ।

জ্ঞানশিখনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞো পবীতিনঃ। জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং জ্ঞানমুচ্যতে॥ ১৬॥ ১॥

কেশধারীর নাম শিখী, যজ্ঞোপবীত ধারির নাম যজ্ঞোপবীতী, অতএব বহিঃশিখা, বহির্যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করতঃ জ্ঞাননিষ্ঠ যতি, অর্থাৎ পরম হংসেরা * জ্ঞানময়ী শিখা এবং জ্ঞানময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানই পরমোপাস্য এবং জ্ঞানানুশীলনই পবিত্রের কারণ হয়।

অগ্নেরিবশিখা নান্যাযস্য জ্ঞানময়ীশিখা। সশিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্নিতরে কেশধারিণঃ ।১৭।২।

---

* জ্ঞান শব্দে সামান্য ঘটপটাদি বিষযক নহে, পরমার্থ জ্ঞানকেই জ্ঞান বলিযা উক্ত করিযাছেন, জ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলেন, যথা তৈত্তিরীযা শ্রুতি (সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্মেতি) সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্ম, অতএব পরমাত্ম তত্ত্বনিষ্ঠ সাধকের অর্থাৎ যতিদিগের জ্ঞানানুষ্ঠানই পবিত্র কারণ। অতএব তত্ত্বজ্ঞানেতর যে জ্ঞান, তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করেন। যথা কোষে [বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ]

অগ্নিশিখার ন্যায় শিখা, যাহার জ্ঞানময়ী শিখা, অন্যা শিখা, তাহার তুল্যা নহে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞানময়ী শিখা ধারণ করেন সেই শিখী, তদিতর শিখা কে শধারণমাত্র।

কর্ম্মাণ্যধিকৃতা যেতু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তেভির্ধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ-
স্মৃতং।১৮।৩।

বৈদিক্ * কর্ম্মাদিকে বাহে অধিকৃত করিয়াছেন যে সকল ব্রাহ্মণেরা, তাঁহারদিগের সম্বন্ধে এই ক্রিয়াঙ্গ বহির্যজ্ঞ সূত্রও বহিঃশিখা সন্ধার্য্য হইয়াছে।

শিখা জ্ঞানময়ী যস্যোপবীতঞ্চৈব তন্ময়ং।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্যেতি ব্রহ্মবিদোবিদুঃ
।১৯।৪।

যে সকল যতিরা † জ্ঞানময়ী শিখা এবং জ্ঞানময় উপবীত অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তাঁহারদিগের সমস্ত প্রকার ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান করণ সিদ্ধ হয়, ইহা ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ বেদবিৎ জ্ঞানিরা জানিয়াছেন।

---

* অর্থাৎ বহিঃকর্ম্মকারক ক্রিয়াবান্ সংসারি ব্রাহ্মণের সূত্র শিখা ধারণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা, অকরণে প্রত্যবায়ী হয়েন।

† বহিঃকর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞান শিখা জ্ঞান সূত্র ধারণ করতঃ যতিরা অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা তাবৎ কর্ম্মকে মানসে সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ তাঁহা-

ইদং যজ্ঞোপবীতন্তু পরমং যৎপরায়ণং। সবিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতীস্যাৎ সযজ্ঞস্তং যজ্বিনং বিদুঃ। ৯০। ৫।

এই পরম পবিত্র জ্ঞান সূত্র পরায়ণ যেব্যক্তি হয়। সেই বিদ্বান সেই যজ্ঞোপবীত ধারী সেই সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত বলিয়া জানিহ। ইত্যর্থে সেই বিদ্বান, অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন সেই যজ্ঞ দীক্ষিত অর্থাৎ যজনশীল যেহেতু * পূর্ব্ব যজ্ঞাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন না হইলে দণ্ড গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্মে না।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

এবং রক্তবহা অষ্টৌ নেত্রয়োঃ শ্লেষ্মবহাস্তু ষোড়শ গ্রীবায়াং কর্ণয়োর্দ্বে এবং শিরাণাং সপ্তশতানি ব্যাখ্যাতানি॥১৫॥ সুশ্রুতং।

রদিগের ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া অকরণীয়া নহে, সুতরাং ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিদিগের উচিত হয় না যে সংসারি ব্যক্তির আচরিত ধর্ম্মের দ্বেষ করেন যেহেতু সংসারিও অসংসারী উভয় পক্ষেই দ্বিবিধ উপাসনার পথ বেদে উক্ত করিয়াছেন।

* এই জন্য বেদান্তে এবং বেদান্তসারে উক্ত করিয়াছেন, যথা। [সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন প্রমাতা] অর্থাৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলে জ্ঞানেচ্ছা জন্মে, যথা [ইহজন্মে জন্মান্তরেবা] ইহজন্মে কি জন্মান্তরে

এবম্প্রকার রক্তবহা শিরা (১৭৫) পঞ্চ সপ্ততিশত, তন্মধ্যে নেত্রদ্বয়ে অষ্ট শিরা শ্লেষ্মবহা শিরাও পঞ্চ সপ্ততিশত তাহার মধ্যে গ্রীবাতে ষোড়শ শিরা কর্ণদ্বয়ে দুই শিরা, এই প্রকারে সপ্তশত শিরা প্রখ্যাত হইয়াছে। অর্থাৎ চতুর্ব্বিভাগে (১৭৫) শিরা চতুর্গুণ করাতে (৭০০) সপ্তশত সংখ্যা হয় ॥ ১৫॥

ক্রিয়াণামপ্রতীঘাতমমোহং বুদ্ধি কর্ম্মণাং।
করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃশিরাঃ পবনশ্চরন্ ॥ ১৬ ॥ সুশ্রুতং।

যৎকালে বায়ু গমনাগমন করিতে থাকেন তৎকালে ক্রিয়া সকল অর্থাৎ প্রসারণ আকুঞ্চনাদির সম্যক্ রীতিমত হয় এবং বুদ্ধির স্ববিষয়ে জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় না। আর সৎকর্ম্মের প্রতিঘাত কাবক বুদ্ধীন্দ্রিয়ের এবং মনের অমোহ হয় অর্থাৎ জড়তা জন্মে না। জড়তা পদে ঐ বায়ু অজ্ঞানতা দোষকে উৎপাদন করেন না। এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার গুণের উদয় কে করেন। অর্থাৎ ভুক্তান্নাদির রসকে সর্ব্ব শরীরে যথা স্থানে প্রাপ্ত করান্ যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয় ॥ ১৬ ॥

যদাতু কুপিতোবায়ুঃ স্বাঃশিরাঃ প্রতিপদ্যতে। তদাস্য বিবিধারোগা জায়ন্তে বাতসম্ভবাঃ ॥ ১৭ ॥ সুশ্রুতং।

যাহাষ সমস্ত কর্ম্ম পরিসমাপ্তি হয়। তাহারই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি ইচ্ছা জন্মে।

যে কালে স্বভাব ভ্রষ্টবায়ু অর্থাৎ কোপিতবায়ু স্বকীয় শিরাভিগামী হয়েন, তৎকালে * ঐ বায়ুর বিবিধ পীড়া জন্মে অর্থাৎ বায়ু সম্ভব পীড়া হয় ॥ ১৭ ॥

ভ্রাজিষ্ণুতা মন্নরুচি মগ্নিদীপ্তি মরোগতাং। করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি পিত্তমাত্ম শিরা-শ্চরন্ ॥ ১৮ ॥ সুশ্রুতং।

যৎকালে পিত্ত. পিত্তবহা নাড়ীতে বায়ু সহকারে সাম্য-ভাবে প্রচলিত হয়েন। তৎকালে শরীরের দীপ্তিতা ও অন্নাদির রুচিতা এবং জঠরানলের দীপন ও অরোগভাবস্থ শরীরকে কবেন। অর্থাৎ পৈত্তিক রোগের অনুৎপত্তি হয়। এবং অন্যান্য গুণ সকল অর্থাৎমেধা বুদ্ধি দর্শন শক্তির বৃদ্ধি করেন, অপর বলেরও বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

যদাতু কুপিতং পিত্তং সেবতে স্বাবহাঃ শিরাঃ। তদাস্য বিবিধারোগা জায়ন্তে পিত্তসম্ভবাঃ ॥ ১৯ ॥ সুশ্রুতং।

---

* বাতসম্ভব.ব।গ পদে বায়ু পীড়া অর্থাৎ [অশীতির্বাতজান্ রোগা-নিতি] ৮০ অশীতি প্রকাব শুদ্ধ বায়ু জন্য পীডা তাহাতে আকুঞ্চন প্রসারণের বিপরীরিত হয়, বুদ্ধির বিষয়ে গতি বোধ হয় শরীরের বৈবর্ণ হয়। অজ্ঞানতা জন্মে, সৎক্রিয়াত বুদ্ধিব অনভিনিবেশ হয়। সর্ব্বদা চিত্তকে মালিন্য কবে, ভুক্তান্নাদিকে পরিপাক করেন না, সুত-রাং অজীর্ণাদি দ্বারা বিবিধ রোগোৎপত্তি হয।

যে কালে কুপিতপিত্ত অর্থাৎ স্বস্থানে (স্বনাড়ী) মধ্যে স্বভাবের বৈপরীত্যে ভ্রাম্যমাণ হয়েন, তৎকালে ঐ কুপিত পিত্ত হইতে পিত্ত জনিত বিবিধ প্রকার * রোগোৎপত্তি হয় ॥ ১৯ ॥

স্নেহমঙ্গেষু সন্ধীনাং স্থৈর্য্যং বলমরোগতাং। করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাসঃ স্বাঃশিরাশ্চরন্ ॥ ২০ ॥ সুশ্রুতং।

যে সময়ে (বলাসঃ) অর্থাৎ শ্লেষ্মা স্বস্থানে (স্বশিরাতে) বিচরন্ করেন, তৎকালে অঙ্গেতে স্নেহযুক্ত, ও সন্ধি সকলের স্থিরতা, ও বল, আর অরোগভাবত্ব, এবং † শ্লৈষ্মিক রোগের অনুৎপত্তি, অন্য গুণপদে, শরীরস্থ বলের এবং শরীরের পুষ্টি করেন ॥ ২০ ॥

যদাতু কুপিতং শ্লেষ্মা স্বাঃশিরাঃ প্রতিপ-

---

* পিত্তজনিত রোগ, বৈবর্ণ, জ্বর, মোহ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বালা, প্রমেহ ক্ষতাদি এবং রক্ত বাম্যাদি [৪০] চত্বারিংশৎ প্রকার শুদ্ধ পিত্তজা-পীড়া। যথা [চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্]

† শ্লৈষ্মিক পীড়াপদে, শ্লেষ্মাজনিত পীড়া যথা, ঊর্দ্ধগ, শ্বাস কাস শ্লেষ্মাউর্দ্ধগ বেদনা, সন্ধি সকলের শৈথিল্য, দেহের ক্ষীণতা, বলের হানি, অবসন্নতা, ভ্রম, বুদ্ধির জড়তা মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য আমাশয়াদি বিংশতি প্রকার শুদ্ধ কফ জরোগ হয়।

দ্যতে। তদাস্য বিবিধারোগা জায়ন্তে শ্লেষ্মসম্ভবাঃ ॥ ২১ ॥ সুশ্রুতং।

যৎকালে কুপিতকফ, অর্থাৎ স্বভাব ভ্রষ্ট স্বীয়াশিরাগামী হয়েন! তৎকালে কফজনিত বিবিধ প্রকার রোগ জন্মে, অর্থাৎ বিংশতি প্রকার শ্লেষ্মজ রোগের উৎপত্তি হয় ॥ ২১ ॥

ধাতূনাং পূরণং বর্ণং স্পর্শজ্ঞান মসংশয়ং। স্বশিরা মুপচরদ্রক্তং কুর্য্যাচ্চান্যান গুণা-নপি ॥ ২২ ॥ সুশ্রুতং।

যে কালে রক্ত স্বকীয় শিরাতে গমন করেন, তৎকালে ধাতুর পরিপূর্ণতা এবং বর্ণ ও স্পর্শ জ্ঞান আর২ গুণ সকল অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদি করেন ॥ ২২ ॥

যদাতু কুপিতং রক্তং সেবতেস্ববহাঃ শিরাঃ। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে রক্ত সম্ভবাঃ ॥ ২৩ ॥ সুশ্রুতং।

যখন কুপিত রক্ত অর্থাৎ কুপথ্যাশনে উক্ত রক্ত আত্মবহা শিরাতে সেবা করেন অর্থাৎ স্বশিরাতে সঞ্চরিত হয়েন, তখন রক্ত সম্বন্ধি নানা প্রকার * রোগের উৎপত্তি হয়ঃ॥২৩॥

---

* রক্তের দোষে পীড়া যথা, রক্ত বাম্য, রক্তভেদ, রক্তস্রাব, ক্ষতাদি, কুষ্ঠী পর্য্যন্ত পীড়া জন্মে।

তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনাশিরাঃ। পিত্তদুষ্টাশ্চ নীলাশ্চ শিতা গৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ॥ ২৪॥ অসৃগ্বহাস্তু'তারক্তাঃ স্যুশ্চ নাত্যুষ্ণশীতলাঃ॥ ২৫॥ সুশ্রুতং।

বায়ুবহাশিরা অরুণবর্ণা এবং বায়ু কর্ত্তৃক পরিপূর্ণা হয়েন। পিত্ত দুষ্টাশিরা নীলবর্ণ পিত্তেতেই পরিপূর্ণা কফ দুষ্টাশিরা শ্বেতবর্ণ গুরুভাবাপন্না আর স্থিরভাব কফেতে পরিপূর্ণা হয়েন। রক্তবহা শিরা রক্তবর্ণ অত্যুষ্ণ ও অতি শীতল নহেন স্বাভাবিক অবস্থাতেই রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণা হয়েন॥ ২৪॥ ২৫॥

ইত্যর্থে শিরা সকল সপ্তশত সংখ্যায় সন্ধিস্থানকে বন্ধন করিয়াছেন। বায়ু পিত্ত কফ রক্তবহা ৪০ নাড়ী সর্ব্ব শরীরের সঞ্চালন এবং পিত্ত শ্লেষ্মারক্তাদিকে সর্ব্ব শরীরে নীত হয়েন। অনন্তর সূক্ষ্ম শিরা স্নায়ুর ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছি।

তত্রস্নায়োঃ স্বরূপমাহ॥২৬॥ সুশ্রুতং।

অনন্তর স্নায়ুর স্বরূপ কহি॥ ২৬॥

মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরা স্নায়ুত্ব মাপ্নুয়াৎ। শিরাণাং হিমৃদুঃ পাকঃ স্নায়ুনান্তুততঃখরঃ॥ ২৭॥ সুশ্রুতং।

* মেদের স্নেহ গ্রহণ করিয়া শিরা স্নায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়। শিরাদিগের পাক মৃদু স্নায়ুর খরপাক ॥ ২৭ ॥

স্নায়বো বন্ধনানিস্যু র্দেহমাংসাস্থি মেদসাং। সন্ধীনামপি যঃস্নায়ুঃ শিরাদ্য সুদৃঢ়ঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥ সুশ্রুতং।

দেহ মাংস অস্থি, মেদ ইত্যাদির বন্ধনকারিণী স্নায়ু, অর্থাৎ তেজোভাগের অভাবে সমস্ত দেহোপকরণই শৈথিল্য হয়, যদি বল শিরা স্নায়ুব বিশেষ কি, আর্থৎ সন্ধি সকলের সুদৃঢ়ত্ব যে শিরা দ্বারা হয়, তাহাকেই স্নায়ু বলিয়া জানিহ॥২৮॥ অতএব স্নায়ু নাম্নী শিরা অতি সূক্ষ্ম চর্ম্ম বজ্রাকার নহে ঘৃত ধারার ন্যায় দেহের উষ্ণতাতে গলিত হয়। সুতরাং দেহের উপপ্লবের পূর্ব্বে জ্বরাদির উষ্ণতাতে গলিত হয়, একারণ জ্বর কালে অঙ্গগ্রহ হইয়া থাকে, দ্রব্যৌষধি দ্বারা সাম্য হইলেই জীবন রক্ষাপায়, যদিস্বেদাদি রূপে গলিত হইয়া শ্রব হয়, তবেই শরীরের উপপ্লব হইয়া যায়। এই স্নায়ু সকল জীবিত শরীরের লক্ষণ কার্য্য দৃষ্টে অনুভব করে, নচেৎ মৃত দেহ চ্ছেদন করিলে লক্ষিত হয় না ॥ ২৮ ॥

---

* মেদধাতুর স্নেহ, অর্থাৎ সারাংশতেজোভাগ স্নায়ু অর্থাৎ তেজঃ স্বরূপ সূক্ষ্ম নাড়ী দ্বারা বসাদিকে বহন করে। সুতরাং সন্ধি বন্ধন রজ্জু স্বরূপ [৭০০] শিরা মৃদুপাক অর্থাৎ জলীয় ভাগের গ্রহণ করে, তেজো ভাগের গ্রাহক স্নায়ু ইত্যর্থে তাহাকে খরপাক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্বহুভির্যুতা।
নিযুক্তাগাধসলিলে ভবেদ্ভার সহাভৃশং
॥ ২৯ ॥ সুশ্রুতং।

এই স্নায়ু সকল শরীর দৃঢ়ত্বের কিরূপ কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন, যাদৃশ নৌকা ফলক ব্যাপ্তা অর্থাৎ কাষ্ঠের তক্তা বহু বন্ধন যুক্তা অগাধসলিলে নিযুক্তা হইয়া অতিশয় সুদৃঢ় রূপে ভারসহা হয়। তাদৃশ স্নায়ু দ্বারা দৃঢ় হইয়া সর্ব্বভার সহনে শরীর নিযুক্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৬৮ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ২৯ অগ্রহায়ণ সোমবার

গতবারের শেষঃ।

অথ ব্রহ্মোপনিষৎ।

একোদেবঃ সর্ব্ব ভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষ্যঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলোনির্গুণশ্চ॥ ৬॥

সেই এক * দেব সর্ব্বজীবে গুপ্তভাবে আছেন, সর্ব্বব্যাপী এবং জীবের অন্তরাত্মা হয়েন, ও সর্ব্বজীবে অধিবাস করেন, তিনি † কর্ম্মাধ্যক্ষ্য, অর্থাৎ শারীরক সমস্ত কর্ম্মের নিয়ন্তা, অথচ তিনি ‡ নির্গুণ কেবল ‖ সাক্ষী স্বরূপ আছেন ॥ ৬ ॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধাযঃ করোতি ॥ ৭ ॥ স্বাত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবোঞ্চোত্তরারণিং। ধ্যাননির্মথনাভ্যাস্যাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢবৎ ॥ ৮ ॥

সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা যিনি, তিনি এক, তাঁহার বশে সমস্ত বিশ্ব স্থিরভাবে রহিয়াছে, যেহেতু পরমাত্মা এক রূপকে বহুধা করেন, অর্থাৎ ¶ এক রূপকে বহু অংশে বিভক্ত করেন

---

* দেব শব্দে স্বপ্রকাশঃ অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব প্রকাশক হয়েন, যথা [দিব্যতীতি দেবঃ] তথাচ [তদ্ভাসাভাস্যতে জগৎ] তাঁহার দীপ্তিতেই জগৎ দেদীপ্যমান।

† কর্ম্মাধ্যক্ষ পদে জীব স্বরূপে চেষ্টাবিশিষ্ট হয়েন, তিনি ভূতাধিবাসঃ ইত্যর্থে ক্ষেত্রজ্ঞঃ তৎপদে জীবঃ।

‡ নির্গুণ শব্দে এক কালিন গুণ রহিত এমত তাৎপর্য্য নহে, গুণাদিতে নির্লিপ্ত, অর্থাৎ তাহাকে কোন গুণেই স্পর্শ করিতে পারে না।

‖ সাক্ষী স্বরূপ, ইত্যর্থে সকলের দ্রষ্টা, অর্থাৎ তিনি সকলকে দেখেন, এবং তৎসত্বাকে অবলম্বন করিয়া জীবের অবস্থান।

¶ এক রূপকে বহু অংশে বিভক্ত করেন, ইত্যর্থে তাঁহাকে আকার রহিত বলাযায় না, যথা শ্রুত্যন্তরে [সএকধাদ্বিধাত্রিধা সপ্তধেত্যাদি]

অথচ অখণ্ড ॥ ৭ ॥ স্বীয়াত্মাকে বহ্নিস্থালী প্রণবকে অগ্নি করিয়া ধ্যান নির্ম্মথন অর্থাৎ * অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস দ্বারা সর্ব্বান্তরাত্মা নিগূঢ় অর্থাৎ গোপন হইতেও গোপনতম সেই দেবকে দর্শন করিবেক ॥ ৮ ॥

তিলেষুতৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ শ্রোতঃ স্বরণীষুচাগ্নিঃ। এবমাত্মাত্মনি জায়তেসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোনুপশ্যতি ॥ ৯ ॥

যদ্রূপ † তিলে তৈল, দধিতে ঘৃত, জলেতে শৈত্য, ‡ অর-

তিনি একধা দ্বিধা ত্রিধা সপ্তধা হইযাছেন. ইহা নিবাকাবে বর্ত্তেনা, যথা [নাত্ম বিভাগোনাকারে প্রতিপদ্যতে] আত্ম বিভাগ নিবাকাবে প্রতিপন্ন হয় না, সুতরাং বহু রূপত্বাৎ তাঁহাকে সাকাব মান্য করিযাছেন।

* অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস অর্থাৎ শম, দম, আসন, প্রত্যাহাব, প্রাণায়াম ধ্যান, ধারণা সমাধি, ইত্যর্থে গোপন তম যে পবমাত্মা সর্ব্বভুতে বাস কবেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎকাব কবণার্থ কর্ম্ম কবিলে ভূতাতিরিক্ত রূপে দর্শন কবিতে পারে, তদর্থে যোগাভ্যাসকেই কর্ম্ম বলিযাছেন।

† তিলেতে তৈল আছে, কিন্তু তৎপ্রাপ্ত্যর্থে কর্ম্ম অর্থাৎ যন্ত্রাদি দ্বাবা বাহ্যোপকবণ সহায়ে শ্রম কবিলে পর তৈল বাহির হয় এবং মন্থনাদি ক্রিযাভাবে দধিস্থ ঘৃত দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি।

‡ অরণীপদে বহ্নিস্থালী, এখানে, কাষ্ঠাদিকে কহিযাছেন, অর্থাৎ কাষ্ঠস্থ অগ্নি গূঢভাবে আছেন। কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বারা শ্রম না করিলে অগ্নি প্রকাশ হয় না।

নীতে অগ্নি, এই রূপ * আত্মাতে আত্মা সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা † তপস্যায় রত যে সাধক সেই সাধকই তাঁহাকে অনুদর্শন করেন ॥ ৯ ॥

ঊর্ণনাভির্যথাতন্তূন্ সৃজতে সংহরত্যপি।
জাগ্রৎ স্বপ্নেতথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে পুনঃ ॥ ১০॥

যদ্রূপ ঊর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা জালের সৃষ্টি করে এবং গ্রাসও করে, অর্থাৎ স্বসৃষ্ট জালে মাকড়সা অনায়াশে গতায়াত করে, এবং সময়ে২ গ্রাসও করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্বয়ং সর্জ্জন করিয়া জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থাতে জীব পুনঃ২ গতায়াত করেন, জীব পদে আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয়ং দেহাদি সর্জ্জন করিয়া অধিবাস করেন, এবং ইচ্ছাবশে এই দ্বয় অবস্থাকে একালিন গ্রাসও করেন ॥ ১০ ॥

নেত্রস্থং জাগরিতং বিদ্যাৎ কণ্ঠেস্বপ্নং

---

* আত্মাতে আত্মা ইত্যর্থে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সর্ব্ব জীবে অধিবাস করেন, কিন্তু যোগতপস্যাদি দ্বারা তদুপাসনায় শ্রম না করিলে তিনি সাধকের বুদ্ধিতে প্রকাশমান হয়েন না।

† তপস্যাপদে কলাকাষ্ঠা রূপে নিয়ম পরিগ্রহ তদর্থে যাগযজ্ঞ নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনা দেবারাধনা শৌচাচারাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে আত্মস্থ আত্মাকে অনুদর্শন করিতে পরাযায়।

সমাবিশেৎ। সুসুপ্তং হৃদয়স্থন্ত তুরীয়ং মূর্দ্ধনিস্থিতং ॥ ১১ ॥

চক্ষুদ্বয়ে * জাগরিতাবস্থা, অর্থাৎ স্থূল দৃষ্ট জাত বিষয় কণ্ঠে † স্বপ্নাবস্থা অর্থাৎ সংকল্পিত বিষয় যাহাকে অনুমানে জানিতে হয়, হৃদয়ে ‡ সুসুপ্তাবস্থা, অর্থাৎ সুখানুভব স্থান, মস্তকে ॥ তুরীয়াবস্থা, অর্থাৎ শুদ্ধ আনন্দ ধাম ॥ ১১ ॥

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। অনান্দ মেতজ্জীবস্য যজজ্ঞাত্বা মুচ্যতে-বুধঃ ॥ ১২ ॥

---

* জাগরিতাবস্থাকেই অহংকার বলে অর্থাৎ আত্মাভিমান সুতরাং আত্মাভিমানকে চাক্ষুষ বিষয় বলিয়া ধৃত করিয়াছেন, যেহেতু দৃষ্টীন্দ্রিয়ের অভাবে অভিমানের উৎপত্তি হয় না।

† স্বপ্নাবস্থাকেই মন বলে; অর্থাৎ সংকল্পাত্মক মন, যেহেতু যে যাহা করুক তাহার করণ স্বরূপ মন অর্থাৎ মনের বেগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না।

‡ সুসুপ্তাবস্থাকেই জীব বলে, তাহার কারণ শরীরে জীবসত্বেই সুখানুভব হয়, সুতরাং তৃপ্তি কারণ প্রাণবায়ুর সহিত হৃদয়ে জীবের অধিষ্ঠান।

॥ তুরীয়াবস্থাকেই পরমাত্মা বলাযায়, যেহেতু অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাই সকলের কারণ হইয়াছেন।

* মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হইয়াছেন যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া তিনিই আত্মা, সর্ব্বজীবের আনন্দ স্বরূপ, যাঁহাকে জানিলে সাধক সমস্ত প্রকার মায়া বন্ধনে পরিমুক্ত হ-য়েন ॥ ১২ ॥

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরেসর্পিরিবার্পিতং।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপদং
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপদং ॥ ১৩ ॥

সেই আত্মা সর্ব্বব্যাপী † দুগ্ধার্পিত ঘৃতের ন্যায়, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার মূল ‡ আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং তপস্যা, সেই ব্রহ্মই জ্ঞান স্বরূপ মোক্ষপদ সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুক্তি করিযা-ছেন ॥ ১৩ ॥

ইতি ব্রহ্মোপনিষৎ সমাপ্তঃ।

---

* মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হইয়াছে ইত্যর্থে তাঁহাকে অনুমান করাযায় না, এবং বাক্যে বলাযায না, তিনি অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ সকলের অতীত কেবল আনন্দ স্বরূপ উপলব্ধিমাত্র।

† দুগ্ধার্পিত ঘৃত অর্থাৎ যদ্রূপ দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত থাকে, কিন্তু তাৎকা-লিক প্রত্যক্ষ নাই, তদ্রূপ সর্ব্ব জীবে আত্মার অধিষ্ঠান কিন্তু কাহার দৃশ্য হয়েন না।

‡ আত্মতত্ত্বজ্ঞান তপস্যাপদে, যোগাভ্যাস এবং নিয়ম গ্রহণে অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা পরিশ্রম করিলে তিনি সাধকের লভ্য হয়েন যেমন ঘৃত প্রাপণ জন্য বাহ্যে তদুপযোগী কর্ম্ম করিতে হয়, অর্থাৎ

এতৎ শ্রুতনুশাসনে এক ব্রহ্ম আছেন বলিয়া নিশ্চিন্ত্য হইলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াযায় না, তদুপযোগী কর্ম্ম করণের আবশ্যক। এই অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তনোপায় দণ্ডগ্রহণ তদন্যৎ বহির্দেবার্চ্চনাকেও তৎকারণ মানিয়াছেন অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্ম করিতেং চিত্ত শুদ্ধি হয় চিত্ত শুদ্ধি হইলে সংসার কর্ম্মে বিরক্ত হইয়া বহিঃকর্ম্মকে অন্তরস্থ করতঃ পরিব্রাজক ধর্ম্মের প্রতি মনোভিনিবেশ হয়, সুতরাং সংসার বিরক্ত ব্যক্তির ঈশ্বররাধনাই এক মুখ্যকর্ম্ম রূপে পরিগ্রহ। নচেৎ সংসারে থাকিয়া তদুচিত যাগযজ্ঞ পিতৃদেব কার্য্যের বিলোপে এক ঈশ্বর আছেন বলিয়া পামরদিগের ন্যায় শিশ্নোদর পরায়ণ ব্যক্তিকে নাস্তিক অতীত সাধক বলেনা, তাহাতে কেবল নরক ভোগেরি সোপান বদ্ধ হয়।

এই ব্রহ্মোপনিষদুক্ত দণ্ডগ্রহণ বিধি, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যত যত লোকে দণ্ডগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এতৎ উপনিষদ্ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়াছিলেন কিন্তু এই উপনিষদের ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য করেন নাই, অতএব স্থূল বুদ্ধিদিগের মতে কি ইহাকে অগ্রাহ্য করাযাইবেক, তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যকেই আদৌ অগ্রাহ্য করিতে হয়, যেহেতু তিনি

ভাণ্ডস্থ দুগ্ধকে রজ্জু মন্থানদণ্ড দ্বারা বহু পরিশ্রমে ঘর্ষণ করিলে ঘৃত প্রাপ্ত হওয়াযায়। সেই রূপ আত্মার প্রাপ্ত্যর্থ কর্ম্ম অর্থাৎ দণ্ড[illegible] গ্রহণ করতঃ যোগাভ্যাসাদি করণের আবশ্যক হয়।

অসৎ শাস্ত্রাবলম্বনে দণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহা-রদণ্ডগ্রহণ বিফল হইয়াছে, ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে এতৎ শ্রুতি ভিন্ন যেং শ্রুতিতে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য আছে তাহাতে যদ্যপি দণ্ডগ্রহণের বিধি দর্শাইতে পারেন তবে শাঙ্করি ভাষ্য হীন বলিয়া এ সকল শ্রুতিকে অগ্রাহ্য কবা উচিত হয়, নচেৎ অসদ্বাদিদিগের অসন্মতের পুষ্ট্যর্থে সৎকে অ-সৎ বলা কর্ত্তব্য, না, অসৎকে সৎ বলাই উচিত হয়, ইহা আমরা আমুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারি, যে এসকল শ্রুতি বেদের শিরোভাগ ইহাতেই যথার্থ ভগবদুপাসনার বিধি দর্শিত হইয়াছেন, নতুবা এক জন জগৎ কারণ আছেন, এই বাক্যকে তাঁহার বীজমন্ত্র রূপে বেদে অঙ্গীকার করেন নাই যাহারা কর্ম্ম ভ্রষ্ট, জ্ঞান ভ্রষ্ট, যোগ ভ্রষ্ট, নষ্টশীল জাতি ভ্রষ্ট, তাহারদিগেরই কষ্টের নিমিত্ত এতৎ যথেষ্টাচারের বিধি উক্ত হইযাছে, তন্মতে সন্মত অসন্মতেরাই নির্দ্দিষ্ট হয়, যাহারা লোকলজ্জা ধর্ম্মভয়কে এককালে বিসর্জ্জন করিয়াছে।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

পূর্ব্ব শ্লোকে শাখা অর্থাৎ হস্তপাদাদিগত স্নায়ুর সংখ্যা বর্ণন পূর্ব্বক অন্যৎকোষ্ঠাদিগত স্নায়ু ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এবমেব শরীরেস্মিন্ তাবন্তসন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
স্নায়ুভির্বহুভি র্বদ্ধাস্তেনভার সহানরাঃ॥৩০॥

এই প্রকারে এতৎ শরীরের তাবৎ সন্ধি বহু স্নায়ুতে বদ্ধ হইয়া মনুষ্য শরীর ভারসহইয়াছে, ইহার একের অভাবে এক২ অঙ্গের পতন হয়, সমস্ত ক্ষয়ে ক্ষয়পায় ॥ ৩০ ॥

শতানি নবজায়ন্তে শরীরে স্নায়বোনৃণাং।
তাসাং বিবরণং ক্রমঃ শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ
॥ ৩১ ॥ সুশ্রুতং।

সুশ্রুতকার ধন্বন্তরি শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, হে শিষ্যেরা শ্রবণ করহ। এই মনুষ্য শরীবে (৯০০) নবশত স্নায়ু জনিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ বলি যত্ন পুর্ব্বক তোমরা অবধারণ করহ ॥ ৩১ ॥

শাখাসু ষটশতানিস্যুঃ কোষ্ঠেত্রিংশৎ শত
দ্বয়ং। গ্রীবায়া ঊর্দ্ধ্ব দেশেতু স্নায়ূনাং সপ্ততিঃ স্মৃতা ॥ ৩২ ॥ সুশ্রুতং।

হস্তপাদাদিতে (৬০০) শত স্নায়ু। কোষ্ঠে অর্থাৎ বিবরে এবং শরীবাবয়বে (২৩০) দুই শত ত্রিশ স্নায়ু। গ্রীবার ঊর্দ্ধ্বদেশে (৭০) সপ্ততি স্নায়ু, একত্রিত (৯০০) শত পূরণ হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

অথ শাখাগত স্নায়ু কথন।

তত্র শাখাগতাঃ প্রাহ একৈকস্যাং পাদাঙ্গ-
ল্যাং ষটচত্বারিংশৎ তাবত্য এবতল কূর্চ্চেষু
তাবত্যএব জংঘয়োঃ দশ জানুনী চত্বারিংশ
দুরৌ দশবংক্ষণে এবং সার্দ্ধশতমেকস্মিন
সক্থিনি ভবন্তি এতেনৈবেতর সক্থি বাহূচ
ব্যাখ্যাতৌ॥ ৩৩॥ ৩৪॥ সুশ্রুতং।

তাহাতে শাখাগত স্নায়ু কহি। একং পাদের অঙ্গুলিতে ষট্ ষট্, অর্থাৎ সমস্ত পাদাঙ্গুলীতে ছয় ছয় স্নায়ু একত্রিত (৩০) ত্রিংশৎ পাদতলেও কুর্চ্চে অর্থাৎ কবজাতে ত্রিংশৎ জংঘাদ্বয়ে ত্রিংশৎ। জানুতে দশ, এবং উরুদেশে (৪০) চত্বারিংশৎ স্নায়ু। বংক্ষণে (১০) এই প্রকারে এক চরণে (১৫০) এক শত পঞ্চাশ এই রূপ অপর চরণে এবং বাহুদ্বয়, গণিত (৬০০) শত পূণিত হইল॥ ৩৩॥ ॥ ৩৪॥

অথ কোষ্ঠগত স্নায়ুঃ।

অথকোষ্ঠগতাঃ প্রাহ। যষ্টিকোট্যাং তাবৎ
পার্শ্বয়োঃ অশীতিঃ পৃষ্ঠে ত্রিংশদুরসি
॥ ৩৫॥ সুশ্রুতং।

কোষ্ঠ অর্থাৎ দেহাবয়ব এবং বিবরগত স্নায়ু কহি কটি-দেশে (৬০) ষষ্টী, (৬০।৬০) পার্শ্বদ্বয়ে। পৃষ্ঠদেশে (৮০) অশীতি বক্ষস্থলে (৩০) ত্রিংশৎ ॥ ৩৫ ॥

অথ গ্রীবোর্দ্ধগত স্নায়ুঃ।

ষট্‌ত্রিংশৎ গ্রীবায়াং চতুস্ত্রিংশৎ মূর্দ্ধনি।
এবং স্নায়ূনাং নবশতানি ভবন্তি ॥ ৩৬ ॥
সুশ্রুতং।

গ্রীবাতে (৩৬) ষট্‌ত্রিংশৎ। মস্তকে (৩৪) চতুস্ত্রিংশৎ। একত্রিত সর্ব্বশরীরে স্নায়ু নবশত হয় এতদ্ভিন্ন তৎশাখা বহু সংখ্যায় আছে ॥ ৩৬ ॥

অথ ধমনী ব্যাখ্যা।

অনন্তর ধমনী অর্থাৎ স্থূলা নাড়ীর ব্যাখ্যা করিয়া কহি-তেছেন। যথা

ধমনী নাভিতো জাতাশ্চতুর্ব্বিংশতি সং-
খ্যয়া। দশোর্দ্ধগাদশাধোগাঃ শেষাতি-
র্যক্‌ করা স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥

ধমনী স্থূলানাড়ী নাভিমণ্ডলে উৎপন্না এবং নাভিতেই স্থিতি, তাহার সংখ্যা (২৪) চতুর্ব্বিংশতি। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ-গামিনী (১০) দশ। অধোগামিনী (১০) দশ। তির্যক্‌ গামিনী অর্থাৎ পার্শ্বগামিনী (৪) চতুর্ধমনী ॥ ৩৭ ॥

অথ ঊর্দ্ধ্বগাধমনী ব্যাখ্যা।

অত্রোর্দ্ধ্বগাঃ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রশ্বাসোচ্ছাস জৃম্ভিত ক্ষুৎহসিত কথিত রুদিত গীতাদি বিশেষানভিবহন্তাঃ শরীরং ধারয়ন্তি ॥ ৩৮ ॥

এই ঊর্দ্ধ্বগামিনী দশ ধমনী শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রশ্বাসোচ্ছ্বাস অর্থাৎ প্রশ্বাস অন্তঃ প্রবিষ্ট বায়ু উচ্ছ্বাস ঊর্দ্ধ্বগত বায়ু, জৃম্ভ, অর্থাৎ হাই, ক্ষুধা, হাস্য, বাক্য কথন, রোদন গীতাদি বিশেষ শব্দ বহন করেন। এবং সমস্ত শরীরকে ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

তাস্তু হৃদয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে। তাস্ত্রিংশৎ তাসাং মধ্যে দ্বেদ্বে বাত পিত্ত কফ শোণিত রসান্ বহত স্তাদশঃ ॥ ৩৯ ॥

ঊর্দ্ধ্বগা দশধমনী হৃদয়গতা হইয়া ত্রিবিধ প্রকারে দশ গুণে ত্রিংশৎ হইয়াছেন, তাহারদিগের মধ্যে দশ ধমনীর সংখ্যা বাতবহা (২) দ্বয়। পিত্তবহা (২) দ্বয়। কফবহা (২) দ্বয়। রক্তবহা (২) দ্বয়। রসবহা (২) দ্বয়। এই দশ নাড়িকা ॥ ৩৯ ॥

অষ্টাভিঃ শব্দ রূপ রস গন্ধান গৃহ্লাতি পুরুষঃ ॥ ৪০ ॥

ঐ ঊর্দ্ধগাত্রিংশৎ নাড়ীর মধ্যে অবশিষ্ট (২০) নাড়ী, তন্মধ্যে অষ্ট নাড়ী দ্বারা জীবের শব্দ, রূপ, রস, গন্ধাদির গ্রহণ হয় ॥ ৪০ ॥

দ্বাভ্যাং ভাষতে দ্বাভ্যাং ঘোষ করোতি দ্বাভ্যাং স্বপিতি। দ্বাভ্যাং জাগর্ত্তি দ্বেচা-শ্রুবাহিন্যৌ দ্বেস্তন্যং স্ত্রিয়াবহতঃ ॥ এতা-স্ত্রিংশৎ। এতাভি রুদর পার্শ্ব পৃষ্ঠোরঃ স্কন্ধ গ্রীবাশিরো বাহবো ধার্যন্তে চাল্য-ন্তেচ ॥ ৪১ ॥

দুই ধমনী দ্বারা বাক্য কথন, দ্বয় ধমনী দ্বারা বিশেষ শব্দ করে, দ্বয়ধমনী দ্বারা নিদ্রাযায়, দ্বয়ধমনী দ্বারা জাগ্রত হয়। দ্বয়ধমনী দ্বারা চক্ষুদ্বয়ে অশ্রুপাত হয। * দ্বয়ধমনী দ্বারা স্ত্রীলোকের স্তন্যবহন করে। এই ত্রিংশৎ ধমনী ঊর্দ্ধগা-দশ ধমনীর সহচারিনী হয়েন, অর্থাৎ প্রধান দশ নাড়ী শাখা বিংশতি নাড়ী, ইহারদিগের দ্বারা উদর পার্শ্বে পৃষ্ট বক্ষঃ স্থল স্কন্ধ গ্রীবা মস্তক বাহু ধার্য্য হয়েন, এবং কালেং চাল্য-মান হয়েন, অর্থাৎ এই সকল অঙ্গকে নাড়ীই ধারণ ক-রেন ॥ ৪১ ॥

---

* পুরুষের স্তনে বিনাদুগ্ধে রসরক্তাদিকে বহন করেন।

অথ অধোগাদশ নাড়ী ব্যাখ্যা

অধোগমাস্তু বাতমূত্র পুরীষ শুক্রার্ত্তবাদী- ন্যধো বহন্তি। তাস্তুপিত্তাশয় গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে॥ ৪২॥

অধোগামিনী দশ নাড়ী বায়ু মূত্র বিষ্ঠা শুক্র আর্ত্তব অর্থাৎ স্ত্রীলোকের রজকে অধোবহন করেন। অর্থাৎ দুই দুই সংখ্যায় দশ পুরণ হয়। সেই দশ ধমনী অধোভাগে পিত্তাশয় স্থানে গতা হইয়া পূর্ব্বোক্ত ২০ বিংশতি শাখার সহিত ত্রিবিধ প্রকারে ত্রিংশৎ হইয়াছেন॥ ৪২॥

তাস্ত্রিংশৎ তাসাং মধ্যে দ্বেদ্বে বাতপিত্ত কফশোণিত রসান বহত স্তাদশ॥ ৪৩॥

ত্রিংশৎ ধমনীর মধ্যে দশ ধমনী দুই২ সংখ্যায় বায়ু পিত্ত কফ রক্ত রসকে বহন করেন॥ ৪৩॥

দ্বে অন্নবহে অন্নাশ্রিতে দ্বেতোয়বহে। দ্বে- বস্তিং গতে মূত্রবহে। দ্বেশুক্রস্য প্রাদুর্ভা- বায়। দ্বেবিসর্গায়। তেএব নারীণামার্ত্তবং প্রাদুর্ভাবায়। দ্বেবিসৃতশ্চ দ্বে স্থূলান্ত্র প্রতিবন্ধে পূরীষং প্রসৃজতঃ॥ ৪৫॥

দ্বয়ধমনী অন্নবহা।২। অন্নাশ্রিত ধমনীদ্বয় জলবহা।২। বস্তিগতাদ্বয়, মুত্রবহাদ্বয়।২। শুক্রোৎপত্তি কারিণীদ্বয়

। ২। শুক্রের যোগ নিমিত্ত অর্থাৎ শুক্রত্যাগ কারিণীদ্বয় । ২। * স্ত্রীলোকের রজ প্রাদুর্ভাবার্থদ্বয়। ২। ত্যাগার্থদ্বয় । ২। স্থূল অন্ত্রে প্রতিবদ্ধদ্বয় ধমনী বিষ্ঠাত্যাগ করেন ॥ ৪৫ ॥

অষ্টাবন্যা তির্য্যক্‌গতা ধমনীনাং স্বেদমর্প-য়ন্তি এতাশ্চত্রিংশৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্য অষ্ট ধমনী পার্শ্বগত ধমনীর সম্বন্ধে ঘর্ম্ম অর্পণ করেন। এই অধোগতা ত্রিংশৎ ধমনী ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন ॥ ৪৬ ॥

এতাভিরধোনাভেঃ পক্কাশয় কটি মূত্রপূ-রীষ বস্তিগুদ মেঢ়্রসকথিনী ধার্য্যন্তে চাল্য-ন্তেচ ॥ ৪৭ ॥ সুশ্রুত।

নাভির অধঃ পক্কাশয় কটিমুত্র পূরীষ বস্তি অর্থাৎ মূত্রাকর, গুহ্য, লিঙ্গ, পাদ এই সকল ধার্য্য এবং চাল্য হয় ॥ ৪৭ ॥

---

* একত্রিত [১৬] ষোড়শ ধমনী হয় তাহা ত্রিংশৎ না হইয়া গণনায় চতুস্ত্রিংশৎ হয়, তাহার সমন্বয় করাযাইতেছে যে নাড়ী চতুষ্ট পুরুষের শুক্র প্রাদুর্ভাবও ত্যাগ করান, সেই নাড়ী চতুষ্টয় স্ত্রীলোকের রজ উৎপত্তিও ত্যাগ করান, একারণ পৃথক করাতে ষোড়শ নচেৎ [১২] দ্বাদশ সংখ্যাই বটে যদি বল স্ত্রীলোকের শুক্র প্রাদুর্ভাবও ত্যাগ আছে, তাহা কোন নাড়ী দ্বারা হয়, উত্তর ঐ আর্ত্তব নাড়ী অর্থাৎ রজোবহা নাড়ী দ্বারাই হয়।

এতৎ নাড়ী স্থূলা ইহারদিগকে ধমনী বলে, ইহা ছিন্ন হইলে বাঁচে না, আহারাদি করিলে প্রথমত এই নাড়ীতেই পড়ে, পশ্চাৎ শিরাস্নায়ু দ্বারা সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, অতএব ইহারা প্রধান রূপে গণ্যা, যেমন যে কোন স্থান হইতে ধনোপার্জ্জন করুক্ কিন্তু ভাণ্ডারে সমর্পিত হয় পশ্চাৎ বিশেষ২ কার্য্যে তদ্ধনের সঞ্চালন করে। সেই রূপ এই নাড়ী দ্বারা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

১৬৯ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ পৌষ মঙ্গলবার

অথ যজুর্ব্বেদীয়া জাবালোপনিষৎ।

বৃহস্পতি রুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং। সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদন মবিমুক্তং বৈকুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব যজনং সর্ব্বেষাংভূতানাং ব্রহ্মসদনং॥ ১॥

বৃহস্পতি যাজ্ঞ্যবল্ক্যকে কহিতেছেন, যেরূপ * দেবযজন কুরুক্ষেত্র † ও প্রয়াগ, সেই রূপ সর্ব্বজীবের ব্রহ্মসদন ‡ অবিমুক্তক্ষেত্র অর্থাৎ কাশী।

তস্মাদ্যত্রকচ নগচ্ছতি তদেব মন্যে তেতী-দং বৈকুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং॥ ২॥

একারণ এতৎস্থানত্রয়কে অতিক্রম করতঃ অন্য কোন স্থানে গমন করা যুক্ত নহে, বরমপি এতৎত্রয় মধ্যে সাক্ষাৎ

---

* দেবতাদিগের যাগস্থানকে দেবযজন বলে, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র দেবযজন, এবং প্রযাগও দেবযজন, সেই রূপ বারানশী কেও দেব-যজন বলিযা উক্ত করিযাছেন, কুরুক্ষেত্র পদে কুরুরাজার যাগস্থান, অপিবা যুদ্ধ স্বরূপ যজ্ঞক্ষেত্র, যেখানে সংগ্রাম যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিযেরা উত্তমা গতি লাভ করিযাছেন, অপরার্থে শিবক্ষেত্র, অর্থাৎ কু শব্দে পৃথিবী, উ, শব্দে শিব, কুরুক্ষেত্র কৈবল্যদ, সুতরাং ব্রহ্ম সদন বলিয়া খ্যাত করেন, অর্থাৎ যেখানে মৃত্যু মাত্রেই পর ব্রহ্ম পদ লাভ হয।

† প্রযাগ পদেও দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান, অর্থাৎ যত্র প্রাণ ত্যাগে মহদ্ধামে গমন হয, একারণ তাহাকেও ব্রহ্ম সদন বলিযা উক্ত করিযাছেন।

‡ অবিমুক্ত, শব্দে, যে স্থলে মুক্তির অন্যথা নাই, সুতরাং কাশীই অবিমুক্ত নামে প্রতিষ্ঠিতা। এবং ব্রহ্ম সদন শব্দে ব্রহ্মধাম, যেমন সমস্ত জীবের শিরো ভাগকে ব্রহ্ম সদন অর্থাৎ পরমাত্মার স্থান বলিযাছেন, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এতৎস্থান ত্রয়কে শিরো ভাগ বলিয়া ব্রহ্ম সদন শব্দে উক্ত করিয়াছেন।

ব্রহ্মসদন * অবিমুক্ত ক্ষেত্রকেই সামাশ্রয় করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ দেবযজন বলিয়া প্রয়াগ কুরুক্ষেত্রের সমাদর শুদ্ধ † ব্রহ্মসদন বলিয়া বরানসীক্ষেত্র মুমুক্ষুদিগের সমাদরণীয় হইয়াছেন, অতএব কাশীবাস ভিন্ন কোন স্থানেই বাসের গৌরব নাই ॥ ২ ॥

অত্রহি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্র স্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি ॥ ৩ ॥

এই অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীতে জীবমাত্রের ‡ প্রাণ সক-

---

* অবিমুক্তক্ষেত্র সাক্ষাৎ মুক্তিক্ষেত্র, যতি পরমহংসেরা প্রাণান্তেও কাশী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছাকরেন না। অর্থাৎ শশক মষকাদি জন্তুমাত্রেই যেখানে মরিলে ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়।

† ব্রহ্ম সদন, অর্থাৎ জীবমাত্রের মস্তক যেরূপ যোগ সাধক পরমহংসেরা সমস্ত বহির্ব্যাপারে পরাংমুখ হইয়া শিরো বস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমল কর্ণিকান্ত র্গত পরমাত্মাতে সংলগ্ন হইয়া পরম পদকে লাভ করেন, তদ্রূপ জীবমাত্রেই সমস্ত কার্য্য সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বর নগরী অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীতে বাস করতঃ এতৎক্ষণ বিধ্বংসীনশ্বর মলভাণ্ড ভৌতিক শরীরোপন্যাসে অনায়াসেই পরম পদে অধি গমন করে। সুতরাং কাশী পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানেই গমন করিবেক না।

‡ প্রাণ সকলের উৎক্রমণ অর্থাৎ মুমূর্ষু কালে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয়াদির উর্দ্ধগতি হয় এতৎ

লের উৎক্রমণকালে মহাদেব * তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন যদ্দ্বারা জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষাধিকারী হয় ॥ ৩॥

তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেত্যা বিমুক্তং নবিমুঞ্চেদেব মেবেতৎ ॥ ৪ ॥

এই কারণ, অবিমুক্তক্ষেত্র যে কাশী, তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক না, এতদবিমুক্তক্ষেত্রই মোক্ষক্ষেত্র ইহা প্রথমতঃ বৃহস্পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৫ ॥

এই যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ, বারানসী কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ মাহাত্ম্য বৃহস্পতি কর্ত্তৃক উক্ত হয়, এবং † যাজ্ঞবল্ক্যও তদুপদেশে উপদিষ্ট হইয়া গৃহস্থধর্ম্ম সমাপন করতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে কাশী বাস করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

সমস্ত শরীর অবশ হইয়া যায় সেই সময় করুণার্দ্র চিত্তে চন্দ্রচূড় জীবের উদ্ধারার্থে উপদেশ করেন, অদ্যাপিও কাশীমৃত ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণ উচ্চ হইয়া থাকে।

* তারকব্রহ্ম পদে, (প্রণব) অর্থাৎ তার শব্দ প্রণব স্বার্থেক, [তাররতীতিতার]। ইত্যর্থে প্রণবাব লম্বন করাকে মোক্ষোপদেশ বলিয়াছেন, অর্থাৎ যদবলম্বনে জীব পরিমুক্ত হয়।

† যাজ্ঞবল্ক্যের, ভার্য্যাদ্বয়, কাত্যায়নীও মৈত্রেয়ী ঐ মৈত্রেয়ী জ্ঞানবতী ছিলেন, তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট উপদিষ্টা হইয়া ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্তা হয়েন, কিন্তু বেদে অনিধিকার প্রযুক্ত শুদ্ধ মনন দ্বারা

অথ হৈনমত্রিঃ প্রপচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং যত্রযো-নন্তো ব্যক্ত আত্মাতং কথমহং বিজানীয়া মিতি ॥ ৬ ॥

অনন্তর অত্রি নামা কোন শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন, হে ব্রহ্মণ্ যিনি * অনন্ত, অব্যক্ত, আত্মা, তাঁহাকে আমি কিরূপে জানিতে পারি, তাহা আজ্ঞা করুন ॥ ৬ ॥

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। সোবিমুক্ত উপা-স্যঃ ॥ ৭ ॥

অত্রি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন সেই আত্মা অর্থাৎ পরম পদ। অবিমুক্ত উপাস্য হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

যত্রযোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠত ইতি ॥ ৮ ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ চিন্তনে মানস যোগ সাধনার্থ অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ব বেদ বেদ্য এক বিশ্বেশ্বর ভজনে রতাহয়েন।

* অনন্ত পদে যাঁহার অন্ত রহিত অর্থাৎ সীমা নাই। অব্যক্ত পদে অস্ফুট, অর্থাৎ গোপন হইতে গোপন তম যাঁহাকে কোন মতে লক্ষকরা যায় না, বাক্য মন দ্বারা অগ্রাহ্য: আত্মা পদে সর্ব্ব জীবের অন্তর্যামী অর্থাৎ বুদ্ধি সাক্ষী রূপে সকলের নিয়ন্তা।

† অবিমুক্ত উপাস্য পদে বিশ্বেশ্বর, অর্থাৎ অবিমুক্তে উপাস্য হইয়াছেন, ব্রহ্মধাম ইত্যর্থ তদুপাসনাকেও অবিমুক্ত উপাস্য বলা-যায়।

* যাঁহাকে অনন্ত, অব্যক্ত, আত্মা বলিয়া যোগীরা নিরন্তর উপাসনা করেন, সেই আত্মা অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সর্ব্বগুহাশয় সর্ব্বান্তর্যামী আত্মা বারানসীতে অধিষ্ঠান ক-রেন ॥ ৮ ॥

সোবিমুক্ত কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ৯ ॥

অনন্তর অত্রিজিজ্ঞাসাকরেন যে অবিমুক্তক্ষেত্রকে ব্রহ্ম ধাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, সেই অবিমুক্তক্ষেত্র এই পৃথিবীর কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

বরণায়াং নাস্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি।১০।

---

* অর্থাৎ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন সর্ব্বব্যাপী, অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, অর্থাৎ অব্যক্ত রূপের উপাসনায় কষ্টাতিশয়, একারণ তৎস্বরূপ তায় চিত্তাভিনিবেশ হয় না, সুতরাং সর্ব্বানুকম্পী ভগবান সাধকদিগের উপাসনা সিদ্ধ্যর্থে অবিমুক্তক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর রূপে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, অব্যক্ত রূপের উপাসনা কষ্টসাধ্য কিন্তু এতদুপাসনা সুখসাধ্য অতএব পরম পদ প্রাপ্ত্যর্থে স্বীয় স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা বেদান্তে [স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ] যদিও আত্মা সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী বটেন তথাপি তিনি বিশেষ২ স্থানে উপাস্য হয়েন, যথা কাপিলয়ে [সদাসর্ব্ব গতো-প্যাত্মা নচ সর্ব্বত্র ভাসতে গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎস্তনমুখাদ্ যথা] সর্ব্বগত আত্মা হইলেও তিনি সর্ব্বত্রে ভাসমান নহেন অর্থাৎ সা-ধকের ফল প্রদ নহেন যেমন গোসকলের সর্ব্বাঙ্গ রসে উৎপন্ন দুগ্ধ কিন্তু বিশেষ স্থানকে লক্ষ করিয়া স্তন মুখেই প্রসৃত হয়, সেই রূপ আত্মা বিশেষ স্থানে উপাস্য হয়েন।

অত্রির জিজ্ঞাসানন্তর যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, যে অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মহাত্ম্য সর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে, সেই অবিমুক্ত এই পৃথিবীতে * বরণা ও নাসী মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১০ ॥

কাবৈবরণা কাচ নাসীতি ॥ ১১

অনন্তর অত্রিপ্রশ্ন করেন কাহাকে বরণা এবং কাহাকে নাসীই বা বলাযায় তাঁহারদিগের কীদৃশী মহিমা, তাহা ব্যক্ত করিয়া কহ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বানিন্দ্রিয় কৃতান্ দোষান্ বারয়তি তেন-বরণাভবতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয় কৃতান্ পাপান্ নাশয়তি তেননাসী ভবতীতি ॥ ১২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন যে যিনি † সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত দোষ সমূহকে বারণ করেন তাঁহার নাম বরণা। আর যিনি

* বরণাও নাসী পদে নদী বিশেষ, তদর্থে বরণাও নাসী তাহার অর্থ করিয়াছেন, [বারয়তীতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত বরণা] [নাশয়তীতি নাসী] এক সমন্বয়ে বারানসীক্ষেত্র, অর্থাৎ এতন্নদীদ্বয়ের মধ্য বর্ত্তিনী কাশী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গঙ্গা প্রদক্ষিণ করিয়াছেন।

† যে বরণাতে অবগাহন মাত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয়মলের অপহরণ হয়, জন্মাবধি ইন্দ্রিয় সংযম করিলে যে ফল লাভ হয়, বরণার বারিস্পর্শ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ সেই ফলকে লাভ করিতে পারে।

* সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ সমূহকে নাশ করেন তাঁহার নাম নাসী ॥ ১২ ॥

হায়, কি, কালমাহাত্ম্য, মায়ামোহাকৃষ্ট জন সকলের চিত্ত দিন২ ঘোরান্ধকারে নিবিষ্ট হইতেছে শত২ শাস্ত্র সত্ত্বেও আপন২ কুযুক্তি দ্বারা ধর্ম্মবিলোপে সঙ্কুচিত নহে। তাহার হেতু (যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি

---

* যে নাসীতে অবগাহন মাত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয় কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হয়, অর্থাৎ মনোবুদ্ধি হস্ত পাদ উপস্থ চক্ষুঃশ্রোত্র নাসিকাদি দ্বারা জন্ম জন্মান্তরীয় পাতকের বিনাশ হয়। তৎসন্ধি অর্থাৎ গঙ্গাম্বু-মিলনকেই সন্ধ্যা বলে সেই সন্ধ্যার নাম ব্রহ্মসন্ধ্যা, স্বভাব ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যাকালে আপোমার্জ্জন মন্ত্রার্থে এবং আচমন মন্ত্রার্থের সহিত ঐক্য করিলেই অসিবরণার মহিমানুভব করিতে পারিবেন, অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগে যোগীরা স্বশরীরে এই সকল তীর্থের কল্পনাতেই পাপ নাশ করেন, এখানে প্রত্যক্ষভূতা সেই অসিবরণাতে অবগাহন করিলেই হয় বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় না, সুতরাং চাণ্ডাল, পুক্কশ, ম্লেচ্ছ যবন স্ত্রী শূদ্রাদি যাহারদিগের বেদ মন্ত্রে অধিকার নাই তাহারদিগের কাশীবাসেই বেদাধ্যয়ন বেদানুষ্ঠান তদর্থ ধারণার ফল লাভ হয়, অতএব সর্ব্বজাতীয়েরি মোক্ষ স্থান কাশী এই কাশীতে মোক্ষ পদপ্রাপ্তিতে স্ত্রী পুরুষ কোন জাতির বিচার নাই, কোন বর্ণের বিচার নাই, পণ্ডিত মূর্খের বিচার নাই, ধর্ম্মী কি অধর্ম্মীর কোন বিচার নাই, যে কেহ যে কোন রূপে দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হয়, একারণ উক্ত করিয়াছেন, যে [যেষাং ক্বাপিগতি র্নাস্তি তেষাং বারানসী গতিঃ] যে সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই সেই সকল ব্যক্তির বারানসীই এক গতি হয়েন।

কিং। লোচনাভ্যাং বিহীনানাং দর্পণে কিং প্রয়োজনং) যাহার স্বযং প্রজ্ঞা অর্থাৎ শোভনা বুদ্ধি না থাকে তাহার শাস্ত্রে কি করিতে পারে, যদ্রূপ চক্ষুহীন ব্যক্তির দর্পণ স্বচ্ছতায় কি প্রয়োজন। এবং লোক চক্ষু বলিয়া সূর্য্যের নাম যে-হেতু তিনি উদয় হইয়া সমুদয় বিশ্বকে প্রকাশ করেন, কিন্তু গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ ব্যক্তির সম্বন্ধে জগৎ প্রকাশক সূর্য্যের গৌরব কি। অতএব শাস্ত্র হইতে মূঢ় ব্যক্তির কি উপকার, বুদ্ধি সত্বে শাস্ত্রার্থের তাৎপর্য্য প্রকাশ পায, এক্ষণে ধর্ম্মার্থের কারণ উদ্দেশ্য না হইয়া যথেষ্টাচার ব্যবহারাদির ধর্ম্মতা প্রতিপন্ন হইতেছে চিরপ্রণষ্ট ধর্ম্ম ম্লেচ্ছ সংসর্গ জন্য ধর্ম্ম সঙ্করতা প্রাপ্তে অনেকেই বাচালতা দ্বারা ধর্ম্ম নির্ম্মূল নার্থে বহু বক্তৃতা করে, এক কালেই পূর্ব্বতন শাস্ত্রবক্তা ধন্যতম মহর্ষিগণকে নির্ব্বোধ পদে নিবিষ্ট করিয়াছেন. করুন কিন্তু সুবোধেরা আপনং শোভন বুদ্ধিতে যদ্যপি বিশিস্ট রূপ আলোচনা করেন, তবে কদাপি শিষ্টগণকে অশিষ্ট বলিয়া আপনারদিগের বিশিষ্টতার স্থির রাখিতে পারেন না, কিন্তু মৌঢ্য স্বভাব প্রযুক্ত বলপূর্ব্বক নিন্দা করায় পারদর্শী হইতে পারেন, তাহার নিয়ন্তা নাই, যেহেতু বৈদিক জাতীয় রাজার অভাব হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে বিশিষ্ট পাঠশালায় বিদ্যা-ধ্যয়ন করিয়া যাঁহারং পাণ্ডিত্য হইতেছে, পরিণামে বৈদিক ধর্ম্মের দোষ দর্শন করানই তাঁহারদিগের বিশেষ বিদ্যা বৈদ-গ্ধের কারণ হইয়াছে, নচেৎ বর্ত্তমান সভ্যসন্নিধানে প্রশংসা

বাদ ও তৎচিহ্ন সূচক পত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন না, অপর স্মৃত্যারাধ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহাকে এমত ঘৃণিত করিয়াছে যে ব্রহ্ম জ্ঞানের নাম শুনিলেই বিচক্ষণেরা ভ্রষ্টাচারী বলিয়া তিরস্কার করেন, যেহেতু আপামর সাধারণের সহিত পান ভোজনের সহযোগে যোগ করিয়া যোগাভ্যাস রূপ শম স্থানে অশম, দম স্থানে অদম, ইত্যাদির বিপর্য্যয় করিয়াছে, অর্থাৎ দেবমিথ্যা, শাস্ত্রমিথ্যা, ব্রাহ্মণমিথ্যা ক্রিয়াকাণ্ডমিথ্যা আহারবিহারের বাধা নাই, ঈশ্বর সৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়েরা করে, ঐহিক সুখই পরম মঙ্গল, পরকালের কথা গল্প মাত্র ইত্যাকার বক্তৃতায় যে ব্যক্তি পারদর্শী হয় একালে সেই জ্ঞানী, সেই পণ্ডিত সেই বিচক্ষণ সেই নম্রশীল, তদন্যৎ নির্ব্বোধ, তদর্থে পাঠকবর্গেরপ্রতিবোধার্থ এতৎপত্রে বহু আয়াসে শ্রুত্যাদির অর্থ প্রকটন করিতেছি হে বিচক্ষণেরা স্বীয়স্বীয় বিচক্ষণতাতে অসন্মতাবলম্বিদিগের অভিপ্রায়কে দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া যথা শাস্ত্র পিতৃ পৈতামহাদির আচরিত ধর্ম্ম পথে আরূঢ় হইয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মপরতায় কালযাপনা করহ তৎপ্রভাবেই ভাবাভাব পরিমুক্ত পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন অত্র সন্দেহো নাস্তি।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

তির্য্যগ্‌গতানান্তু চতসৃণা মেকৈকাসাং শতধাসহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজন্তে। তাস্তু সংখ্যেয়া স্তাভিরিদং শরীরং গবাক্ষিতং নিবদ্ধমানঞ্চ ॥ ৪৮ ॥ সুশ্রুতং।

তির্য্যক্‌গত চারি ধমনীদিগের এক২ নাড়ীর শত২ সহস্র২ প্রকার শাখানাড়ী উত্তরোত্তর সর্ব্বশরীরে ভজনা করে অর্থাৎ বিভক্ত হইয়া শরীর সন্ধারণা করিতেছে, সেই সকল অংসখ্যেয়নাড়ী দ্বারা সমস্ত শরীর * গবাক্ষিত অর্থাৎ ছিদ্র বিশিষ্ট হইযাছে, এবং তদ্দ্বারা শরীরের বন্ধন ও হইয়াছে ॥ ৪ ॥

তাসাং মুখানি লোম লগ্নানি যৈর্মুখৈঃ স্বেদাঃ স্রবন্তি রসঞ্চাভি সন্তর্পয়ন্তি অন্তর্বহিশ্চ ॥ ৪৯ ॥

এই সকল লোমলগ্ন নাড়ীমুখে ঘর্ম্মস্রাব হয়। এবং

---

* গবাক্ষিত শব্দে গবাক্ষাকার অর্থা ভ্রমিকব যুক্ত যাহাকে, [জ্ঞানালা] বলে, তদ্রূপ বহির্বায়ু প্রবেশ দ্বার, অর্থাৎ সেই সকল নাড়ী মুখেই লোম জন্মিয়াছে।

অন্তর্ব্বহি রস সঞ্চালনে সমস্ত শরীরের সন্তর্পণ করেন। অপিচ লোমাদিকেও সংতৃপ্ত রাখেন ॥ ৪৯ ॥

তৈরেবাভ্যঙ্গ পরিষেকাব গাহনা লেপ বী-
র্য্যাণি ত্বচিপক্বান্যন্তঃ প্রবেশয়ন্তি তৈরেব
স্পর্শ শুভাশুভং বা গৃহ্লাতি ॥ ৫১ ॥

এই সকল ধমনী মুখ দ্বারা চর্ম্মেতে যে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলাদি মৃক্ষণ, পবিষেক অর্থাৎ জলাদিতে অবগাহন, এবং প্রলেপাদির বীর্য্য সকল পরিপাকে অন্তঃ শরীর-মধ্যে প্রবেশ করান, এবং জীবমাত্রেই ঐ সকল নাড়ী মুখে ভাল মন্দ উভয় স্পর্শগুণকেই গ্রহণ করেন ॥ ৫১ ॥

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিশেষুচ।
ধমনীনাং তথা খানি রসোযৈরভিতশ্চরেৎ
॥ ৫২ ॥

যেমন স্বভাবেতে পদ্মমৃণালেতে ছিদ্র আছে, সেই রূপ নাড়ী সকলের ছিদ্র, তদ্দ্বারা সকল স্থানে শরীরের রসচালনা হয় ॥ ৫২ ॥

পঞ্চাভিভূতা স্বথ পঞ্চকৃত্য পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চ-
সুভাবয়ন্তি। পঞ্চেন্দ্রিয়ং পঞ্চসু ভাবয়িত্বা
পঞ্চত্ব মায়ান্তি বিনাশকালে ॥ ৫৩ ॥

এতৎ শ্লোকার্থে ধমনী অর্থাৎ স্থূল নাড়ী সকল কি প্রকারে পঞ্চাভিভূতা হয়, অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্না হইয়া সকল দিকে বিস্তারিতা হইয়াছে, এবং * উভয়াত্মক মন হইয়াছে, আর পঞ্চেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানে জীবাত্মাকে পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ণ ত্বক্ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা প্রভৃতিতে পঞ্চেন্দ্রিয়াত্মক জীবাত্মাকে ক্রমেতে পঞ্চবার প্রাপ্ত করান অথবা এক কালেই পঞ্চেন্দ্রিয় বৃত্তিতে প্রাপ্ত করান্ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্পাণি, পাদ, বায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ তদুপলক্ষে শব্দাদি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় বিষয়েও পাদাদি পঞ্চ মন বিষয়ে প্রাপ্ত করিয়া শরীর যাত্রাকে নির্ব্বাহ করিতেছেন, অতঃ বিনাশ কালে † পঞ্চত্ব অর্থাৎ আকাশাদি ভাবত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫৪ ॥

---

* উভয়াত্মক মন ইত্যর্থে সংকল্প ও বিকল্পাত্মক কিন্তু এস্থলে তাহা নহে, শুদ্ধ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এতদুভয়াত্মক মনকে কহিয়াছেন। অর্থাৎ শিরা সকল শৈথিল্য হইলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, যেহেতু, বায়ুভূত মন প্রাণ বায়ুর সহিত জীবাত্মাকে লইয়া বহির্ভূত করেন।

† পঞ্চত্ব শব্দে পঞ্চভূতে বিলোম সংযোজন, অর্থাৎ আকাশ ভাবত্ব, জলে পৃথবী, অগ্নিতে, জল, বায়ুতে অগ্নি, আকাশে বায়ু, মহত্তত্ত্বে আকাশ, অর্থাৎ যে যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহার তাহাতে লয়, অথবা পঞ্চ মহাভূতে খণ্ডভূতের মেলন, যথা পৃথিবীতে পৃথিবী, জলে জল, অগ্নিতে অগ্নি, বায়ুতে বায়ু, আকাশে আকাশ, এই পঞ্চ প্রাপ্তকেই মৃত্যু বলিয়া খ্যাত করে।

অথ কণ্ডরা ব্যাখ্যা।

মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরা স্তাস্তু ষোড়শ। প্রসারণা কুঞ্চনয়ো দৃষ্টং তাসাং প্রয়োজনং॥ ৫৪॥ সুশ্রুতং।

অনন্তর কণ্ডরাখ্যা নাড়ী বিশেষের ব্যাখ্যা করিতেছি * মহৎস্নায়ু অর্থাৎ বিশেষ সূক্ষ্মশিরার মধ্যে যাহা প্রধানা তাহাকেই কণ্ডরা বলে † তাহার সংখ্যা (১৬) ষোড়ষ।তাহারদিগের কার্য্য দৃষ্টে অস্তিত্ব প্রত্যয় নচেৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষা নহেন, অর্থাৎ শরীরের ‡ আকুঞ্চন প্রসারণ তাহার দৃষ্ট প্রয়োজন॥ ৫৪॥

চতস্র হস্তয়োস্তাসাং তাবত্যঃ পাদয়োঃ

* মহৎস্নায়ু শব্দে, অতি প্রধান সূক্ষ্ম শিরা, অর্থাৎ স্নেহধারার ন্যায় প্রবাহ।

† তাহার সংখ্যা ষোড়শ, অর্থাৎ ঈড়াপিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু, শঙ্খিনী, চিত্রিণী, বজ্রিণী, চন্দ্রা, সরস্বতী, মেধা, পয়স্বিনী, এই ষোড়শ নাড়ীর অংশভূতা ইহারদিগের শাখা উপশাখা রূপে (৭২০০০) দ্বিসপ্ততি সহস্র স্নায়ুর সংখ্যা করিয়াছেন।

‡ আকুঞ্চন ও প্রসারণ পদে এতৎ শরীরের শঙ্কোচ অর্থাৎ খাট করণ, এবং বিস্তার করণ। উক্ত স্নায় দ্বারাই হইয়া থাকে।

স্মৃতাঃ। গ্রীবায়াং মপিতাবত্য স্তাবত্যঃ পৃষ্ঠসংগতাঃ ॥ ৫৫ ॥ সুশ্রুতং।

কণ্ডরানাড়ী (৪) চতুষ্টয় হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে (৪) চতুষ্টয় গ্রীবায় (৪) চতুষ্টয় পৃষ্ঠে (৪) চতুষ্টয় এই ষোড়শ সংখ্যা হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

তত্র হস্তপাদ গতানাং নখাঃ প্ররোহাঃ। গ্রীবা নিবন্ধানামধোভাগ গতানাং প্ররোহাঃ॥ মেঢ্রপৃষ্ঠ নিবদ্ধানাং প্ররোহা নিতম্ব মূর্দ্ধ বক্ষ বংক্ষণ পীড়া ॥ ৫৬ ॥

হস্তপাদগতা কণ্ডরার প্ররোহ নখ অর্থাৎ হস্তপাদদ্বয়গতা (৮) অষ্ট কণ্ডরার বিংশতি শাখাতেই নখের আরোহণ * ইহার মূল গান্ধারী ও হস্তি জহ্বা নাড়ী যাহারদিগের যোগে চক্ষু নিবদ্ধ। গ্রীবাতে (৪) কণ্ডরা নিবদ্ধ হইয়া অধোগত লিঙ্গ

---

* হস্ত ও পাদগতা কণ্ডরা অর্থাৎ স্নায়ুনাড়ী চক্ষু নিবদ্ধ হইয়া নখের উৎপাদন করেন। একারণ নখে আঘাৎ হইলে চক্ষুর পীড়া জন্মে।

† গ্রীবা নিবদ্ধ কুহূ নাড়ী হইতে চারি কণ্ডরায় লিঙ্গ আবদ্ধ একারণ গ্রীবার সঙ্গে লিঙ্গের সম্বন্ধ অর্থাৎ গ্রীবাপার্শে তদুদ্গম হয়, এবং গ্রীবা ও লিঙ্গের পীড়া উভয় স্থানে আঘাৎ হইলে জন্মে। এবং মুষ্ক পীড়া অর্থাৎ জলীয় পীড়া গ্রীবা হইতেই উৎপন্ন হয়। এবং উপদংশাদি জন্মে। যাহাকে প্রাকৃত ভাষায় উপদংশ রোগ বলে।

প্ররোহ অর্থাৎ ইহার মূল (কুহু) নাড়ী যাহাতে লিঙ্গের আ-
রোহণ এবং মুষ্ক অর্থাৎ অণ্ড কোষ নিবদ্ধ * পৃষ্ঠেতে নিবদ্ধ
(৪) কণ্ডরা যাহাতে নিতম্ব উপর ও কক্ষ এবং বংক্ষণ
প্ররোহ অর্থাৎ পূষা যশস্বিনী তাহার মূল, যাহাতে আ-
বদ্ধ হইয়া উক্ত স্থান কর্ণমূলক হয়েন, অতএব এই ইহার
পীড়া ॥ ৫৬ ॥

---

* পৃষ্ঠ নিবদ্ধ কণ্ডরা [৪] চতুষ্টয় কক্ষদ্বয়ে ও কূর্চ্চকীদ্বয়ে আবদ্ধ
ইহারদিগের পূষা যশস্বিনার সহিত যোগ। একারণ উক্ত স্থান
চতুষ্টয়ে আঘাত হইলে কর্ণ রোগ, এবং বংক্ষণ রোগাদি জন্মে।
অর্থাৎ প্রকৃত ভাষায় [বাগী বলে]

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার
শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৭০ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩০ পৌষ বুধবার

গতবারের শেষঃ।

অথ জাবালোপনিষৎ।

কতমং বাস্য স্থানং ভবতীতি॥ ১১॥

বহিঃস্থ অবিমুক্ত ক্ষেত্র বর্ণন করতঃ অধ্যাত্ম যোগীদিগের উপাসনার্থে মনুষ্য শরীরে সেই অবিমুক্তক্ষেত্র বর্ণন করিয়াছেন তদর্থে প্রশ্ন। যথা (কতমমিতি)

অত্রি জিজ্ঞাসা করেন, যে এতৎ মনুষ্য শরীরের কোন স্থানে উক্ত অবিমুক্তক্ষেত্র, যাহার উপাসনায় যোগীরা পরিমুক্ত হয়েন ॥ ১১ ॥

ভ্রুবোঃ প্রাণস্য যঃসন্ধিঃ সএষদ্যৌর্লোকস্য পরস্য সন্ধির্ভবতীতি ॥ ১২ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য অত্রিকে কহিতেছেন, যে ভ্রূর এবং প্রাণের যে সন্ধি, তাহাকেই পরলোকাখ্য * স্বর্গের সন্ধি বলিয়া যোগীরা উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ এই সন্ধি স্থানই স্বর্গের নিমিত্ত হয় ॥ ১২ ॥

এতদ্বৈসন্ধিং সন্ধ্যাং ব্রহ্মবিদ উপাসত ইতি সোঽবিমুক্ত উপাস্য ইতি ॥ ১৩ ॥

এই অবিমুক্তক্ষেত্র স্বর্গসন্ধি অতএব ব্রহ্মবিৎ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা অবিমুক্তক্ষেত্রকে সন্ধ্যা বলিয়া নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা করেন, সেই অবিমুক্তক্ষেত্র কাশী জীবমাত্রের প্রাণাগতি

---

* স্বর্গ শব্দে সুখস্থান, কিন্তু ইন্দ্রাদি লোকের স্থানকে স্বর্গ বলে এখানে পরমাত্মার প্রাপ্ত্যর্থ সন্ধিস্থানকে স্বর্গ বলিয়াছেন, যেহেতু সুখের নাম স্বর্গ, দুঃখের নাম নরক ইন্দ্রাদি লোকে সম্যক সুখাভাব অর্থাৎ পতনা শঙ্কা আছে একারণ জ্ঞানীরা তাহাকে স্বর্গ বলিয়া আদর করেন না, অখণ্ড সুখাকর সর্ব্ব শঙ্কা রহিত ব্রহ্ম পদকেই স্বর্গ বলিয়া তদুপাসনায় নিযুক্ত হয়েন।

স্থান নাসার উপরি ভ্রূসন্ধির মধ্যে অধিষ্ঠিতা যোগসাধকেরা বহিঃস্থ কাশীক্ষেত্রকে স্বশরীরে ভ্রূর মধ্যে অবলোকন করতঃ উপাসনা করেন, অতএব * অবিমুক্তই উপাস্য ॥ ১৩ ॥

সোবিমুক্ত জ্ঞানমাচষ্টে যোবৈতদেত দেবং বেদ ॥ ১৪ ॥

সেই অবিমুক্তকেই জ্ঞানীরা। জ্ঞান স্বরূপ বর্ণন করেন যাঁহারা অবিমুক্তক্ষেত্র তত্ত্বকে জানেন অর্থাৎ বহি র্বারানসী ও জ্ঞান বারানসীর প্রভাবজ্ঞ ব্যক্তিরা কাশীকেই ব্রহ্মধাম স্বরূপ জানেন ॥ ১৪ ॥

---

* অবিমুক্তক্ষেত্রকে যখন স্বশরীরে সংস্থা করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বদেহে কাশীকে চিন্তা করিতে অনুশাসন করিয়াছেন, তখন বহিস্থ বারানসীক্ষেত্রেরই প্রাধান্য হইল, যথা বেদান্তং (ব্রহ্মণো দৃষ্টিকংকর্ষাৎ) অর্থাৎ উৎকর্ষেই দৃষ্টান্ত বর্ত্তে [যথা স্মৃতিঃ] গঙ্গাম্বুঃ সদৃশঃ পয ইতি উষাস্থানে সকল জলই গঙ্গাজল তুল্য হয় ইত্যর্থে গঙ্গাজলেরই প্রাধান্য, ফলিতার্থ জ্ঞান জন্মিলে স্বশরীরে কাশী চিন্তা করিতে শক্ত হইবেক, বহিঃস্থা কাশীর জ্ঞান সাপেক্ষা করে না, অজ্ঞানতঃ বাসেও মুক্তি পদ প্রাপ্তি হয়।

† জ্ঞান শব্দে ব্রহ্ম, এখানে বিশ্বেশ্বরই জ্ঞান স্বরূপ সত্য স্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্ম, তদধিষ্ঠান নিমিত্ত বারানসীকেও জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ ধাম বলা যায়, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহাতে কোন মতে আনন্দের অভাব নাই, তিনিই ব্রহ্ম, কিন্তু কাশীর নাম আনন্দ কানন সুতরাং কাশীই ব্রহ্ম পদ অধ্যাত্ম চিন্তক যোগীরা যেখানে সেখানে যোগ করুন, পরিণামে কাশী প্রাপ্তে পরিমুক্ত হইবেন।

অথহৈনং ব্রহ্মচারিণ ঊচুঃ। কিংজপ্যেনামৃতত্বং ব্রূহীতি॥ ১৫॥

অনন্তর অত্রি প্রমুখ * ব্রহ্মচারীগণেরা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন, হে ব্রহ্মণ্ কোন মন্ত্র জপ করিলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বিস্তারিত করিয়া কহ॥ ১৫॥

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ শতরুদ্রীয়েণেতি।১৬।

ব্রহ্মচারিদিগের প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, যে শতরুদ্রীয় জপেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়॥ ১৬॥

এতানিহবা অমৃত নামধেয়ান্যেতৈর্হবা অমৃতো ভবতীতি॥ ১৭॥

---

* ব্রহ্মচারী পদে ব্রহ্মচর্য্যবান্ অর্থাৎ দণ্ডী, এস্থলে সামান্য ব্রহ্মচর্য্যকে বলেন নাই, অর্থাৎ গৃহস্থ ব্যক্তি বৈধাহারী, স্বদারাতে ঋতুকালাভি গামী হইলে ব্রহ্মচারী বলে, ফলিতার্থ ইহা সদাচারীর লক্ষণ, যথার্থ ব্রহ্মচারী যতিদিগকে কহিযাছেন, যথা, কঠশাখাযাং [ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয সংযোগং নকুর্ব্বীত কেনচিৎ] ব্রহ্মচারী জন কাহারও সহিত ইন্দ্রিয সংযোগ করিবেন না অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের বশ না হইযা আহার বিহার পরিচ্ছদ যানবাহনাদির সহিত নিঃসম্বন্ধ হইবেক, কেবল প্রাণ ধারণার্থ যথা কালে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

এই সকল * রুদ্রগীতাধ্যায়ী সাধকেরাই † অমৃত নাম ধারণ করেন এবং এই শতরুদ্রীয় জপ দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

অথ হৈনং জনকো হ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্য মুপসমেত্যোবাচ। ভগবন্ সন্ন্যাস মনুব্রূহীতি।
॥ ১৮ ॥

---

* শত রুদ্রীয়কেই রুদ্রগীতা বলে, রুদ্রীয় জপই ব্রহ্মচর্য্যের কারণ বিনা রুদ্র জপে মোক্ষ হইতে পারে না।

† অমৃত নাম ধারণ করেন, ইত্যর্থে সাক্ষাৎ দেবত্ব হয়, যেহেতু, দেবতাদিগের নাম অমর কিন্তু বিশিষ্টামর দেবতারাও নহেন, যেহেতু তাঁহারদিগের আয়ুর সীমা হয় সুতরাং এস্থলে অমৃত শব্দে আত্মাকে কহিয়াছেন, কারণ, আত্মার সহিত মরণ ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই, যথা গীতা, [নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি ইত্যাদি] আত্মাকে অস্ত্রে ছেদন, অগ্নিতে দাহন, জলে দ্রব, বায়ুতে শোষণ করা যায় না, এবং শ্রুত্যন্তরেপি, [নজায়তে নম্রিয়তে ইত্যাদি] আত্মা জন্মেন না এবং মরেণও না, অতএব অমর শব্দ আত্মাকে কহিয়াছেন, একারণ দণ্ডীদিগকে আত্মার ন্যায় ব্যাখ্যা করেন, যেহেতু দণ্ড গ্রহণানন্তর পরিণামে জন্ম মৃত্যু রহিত হইয়া যায়, যথা [দণ্ড গ্রহণ মাত্রেণ নরোনারায়ণো ভবেদিতি] দণ্ড গ্রহণ মাত্রেই জীব নারায়ণ হয়েন, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন। নারায়ণই আত্মা, দণ্ডীরাও [প্রণব পূর্ব্বক নারায়ণায় নমঃ] এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রকেই অহরহ জপ করেন, নারায়ণ মন্ত্রই রুদ্র জাপ্য, কাশী মাহাত্ম্যে ইহাকেই তারকব্রহ্ম বলেন, কেন না নারায়ণ প্রণববাচ্য। সুতরাং প্রণবের নাম তারক, অপিচ, ব্রহ্মচর্য্য বান ব্যক্তিকে অমর

অনন্তর মিথিলাধিপতি বিদেহ জনকের পুত্র বৈদেহ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে সমাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম আজ্ঞা করেন ॥ ১৮ ॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

অথ রন্ধ্রনির্ণয়।

নেত্রশ্রবণ নাসানাং দ্বেদ্বেরন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতে। মুখমেহন পায়ূনামেকৈকং রন্ধ্রমুচ্যতে॥ ৫৭ ॥

অনন্তর দেহের ছিদ্র নির্ণয় করিতেছেন। চক্ষুকর্ণ নাসাদির দুই২ ছিদ্র, মুখ * লিঙ্গ গুহ্যাদি এক২ ছিদ্র বিশিষ্ট হয় ॥৫৭॥

বলে, এতন্নিমিত্ত বিপ্র বালকের উপ নয়ন হইলে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়, সেই হেতু ব্রাহ্মণের নাম দেব।

* লিঙ্গ ছিদ্র এক ইহা পুরুষ বিষয়ে দৃষ্ট করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের তদন্যৎ আর ছিদ্রদ্বয় তন্ত্রান্তরে উক্ত করিয়াছেন। যথা [বসার্ত্তব বিসর্গায রন্ধ্রদ্বয় স্ত্রীবিত] রস রক্ত নির্গত কারণ স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত ছিদ্রদ্বয়।

দশমং মস্তকে প্রোক্তং রন্ধ্রানীতি নৃণাং বিদুঃ। স্ত্রীণামন্যানিচ ত্রীণি স্তনয়োর্গর্ভবর্ত্মনি ॥৫৮॥ সুশ্রুতং।

মস্তকে এক ছিদ্র অদৃশ্য তাহাকে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে, এই দশরন্ধ্র মনুষ্য সকলেরই জানিহ, কিন্তু * স্ত্রীলোকের অন্য তিন ছিদ্র স্তনদ্বয়ে দুই, গর্ব্ভ পথে এক ॥ ৫৮ ॥

অথ স্রোতাংসি কথনং।

মনঃ প্রাণান্নপানীয় দোষ ধাতূপধাতবঃ। ধাতূনাঞ্চ মলামূত্রং মলমিত্যাদয় স্তনৌ ।৫৯। সঞ্চরন্তিহি যে মার্গে স্তানি স্রোতাংসি সংজগুঃ। বহুনি তানি সংখ্যায়ৈশক্যতে নৈব ভাষিতুং ॥ ৬০ ॥ সুশ্রুতং ॥

অনন্তর স্রোতঃ স্বরূপ নাড়ী কথিতা হইতেছে। মন, প্রাণ, অন্ন, জল, দোষধাতু, উপধাতু অর্থাৎ ধাতুর মলা, মল এবং মূত্র শরীরের যে পথ দ্বারা গমন করে, সেই পথ

---

* পূর্ব্ব শ্লোকাভাষে তন্ত্রোক্ত প্রমাণে যোনি বিবরে তিন ছিদ্র রস রক্ত মূত্র স্রাবার্থ বর্ণিত হয়, এতৎ শ্লোকে স্তন আর গর্ব্ভ দ্বার দিয়া তিন পূরণ করিয়াছেন ফলিতার্থ চরকে স্তনদ্বয় স্বতন্ত্র বলিয়াও যোনি বিবরে তিন ছিদ্র মান্য করিয়াছেন। যথা [মূত্রাসৃগ্রস নির্গমা ইতি] মূত্র রক্ত রস নির্গম দ্বারত্রয়।

কেই স্রোত কহে, আর সেই স্রোত স্বরূপ নাড়ী বহু সংখ্যায় বিভক্ত তাহার বর্ণন করিতে শক্ত হয় নাই ॥ ৬০ ॥

অথ জালানি কথনং।

নিরন্তরং রন্ধ্রনিকর কলিতানি সমূহিতানিচ জালানীব জালানিতু শিরাস্নায়ু মাংসাস্থ্নামুদ্ভবন্তিহি ॥ ৬১ ॥

অনন্তর জাল সকল বর্ণন করিতেছেন। অর্থাৎ জালের ন্যায় বহুছিদ্র বিশিষ্ট দেহ। সর্ব্বদা ছিদ্র সমূহ প্রাপ্ত নাড়ী সকল শরীরে জালের ন্যায় ব্যাপ্ত, তাবৎ শিরা স্নায়ু মাংস অস্থিতে উদ্ভব জানিহ। অর্থাৎ অস্থিকে আ[illegible] করিয়া বহির্ভ্যন্তরে বিস্তার হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

তানি চত্বারি সর্ব্বাণ্যেবতু ষোড়শ তানিমণিবন্ধ গুল্ফ সংশ্রিতানি পরস্পর নিবদ্ধানি পরস্পর সমাশ্লিষ্টানি পরস্পর গবাক্ষিতানি চেতি যৈর্গবাক্ষিত মিদং শরীরং অয়মর্থঃ ॥ ৬২ ॥

সেই জাল স্বরূপ নাড়ী * চতুঃ প্রকারে ষোড়শ + মণি

---

* চতুঃ প্রকারার্থে ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র, স্থূল অতি স্থূল চারিং নাড়ীতে সংযুক্ত অর্থাৎ শাখোপ শাখায় সংশ্রিত ষোড়শ নাড়ী প্রধানা।

+ যদ্রূপ এক সন্ধিতে রজ্জু সংযোগ করতঃ ধীবরেরা মৎস্য গ্রহণার্থ

বন্ধ, গুল্‌ফ স্থানে আশ্রিত পরস্পর নিবদ্ধ হইয়া এবং পরস্পর সংযুক্ত ও পরস্পর গবাক্ষিত অর্থাৎ ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়া সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়াছে তদ্দ্বারা সর্ব্ব শরীর গবাক্ষিত অর্থাৎ ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ ‡ গবাক্ষ প্রাপ্ত জালের ন্যায় ॥ ৬২ ॥

একস্মিন্ মণিবন্ধে এবং জালং শিরায়া অপরস্নায়ৌ তৃতীয়ং মাংসস্য চতুর্থ মস্থ্নঃ এবং চত্বারি জালানি ॥ ৬৩ ॥ এতেনেতর মণিবন্ধৌ গুল্ফৌ ব্যাখ্যাতৌ। গবাক্ষিতং বিরচিত নিরন্তর জালাকার রন্ধ্রনিকর পরিকলিত মিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ সুশ্রুতং।

জালের রচনা করে, অর্থাৎ [জাল বনে] তদ্রূপ মণিবন্ধ গুল্‌ফ স্থানে নিবদ্ধ নাড়ী দ্বারা শরীরে নাড়ী জাল ব্যাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ জালে যেমন মধ্যে২ গ্রন্থি ও মধ্যে২ ছিদ্র, সেই রূপ নাড়ী সকল মধ্যে২ গ্রন্থি পড়িয়া মধ্যে২ ছিদ্র বিশিষ্ট হইয়াছে, একারণ তাহাকে বৈদ্যেরা জাল কহিয়া থাকেন।

‡ গবাক্ষাবৃত জালের ন্যায় অর্থাৎ শরীরস্থ দ্বার সকলেও ঐ নাড়ী জাল আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, একারণ দ্বার স্থানে লোমাদির উৎপত্তি হয়, যেমন জালের ছিদ্রে আঁশ লাগিয়া বাহিরের ও অভ্যন্তরের জলতৃণ প্রভৃতিকে আটক করে।

* একং মণিবন্ধে অঙ্গুল্যাদি সন্ধিতে একং জাল, দ্বিতীয় জাল সন্ধি বন্ধন রজ্জুবৎ শিরাতে, ও স্নায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্ম নাড়ীতে, তৃতীয় জাল মাংসে, চতুর্থ অস্থিতে, এই প্রকার চারি জাল, ইহা দ্বারা অপর মণিবন্ধ এবং গুল্ফ দ্বয় ব্যাখ্যাত হইল, গবাক্ষিত, বিশেষ রচিত নিয়ত জালের আকার ছিদ্র সমূহে কল্পিত ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

অথ কূর্চ্চ কথনং।

কূর্চ্চাঃ স্যুর্হস্তয়োর্দ্বৌ তু তাবন্তৌ পাদয়োরপি। গ্রীবায়ামেক একস্তু মেঢ্রে সর্ব্বেপি ষট্ স্মৃতা॥ ৬৫॥ কূর্চ্চা অপি শিরাস্নায়ু সাংসাস্থি প্রভবাঃ স্মৃতাঃ॥ ৬৬॥ সুশ্রুতং

অনন্তর, কূর্চ্চ ব্যাখ্যা করিতেছেন, † হস্তদ্বয়ে দুই কূর্চ্চ, ‡ পাদদ্বয়ে দুই কূর্চ্চ, ‖ গ্রীবাতে এক কূর্চ্চ,

---

* মণিবন্ধে, সূক্ষ্মজাল অতিসূক্ষ্ম স্নায়ুতে, স্থূলমাংসে, অতিস্থূল অস্থিতে চতুর্থ প্রকার।

† হস্তদ্বয়ের কূর্চ্চের নাম কনুই।

‡ পাদদ্বয়ের কূর্চ্চের নাম হাঁটু।

‖ গ্রীবার কূর্চ্চ স্কন্ধ দেশ।

* মেঢ্রে ছয় কূর্চ্চ। এবং শিরা, স্নায়ু, মাংস অস্থিতে বহু সংখ্যক কূর্চ্চ হয়॥ ৬৫॥ ৬৬॥

অথ রজ্জুবৎ নাড়ী কথনং।

পৃষ্ঠবংশস্যোভয়ত্র মহত্যো মাংসরজ্জবঃ।
চতস্রোমাংস পেশীনাং বন্ধনং তৎপ্রয়োজনং॥ ৬৭॥ সুশ্রুতং।

অনন্তর রজ্জু স্বরূপ নাড়ী কথন, পৃষ্ঠবংশের উভয় পার্শ্বে মহতী মাংস রজ্জু অর্থাৎ বড় মাংসের দড়ি লম্ব মান। মাংস পেশীর চারি রজ্জু তাহার প্রয়োজন, যাদৃশ বংশের স্তম্ভেতে রজ্জু দ্বারা তৃণ নির্ম্মিত ভিত্তি বন্ধন থাকে সেই রূপ পৃষ্ঠবংশ স্তম্ভে মাংস রজ্জু দ্বারা সপ্ত ধাতু নির্ম্মিত দেহ বন্ধন হইয়া থাকে॥ ৬৭॥

অথ সেবনী কথন।

সেবন্যঃ সপ্ততাসাং তুভবেৎ পুঞ্চাস্ম মস্তকে। একাশেফসি জিহ্বায়া মেকা বিধেয়াস্মতাঃ কচিৎ॥ ৬৮॥ সুশ্রুতং।

অনন্তর, সেবনী নাড়ী সকল কথিত হইতেছে। অর্থাৎ সেলাই করার নাম সেবনী। সেই সেবনী নাড়ী সপ্ত প্রকার

* মেঢ্র অর্থাৎ লিঙ্গদেশ ছয় কূর্চ্চ, তাহাতে উত্থান নিপতন, মা[illegible] সংকোচন, সেবনাদি অর্থাৎ সেলাই হইয়াছে।

তাহার মধ্যে পাঁচ সেলাই মস্তকে। নিঙ্গে এক, জিহ্বাতে এক। এই সপ্ত সেলাই তাহাতে কদাচ বিধ্য অর্থাৎ * ভেদ করিবেক না॥ ৬৮॥

অথ সংঘাত কথম।

চতুর্দ্দশস্থাং সংঘাতাস্তেযাং ত্রয়োগুল্ফ জানুবংক্ষণেষু। এতেনেতর সক্থি বাহুচ ব্যাখ্যাতৌ। ত্রিক্ শিরসোরেকং। অত্র তু ত্রিক্ পদেন বাহু গ্রীবাস্থি সংঘাত উচ্যতে॥ সুশ্রুতং।

অনন্তর, † সংঘাত কহিতেছি. অস্থির সংঘাত (১৪) চতুর্দ্দশ, তন্মধ্যে গুল্ফ, জানু, বংক্ষণে সংঘাত (৩) ত্রয়। ইতর সক্থিতে ও ত্রয় এবং বাহুদ্বয়ে মণিবন্ধে কূর্পরে ও কক্ষদেশে ‡ ত্রিক স্থানে (১) এক মস্তকে (১) এক ত্রিক শব্দে পৃষ্ঠবংশের অধঃ ও বাহুমূল এবং গ্রীবা।

---

* অর্থাৎ সেলাই স্থানে আঘাৎ করিলে প্রায় সাংঘাতিক হয়, দৈবাৎ বহু আযাস রক্ষা হইতে পারে। এবং তৎস্থানে জাত বেদ না গুরুতর হয়, কদাপি বহিঃস্থ সেবনীর আঘাতে রক্ষাপায কিন্তু অন্তঃস্থ তৎসন্ধিতে আঘাত হইলে রক্ষা হইতে পারে না।

† সংঘাত শব্দে মেলন, অর্থাৎ অস্থির উপরে অপর অস্থির আরোহণকে সংঘাত বলে।

‡ ত্রিক্ স্থান শব্দে, পৃষ্ঠের অধঃ বাহুমূল ও গ্রীবা, অর্থাৎ প্রাকৃত [illegible], পাছা, ঘাড়, [illegible] বলে।

অথ সীমন্ত কথন।

চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
সংঘাতাঃ সীবিতাযৈস্তু সীমন্তাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ আয়ুর্ব্বেদং।

মুনি শ্রেষ্ঠেরা এতৎশরীরে (১৪) চতুর্দ্দশ সীমন্ত উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ সীমন্ত ব্যাখ্যা চতুর্দ্দশ কথিত আছে। সীমন্ত শব্দে, অস্থি সংঘাত অর্থাৎ বহু অস্থি মিলিত সীবিত হয়, সীবিত শব্দে সেলাই হয়, তাহাকেই সীমন্ত বলে।

অথ ত্বক বর্ণন।

ক্ষীরস্য পচ্যমানস্য যথা সন্তানি কোভবেৎ
শুক্রস্য পচ্যমানস্য রজসশ্চ তথাত্বচঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং।

অনন্তর ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্মের বর্ণন করিয়াছেন, যদ্রূপ আবর্ত্তিত দুগ্ধের উপরে সন্তানিক অর্থাৎ সর হয়, তদ্রূপ আবর্ত্তিত শোণিত শুক্রে শরীরে চর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্বাবভাসিনীতাসাং শিরাস্থানাচ সামতা।
আয়ুর্ব্বেদং।

সেই চর্ম্মে প্রথমা * অবভাসিনী যে সেই শিবা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অথ ভাসিনী কথন।

ভ্রাজকেন পিত্তেনাব ভাসনাৎ পরিণাহেন বিস্তারিতস্য ব্রীহে র্বিংশতি ভাগে যষ্টাদশ ভাগাঃ প্রমাণং তস্যাঃ ব্রীহি রত্রয়বঃ। সাসিধ্ম পদ্মকণ্টকয়ো রধিষ্ঠানং॥

অবভাসিনী নাম। ভ্রাজক অর্থাৎ পিত্ত কর্ত্তৃক বর্ণ প্রকাশ করেন। পরিণাহে অর্থাৎ প্রসারেতে বিস্তারিত যবের বিংশতি ভাগের অষ্টাদশ ভাগ প্রমাণ হয়। ‡ সিধ্ম শব্দে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ রোগ বিশেষ আর পদ্ম কণ্টক তাহার এক পরিমাণে চর্ম্মেতে অধিষ্ঠান হয়, ফলিতার্থ এই দুই রোগের চর্ম্মেতেই উৎপত্তি।

---

* অবভাসিনী শব্দে ভ্রাজক অর্থাৎ বর্ণ প্রকাশক, ইহা উত্তর শ্লোকে ব্যক্ত হইবে।

† ভ্রাজক শব্দে পিত্ত, অর্থাৎ, (ভ্রাজৃদীপ্তৌ) অগ্ন্যংশ ভূত পিত্ত, তেজের গুণই রূপ, সুতরাং পিত্তই বর্ণ প্রকাশক সামান্যত, ধাতুবর্ণের নিবারক, বর্ণ প্রকাশক অগ্নিকে প্রত্যক্ষই দেখা যায়, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর বর্ণ উজ্জ্বল অগ্নি দ্বারাই হয়।

‡ সিধ্ম, শব্দে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ, দদ্রু, ব্রণ, ও পদ্মকাঁটা প্রভৃতি।

দ্বিতীয়া লোহিতা জ্ঞেয়া তিলকালক জন্ম-
ভূঃ। সায়ব ষোড়শ প্রমাণা তিলকালক
ন্যচ্ছ ব্যঙ্গানা মধিষ্ঠানং॥ আয়ুর্ব্বেদং।

দ্বিতীয়া * লোহিতা নামে পীড়া ও তিলকালক, অর্থাৎ শরীরের তিল, † কালক, ন্যচ্ছ অর্থাৎ ছুলি, ব্যঙ্গ, এই কয়েক ক্ষুদ্র রোগ চর্ম্মেতে জন্মে, যবের ষোড়শাংশ প্রমাণ স্থানে অধিষ্ঠান।

তৃতীয়াতুবভবেৎ শ্বেতা স্থানং চর্ম্মদল-
স্যসা। সাযব দ্বাদশ ভাগ প্রমাণা চর্ম্মদলা
জগল্লিকা মসকা নাম ধিষ্ঠানং॥ আয়ুর্ব্বেদং।

তৃতীয়া ত্বক ‡ শ্বেত নাম ও ‖ চর্ম্মদল নাম কুষ্ঠের স্থান। তাহার প্রমাণ যবের দ্বাদশ ভাগ, চর্ম্মদল, ও ¶ অজগল্লিকা ও § মসকাদি ক্ষুদ্র রোগের স্থান।

---

* লোহিতা শব্দে, রক্ত জড়ুল, কদাপি কোনং শরীরে জন্মে।

† কালক শব্দে, কৃষ্ণ জড়ুল।

‡ শ্বেত শব্দে সাদা জড়ুল।

‖ চর্ম্মদল শব্দে গজচর্ম্ম নানা রোগ বিশেষঃ।

¶ অজ গল্লিকা শব্দে গাত্রে ছাগলের গলার স্তনের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, কেহং অক্রু অর্থাৎ আঁচিল বলে।

§ মসক শব্দে, আঁচিল।

তাম্রা চতুর্থী বিজ্ঞেয়া কিলাশ শ্বিত্র ভূমিকা।
যবাষ্ট ভাগা প্রমাণা॥ আয়ুর্ব্বেদং।

তাম্রা নামে চর্ম্মের চতুর্থ স্থান, তাহার পরিমাণ যবের অষ্ট ভাগ। তাহাতেই * কিলাশ এবং শ্বিত্র রোগের উৎপত্তি হয়।

---

* কিলাশ শব্দে, ক্ষতাদি রোগ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৭১ সংখ্যা। শকাব্দঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ মাঘ বৃহস্পতিবার

এই অচিন্ত্য বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর, যিনি গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা কি অপকৃষ্ট কর্ম্ম না করিতেছি, এতৎ বিশ্বরাজ্যে অনন্ত জীব সর্জ্জন করতঃ মনুষ্য জাতিকে আত্মতুল্য চৈতন্যাধিক্য প্রদানে সকলের নিয়ন্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতেও কি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমারদিগের কর্ত্তব্য হয় না।

অনাৎ মাতৃ গর্ব্ভস্থ বালকের রক্ষা কর্ত্তা, এবং ভূমিষ্ঠ হইলে বালকের আহারার্থ জননীর পয়োধর যুগলকে যিনি অমৃতের আধার করিয়াছেন, অপিচ অকৃতপ্রজ্ঞ শিশুর উচ্চ-হইতে পতন, এবং বিষধর দংশন হইতে পদেং রক্ষা করেন তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া কি আমাদের সামান্য কৃতঘ্নতা যে জগদীশ্বর, ব্রীহিযবশালী প্রভৃতি ওষধী সকল আমার-দিগের আহারার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে আমরা অনা-য়াসে জ্বলন্ত ক্ষুধানলশান্তি করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি, সেই পরমেশ্বরের দৃষ্টাগে কিঞ্চিৎ উপায়ন আহরণ করা কি আমারদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয় না, না তৎকরণে আমারদি-গের কিছু মনুষ্যত্বের হানি হয়, অপিচ ঈশ্বরোদ্দেশে দ্রব্য প্রদানে জ্ঞানিত্বেরই বা ব্যাঘাত কি, অর্থাৎ কিছুমাত্র অপ-চয় হয় না, কিন্তু কালসহকারে আমরা এমত ভ্রান্তি জালে আচ্ছন্ন হইয়াছি, যে ঈশ্বরোদ্দেশ কর্ম্মের প্রতি নিরন্তর দ্বেষ করতঃ এক কালেই নিষ্প্রয়োজনীয় রূপে গ্রহণ করি-য়াছি। যে পরমেশ্বর (অপাণি পাদোজবন গৃহীতা ইত্যাদি) শ্রুতি প্রমাণে পাণিপাদ চক্ষুশ্রোত্রাদি অবয়ব বর্জ্জিত হইয়াও (সহস্র শীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্র পাদিত্যাদি) শ্রুতি সম-ন্বয়ে সহস্র মস্তক সহস্র বাহু, সহস্র চরণাদি বিশিষ্ট হইয়া আপনার অস্তিত্ব প্রত্যয় করাইয়াছেন, তাঁহাকে শ্রুতিঃ প্র-সিদ্ধঃ সরূপ বলায় কি আমারদিগের বিরূপ উপাসনা হয়, না জ্ঞানিত্বেরই ব্যাঘাত জন্মে এবং (অরূপ মস্পর্শ মগন্ধ

বক্ষযৎ ইত্যাদি) শ্রুতিঃ প্রমাণে সর্ব্ব পদার্থাতিরিক্ত হইয়াও যিনি (সর্ব্বরূপঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বগন্ধোজরামর ইত্যাদি) শ্রুত্যনুশাসনে সর্ব্ব পদার্থ স্বরূপ হয়েন, তাঁহাকে একরূপে মান্য করাতেই কি অজ্ঞানীত্ব হয়, নাতদিতর চিন্তাতেই সভ্য হওয়া যায়, ইহাই আমাদিগের পরমাভ্রান্তি।

অপার করুণাসাগর স্বীযকারণ্য বিস্তারে আমারদিগের সম্বন্ধে কিং উপায় না করিয়াছেন, অর্থাৎ দুস্তর নদনদীপতির বারিরাশি সন্তরণার্থে পোতসর্জ্জন পোত শব্দে নৌকা) অন্ধকারাগমে দৃষ্ট্যর্থে দীপ, নির্ব্বাত সময়ে বায়ুসেবনার্থে ব্যজন (ব্যজন পদে পাখা) রৌদ্রবৃষ্টি নিবারণার্থে আতপত্র অর্থাৎ (ছত্র) উত্তপ্ত ভূমির তাপ এবং কুশ কণ্টক হইতে পাদরক্ষার্থে পাদুক, দেহবিনাশক উৎকট রোগ শান্ত্যর্থে নানাবিধ ঔষধী শীত নিবারণার্থে শাল পশমনাত তুলিকাদি, গমনাশক্ত ব্যক্তির গমনার্থে রথশকট শিবিকাদি, তাপোপশমনার্থে জল, দৃষ্ট্যর্থে চক্ষু, শ্রবণার্থে কর্ণ, ঘ্রাণার্থে নাসিকা, রস গ্রহণার্থে রসজ্ঞ জিহ্বা, চর্ব্বণার্থে দন্ত, গ্রহণার্থে হস্ত, গমনার্থে চরণ, কামেন্দ্রিয়ের তুষ্ট্যর্থে কামিনী, অশ্বদমনার্থে প্রতোদ অর্থাৎ চাবুক, হস্ত্যর্থে অঙ্কুশ, কাল পরিমাণার্থে চন্দ্রসূর্য্য অথবা শস্যোৎপত্ত্যর্থেই বা হউক অর্থাৎ দিবাভাগে প্রখরতর রবিকর খরিতা ধরিত্রীকে সুধাভিষিক্ত করণার্থে যামিনীতে কুমুদিনী পতির উদয় হইয়া থাকে, অপরমপি অস্মদাদির আহারার্থে অন্ন, অন্নার্থে বৃষ্টি, বৃষ্ট্যর্থে যজ্ঞ যজ্ঞার্থে

বিপ্র, বেদ, ঘৃত, ঘৃতার্থে গাবি ও বৃষ সৃষ্টি করেন, অপার মহিম পরমেশ্বরের অতুল্যা করুণা অর্থাৎ গাবি ও বৃষকে আমারদিগের হিতার্থে পিতামাতার ন্যায় সহায় করিয়া দিয়াছেন। লৌকিকে দৃষ্টান্ত, পিতা যেমন নানা পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করতঃ সন্তানাদির প্রতিপালন করেন, বৃষ জাতিরাও তদ্রূপ যথোচিত পরিশ্রমে হলাকর্ষণ করতঃ শস্যোৎপত্তি করিয়া অস্মদাদির গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, তদন্যৎ গাবিগণেরাও মাতৃবৎ দুগ্ধপান করাইয়া প্রসূত বালকবৎ পরিপালন করিতেছেন, কালবশতঃ আমরা এমনি নির্ঘৃণ নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞ নির্দ্দয় হইয়াছি যে একালেই কার্কশ্য স্বভাবে অজ মেষাদিবৎ তাহারদিগের বধামোদিত হই, ক্ষণকালের মধ্যে চিত্তে তাহারদিগের উপকারিত্ব গুণের অঙ্গীকার করি না, ইহাতেও যে আমরা জনসমাজে সভ্য ও জ্ঞানী কৃতজ্ঞ ধার্ম্মিক রূপে প্রতিপন্ন, কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানী হইতে উৎসাহ করি সে কেবল কাল মহাত্ম্যমাত্র, অপর ভাগ আগামী প্রকাশ করা যাইবেক।

গতবারের শেষঃ।

জাবালোপনিষৎ।

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো। ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহীভবেৎ। গৃহাদ্বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ॥১॥

বৈদেহ রাজা জনক কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম কহিতেছেন, যে * ব্রহ্মচর্য্য পরিসমাপ্তে † গৃহী হইবেক গৃহী হইয়া দার গ্রহণ করতঃ প্রজোৎপত্ত্যাদি গৃহস্থোচিত কর্ম্মের সমাপন করতঃ ‡ বান প্রস্থ হইবেক। বানস্থ ধর্ম্মের পরিসমাপ্তে ॥ প্রব্রাজ র্থাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক ॥ ১৯॥

---

* ব্রহ্মচর্য্য পদে গুরুকুলে বাস করতঃ বেদাধ্যয়ন করণ, অর্থাৎ উপনয়নানন্তর আচার্য্য আশ্রমে বাস, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একান্ত গুরুসেবায় রত হইবেক, এবং সমস্ত দিবা ভিক্ষা করিয়া যথা কালে গুরুকে নিবেদন করিয়া, আচার্য্যের আজ্ঞানুসারে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ভোজন করিবেক, অপিচ আত্মাভিমানের শান্তি ও রাগদ্বেষ কাম ক্রোধাদি বর্জ্জিত হইলে গুরুকৃপায় বেদার্থ ধারণার ক্ষমতা জন্মে। ইহার নাম ব্রহ্মচর্য্য।

† গৃহী পদে গুরুকুলে বাস করতঃ আচার্য্য প্রসাদে বেদার্থ গ্রহণানন্তর তদাজ্ঞামতে দার গ্রহণ করতঃ গৃহী হইবেক অর্থাৎ চতুঃশাল বিশিষ্ট গৃহাদি করিয়া সন্তানোৎপাদনে পিতৃঋণের পরিশোধন এবং তদুচিত বলি বৈশ্বাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবেক, আদি পদে ব্রত নিয়ম উপবাস যাগযজ্ঞ দৈবপৈত্রাদি কর্ম্ম পরায়ণ হইবেক, অনন্তর উত্তরার্দ্ধ বয়সঃ প্রাপ্তে গৃহকর্ম্মাদির সহিত ভার্য্যাকে পুত্রে সমর্পণ করতঃ অথবা অর্থাৎ অগ্নিস্থালী সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণে কালযাপনা করিবেক।

‡ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পদে, একান্ত নির্জ্জন বিপিন বাস ত্রিসবন অর্থাৎ ত্রিকাল স্নায়ী হইবেক এবং কালে২ যজ্ঞ এবং দৈবপৈত্র কর্ম্ম করতঃ যথা কালে গ্রামে আসিয়া ভিক্ষা করিয়া বনে আহার করিবেক অথবা ফল মূল কন্দ শীর্ণ পত্রাদি আহারে কালযাপনা করিবেক।

॥ পরিব্রাজক পদে, ব্রহ্মোপনিষদুক্ত সন্ন্যাসধর্ম্ম অর্থাৎ দণ্ডগ্রহণ

যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা-
বনাদ্বেতি ॥ ২০ ॥

যদি ব্রহ্মচর্য্যা হইতে ইতরতঃ অর্থাৎ গৃহী কি বনাশ্রমী প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যাদি না করিয়াও যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাতে অপচয় নাই ॥ ২০ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে ব্রহ্মচর্য্যানন্তর গৃহী তদনন্তর বনাশ্রমী, পরিণামে পরিব্রাজক হইবেক অনুশাসন করিয়াছেন, সে কেবল ক্রম লক্ষণমাত্র, ফলিতার্থ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের বাদ কোন নিয়মের দ্বারা হয় না, তদর্থে উক্তাশ্রুতি আজ্ঞা করিয়াছেন।

অথপুনরব্রতীবাস্নাতকো বাস্নাতকো বোৎ-
সন্নাগ্নি রনগ্নিকোবা। যদহরেব বিরজেত্ত
দহরেব প্রব্রজেৎ ॥ ২১ ॥

এই * পরিব্রাজক ধর্ম্ম গ্রহণে ব্রতী কি অব্রতী তাহার কোন বিচার করে না। স্নাতক কি অস্নাতক তদ্বিচারেরও আবশ্যক থাকে না। সাগ্নিক কি নিরগ্নিক তাহারও বিচারের

যেহেতু বনাশ্রমানন্তর বাহিরগ্নিকে বিসর্জ্জন করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করতঃ কেবল স্বাধ্যায় দ্বারা পরব্রহ্মের চিন্তা করিবেক।

* পরিব্রাজকধর্ম্ম পদে সন্ন্যাসধর্ম্ম অর্থাৎ এতদ্ধর্ম্ম গ্রহণে এমত বিবেচনা করিবেক না যে আমি ব্রতী কি অব্রতী অর্থাৎ আমার কোন ব্রত সমাপ্ত হয় নাই ব্রত পদে শিরোঙ্গাদি অর্থাৎ মস্তকে অগ্নি

প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ কালের নিয়ম নাই এবং সম্পন্না সম্পন্নের বিচার নাই। যে দিবস যে সময়ে বৈরাগ্যের উদয় হইবেক সেই দিবস সেই সময়েই সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক ॥ ২১ ॥

তদ্বৈকে প্রাজাপত্যা দেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি তদু-তথা ন কুর্য্যাদাগ্নেয়্যামেব কুর্য্যাৎ ॥ ২২ ॥

এক সন্ন্যাসধর্ম্ম রূপে সর্ব্বকর্ম্ম সমাপন হয় অর্থাৎ প্রাজাপত্য, ইষ্টাপূর্ত্তি সকল কর্ম্মই তাঁহাদিগের করা হয়, যাঁহারা পরিব্রাজক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং অগ্নিহোত্রী ব্যক্তি অগ্নিকে আঘ্রাত করিয়া এই মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জ্জন করিবেন ॥ ২২ ॥

অগ্নির্হি প্রাণঃ প্রাণমেবৈতয়া করোতি ত্রৈ-ধাতবীয়ামেব কুর্য্যাদেতয়ৈব ত্রয়োধাতবো

করিয়া মণ্ডূকাদি শ্রুতি অধ্যয়ন ইত্যর্থে সমস্ত নিয়ম আমা কর্ত্তৃক রক্ষা হইলে পর পরিব্রাজক হইব এবং স্নাতক বা অস্নাতক অর্থাৎ স্নাতক শব্দে বেদবিধি পারদর্শী অর্থাৎ আমি সর্ব্ববেদার্থের পারদর্শন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব অপিচ সাগ্নিক বা নিরগ্নিক শব্দে অগ্নিহোত্রী অর্থাৎ আমি অগ্নিহোত্র কর্ম্মের পরিসমাপন করি নাই অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া অনন্তর সন্ন্যাসী হইব, এতদ্বিচারের অপেক্ষা না করিয়া যে দিবস সংসারে বিরক্তি জন্মিবে সেই দিবসেই পরিব্রাজক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেক

যদুত সত্বং রজস্তম ইত্যয়ং। তেযোনি ঋত্বিজো যতোজাতো অবোচথা স্তং জ্ঞানমগ্ন আরোহাথানো বর্দ্ধয়া রয়িমিতি ॥২৩॥

অগ্নিইপ্রাণ প্রাণই অগ্নি অতএব তোমাকে * প্রাণে অধিষ্ঠিত করিলাম যেহেতু তুমি † ত্রৈধাতবীয এই শরীরের নিয়ন্তা, অর্থাৎ সত্বরজস্তম ইহাকেই ধাতু বলি, ইহারদিগের অধিষ্ঠান নিমিত্ত শরীরের নাম ত্রিধাতু হে অগ্নি, তুমি সর্ব্বযোনি, তুমি ‡ ঋত্বিক অর্থাৎ যজ্ঞের হোতা, যেহেতু তোমা হইতে সকল জন্মিয়াছেন, তোমাকে সর্ব্বযোনি বলিয়া ॥ পুরাতন ঋষিরা জানিয়াছেন তুমি সমস্ত প্রকার

---

* প্রাণে অগ্নিকে অধিষ্ঠিত করিলাম ইত্যর্থে তাবৎ যোনীয় কর্ম্ম এক প্রাণাবলম্বনে অর্থাৎ পূরক কুম্ভক রেচকাদি প্রাণায়াম দ্বারা সম্পন্ন হয়।

† ত্রৈধাতবীয পদে পিত্ত শ্লেষ্ম বায়ুময় শরীর কিন্তু এক বায়ুকেই অবলম্বন করতঃ ধাতুত্রয়ের অবস্থিতি, সেই বায়ু প্রাণরূপে অগ্নিশ্চর সুতরাং তাহাতে সকল সম্পন্ন হয়। যথা সত্বরজস্তমগুণ এক সত্বকে সমাশ্রয় করিলে সম্যক্ সুসিদ্ধ হয় অতএব সত্বাত্মক বায়ু, সেই বায়ুই তুমি, তোমাকে অন্তঃস্থ করিলাম।

‡ ঋত্বিক পদে পুরোহিত অর্থাৎ যজ্ঞের হোতা, হোতা শব্দে যজ্ঞে দেবগণের আহ্বান কর্ত্তা। যথা ঋগ্বেদং [অগ্নিমীলে পুরোহিতমিতি]

॥ পুরাতন ঋষি পদে ভৃগু অত্রিমরীচি প্রভৃতি যথা ঋগ্বেদের অগ্নিসূক্ত [অগ্নি পূর্ব্বেভি ঋষিভিরীড্য ইত্যাদি।

ধনের অধিষ্ঠাতা তোমাকে হৃদয়ে করিলাম, আমার সম্বন্ধে * রয়ি অর্থাৎ অধ্যাত্ম ধনের বৃদ্ধি করহ ॥ ২৩ ॥

ইত্যনেন মন্ত্রেণাঘ্রায়েদেববা অগ্নের্যোনির্যঃ প্রাণঃ প্রাণং গচ্ছস্বাহেত্যেবমে বৈতদাহ ॥ ২৪ ॥

এতৎ মন্ত্র দ্বারা অগ্নির আঘ্রাণ লইয়া কহিবেক যে অগ্নিযোনি প্রাণ হে অগ্নি তুমি প্রাণেতে গমন করহ ॥২৪॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

পঞ্চমী বেদনী নাম ব্রীহি পঞ্চ ভাগ প্রমাণা ভগন্দর বিদ্রধি শোকাধিষ্ঠানা।

আয়ুর্ব্বেদং।

---

* রয়ি শব্দে ধন এস্থলে অধ্যাত্ম তত্ত্বরূপ পবন ধনের কর্ত্তা। ঋগ্বেদং [হোতারং রত্নধাতমমিতি] হে অগ্নি তুমি যজ্ঞরূপ ধনের প্রদান কর্ত্তা।

† অগ্নিযোনি প্রাণ, পদে প্রাণ যে বায়ু তাহাতে অগ্নির উৎপত্তি যথা [আকাশাৎ জায়তে বায়ু র্বায়ো রগ্নিঃ প্রজায়তে] আকাশ হইতে বায়ু উৎপত্তি, বায়ু হইতে অগ্নি, ইহা জানিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা বহিঃস্থ অগ্নিকে লইয়া হৃদিস্থ প্রাণে সংস্থাপন করিবেক।

বেদনী নামা পঞ্চমীত্বক্ যবের পঞ্চম ভাগ প্রমাণ, ভগন্দর * বিদ্রুধি † শোফ ইত্যাদি রোগ সেই চর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

ষষ্ঠী রোহিণী নাম ব্রীহি প্রমাণা গ্রন্থ্য পচ্যর্ব্বুদ শ্লীপদগল গণ্ডাধিষ্ঠানং। আয়ুর্ব্বেদং।

রোহিণী নাম ষষ্ঠীত্বক্ এক যব প্রমাণ, সেই চর্ম্ম হইতে ‡ গ্রন্থীরোগ ‖ অপচী ¶ শ্লীপদ গলগণ্ড § গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়।

স্থূলাত্বক সপ্তমী খ্যাতা বিদ্রুধ্যশঃ স্থিতিশ্চসা। সপ্তমীমাংসধরা নাম ব্রীহিদ্বয় প্রমাণা॥ আয়ুর্ব্বেদং।

---

* বিদ্রুধি রোগ পদে, অর্শঃ। অন্তর্বলি বিশিষ্ট।

† শোফ রোগ শব্দে শোথ। অর্থাৎ হস্ত পদাদি স্ফীত হয়।

‡ গ্রন্থী রোগ পদে, গ্রন্থীবাত।

‖ অপচী শব্দে অপাক কিন্তু এখানে চোহাস্স ধরা রোগকে কহিয়াছেন।

¶ শ্লীপদ রোগ শব্দে, গোদ, এবং জলীয় মুস্কপীড়া, অর্থাৎ বাতশিরা।

§ গণ্ডমালা রোগ পদে কণ্ঠ দেশ বেষ্টন করিয়া ক্ষত হয়।

সপ্তমী মাংসধারিণী নামে স্থূলত্বক্ * বিদ্রধি ও † অর্শ রোগের স্থান, তাহার প্রমাণ যবদ্বয়।

ষড়্‌যব প্রমাণাস্তু অঙ্গুষ্ঠোদরতুল্যং উক্তং। উদরেষ্বঙ্গুষ্ঠোদর প্রমাণ মবগাঢ়ং বিধ্যে-দিতি॥　　সুশ্রুতং।

‡ ছয় যবপ্রমাণে অঙ্গুষ্ঠোদরের ন্যায সপ্তমীত্বক্ অতএব ॥ উদর মধ্যে ক্ষত হইলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পরিমাণে অস্ত্র দ্বারা ভেদ করিবেক, যেহেতু তৎস্থান অঙ্গুষ্ঠোদর তুল্য উক্ত হইয়াছে।

এতৎ প্রমাণং মাংসল স্থানেষু বোদ্ধব্যং।
সুশ্রুতং।

যেরূপ উদরের প্রমাণ এই রূপ মাংসল স্থান মাত্রেই জানিবে। এই বিবেচনায় চিকিৎসাকরা কর্ত্তব্য।

---

* এই বিদ্রধি রোগ ও এক জাতি অর্শ, ইহাতে অন্তঃ ক্ষত হইয়া পূযনির্গত হয।

† এই অর্শ রোগ, বহির্বলি বিশিষ্ট সদারক্ত স্রাবী হয়।

‡ অঙ্গুষ্ঠোদর ছয় যব প্রমাণ, তাহা যোগিনী তন্ত্রে ক্রোশ পরিমাণার্থ লিখিয়াছেন, যথা [ষড়যবৈ রঙ্গুলী প্রোক্তা] ছয় যবে এক অঙ্গুলী, অতএব ষড যব প্রমাণ অঙ্গুষ্ঠোদর কথিত হইয়াছে।

॥ উদর মধ্যে ক্ষত হইলে যদি অস্ত্র ঘাতের অর্থাৎ ছেদন করিবার প্রয়োজন হয়, তবে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণে আঘাত করিবেক।

নতুললাট সূক্ষ্মাঙ্গুল্যাদিষু। সুশ্রুতং।

ললাট এবং অঙ্গুল্যাদি সূক্ষ্ম স্থানে এরূপ বিবেচনা নাই যেহেতু তত্তৎ স্থানে উদরাদিবৎ প্রভূত মাংস রহিত এই হেতু এই সকল স্থানের চিকিৎসার অবস্থা ভেদ হয়।

অথ লোমানি লোমকূপাশ্চ। অস্থ্নোমলানি লোমানি অসংখ্যানি ভবন্তিহি। সন্তিযাবন্তি লোমানি তাবন্ত্যো লোমকূপকাঃ॥ আয়ুর্ব্বেদং।

লোম এবং লোমকূপ অসংখ্যেয়, যেহেতু লোম অস্থির মল হয়। সুতরাং লোমের সহিত অস্থির সংযোগ আছে। অর্থাৎ যাবৎ লোম তাবৎ লোমকূপ এবং প্রতিকূপে দুই তিন লোম থাকিবারও সম্ভব আছে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্বৃত্তিঃ স্বভাবাদেব জায়তে। সন্নিবেশশ্চগাত্রাণাং নাত্রাস্তে কারণান্তরং নির্বৃত্তিঃ সিদ্ধঃ স্বভাবাৎঈশ্বরাৎসন্নিবেশো রচনাদিবিশেষঃ॥ আয়ুর্ব্বেদং।

* অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ব্বাহ স্বভাব হইতে হয় কেন না গাত্রের সংস্থিতি বিষয়ের কারণান্তর নাই। সুতরাং নির্ব্বাহ

---

* অর্থাৎ শোণিত শুক্রজাত দেহ মাতাপিতার গুণের সম্বন্ধে স্বভাববশে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ করচরণাদি বিশিষ্ট হয়, অতএব স্বভাবকেই

সিদ্ধ স্বভাবকেই বলিতে হয় কিন্তু ঈশ্বর হইতে নির্দ্দিষ্ট স্বভাব তৎপ্রভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির রচনাদি বিশেষ হয়।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ব্বৃত্তৌ যে ভবন্ত্য গুণাগুণাঃ। তেতেগর্ব্ভস্য বিজ্ঞেয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নিমিত্তজাঃ॥ আয়ুর্ব্বেদং।

অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ * অবয়ব ও প্রত্যবয়ব এই প্রকারে নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন বিষয়ে যেং গুণ ও অগুণ হয়, সেইং গুণ দোষ † গর্ব্ভেরই জানিহ,

---

বলবান মানা যায় ইহার অন্য কারণ মান্য করা নিরর্থক। এতদর্থে অনেকানেক জাতীয় বৈদ্যেরা শরীর চ্ছেদী হইয়া নাস্তিক হয়, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব মান্য করে না, অধুনা ইংলণ্ডীয় ডাক্তরেরাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বৈদিক জাতীয় চিকিৎসকেরা শরীরের উৎপত্তি স্বভাবে হয় মান্য করিয়াও স্বভাবের কারণ অর্থাৎ নিয়ন্তা ঈশ্বরকে মানিয়াছেন। অর্থাৎ স্বভাব সিদ্ধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রচনা ঈশ্বর হইতে হয়, তাহার প্রমাণ। জন্তুমাত্রেরি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ভিন্নং হয়, যদি শুদ্ধ স্বভাবেই উৎপন্ন হইত তবে সকলে সমান গঠনে প্রকাশ পাইত, সুতরাং ঈশ্বরকেই সর্ব্ব কারণ মান্য করা উচিত।

* অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পদে অবয়ব প্রত্যবয়ব, যথা প্রধানাঙ্গ মস্তক তাহার প্রত্যঙ্গ নাসা চক্ষু কর্ণাদি, ও হস্তপাদ অঙ্গ অঙ্গুল্যাদি প্রত্যঙ্গ।

† গর্ব্ভ দোষ পদে গর্ব্ভ সংস্থান বিষয়ক অর্থাৎ সন্তানের থাকিবার দোষে কুৎসিত সুন্দর হয়।

বস্তুতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলেই উৎকর্ষাপকর্ষ হয় সুতরাং তাহাকে
* ধর্ম্মাধর্ম্ম নিমত্তজ বলিয়াছেন।

দন্তানাং পতনং জন্ম পুনঃপাতেত্ব সম্ভবঃ।
তলেষ্বম্ভুদ্ভবোলোম্না মেতৎসর্ব্বং স্বভাবতঃ
আয়ুর্ব্বেদং।

দন্ত সকলের পতন হইয়া জন্মে, এবং। পুনঃ পতন

---

* ধর্ম্মাধর্ম্ম নিমিত্তজ পদে শুদ্ধ গর্ব্ভ দোষ নহে, ইহার মূল কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে যেমন কর্ম্মকরে তদনুসারে ব্যঙ্গ এবং শোভনাঙ্গ জন্মে, নচেৎ গর্ব্ভে কেহ বা ভাল কেহ বা কুৎসিৎ রূপে বাস কেন করে. ইহার আরও প্রমাণ কর্ম্ম বিপাকাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যথা [স্বর্ণহারীতুকুনখী সুরাপঃ শ্যাব দন্তক] তথাচ [দুশ্চর্ম্মা গুরু তল্পগা] অন্য দপি [পিতৃহা চেতনাহীনো মাতৃহান্ধ প্রজাযতে] এবমপি, [শাকহা নীললোচন] ইত্যাদি, অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে স্বর্ণ চুরি করিলে কুনখি হয়, সুরাপান ফলে শ্যাব দন্ত অর্থাৎ সন্মুখে দুই দন্তের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ এক ক্ষুদ্র দন্ত জন্মে, গুর্ব্বঙ্গনা গমনে [দুশ্চর্ম্মাহয়] গুর্ব্বঙ্গনা শব্দে শুদ্ধ গুরুপত্নী নহে মাতা বিমাতা পিতৃব্যস্ত্রী পিতুঃস্বশা মাতৃস্বশা মাতুলানী ভ্রাতৃপত্নী ভগিনী কন্যা বধূ প্রভৃতি, দুশ্চর্ম্মা রোগ যাহাকে অপ্লাবিতমেঢ্র বলে, অর্থাৎ উপস্থের ত্বক মোচন হয়, পিতৃ হত্যা কারী অচৈতন্য অর্থাৎ জড়তা, মাতৃ হত্যা ফলে অন্ধ হয়, এবং শাক চুরি করিলে চক্ষুর কোলে কালিমা পড়ে, অতএব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে স্বভাব সিদ্ধ বলায় দোষ দর্শে এতন্নিমিত্ত কর্ম্মজ বলিয়া ধৃত করিয়াছেন।

† দন্ত পতনে পুনর্দন্ত হয় কিন্তু পুনঃ পতনে আর জন্মে না,

হইলে আর জন্মে না। অপর * হস্তপাদতলে লোমের অনুৎপত্তি এই সকল স্বভাব সিদ্ধঃ ইহার অন্য কারণ নাই।

অথ শরীরস্থ রসাদি সপ্ত ধাতুর পরিমাণ।

রসাসৃঙ্মাংসমেদোস্থি মজ্জশুক্রাণিধাতবঃ। রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্মেদস্ততোস্থিচ। ততোমজ্জাততঃশুক্র মিত্যুক্তাঃ সপ্তধাতবঃ ॥ ১ ॥ চক্রং।

রসরক্তমাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এই সপ্ত ধাতু। ইহার ক্রমশঃ ধাতু পরিপাকে উত্তরোত্তর ধাতুর উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ † আহারানন্তর দ্রব্য পরিপাকে রস জন্মে

তবেকদাচিৎ কাহা ও পুনঃ পতন যে পুনরুৎপত্তি দেখা যায়, তাহার কারণ জন্মাবধি অন্তর্দ্দন্তের দন্ত মূল দিয়া উৎপত্তি হয় ইহাই জানিবেন বস্তুতঃ সেদন্তের নূতন উৎপত্তি হয়।

* হস্তপাদতলে লোম না থাকার কারণ এপ্রকার যুক্তি দ্বারা লক্ষ করা যায়, অর্থাৎ হস্ত ও পদতলে লোম থাকিলে জীবের অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয় একারণ জগদীশ্বর তৎস্থানে লোমোৎপত্তি করেন নাই, এতৎ ভিন্ন অন্য কোন কারণ লক্ষ হয় না, সুতরাং স্বভাব জাত বলিয়া ধৃত করিয়াছেন।

† ক্রমশঃ এতল্লক্ষণে ধাতুৎপত্তি হয়, কিন্তু বিশেষ দ্রব্য আহারে, একং ধাতু একবারেই জন্মায়, যথা (রেতাম্বুধিঃ শাল্মলীতি) রেত-

রস পরিপাকে রক্ত হয়, তৎপরিপাকে মাংস, মাংস পরিপাকে মেদ মেদের পরিপাকে অস্থি, অস্থির পাকে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র জন্মে, এই সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি চরকাদি বৈদ্যকে নির্ণয় করিয়াছেন।

সমুদ্র বলিয়া শাল্মলীকে ধরিয়াছেন, অর্থাৎ শাল্মলী ভক্ষণে সদ্য শুক্র জন্মে, তথাহি (রক্তদা দাড়িমীতিচ) দাড়িম্বী ভক্ষণে সদ্য রক্তোৎপত্তি হয়। অন্যদপি (দুগ্ধেন জায়তে মেদ ইতি) দুগ্ধপানে মেদ জন্মে, পুনরপি [মাংসে মাংসোভিজায়তে] মাংস ভক্ষণে মাংস জন্মে। ইত্যাদি বহু প্রমাণে দেখা যায় কিন্তু কেবল অন্নাদি আহারে ক্রমোৎপত্তি জানিবে।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয ত্বং মনোমে।

১৭২ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ২৯ মাঘ বৃহস্পতিবার

পরম কারুণিক জগৎপিতা বিবিধ প্রকারে আমারদিগকে সুখভাজন করিয়াছেন, দেখ পুষ্পেং মক্ষিকাগণে মকরন্দ চুম্বন করতঃ একত্রীভুত করে, তাহাতে এতৎ পরিমাণে মধু জন্মে, যে গুড়েব অপেক্ষা সুলভ, এমত দেশ নাইযে তথায় দুষ্প্রাপ্য আছে।

এবং কোশকাব কীটের মুখ লালে উৎপন্ন কোশ অর্থাৎ (রেশম) তাহার এতাদৃক্ সুলভতা যে সর্ব্বদেশ জাত

ব্যক্তিরাই স্বচ্ছন্দরূপে গ্রহণ করিতে পারে ঐ পট্টসূত্র জনিত পবিত্র বস্ত্র পরিধানে অস্মদাদিকে অতি সুন্দর রূপে দেখাযায়, বিশেষতঃ কার্পাস সূত্র জনিত বস্ত্রাপেক্ষা বহুকাল স্থায়ী হয়, অতএব এমত করুণাময় এতৎ স্রষ্টা জগদীশ্বরের অনুধ্যান করা কি আমারদিগের সুখ নিমিত্তক হয় না, কেবল সুখলাভ হেতুক যথেষ্টাচার করাই কি কর্ত্তব্য হয়।

অপিচ এতৎ বৈষয়িক সুখার্থ নানোপকরণ সৃষ্টি করিয়াও করুণানিধান সংসার বন্ধ মোচনের বিশেষ উপায় করতঃ অস্মদাদিকে তৎপদবী প্রদর্শন করাইয়াছেন।

অর্থাৎ (অবাঙ্মনমনসোগোচর) পরমেশ্বর, সূক্ষ্মাব্যক্ত বাক্য মনের অগোচর হইয়াও আমাদিগের উপাসনা সিদ্ধ্যর্থে ব্যক্তরূপে বাক্য মনের গোচরীভূত হইয়াছেন, যে হেতু তাঁহাকে (সর্ব্বকাম পুর) বলিয়া বেদে উক্ত করেন। অর্থাৎ যিনি সকলের সকল কামনা পূরণ করেন, অপিবা (একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্) যিনি এক কিন্তু বহু লোকের কামনানু রূপ অভিলাষ পূর্ণ করেন, যথা (সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা) সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত, যিনি স্বীয় রূপের কল্পনা করেন, এতৎ কল্পনা শব্দের অলীকত্ব নাই, নিত্য বিগ্রহবান, যদি কল্পিত শব্দে বাচারম্ভন বলাযায়, তবে (সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়দিতি) শ্রুতি প্রমাণের ব্যাঘাত জন্মে, কেননা সূর্য্য

চন্দ্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তদ্বৎ জগদীশ্বর আপনার নানা রূপ সর্জ্জন করিয়া সাধকানুরোধে কদাচিৎ নবীন নীলনীরদ ন্যক্কারীকৃত ইন্দীবর মরকত কোটিকন্দর্পদর্প খর্ব্বীকৃত শ্যাম-সুন্দর দ্বিভুজমুরলীধর বনমালী, গলধৃত কৌস্তুভমণিসার হারকেয়ূরাঙ্গদ বলয়াদি নানা ভরণোজ্জলাঙ্গ, শ্রুতিমূলে মকরাকৃতি কুণ্ডলান্দোলায়মান, বক্ষস্থলস্থিত শ্রীবৎস ভৃগুপদ চিহ্নিত নটবর যবাপুষ্প শ্রেণী চরণতলরাজিত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত ভক্তজন শমন ভবন গমন নিবারণ সচ্চিদানন্দ রূপ।

কদাচিৎ রজতাচল সন্নিভ জটাজূটধারী খণ্ডপরশু পশুপতি কৃতার্দ্ধচন্দ্র ভাল, নয়ন এয়রাজিত, গঙ্গাধর শার্দ্দূল চর্ম্মাম্বর ফণিমণিভূষিত কর ধৃতা ভয় বর, জগত ভয হর নীলগ্রীব পার্ব্বতীপতি পঞ্চানন পরম কৈবল্যদোরূপ।

এবং গৌরীগণেশদিনেশাদি বিবিধ রূপের পরিগ্রহণে অস্মদাদির পরিমোচনোপায় করিয়াছেন। যেহেতু অব্যক্ত রূপের উপাসনায চিত্তাভিনিবেশ হয় না, শুদ্ধ কষ্টাতিশয মাত্র এতন্নিমিত্ত মনোহর কমনীয রূপে অস্মদাদির উপাস্য হইয়াছেন। যথা গীতা (অব্যক্তাহিগতির্দুঃখং দেহবদ্ভির-বাপ্যতে) দেহবান্ মাত্রেরি অব্যক্তাগতি দুঃখের কারণ হয়, অর্থাৎ নিরর্থ ক্লেশোধিক মাত্র, যথা (নান্যং যথা স্থূল তুষাব ঘাতিনামিতি) শুদ্ধতুষে আঘাত করিলে যেমন তণ্ডুল লাভ হয না তদ্রূপ অব্যক্ত রূপের চিন্তায নিষ্ফল হয। অতএব

জগৎ পিতা আত্ম অব্যক্তরূপের প্রাপ্ত্যর্থে ব্যক্তরূপী হইয়া উপাসনা করিতে অনুশাসনকরিয়াছেন, কালবশতঃ আমারদিগের চিত্ত এরূপ মায়ামলে মলীনীকৃত হইয়াছে, যে তদ্রূপের উপাসনা করা দূরে থাকুক্ নিরন্তর তদ্রূপে হেতুবাদ যোজনায় দোষদর্শাইয়া আমোদিত হইতেছি। যাহা কষ্টসাধ্য কোন মতে লক্ষ করা যায় না তাহাই উপাস্য বলিয়া লোক সমাজে তত্ত্বজ্ঞানাভিমানে দম্ভ করিতেছি।

অতএব প্রার্থনা এই যে হে ভগবন্ হে কৃপানিধান যাদৃক্ কৃপাবিকাশে স্বীয় রূপের প্রকাশ করিয়াছেন, তাদৃক কৃপাবলোকনে কলিকৃত মলীমার্জ্জন করতঃ অস্মদাদির চিত্তকে ভবদীয় কমনীয় রূপের অনুশীলনে অভিনিবিষ্ট করহ।

যদ্রূপ তিক্তাম্ল মধুর কষায়ক রুক্ষ লবণাদি রস গ্রহণে এবং বিবিধবাগ্বিলাসে রসনাকে সৃষ্ট করিয়াছ, তদ্রূপ ভগবৎ প্রসাদ ভোজনে এবং ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তনে অধুনা রসনাকে নিযুক্ত কর।

অপিচ। যাদৃশ সংসার কৌশলাদির দর্শন নিমিত্ত অস্মদাদির চক্ষু, আর অপূর্ব্ব শব্দ অর্থাৎ সঙ্গীতাদি শ্রবণে শ্রবণ এবং বিবিধ সুগন্ধ গ্রহণে নাসিকা ও বিবিধ বিষয় গ্রহণ ও নানামত সংসার কর্ম্ম করণে হস্ত, পর্য্যটনার্থে চরণ গমনার্থে মন সর্ব্বাভাব নিশ্চয়ার্থে বুদ্ধি প্রদান করতঃ সর্ব্ব সুখৈক ভাজন করিয়াছ, তাদৃশ চক্ষুর্দ্বয়কে ত্বদীয় মোহন রূপ

দর্শনার্থে ও তদ্গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে শ্রবণকে এবং তন্নি-র্ম্মাল্যাঘ্রাণ নিমিত্তে নাসিকাকে ও তব প্রসাদ গ্রহণার্থে এবং তব পরিচর্য্যাতে হস্তদ্বয়কে অপিচ তব ক্ষেত্রানুগমনে অর্থাৎ তীর্থ যাত্রার্থে চরণদ্বয়কে, ও নিরন্তর তবানুধ্যানে মনকে, ও তব ভক্তি নিশ্চয় করণার্থে বুদ্ধিকে নিযুক্ত করত্বঃ ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণ করহ, আমরানিতান্ত ভ্রান্ত হইয়া একান্ত কৃতান্ত শান্ত করণার্থে শ্রীকান্তকে ভুলিয়াছি, হে অনাথৈকবন্ধো করুণাসিন্ধো, কুসঙ্গামোদ মদেমত্ত হইয়া তন্নাম রূপ প্রতি অসূয়া করিতেছি, অতএব প্রার্থনা এই যে যদিও আমরা অজ্ঞান কিন্তু তুমি স্বতঃসিদ্ধঃ জ্ঞান স্বরূপ বট, আমারদিগের চিত্তকে আর মহামোহে আচ্ছন্ন করিয়া ঈর্ষাসূয়াভিমান মদেমত্ততা করিয়া রাখিবেন না, হে কৃপালো অস্মদাদির চিত্তে তদীয় মনোহর নিস্তারণকারণ রূপে ভাস-মান হও।

গতবারের শেষঃ।

জাবালোপনিষৎ।

গ্রামাদগ্নিমাহৃত্য পূর্ব্ববদগ্নিমাঘ্রাপয়েৎ ॥২৫॥

বনাশ্রমী ব্যক্তি নিত্য আহারীয অন্নাদি অগ্নিতে আহুতি দিয়া ভক্ষণ করিবেক, নিরগ্নি ব্যক্তি অন্যত্র হইতে অগ্নি আহৃত হইয়া আহুতি দিবেক, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (গ্রামাদিতি)

বনবাসি নিরগ্নি ব্যক্তি গ্রাম হইতে অগ্নি আনিয়া পূর্ব্ববৎ অঘ্রাণ করিবেক, অর্থাৎ কর্ম্ম সমাপ্ত্যর্থে আহারীয় আহুতি দিবেক ॥ ২৫ ॥

যদ্যগ্নিং নবিন্দে দপ্সুজুহুয়াদিতি ॥ ২৬ ॥

যদ্যপি অন্বেষণা দ্বারা গ্রাম হইতে অগ্নিকে উপলাভ করিতে না পাবে, তবে জলে আহুতি দিবেক, তাহার এই মন্ত্রঃ ॥ ২৬ ॥

আপোবৈ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমিস্বাহা ॥ ২৭ ॥

* আপ অর্থাৎ জলই সর্ব্ব দেবতা, অতএব বহ্নিজায়ান্ত এতন্মন্ত্র দ্বারা জলে সকল দেবতাকে আহুতি দিই ॥ ২৭ ॥

ইতিহুত্বোদ্ধৃত্য প্রাশ্নীয়াৎ সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষ মন্ত্র স্ত্রয্যেবং বিন্দেত্তদ্ব্রহ্ম তদুপাসিতব্যমিতি ॥ ২৮ ॥

* আপ শব্দে জল, জলই সর্ব্ব দেবময়, যথা [আপোনারায়ণঃ সাক্ষাদিতি] জলই সাক্ষান্নারায়ণ, নারায়ণপদে আত্মা, অব্যয, সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং ব্যাপনশীলত্ব প্রযুক্ত নারায়ণকে বিষ্ণু বলাযায, সেই বিষ্ণুকে সর্ব্ব দেবময় বলিয়া উক্ত করিযাছেন, যথা [সর্ব্ব দেবমযো হরিরিতি] অর্থাৎ হরিই সর্ব্ব দেবময় হযেন, অতএব নারয়ণ রূপ জলে আহুতি দিলেই সর্ব্ব দেবতার সংতর্পণ হয ॥

এতৎ * ত্রয়ীময় মোক্ষমন্ত্র দ্বারা আহুতি দিয়া হুতাবশিষ্ট অনাময় অর্থাৎ পরম পবিত্র ঘৃতাক্ত অমৃতান্ন ভোজন করিবেক। এতদ্রূপ কর্ম্মী তৎকর্ম্ম প্রভাবে † পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, এই বেদোক্ত কর্ম্মই ব্রহ্মানুষ্ঠানে ‡ উপাসিতব্য ॥ ২৮ ॥

এবমেবৈতদ্ভগবন্নিতি বৈযাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥২৯॥

এতৎ যজ্ঞশিষ্টান্ন ভোজন এবং অগ্নির আঘ্রাণ মন্ত্র যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক উক্ত হয়, সম্বোধন বাক্যে ভগবন্ শব্দের প্রযোগ অনন্তর অত্রি-ব্রাহ্মণ বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছেন ॥২৯॥

অথ হৈনমত্রিঃ প্রপচ্ছযাজ্ঞবল্ক্যং পৃচ্ছামিত্বা যাজ্ঞবল্ক্য। যজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণ ইতি ॥ ৩০ ॥

অনন্তর অত্রিঃ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে * অযজ্ঞো-

---

* ত্রয়ীময় মোক্ষমন্ত্র, পদে বেদোক্ত মন্ত্রই মোক্ষের কারণ।

† পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় শব্দে, ব্রহ্মতাপন্ন অর্থাৎ স্বয়ং জীবই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়।

‡ উপাসিতব্য অর্থাৎ উপাসনা কর্ত্তব্য যেহেতু ব্রহ্মোপাসনার ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই।

* অযজ্ঞোপবীতী পদে যজ্ঞোপবীত রহিত ব্যক্তি ইত্যর্থে এমত বিবেচনা হয়, যে যজ্ঞোপবীত কেবল ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, সুতরাং

পবীত ধারী হইয়াও কিরূপে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা আজ্ঞা করুন ॥ ৩০ ॥

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইদমেবাস্য তদ্যজ্ঞোপবীতং। য আত্মা প্রাশ্যাচম্যায়ং বিধিঃ ॥ ৩১ ॥

অত্রিপ্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, যে এই বহিঃকার্পাস সূত্র জনিত উপবীত, যদ্ধারণে আত্মার অর্থাৎ জীবের * ভোজন ও আচমনের বিধি আছে, সেই যজ্ঞসূত্র অর্থাৎ তদ্ধা-

---

জাতি বিচারে যে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা সে বর্ণশ্রেণীমাত্র, অতএব ব্রহ্মানুষ্ঠান কারী ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলা সম্ভব, তাহাতে ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য সর্ব্ব জাতিতেই সম্ভব, একপ সন্দেহ সকলেরি হইতে পারে, এতন্নিমিত্ত ধর্ম্মসঙ্করতা জন্মিবারও বিস্তর সম্ভাবনা, অতএব হে ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য সন্দেহ নিরাসার্থ অগত্য সূত্রধারীর ব্রাহ্মণত্বের কারণ কহিতে যুক্ত হয়েন।

* ভোজন আচমনের বিধি পদে বহির্যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণের আপোসান কর্ম্ম, অর্থাৎ প্রাণাপান সমান উদান ব্যানের ভোজন কালে আহুতি প্রদান, যাহাকে পঞ্চগ্রাস বলে। নাগ কূর্ম্ম কৃকর, দেবদত্ত ধনঞ্জয় প্রভৃতিকে পত্র প্রান্তে প্রদান করা এবং আহারাদৌ জল গণ্ডূষ পান করতঃ গ্রাসের আস্তরণ করিবেক, ভোজনাবসানে জল গণ্ডূষে ভুক্তোচ্ছিষ্ট সমার্পণ করণ, অন্যদপি হীন জাতীয় স্পৃষ্টান্ন পরিত্যাগ ও বৈধদ্রব্য ব্যতিরিক্ত অবৈধসামগ্রী ভক্ষণ না করণ, সুতরাং যজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদোক্ত এই বিধিঃ।

রণার্থে ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে হয়, এই যজ্ঞোপবীতীকে ব্রাহ্মণ বলে তদন্যৎ অব্রাহ্মণ ॥ ৩১ ॥

অতএব এতৎ যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করতঃ আত্মাময় অন্তঃ সূত্রধারণ অর্থাৎ ব্রহ্মোপনিষদুক্ত বহিঃসূত্র ত্যাগে ত্রিবৃত সূত্র ধারিকেই অযজ্ঞোপবীতি ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত করিয়া ছেন, নচেৎ এককালীন যাহারদিগের যজ্ঞোপবীত কোন কালে নাই তাহারদিগকে বেদেতর অযজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণ বলিবার তাৎপর্য্য নহে, সুতরাং অসূত্রধারী ব্রাহ্মণ পদে দণ্ডী পরমহংসঃ।

পরিব্রাজিনাং বীরাধ্বানে বা নশেকে বা-পাং প্রবেশে বা অগ্নি প্রবেশে বা মহা-প্রস্থানে বা ॥ ৩২ ॥

পরিব্রাজক অর্থাৎ দণ্ডী পরমহংসেরা, দূরাধ্বানে পাদ প্রক্ষালনা প্রক্ষালনে, স্নাত বা অস্নাত, অগ্নিস্পর্শে বা অ-স্পর্শে, মহাপ্রস্থানে অর্থাৎ শ্মশান ভূমিপর্য্যটনেও অপবিত্র নহেন, সুতরাং অযজ্ঞোপবীতধারী * ব্রাহ্মণ।

---

* ব্রাহ্মণ শব্দে নিত্যপবিত্র একারণ পরমহংসকে অযজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, নচেৎ অনধিকারী ব্যক্তি যদি বেদাক্ষরা বৃত্তিতে ব্রাহ্মণ হইত, তবে এতৎ সংসারে অব্রাহ্মণ নাই।

অথ পরিব্রাড়িবর্ণ বাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায়ভবতি ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর পরিব্রাজকের * বিবর্ণবস্ত্র, শিরোমুণ্ডন, সর্ব্ব সংসারোপকরণের অপরিগ্রহ, অথবা উদর পূরণার্থ ভিক্ষাব্যতীত কোন দ্রব্যের পরিগ্রহ নাই, সর্ব্বদা শুচি অর্থাৎ সন্তোষচিত্ত অদ্রোহী অর্থাৎ সর্ব্বহিংসা বর্জ্জিত শুদ্ধ ভিক্ষাটনমাত্র এরূপ পরমহংস সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন, সুতরাং অযজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণত্বের কারণে মান্য করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

পূর্ব্বপত্রে শিরা স্নায়ু ধমনী কথনান্তর অত্রপত্রে শরীরের মাংস মজ্জাস্থি রসরক্ত মল মূত্র মেদাদির পরিমাণ লিখিতে আরম্ভ করা গেল, যাহাতে সুন্দর রূপে শরীর ভাবের অনুভব হইবেক, অপিচ দন্তাদির বিষয় ব্যক্ত করিতেছি। যথা

রসস্যাঞ্জলয়স্তস্য নরদেহেষু দেহিনঃ। রক্তস্যাঞ্জলয়স্ত্বষ্টৌ শক্রুতঃ সপ্তসর্ব্বশঃ ॥

চক্রং।

---

* বিবর্ণ বস্ত্র পদে শুক্লাতিরিক্ত গৈরিকাক্ত বস্ত্র।

এই মনুষ্য শরীরে আহার জাত রস জন্মে, তাহার পরিমাণ * অষ্টাঞ্জলি। রক্তের পরিমাণও অষ্টাঞ্জলি হয়। আর + পুরীষ মূত্রের পরিমাণ সপ্তাঞ্জলি।

দ্বাবঞ্জলী মেদসশ্চ মজ্জশ্চৈকাঞ্জলির্মতঃ।
চতুর্থপিশিতোধাতুঃ পঞ্চপঞ্চাশতাঞ্জলিঃ॥
চক্রং।

মেদ ধাতুর প্রমাণ (২) অঞ্জলিদ্বয়। মজ্জা (১) একাঞ্জলি চতুর্থ ধাতু মাংস তাহার পরিমাণ (৫৫) পঞ্চপঞ্চাশতাঞ্জলি॥

পঞ্চমেধাতু রস্থিস্যাৎ পঞ্চবিংশতিরঞ্জলিঃ।
শুক্রস্যচাঞ্জলির্জ্জেয়ো মজ্জনশ্চৌজসস্তথা

পঞ্চধাতু অস্থি তাহার পরিমাণ (২৫) পঞ্চবিংশতি অঞ্জলি শুক্রের পরিমাণ (১) একঞ্জলি এবং ওজ ‡ মজ্জারও ঐ পরিমাণ হয়।

---

* অঞ্জলি শব্দে অর্দ্ধ সের অর্থাৎ অশীতি তোলক প্রমাণে সের নহে, [৬৪] চতুঃষষ্টি তোলক প্রমাণে যে সের তদর্দ্ধ প্রমাণে অঞ্জলি উক্ত হইয়াছে।

† পুরীষ পদে বিষ্ঠা, [৭] সপ্তাঞ্জলি মূত্রও সপ্তাঞ্জলি জানিবেন।

‡ উপরি উক্ত মজ্জার পরিমাণ লিখিয়াও এশ্লোকে পৌনরুক্তি কেন করেন, তদুত্তর, মজ্জা দুই প্রকার এক রক্তাশ্রিত মজ্জা, দ্বিতীয়

শুক্রোদ্বিকর্ষমাগস্ত অঞ্জলির্মেদসাসহ।
বৈদকান্তরেষু।

চরকের প্রমাণে একাঞ্জলি শুক্র উক্ত হইয়াছে, * মতান্তরে। দুই কর্ষ একাঞ্জলি মেদের সহিত শুক্র জানিবেন।

অথ স্ত্রীরজঃ পরিমাণং।

চত্বারোঽঞ্জলয়স্ত্রীণাং রজসঃ প্রকৃতিস্তথা।
দ্বাবঞ্জলী প্রজাতায়াঃ স্তন্যস্যাপিহি যোষিতঃ প্রমাণ মেতদ্ধাতূনামষ্টানাং সমুদাহৃতং॥
চক্রং।

শুক্রাশ্রিত, অর্থাৎ শুক্রাশ্রিত মজ্জা প্রধানাস্থি মধ্যে, রক্তাশ্রিত মজ্জা, ক্ষুদ্রাস্থি মধ্যে থাকে, এখানে শুক্রাশ্রিত মজ্জার একাঞ্জলি প্রমাণ করিয়াছেন।

* এই মতান্তর শব্দে দুই মত অনৈক্য এমত বিবেচনা করিবেন না। শুদ্ধ শুক্র একাঞ্জলিই বটে, কিন্তু মেদর সহিত ও দুই কর্ষ শুক্রের স্থিতি হয়।

† কর্ষ শব্দে দুই তোলক, অতএব সর্ব্ব শরীরে একাঞ্জলি, চারি তোলক শুক্র, অর্থাৎ [।/০] নয় ছটাক শুক্র হয়, এতৎ সর্ব্ব শরীরের পরিমাণ [১।৬/] এক মোন ষড়বিংশতি সের এক ছটাক হয়, ইহার হ্রাস বৃদ্ধিকেই রোগ বলিয়া বৈদ্যেরা স্বীকার করেন, তন্নিমিত্ত দ্রব্যৌষধি যোগের আবশ্যক করে। বিশেষতঃ বৃদ্ধি পদে অতিশয় বৃদ্ধির নাম নচেৎ মল মূত্রাবিক্ত বিনা প্রমাণের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিকে রোগ বলেনা।

অপব স্ত্রীলোকের শরীবের রসরক্তাদির অতিরিক্ত (৪) চতুরঞ্জলি মাসে২ রজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রসূতাস্ত্রীর ঐ রজ পরিপাকে (২) অঞ্জলি অর্থাৎ (১) সের স্তন্য| উৎপন্ন হয়। এই রজ সহিত অষ্ট ধাতুর পরিমাণ করিয়াছেন।

অথ ধাতুক্ষয়জ লক্ষণং।

যেহীনাশ্চ প্রমাণেন বিকৃতাশ্চাপি ধাতবঃ।
যোজয়ন্তি বিকারৈস্তু দোষবৃদ্ধিক্ষয়ং যথা॥
চক্রং।

উপরি উক্ত ধাতু সকলের পরিক্ষয়ে বিকৃতাকারে দৃশ্য হয়, এবং নানা রোগের যোজনা করে, আর ক্রমশঃ দো-ষের বৃদ্ধি ও শরীর ক্ষয় পায়।

অথ রসক্ষয় লক্ষণং।

মুট্যতে সহতে শব্দং নোচ্চৈর্বদতি শূন্যতে।
হৃদয়ং তাম্যতি স্বল্পচেষ্টস্যচ রসক্ষয়ে॥ ১॥
চক্রং।

কঠিন শব্দ অহিসহিষ্ণুতা, উচ্চবাক্যকথনে অশক্ত এবং দেহেব ক্ষীণতা, মোটন অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় মোচড়ানো-বলে, হৃদয স্পন্দন, অথবা মূর্চ্ছা অর্থাৎ অন্ধকার দর্শন আর চেষ্টার অল্পতা অর্থাৎপরিশ্রম দ্বারা কর্ম্ম করণে অপটু।

অথ রক্তক্ষয় লক্ষণং।

পরুষাস্ফুটিতা ম্লানাত্ত্বগ্রূক্ষারক্ত সংক্ষয়ে
॥ ২ ॥ চক্রেং।

* রক্তক্ষয়ে কটুভাষী হয় এবং গাত্রমাংসাদি ফাটিয়া যায়, ও সর্ব্বদা মলীন থাকে অর্থাৎ শরীরেব চাকচিক্য থাকে না আর গাত্রচর্ম্ম রুক্ষ হয় অর্থাৎ শুষ্ক হইয়া যায়।

অথ মাংসক্ষয় লক্ষণং।

মাংসক্ষয়ে বিশেষেণ স্ফিক গ্রাবো দর শুষ্কতা ॥ ৩ ॥ চক্রেং।

মাংসক্ষয়ে অস্থি শৈথিল্য হয়, এবং প্রশ্রাব বৃদ্ধি করে, অপর উদরের শুষ্কতা হয়। অর্থাৎ অতিশীর্ণতা জন্মে।

অথ মেদঃক্ষয় লক্ষণং।

সন্ধীনাংস্ফুটনংগ্লানি রক্ষো রায়াস এবচ।
লক্ষণং মেদসিক্ষীণে তনুত্বন্তূদরস্যচ ॥৪॥

মেদক্ষয়ে সন্ধি সকলের স্ফোটন অর্থাৎ সন্ধিবন্ধনের শৈথিল্য এবং শরীরের বিবিধ প্রকার গ্লানি, অপর চক্ষুব আয়াস অর্থাৎ তেজোহীনতা † যাহাতে দৃষ্টির অল্পতা হয়, আর উদর শুষ্কতা জন্মে।

---

* রক্তক্ষয়ে ক্ষয়কাশাদি অথাৎ রাজ যক্ষ্মাদি জন্মে।

† পূর্ব্বে শুক্র ক্ষয়ে চক্ষুব দোষ জন্মে উক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে মেদক্ষয়ে

অথ অস্থিক্ষয় লক্ষণং।

কেশ লোম নখ শ্মশ্রু দ্বিজ প্রপতনং শ্রমঃ।
জ্ঞেয়মস্থিক্ষয়েরূপং সন্ধি শৈথিল্য মেবচ ॥ ৫ ॥

অস্থিক্ষয় পাইলে কেশ, নখ, লোম, গোঁপ, দাড়ি প্রভৃতির নাশ হয়, আর দন্তের পতন হয়, সর্ব্বদা শ্রান্তিযুক্ত থাকে এবং * সন্ধি সকল শৈথিল্য হয়।

মর্জ্জাক্ষয় লক্ষণং।

শীর্য্যন্তইব চাস্থীনি দুর্ব্বলানি লঘূনিচ।
প্রভূতং বাতরোগাণি ক্ষীণ মজ্জবিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৬ ॥　　চক্রং।

মজ্জাক্ষয়ে অস্থি সকল শীর্ণ হয়, এবং শরীরের অস্পতাও দুর্ব্বল হয়, অপর বিবিধ প্রকার বাতরোগ জন্মে।

অথ শুক্রক্ষয় লক্ষণং।

দৌর্ব্বল্যং মুখশোষশ্চ পাণ্ডুত্বং সদনং ক্লমঃ।

দৃষ্টি দোষ কথিত হইতেছি, তাহার সমন্বয় এই যে বস্তুতঃ শুক্রক্ষয়ে চক্ষু দোষ জন্মে, এস্থলে বক্তব্য শুক্রের দ্বৈধ আছে এক মস্তিষ্ক মিশ্রশুক্র অপর মেদমিশ্র শুক্র ফলিতার্থ মেদাশ্রিত শুক্রক্ষয়েই চক্ষুর দোষ জন্মে, সুতরাং মেদক্ষয়ে মেদাশ্রিত শুক্রক্ষয় হয়, তজ্জন্য মেদক্ষয়ে দৃষ্টিহানি কহিয়াছেন।

* সন্ধিশৈথিল্য মেদক্ষয়ে যে কথিত হইয়াছে, সে সন্ধিবন্ধনকারিণী নাড়ী বিষয়ক, এখানে অস্থি সংযোগের হানি।

ক্লৈব্যং শুক্রবিসর্গশ্চ ক্ষীণ শুক্রস্যলক্ষণং
॥৭॥

শুক্রক্ষয়ে দুর্ব্বলতা, মুখশোষ, পাণ্ডু বর্ণতা, হৃদয় স্ফোটন, ভ্রান্তি, বিকলতা এবং বিংশতি প্রকার মেহ জন্মে।

অথ ওজঃক্ষয় লক্ষণং।

বিভেতি দুর্ব্বলোহভীক্ষ্ণং ধ্যায়তি ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ। দুশ্ছায়ো দুর্ম্মণো রুক্ষঃক্ষাম শ্চৈবোজসিক্ষয়ে॥৮॥

ওজক্ষয়ে সর্ব্বদাদুর্ব্বলতা, এবং সতত অনিত্য চিন্তা অর্থাৎ নিবর্থ উদ্বেগ, ও ব্যথিতেন্দ্রিয়, অর্থাৎ মনঃ পীড়া সর্ব্বদা দুর্ম্মণা শীতোষ্ণাদির অসহিষ্ণুতা, ইত্যর্থে কদাচিৎ জনতা কদাচিৎ নির্জ্জনতা, কদাপি বহুভাষী কদাপি মৌনী হয় কখন বহু ক্লেশ সহে, কখন কাতর, কখন স্তুতিবাদক, কখন কটুভাষা প্রয়োগ করে, কদাচিৎ হাস্য, কদাচিত ক্রন্দন ক্ষণমপি নৃত্যশীল ক্ষণমপি স্তম্ভিত হইয়া থাকে। কদাচিৎ বহ্বারী কদাচিৎ আহার ত্যাগ হয়। ইত্যাদি ওজক্ষয়ের লক্ষণ ওজ কাহাকে বলি তাহা আগামী ব্যাখ্যা করা যাইবেক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

কলিকাতা—শাঁখারটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৭৩ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ ফাল্গুণ শুক্রবার

গতবারের শেষঃ।

জাবালোপনিষৎ।

যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা বা সন্ন্যসেদেষ পন্থা ব্রহ্মণাকানুবিত্তস্তেনৈতি সন্ন্যাসী ব্রহ্ম-বিৎ॥ ৩৪॥

যদি সম্যক্ সংসার ত্যাগ করিতে যোগ্য হও তবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের রুচিকর, ইহা আমি তোমারদিগের সম্বন্ধে

উক্ত করিলাম, সম্যক্ সন্ন্যাস পদে বাচিক কায়িক ও মানসিক এই ত্রিবধ ঐক্যের নাম সম্যক্ অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এক নিশ্চয় করতঃ যে সন্ন্যাস করে তাহাকেই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মবিৎ বলে ইহাই সন্ন্যাসের পথ ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কিরূপ অনুষ্ঠানে সন্ন্যাসিরা বর্জ্জিত হইবেন তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন অপরমপি শ্রুত্যর্থে জানাইতেছেন, যদি সম্যক্ সন্ন্যাসানুষ্ঠানে অসক্ত হয় তবে বাচিক বা মানসে সন্ন্যাস করিবেক, তাহাতেও সন্ন্যাসী হয় ॥৩৪॥

ইত্যেবমেবৈষ ভগবন্নিতি বৈযাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৩৫ ॥

হে অত্রি এবম্ভূত সন্ন্যাসানুষ্ঠান, ইহাকেই ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসী বলে, তদর্থে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক উক্ত করিয়াছেন ॥৩৫॥

তত্র পরমহংসানাম সম্বর্ত্তকারুণি শ্বেতকেতু দুর্ব্বাসা ঋভুনিদাঘ ভরত দত্তাত্রেয় রৈবত প্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

এই দণ্ডগ্রহণের নাম লিঙ্গী, অতএব দণ্ডীকে লিঙ্গী বলে, দণ্ডগ্রহণ শব্দে ব্যক্ত লিঙ্গ, অর্থাৎ সর্ব্ব জনে তাঁহাকে বিখ্যাত করে, তন্মধ্যে পরমহংস ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন,

যেহেতু * দণ্ডী সম্যক্ ত্যাগী নহেন, সর্ব্ব পরিত্যাগে, পরমহংসকেই সন্ন্যাসী, বলে, যথা সম্বর্ত্তক, অরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, ভরত, দত্তাত্রেয় রৈবত, প্রভৃতি ঋষিরা পরিব্রাজক পরমহংস অর্থাৎ ইঁহারা † অব্যক্ত লিঙ্গ, কোনমতে ইঁহারদিগকে ব্যক্ত করা যায় না, ইঁহাদিগের অব্যক্তাচার, অর্থাৎ ইঁহারা বাহিরে কোন আচার করেন নাই কিন্তু মানসেই সমস্ত সম্পন্ন করিয়াছেন, উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেন অথচ উন্মত্ত নহেন অর্থাৎ পাগল বলিয়া লোকে উপহাস করিত কিন্তু পাগল ছিলেন না অর্থাৎ তাঁহারদিগের স্বরূপতত্ত্ব জানিতে কেহই শক্ত হইত না। বস্তুতঃ কোন বিষয়েরই পরিগ্রহ ছিল না ॥ ৩৬ ॥

---

* সম্যক ত্যাগী নহেন ইত্যর্থে দণ্ডীদিগের ত্রিদণ্ড কমণ্ডলু, শিক্য ভিক্ষাপাত্র জলপাত্র কৌপীনাচ্ছাদনাদির পরিগ্রহ, এবং বিশেষ নিয়ম গ্রহণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাতিরিক্ত গৃহে ভিক্ষা করেন না, শৌচাচারাদির বিশেষ বিচার করিতে হয়, পরমহংসেরা তদ্বিচারাদি বর্জ্জিত।

† অব্যক্ত লিঙ্গ পদে তাবৎ সংস্কার মানসে সম্পন্ন করেন, বাহিরে ব্যক্ত নাই। তন্নিমিত্ত দৃষ্টান্তার্থে সম্বর্ত্তক অরুণি শ্বেতকেতু প্রভৃতির প্রমাণ দিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাঁরদিগকেই ব্রহ্মজ্ঞানী নিষ্কর্ম্মী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন যে কোন ব্যক্তি সংসারাশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মস্বরূপে স্পর্দ্ধা করতঃ কর্ম্মত্যাগ করিলে ব্রহ্মজ্ঞানী বলা দূরে থাকুক সামান্য পশুবৎ তাহাকে অজ্ঞানীই বলিতে হয়, যদি বল সংসারী হইয়া যদি ব্রহ্মজ্ঞানী না হয় তবে জনকাদিকে জ্ঞানী কেন কহিয়াছেন, উত্তর জনকাদিরা জ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু যথেষ্টাচার পূর্ব্বক যাগ-

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যপাত্রং জলপাত্রং পবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চেত্যেতৎ সর্ব্বং ভূস্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মান মন্বিচ্ছেৎ॥ ৩৭॥

সর্ব্ব পরিগ্রহ শূন্য পরমহংস অর্থাৎ দণ্ড কমণ্ডলু * শিক্য পাত্র † পবিত্র, শিখা, যজ্ঞসূত্রাদি সমস্ত ‡ (মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে) জলে বিসর্জ্জন করতঃ এক আত্মাকেই সর্ব্বত্রে উপচিতি করিবেক অর্থাৎ নিঃসঙ্গ নিষ্পরিগ্রহ হইয়া আনন্দ স্বরূপে মগ্ন হইবেক॥ ৩৭॥

যথা জাতরূপধরো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহ স্তত্ত্ব ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নঃ॥ ৩৮॥

এবম্ভূত পরমহংস, অগ্নি সংস্কার জনিত উজ্জ্বল স্বর্ণরূপ হয়েন, অর্থাৎ তাঁহাতে কোন মলা থাকে না। নির্দ্বন্দ্ব, ও

যজ্ঞ নিত্যনৈমিত্তিকাদি কোন কর্ম্মই ত্যাগ করেন নাই, এবং অবৈধ মদ্য মাংসাদি অদনে প্রবৃত্ত ছিলেন না, অর্থাৎ বহির্ব্যাপারে সংযুক্ত থাকিয়া মানস সন্ন্যাসে ব্রহ্মানুচিন্তন করিতেন।

* শিক্যপাত্র পদে তুম্বীপাত্র।

† পবিত্র পদে কুশমুষ্ট্যাদি।

‡ মহাব্যাহৃতি পদে ভূস্বাহা ইত্যাদি। একপ ব্যক্তিই সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারে, নচেৎ ধনোপার্জ্জনাসক্ত ব্যক্তির কেবল যাগযজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম ত্যাগে যে নিষ্কর্ম্মী হওয়া, সে কেবল আত্ম

পরিগ্রহ শূন্য কেবল এক ব্রহ্মতত্ত্ব পথে * সম্যক্ সম্পন্ন হয়েন ॥ ৩৮ ॥

শুদ্ধ মানসঃ প্রাণ সন্ধারণার্থং যথোক্ত কালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্নুদর পাত্রেণ ॥ ৩৯ ॥

সেই শুদ্ধ মানস পরমহংস সমস্ত পরিগ্রহ বর্জ্জিত, বিমুক্ত ভৈক্ষ, শুদ্ধ প্রাণ সন্ধারণ নিমিত্তে যথোক্ত কালে গৃহস্থ দ্বারা আহারীয় † যৎকিঞ্চন উপায়ন আহৃত হয়, তাহাও কর পরিগৃহীত না হইয়া উদর পাত্রেই ধারণা করিবেন ॥৩৯॥

ইত্যর্থে অযাচন রূপে প্রাণ ধারণার্থ ভোজন ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি করিবেন, বিমুক্ত ভৈক্ষ পদে ভিক্ষা কর্ম্মের বিরতি করিয়া অযাচক হইবেন ॥ ৩৯ ॥

দৌর্জ্জন্য প্রকাশ করা মাত্র। তৎফলে শুদ্ধ যমযন্ত্রণাকেই অনুভব করিতে হয়।

* সম্যক সম্পন্ন পদে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সোপানারূঢ় হইয়া যাগযজ্ঞাদির তাবৎ ফল প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ ব্রত স্নান দান তপস্যা ক্রিয়া যাগযজ্ঞাদি না করিয়া ও তাহার করণ সিদ্ধ হয়।

† যৎকিঞ্চন উপায়ন পদে স্বাদু অস্বাদু অর্থাৎ তিক্তাম্ল মধুর কষায়ক রুক্ষলবণাদির বিচার শূন্য বিধিবশাৎ ভক্ষপ্রাপ্তেই সন্তোষিত হইবেন, যথা শঙ্করকৃত উপদেশ পঞ্চকং [স্বাদ্বন্নং নহিযত্যন্তাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতা মিত্যাদি] অর্থাৎ সর্ব্বদাই সন্তোষ চিত্তে বিহরণ করিবেন ইহাকেই ব্রহ্মবিৎ বলে।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গতপত্রে ওজঃ পরিমাণ লেখিত হইয়াছে, অত্রপত্রে ওজ স্বরূপ লেখা যাইতেছে এবং অপর পরিমাণও ব্যক্ত করিতেছি। যথা

ওজস্তু দ্বিবিধং প্রাহুর্জ্ঞেয়ং তন্দ্রাষ্টবিন্দুকং।
অপরোঞ্জলি সংখ্যাতস্তৎক্ষয়ে জায়তেক্ষয়ঃ
॥ ৯ ॥

ওজও * দ্বিবিধ প্রকার হয়, ইহা পণ্ডিতেরা কহেন, তাহার পরিমাণ একাঞ্জলি অষ্ট বিন্দু হয়, সেই ওজঃ ক্ষয়েই জীব শরীরের ক্ষয় হয় ॥ ৯ ॥

ওজঃ স্থান নিরূপণং।

হৃদিতিষ্ঠতি যৎশুদ্ধং রক্তমীষৎ সমীতকং।
ওজঃ শরীরে সংখ্যাতং তন্নাশান্নাশমিচ্ছতি ॥ ১০ ॥ চক্রং।

জীবের হৃদয়স্থ রক্তস্থলীতে যে শুদ্ধ রক্ত সংস্থিত তাহাকে ওজঃ বলিয়া খ্যাত করেন, সেই ওজঃ ক্ষয়েই ক্ষয়পায় ॥ ১০॥

---

* এক শুক্রাশ্রিত অপব রক্তাশ্রিত, রক্তাশ্রিত ওজঃ একাঞ্জলি শুক্রাশ্রিত ওজঃ অষ্ট বিন্দু প্রমাণ। রক্তাশ্রয ওজঃ ক্ষযে ক্ষীণরোগ, অর্থাৎ বাযুরোগ জন্মে, শুক্রাশ্রিত ওজঃক্ষয়ে নাশহয়।

ওজঃ উৎপত্তি প্রকার।

প্রথমে জায়তে তেজঃ শরীরেচাষ্টবিন্দুকং।
সর্পির্বর্ণং মধুসমং লাজগন্ধি প্রজায়তে॥১১॥

প্রথম আহার জনিতরসে শরীরে অষ্ট বিন্দু প্রমাণে তেজ জন্মে, সেই তেজ ঘৃতবর্ণ * মধু তুল্য এবং লাজ গন্ধ যুক্ত হয়॥ ১১॥

ভ্রমরৈঃ ফলপুষ্পেভ্যো যথা সংশ্রিয়তেমধু।
তদ্বদোজস্তুধাতুভ্যঃ সারঃ সংশ্রিয়তেনৃ-
ণাং। ধারকত্বেন ধাতূনাং স্যাদোজো
ধাতুরষ্টমঃ॥ ১২॥

যদ্রূপ ভ্রমর কর্ত্তৃক ফল পুষ্প হইতে মধু সংশ্রয় হয়, তদ্রূপ ওজঃ জীব সম্বন্ধ সর্ব্ব ধাতু হইতে সারকে সংশ্রয় করে, অতএব সর্ব্ব ধাতুর ধারক ওজকে অষ্টম ধাতু বলিয়াছেন।

অথ শুক্রোৎপত্তি কারণ।

কেচিদাহু রহোরাত্রাৎ ষড়্হাদপরে পরে।
মাসাৎ প্রজাতি শুক্রত্বং অন্নং পাক ক্রমা-

---

* মধুতুল্য পদে মধুসম অর্থাৎ মিষ্টরস এবং মত্ততা কারক, ও লাজ গন্ধ বিশিষ্ট, লাজ পদে খদি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায [খই] কহে।

দিতি। বৃষ্যাদীনি প্রভাবাত্তু সদ্যঃ শুক্রাণি কুর্ব্বতে ॥ ১৩ ॥

কেহ২ বলেন যে অহোরাত্রে শুক্র জন্মে, কেহ বলেন ছয় দিবসান্তরে কেহ বা মাসান্তরে অন্নাদির রস ক্রমে শুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দ্রব্যগুণ প্রভাবে সদ্যই শুক্র জন্মে অপরে কহিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

এই নানামত শুক্রোৎপত্তি বিষয় দৃষ্ট হওয়াতে এমত সন্দেহ হইতে পারে যে ইহার কোন্ মত গ্রাহ্য, সকলেই আপনং পাণ্ডিত্য, করিয়াছেন, ইহাতে কোন বাক্যকে স্বরূপ বাক্য রূপে গ্রহণ করা যায় এবং বিজাতীয় চিকিৎসকেরাও ছিদ্রধরিতে পারে, তদর্থে মীমাংসা এই যে কেচিৎ শব্দে শ্লোকের মর্ম্মগ্রহণ করিবেন, যে শুক্রোৎপত্তি বিষয়ক মতান্তর নাই, পরস্পর দ্রব্যগুণের মাহাত্ম্যে শুক্রোপচয় হয় কহেন শুদ্ধ অন্নাদি নিত্য আহারীয় দ্রব্যের রসে এক মাসে শুক্র জন্মে ইহা সকলেই স্থির করিয়াছেন, অনন্তর ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির চিকিৎসার্থ এমত দ্রব্য আছে যে আহারমাত্রে * অহোরাত্রে শুক্র জন্মে, কোন দ্রব্যের গুণে † ছয়

* শাল্মলী ও তালমূলী, বলা, ইত্যাদি দ্রব্য সংযোগে ঔষধ ভক্ষণ করিলে এক রাত্রে শুক্র জন্মে। অর্থাৎ ক্ষীণশুক্র দুর্ব্বল পুংস্তরহিত ব্যক্তি উপবিউক্ত দ্রব্য সংযোগে [সমুদ মোদক] নামে ঔষধি ভক্ষণে এক দিবসেই সবল হয়।

† [দাড়িমী ক্রোট মর্দ্দঙ্কো, গুঞ্জমূলং সমীতকং। গোস্তনং স্তন্য

দিনে শুক্র হয়, কোন দ্রব্যের আহারে * তৎক্ষণাৎ শুক্র জন্মে ॥ ১৩ ॥

অথ পঞ্চাত্মক বায়ুগুণং।

যোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণংচাপ্যবলম্বতে।
যোনিলে রক্ত সঞ্চারী সপ্রাণো নাম দেহ
ধৃক্॥ ১॥ চক্র।

যে বায়ু আহারীয় দ্রব্যকে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া তৃপ্তিকে জন্মান, আর সমস্ত শরীরের রক্ত সঞ্চার করেন, তাহার নাম প্রাণ, তিনিই সর্ব্ব শরীরের ধারক হয়েন ॥ ১ ॥

উদান নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
তেন ভাষিত গীতাদি বিশেষোতি প্রবর্ত্ততে
॥ ২ ॥ চক্রং।

মুদ্রাক্ষং নবৈতে শুক্রদাযকাঃ।] দাডিমী, আবেবোট, বাদাম শ্বেতকুঁচের মুল, সমীতক, সেব, অর্থাৎ যাবনিক ভাষায় সেও, ম্লেচ্ছভাষায় আফেল বলে, গোস্তন শব্দে আঙ্গুর, স্তন্য পদে মনুষ্য দুগ্ধ, দ্রাক্ষা পদে মনাক্কা, উদ্রাক্ষ পদে [কিশমিশ] এই নব দ্রব্য ভক্ষণে তদ্রসে ছয় দিবসে শুক্র জন্মে।

* পুরুষ মস্তিষ্ক ভক্ষণে সদ্য অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ শুক্র জন্মে। পুরুষ পদে মনুষ্য এবং পুরুষ শব্দ জীবমাত্রকেই বলে।

উদান নামে বায়ু যিনি সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগামী হয়েন, তদ্দ্বারা বাক্য প্রয়োগ এবং সংগীতাদি বিশেষ প্রবর্ত্ত হয় ॥ ২ ॥

আম পক্কাশয়চরঃ সমানোগ্নি সহায়বান্।
অন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিকারান্ প্রবিন-
ক্তিসঃ ॥ ৩ ॥ চক্রং।

আমাশয় এবং পক্কাশয়, এতদুভয় স্থান চারী সমান বায়ু অগ্নি সহায় বিশিষ্ট হইয়া ভুক্তান্নাদিকে পাক করেন, পাকানন্তর * তদ্বিকারকে বিভাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

পক্কাশয়াশ্রয়োপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যধঃ।
বাতমুত্র পুরীষাণি শুক্র গর্ব্ভার্ত্তবানিচ ॥৪॥

কেবল এক পক্কাশয়কে আশ্রয় করিয়া অপান বায়ুর স্থিতি হয়। কালে২ বায়ু, মূত্র; বিষ্ঠা, শুক্র, গর্ব্ভ এবং স্ত্রীলোকের রজকে অধোভাগে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন, সুতরাং পক্কাশয় অবধি গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার গতি হয় ॥ ৪ ॥

সর্ব্বদেহচরো ব্যানো রসসম্বাহনোমতঃ।

---

* তদ্বিকাব পদে, ভুক্তান্নাদির রস ও মল এতদ্দ্বয়কে বিভাগ করিয়া ব্যানবায়ুতে রস, ও অপান বায়ুতে মল ভাগকে নিক্ষেপ করেন।

স্বেদাসৃক্ শ্রাবণশ্চাপি পঞ্চধাচেষ্টয়ত্যপি ॥ ৫ ॥ চক্রং।

সর্ব্ব দেহ ব্যাপী ব্যানবায়ুকে জানিহ। এবং রস সম্বাহক অর্থাৎ ভুক্তান্নাদির রস সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালন করেন। আর স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম ও রক্তশ্রাবী হয়েন, এই পঞ্চবায়ু অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার বায়ুই শরীরের পঞ্চ কর্ম্মকারক ॥৫॥

অথ পঞ্চাত্মক পিত্ত লক্ষণং।

পাচকং রঞ্জকঞ্চৈব সাধকঞ্চ তথৈবচ। আলোচকং ভ্রাজকঞ্চ পঞ্চাত্মকমিতি স্মৃতং ॥ ১ ॥ চক্রং।

পাচক, রঞ্জক, ও সাধক, আলোচক, এবং ভ্রাজক এই পঞ্চাত্মক পিত্ত অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার কর্ম্ম পিত্ত হইতে হয়, অতএব পাচকাদি প্রত্যেকের কার্য্য কহিতেছি ॥ ১ ॥

করোতি বলদানেন পাচকং নাম তৎস্মৃতং। আমাশয়াশ্রয়ং পিত্তং রঞ্জকং রসরঞ্জনাৎ ॥ বুদ্ধি মেধাভিমানাদ্যৈরভি প্রেতার্থ সাধনাৎ সাধকং হৃদ্গতং পিত্তং রূপালোচনতঃ স্মৃতং। দৃক্‌স্থ মালোচকং ত্বক্‌স্থং ভ্রাজকং ভ্রাজনাৎ ত্বচঃ ॥ ২ ॥ চক্রং।

ভুক্তান্নাদির পাক করতঃ তদ্রস জাত বলে শরীরকে বলিষ্ঠ করেন, একারণ সেই পিত্তকে পাচক বলিয়া খ্যাত করেন। অর্থাৎ ঐ পিত্ত ব্যান বায়ুর সহচারী হয়েন। ১॥ আমাশয়াশ্রিত পিত্তকে রঞ্জক বলেন, অর্থাৎ তদ্দ্বারা ভুক্তান্নাদির পরিপাকে রস জন্মে ॥ ২॥ বুদ্ধি মেধা স্মৃতি এবং অভিমানাদির অভিপ্রায় সাধনার্থ হৃদিস্থ পিত্তকে সাধক পিত্ত কহিয়াছেন ॥ ৩ ॥ চক্ষু সংস্থিত পিত্ত দ্বারা রূপ দর্শনাদি হয়, একারণ তাহার নাম আলোচক পিত্ত ॥ ৪ ॥ চর্ম্ম স্থিত পিত্ত দ্বারা শরীরের দীপ্তি হয়, এতন্নিমিত্ত সেই পিত্তের নাম ভ্রাজক ॥ ৫ ॥

অথ পিত্তস্থান সমষ্টি।

নাভৌ আমাশয়েচৈব হৃদয়ে লোচনেত্বচি।
স্থানানি পাচকাদীনাং পঞ্চৈতানি বিদুক্র-
মাৎ ॥ ৩ ॥ চক্রং।

পঞ্চাত্মক পিত্তের নির্দ্দিষ্ট পঞ্চস্থান, অর্থাৎ নাভি, আমাশয়, হৃদয়, চক্ষু, চর্ম্ম, ক্রমে জানিহ ॥ ৩ ॥

অপর পিত্তস্থানমপি।

নাভিরামাশয়ঃ স্বেদোলসীকা রুধিরং রসঃ।
দৃকস্পর্শনঞ্চ পিত্তস্য স্থানং নাভিবিশেষতঃ
॥ ৫ ॥

নাভি মধ্যে ও আমাশয় এবং ঘর্ম্ম চর্ম্ম রস রক্ত চক্ষু ও শরীরস্থ পিচ্ছভাগে পিত্তের স্থান। বিশেষতঃ বহ্নি মণ্ডল নাভিই তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান অন্যৎ বিহরণ স্থল মাত্র।

অথ পঞ্চাত্মক শ্লেষ্মঃ।

অবলম্বকঃ ক্লেদকশ্চ বোধক স্তর্পকস্তথা।
বিজ্ঞেয় শ্লেষ্মকশ্চেতে পঞ্চাত্মক বলাসকঃ
॥ ১ ॥

অবলম্বক, ক্লেদক, বোধক, তর্পক, শ্লেষ্মক এই পঞ্চ কফ, ইহার কার্য্য ব্যাখ্যা করিতেছি॥ ১॥

অতোবলম্বক শ্লেষ্মাযস্ত্বামাশয় সংশ্রয়ঃ।
ক্লেদকঃ সোম্নসংক্লেদাৎ বোধকো রস বোধনাৎ। রসনাস্থঃ শিরঃস্থস্তু তর্পকো নেত্র তর্পণাৎ। শ্লেষ্মকঃ সন্ধি সংশ্লেষাৎ সচ সন্ধিষু সংস্থিতঃ ॥ ২॥ চক্রং।

আমাশযস্থ কফের নাম অবলম্বক, ভুক্তান্নাদিকে যাবৎ সমান বায়ুর সহকারে রঞ্জক পিত্ত পরিপাক না করেন তাবৎ ঐ স্থানে যাহাতে সন্ধারণা হয, তাহার নাম অবলম্বক কফ॥ ১॥ প্রথমত ভুক্তান্নাদিকে যিনি ক্লেদিত করেন সেই কফের নাম ক্লেদক॥ ২। তিক্তাম্ল মধুর কষায়কাদি রসের বোধ যদ্দ্বারা হয় তাহার নাম বোধক কফ॥ ৩॥ শিরস্থিত যে ফক দ্বারা

নেত্রাদির তৃপ্তি জন্মে তাহার নাম তর্পক ॥ ৪ ॥ পরস্পর শরীরস্থ তাবৎ সন্ধিসংশ্লেষ অর্থাৎ সংযোগ করত সন্ধিস্থানে স্থিত যে কফ, তাহার নাম শ্লেষ্মক ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

অথ কফস্থান নির্দ্দিষ্ট।

উরঃ কণ্ঠঃ শিরঃ ক্লোমঃ পর্ব্বাণ্যামাশয়ো রসঃ। মেদো ঘ্রাণঞ্চ জিহ্বাচ কফঃ স্থানমুরঃ পরং ॥ ৪ ॥ চক্রং।

বক্ষস্থল, কণ্ঠদেশ, মস্তক, ক্লোম, অর্থাৎ হৃদিস্থ বায়ুযন্ত্রে এবং শরীর পর্ব্ব অর্থাৎ সন্ধিস্থানে, আমাশয়ে, রসে, মেদে, নাসিকায় এবং জিহ্বায় বিশেষতঃ উরস্থানে অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় কলিজা বলে, ইত্যাদি স্থানে সর্ব্বদা কফের স্থিতি হয় ॥ ৪ ॥

অথ কফের গুণ কথন।

প্রাকৃতস্তুবলং শ্লেষ্মা বিকৃতোমল উচ্যতে ॥ ৫ ॥ চক্রং।

শ্লেষ্মার প্রাকৃতাবস্থাতেই বল বৃদ্ধি করে, বিকৃতাবস্থাকে মল বলিয়া উক্ত করেন, অর্থাৎ শুক্রও জল এবং ষ্ঠীবাদিকেও অর্থাৎ কাশীগয়ারাদিকেও জল বলে। বিশেষ এই যে প্রাকৃতাবস্থ শুক্র বলপ্রদ, বিকৃতাবস্থ ষ্ঠীবাদি মল, তাহাতে শরীরের হানি হয় ॥ ৫ ॥

অথ ত্রিধাতুক প্রমাণং।

পিত্তস্যাঞ্জলয়ঃ পঞ্চ ষটকফস্য প্রচক্ষতে।
পবনস্য পরীমাণং বিনির্দ্দেশ্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥ চক্রং।

* পঞ্চাঞ্জলি অর্থাৎ সার্দ্ধদ্বয় সের পরিমাণ পিত্ত, সেরত্রয় প্রমাণে কফ, বায়ুর পরীমাণ নাই যেহেতু বায়ুর স্থূল শরীর নহে।

অথ পিত্ত কফাদির বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানং।

পক্বাশয়াশ্রয়োবায়ুঃ কফমামাশয়াশ্রয়ঃ।
পক্বামাশয় মধ্যস্থোবহিঃ পিত্তমিতি স্মৃতং॥

পক্বাশয়াশ্রিত বায়ু আমাশয়াশ্রিত কফ, পক্বাশয় এবং আমাশয় ইহার মধ্যস্থিত পিত্ত নিশ্চয় করিয়াছেন।

পিত্তং পঙ্গুঃ কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবোমলধাতবঃ।
বায়ুনাযত্রনীয়ন্তে তত্রবর্ষন্তি মেঘবৎ॥

---

* পূর্ব্বে রসমজ্জা মাংসাস্থ্যাদির পরিমাণে [১।৬/০] এক মোন যোড়শ সের এক ছটাক সমস্ত শরীরের মাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিত্ত কফাদির পরিমাণ ধৃত করেন নাই অত্রশ্লোকে পিত্ত ও কফের পরিমাণ সহিত [১।১।।/০] এক মোন এক বিংশতি সের নয় ছটাক। ইহা হইতে ধাতু সকলের প্রাকৃতাবস্থায় কিঞ্চিৎ২ বৃদ্ধি হইলে বলের বৃদ্ধি হয়, ক্ষয়তেই রোগোৎপত্তি জানিবেন।

পিত্তধাতু ও পঙ্গু ও কফধাতু ও পঙ্গু এবং শোণিত শুক্রাদি মলধাতু মাত্রেই পঙ্গু হয়, কেবল বায়ুই পটু অতএব বায়ুর গতিতেই ইহাদিগের সঞ্চালন হয় নিশ্চল মেঘবৃন্দকে যেমন বায়ু যে দিগে লয় সেই দিকেই বর্ষণ করে, সেই রূপ ধাতু সকল বায়ু দ্বারা নীত হইয়া সর্ব্বশরীরে সঞ্চরিত হয়।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাসায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে ইহবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার তৃষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্ময় ত্বং মনোমে।

১৭৩ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩০ ফাল্গুণ শনিবার

কালমহাত্ম্যে অস্মদাদির বিষম সংস্কার জন্মিয়াছে, যেহেতু আমরা এককালিন কর্ম্মকে হেয়ত্বরূপে পরিগ্রহ করিয়াছি, কোনমতে শুভকর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি জন্মে না, তদপেক্ষা কর্ম্মানুশাসন কৃৎপুরুষদিগকে প্রতারক কহিতেও ত্রুটি করি না এবং কর্ম্মীগণকে নির্ব্বোধ বলিতেও ক্ষমা শূন্য হইয়াছি, আমরা নির্গুণোপাসক তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানকৃৎ পুরুষ বলিয়াই স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্ব সমাজে বক্তৃতা করি, হা পরমেশ্বর, দেদীপ্যমান কর্ম্ম ফল দৃষ্টেও বোধ হয় না, এরূপ জ্ঞানান্ধ

হইয়া কুসঙ্গামোদমদে মত্ততাপ্রযুক্ত জন্মান্তরীয় কর্ম্ম ফ-লের প্রতিবিশ্বাস করি না, না করি, কিন্তু বিচক্ষণা বুদ্ধিতে আ-লোচনা করিলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ সকল মনুষ্যেই এই পৃথিবীতে বাস করেন, এবং ধান্য যব ব্রীহি ফল মূল বস্ত্রস্বর্ণরৌপ্য মণিমুক্তাদি সকল পদার্থই এই ধরণীতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সকলে সকল বস্তুকে উপ-লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ কেহ বা অপূর্ব্ব শালীজ শোভনান্ন ভোক্ষণে সুতৃপ্ত হইতেছে, কেহ বা প্রাণধারণার্থ দিবসাবসান কালেও কদর্য্যান্ন অদন করিতে পায় না, কেহ বা অপূর্ব্ব পট্টবস্ত্রও লোমজ রাঙ্কব বস্ত্র অর্থাৎ শালাদি বিভূষণ পরায়ণ হয়, কেহ বা কার্পাস জনিত মলিন ভগ্ন বস্ত্র অর্থাৎ কোটিগ্রন্থি বিশিষ্ট বস্ত্র খণ্ডে কৌপিনাচ্ছাদনে অশক্ত, কেহ বা রথশিবিকাদি আরোহণে গমনাগমন করে, কেহ বা শিবিকাদি বহন করিয়া কালযাপনা করিতেছে, কেহ বা বহু পুত্রবান, কেহ বা কন্যাপুত্র বিহীন, কেহ বা নানৈর্য্য-ভোগী কেহ বা চির দুঃখী, অপরে মহাবলিষ্ঠ কেহ বা রোগী শীর্ণকলেবর ইত্যাদি সকল বিষয়ের কারণ কর্ম্ম ব্যতীত আর কি কহিতে হয়, নচেৎ জগৎপিতা পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী বলাযায় না, যেহেতু পিতা হইয়া পুত্র প্রতি বৈষম্যা-চরণ কেন করিবেন, সুতরাং আপনং পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মকেই ইহজন্মে সুখ দুঃখের কারণ মান্য করিতে হয়, কর্ম্ম যে নিষ্প্র-য়োজনীয়, বা বিফল ইহা কদাপি কহিতে পারা যায় না

তবে মৌঢ্য স্বভাব প্রযুক্ত আমরা যাহা বলি, কি খেদের বিষয়, নিরন্তর কর্ম্মজ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও শুভ কর্ম্ম করণে প্রবৃত্ত হই না এবং অশুভ কর্ম্ম করণেও ক্ষান্ত নহি, ইহাকে ভগবদ্বিড়ম্বনাই বলিতে হয়, আমরা ব্রহ্মজ্ঞানীই কহি বা খ্রীষ্টিয়ান কি নাস্তিকই হই, সে সকলই পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ফল, দেহ তপস্যার্থে গ্রীষ্ম বাত বৃষ্টী রৌদ্রাদি সহনে অক্ষম, তদুচিত যন্ত্রণা ভোগ নিমিত্ত তদুপযোগী কর্ম্ম করণে কিন্তু সক্ষম আছি, কেবল পশুবৎ অকৃতার্থে ভক্তাচ্ছাদন নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া দিনযাপনা করাই সার হইতেছে, শুদ্ধ যথেষ্টাচারে চিত্তাভিনিবেশ করতঃ ভববন্ধন মোচন কারণ কর্ম্ম করণে অনিচ্ছু, আকাশ পুষ্পবৎ অনিরূপিত নিরঞ্জন জ্ঞানার্থ নিরর্থক হেতুবাদ কুশলতায় কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি করিতেছি, ইহাতেও কি আমারদিগের নিরয় ভোগার্থ কর্ম্ম সম্পাদন করা সুসিদ্ধ হয় না, কেবল মহামোহ জালে আবৃত হইয়া আপনারদিগের কল্যাণ পথকে দেখিতে পাই নাই এই মাত্র। আমরা যতই চতুরতা করি, পরিণামে ঐ চতুরতাই বিষবৎ বিষম বন্ধনের কারণ হইতেছে। শুদ্ধ যথেষ্টাচারের অনুরোধে বশীভূত হইয়া সনাতন ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বকৃত যুক্তিসিদ্ধ বিধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া সমাদর করিতেছি ইহাতে যে কোন কালেই পরিত্রাণ হইব তাহার উপায় নাই (দৃষ্টমদৃষ্টং শ্রুতমশ্রুতমপি) দেখিয়াও দেখি না শুনিয়াও শুনিনা, হায় কি কালের কুহকে আপতিত হইয়াছি, অস্মদাদির

প্রতি বোধার্থে ভবিষ্যৎবক্তা মহর্ষিগণেরা যুগমহাত্ম্য বর্ণনের কি অপেক্ষা রাখিয়াছেন। যথা (ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্বশাস্ত্রঞ্চ বিহায় চ) (সর্ব্বৈঃসার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বেষাং ভোজনং নিয়মচ্যুতং) (সর্ব্বে ম্লেচ্ছাচাররতা শাক্যবৃদ্ধোপজীবিনঃ) ম্লেচ্ছাধর্ম্মং বদিষ্যন্তি অধিকৃত্য নৃপাসনং) (সর্ব্বেব্রহ্মবদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তেতু কলৌযুগে। নানুতিষ্ঠন্তিমৈত্রেয় শিশ্নোদর পরায়ণাঃ) (অকালবর্ষীপর্জ্জন্য স্বল্পশস্যাচমেদিনী। নরাশ্চাল্পায়ুষো-রাজন্ ভবিষ্যন্তিযুগক্ষয়ে।) (পরবৃত্তোপহারীচ শাস্ত্রাচার বিবর্জ্জিতা) ইত্যাদি

আগত কলিতে ধর্ম্মনিন্দক ম্লেচ্ছযবনেরা রাজা হইবেক তৎকালে মনুষ্যেরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগেচ্ছায় যত্নকরিবেক। এবং প্রায় অনেকই অর্থলোলুপ হইয়া অর্থার্জ্জনকেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধিজ্ঞানে স্বস্বধর্ম্মে পরাংমুখ হইবেক, এবং স্বশাস্ত্র পাঠবর্জ্জিত ম্লেচ্ছ রাজার তুষ্ট্যর্থে ম্লেচ্ছ শাস্ত্র পাঠ করিবেক, অপিচ ম্লেচ্ছধর্ম্মকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবেক, সর্ব্ব জাতির সহিত সকলেই ভোজন করিবেক, অর্থাৎ আহারের নিয়ম থাকিবেক না। ম্লেচ্ছাচারেই সকলে প্রায় রত হইবেক, এবং শাক্য বৃদ্ধোপজীবী হইবেক, ইত্যর্থে (শকানাং বৃদ্ধ শাক্য বৃদ্ধ) অর্থাৎ * শক শব্দে ম্লেচ্ছ বিশেষঃ

* শক শব্দে তুরুষ্ক জাতীয়, তৎপরিভ্রংষ্ট [তুরকী] বলে। ইদানীং ইংলণ্ডীয় ভাষায় কিঞ্চিৎ বিকৃতাকারে টরকী বলে। সেই টরকী দেশের সীমার মধ্যে কতর২ স্থানকে কতক২ দেশে ভুক্ত করিয়া

বৃদ্ধ শব্দে পণ্ডিত, অতএব ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের মতেই ধর্ম্ম যাজন করিতে অনেকেই সম্মত হইবেক। আর বৈদিক পণ্ডিতের বাক্যকে অগ্রাহ্য করতঃ ম্লেচ্ছরাই ধর্ম্মবক্তা হইবেক এবং পরম পবিত্র নৃপাসনে ম্লেচ্ছ জাতিয়েরা আরোহণ করিবেক, অপরমপি শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া বিনানুষ্ঠানে সকলেই ব্রহ্মবাদ করিবেক। আর অকালবর্ষী মেঘ, অল্প শস্যা পৃথিবী, অল্পায়ু মনুষ্য হইবেক। অপিচ শাস্ত্রাচার বিবর্জ্জিত হইয়া পরবৃত্ত হরণে সকলেরি প্রবৃত্তি জন্মিবেক। ইত্যাদি, এবম্ভূত কবায়কালে (লক্ষেষু পুণ্যবানেকোভবিষ্যতি ততঃপরং) লক্ষের মধ্যে জনেক পুণ্যবান থাকিবেক। হায় কি আমারদিগের গাঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, যে এই সকল ভবিষ্যৎ বাক্য প্রত্যক্ষ হইয়াছে, এবং হইতেছে ইহা দেখিয়াও দেখিনা এবং কেহ কহিলে শুনিয়াও শুনি না। বরং শাস্ত্রকৃৎ পুরুষগণকে নির্ব্বোধ বা প্রতারক ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিকে মিথ্যা গল্প রচনা বলিতে ত্রুটি করি না, যেহেতু আমরাই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, নচেৎ কি, অবৈধ মদ্যমাংস যবন ম্লেচ্ছাদির অন্ন ভোজনেও তদঙ্গনা গমনে, অসদাচার করতঃ হবিষ্যাহারী জিতেন্দ্রিয় তীর্থস্নায়ী বিশুদ্ধা-

---

হইয়াছে, বস্তুতঃ জুজাতি অর্থাৎ ইহুদী জাতিকে যথার্থ টবকী বলিয়া উক্ত করে, তাঁহারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল, তদুপজীবী ব্যক্তিকেই [শাক্যবৃদ্ধ] বলাযায় অর্থাৎ এক্ষণে মিশনরিগণেরাই শাক্য বৃদ্ধ রূপে পরিচিত।

চারী সাধুগণকে নির্ব্বোধ কহিতে বা দেব দেবীর নিন্দা করিতে শক্ত হই। এবং অল্পশস্যা ধরিত্রী, অল্প বৃষ্টিমান মেঘ, ধর্ম্মবক্তা ম্লেচ্ছ, বেদ নিন্দক রাজা অল্পায়ু ম্লেচ্ছাচারী মনুষ্যগণকে দেখিয়াও এতৎ সময়কে উত্তম বলিয়া সভ্যাভিমানে মত্ত হই।

গতবারের শেষঃ।

জাবালোপনিষৎ।

লাভালাভৌ সমৌভূত্বা শূন্যাগার দেবগৃহ তৃণকূট বল্মীক বৃক্ষমূল কুলাল শালাগ্নি-হোত্র নদীপুলিন কন্দর কোটর নির্জ্ঝর স্থণ্ডিলেষ্বনিকেত বাস্য প্রযত্নঃ॥ ৪০॥

পরমহংসধর্ম্মে অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে পর লাভালাভ সমজ্ঞান করতঃ অনিকেত হইবে অর্থাৎ নিশ্চিত বাসস্থান বর্জ্জিত, অযত্নতঃ কদাচিৎ শূন্য গৃহে, কদাচিৎ * দেবালয়ে

---

* দেবালয় পদে দেবপ্রতিমা স্থাপিত মঠকে দেবালয় বলে, সুতরাং শ্রুতি মধ্যে দেবালয় উক্ত হওয়াতে প্রতিমা পূজার অনুষ্ঠান লোক কল্পিত নহে, বেদাতিরিক্তও বলিবার সাধ্য নাই, চিরকালাবধি প্রচলিত আধুনিক লোকের কথায় আধুনিক বলাযায় না, আধুনিক জ্ঞানিরা আধুনিক মত সংস্থাপনে আধুনিক বলিয়া আধুনিক বেদান্তী হইয়াছেন।

কখন তৃণকূটে অর্থাৎ তৃণ সমূহ মধ্যে কদাপি বালুকামধ্যে কখন বৃক্ষমূলে, কখন কুম্ভকার শালায়, বা * অগ্নিহোত্র গৃহে, অথবা নদীপুলিনে † বা কন্দরে, কি ‡ নিজ্ঝর মধ্যে অথবা ভূমিতলে বাস করিবেক, কিন্তু বা সার্থ যত্ন পর না হইয়া অনিশ্চিত স্থানে অবস্থিত হইবেক ॥ ৪০ ॥

নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যান পরায়ণোহধ্যাত্ম নিষ্ঠোঽ শুভকর্ম্ম নির্ম্মূলন পরঃ সন্ন্যাসেন দেহ ত্যাগং করোতি স পরমহংস নামেতি স পরমহংস নামেতি ॥ ৪১ ॥

সর্ব্ব বিষয়ে ‖ মমতা শূন্য কেবল ¶ শুক্লধ্যান পরায়ণ

* অগ্নিহোত্র গৃহ পদে ব্রাহ্মণ জাতীয় গৃহ। ইহাতেও ব্রাহ্মণ জাতিই আদিসৃষ্ট, ইহারাই বেদানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ জাতিরই বেদাধিকার, একারণ অগ্নিহোত্র বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কোন বেদাক্ষর পাঠ করিলেই যদি শূদ্রাদি ব্রাহ্মণ হইত, তবে শ্রুতিতে এরূপ অনুশাসন করিতেন না।

† কন্দর পদে, পর্ব্বতের গুহা অথবা মৃত্তিকা গহ্বরই বা হউক।

‡ নিজ্ঝর পদে, পর্ব্বত হইতে জল প্রবাহ যে দ্বারদিয়া হয়, প্রাকৃত ভাষায় ঝরণা বলে।

‖ সর্ব্ব বিষয়ে মমতা শূন্য পদে আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান শূন্য।

¶ শুক্লধ্যান পদে, শুদ্ধ নির্ম্মল পরমাত্মার ধ্যান অথবা ভগবানের সত্যরূপের ধ্যান, যেহেতু সত্যকেই শুক্ল রূপ বলে, যেহেতু তাঁহাতে কোন মলা নাই, কিম্বা ভগবানের শুক্লাবতারের নাম শুক্ল, তদ্ধ্যান পরায়ণ হইবেক।

হইবেক, এবং অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিষ্ঠ হইবেক, * সমস্ত অশুভ কর্ম্ম নির্মূলন পর হইয়া সর্ব্ব সন্ন্যাস যোগে দেহ ত্যাগ করিবেন, তিনিই পরমহংস, অর্থাৎ তাঁহাকেই পরমহংস নামে খ্যাত করেন। সমাপ্ত্যর্থে দ্বিরুক্তি করিয়াছেন ॥৪১॥

ইতি জাবালোপনিষৎ সমাপ্তঃ।

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

গতপত্রে ধাতু সংস্থান বর্ণন করতঃ অত্রপত্রে স্ত্রী জাতির গর্ব্ভ সংস্থান বিষয়ক রজ উৎপত্তি এবং স্তন্যোৎপত্তির প্রমাণ লিখিতেছি।

---

* যখন সমস্ত অশুভ কর্ম্ম নির্মূলন করিতে কহিয়াছেন, তখন পরমহংসের প্রতি শুভ কর্ম্মের অনুশাসন থাকিল, অশুভকর্ম্ম পাপ পরানিষ্ট করণ, অথবা সমস্ত কাম্য কর্ম্মকে অশুভকর্ম্ম রূপে ধৃত করিয়াছেন সুতরাং শুভকর্ম্মকে এস্থলে নিত্যকর্ম্মে ব্যাখ্যা করেন, বাহ্যোপকরণ শূন্য বিধায় পরমহংসেরা মানসে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, যেহেতু অধ্যাত্ম নিষ্ঠ হইতে আজ্ঞা করেন এতদর্থে এক ব্রহ্মানুচিন্তনেই তাঁহাদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। অতএব ঋষ্যাদ ব্রহ্মানুষ্ঠানকে পরমহংসের ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সমস্ত সংসারোচিত কর্ম্ম করিয়া সংসারে থাকিয়া, সৎক্রিয়াতে বর্জ্জিত হইয়া যে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিবেক এমত আজ্ঞা বেদান্তে করেন নাই, তবে সংসারস্থ ব্যক্তি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরায়ণ হইয়া বিধিপুরঃসর কর্ম্ম করতঃ তত্ত্বানুচিন্তন করিলে জ্ঞানী হয়।

অথ গর্ব্ভাশয় লক্ষণং।

শংখ্যনাভ্যাকৃতির্যোনি স্ত্র্যাবর্ত্তাচ প্রকী-
র্ত্তিতা। অস্যাস্তৃতীয়চাবর্ত্তে গর্ব্ভশয্যা প্র-
কীর্ত্তিতা॥ ১॥   চক্রং।

শংখ্যনাভির ন্যায় আকৃতি যোনিমণ্ডল, অর্থাৎ * ত্রিআ-
বর্ত্ত, সেই যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ব্ভাশয়, অর্থাৎ সন্তা-
নের বাসস্থান॥ ১॥

অথ গর্ব্ভস্থ পদ্মবর্ণন।

নাভিদেশে ভবেন্মূলং যোনিদেশেচ পদ্ম-
কং। ঊর্দ্ধমূলং হ্যধোবক্তুং বিংশত্য-
ধিশতং দলং॥ ২॥   চক্রং।

যে পুষ্পের ফল রূপ সন্তানোৎপত্তি হয়, তাহার নাম
বিংশত্যধিক শতদল পদ্ম ঊর্দ্ধে নাভিদেশে তন্মূল, যোনি
বিবরে পদ্মের আকৃতি, অর্থাৎ ঊর্দ্ধে মূল অধোমুখ পদ্ম
তাহাতেই সন্তানোৎপত্তি স্থান॥ ২॥

ইত্যর্থে ব্যক্তীকৃত করিয়াছেন, যে যোনিস্থিত, কমল কর্ণিকার
স্বরূপ যে নাড়ী তাহাকেই পুত্র নাড়ী বলেন। ঐ যোনি
সংস্থান বিষয়ক পদ্মের নির্ণয়, আদৌ বর্ত্তুল মণ্ডল, তন্মধ্যে
চতুষ্কোণ বেদী, বেদী মধ্যে অষ্টকোণ পীঠ, পীঠ মধ্যে কর্ণি-
কার স্বরূপ নাড়ী, তাহাকে বেষ্টন করিয়া একশত বিংশতি দল

আছে, তন্মধ্যে আনন্দ ধাম ষড়্‌দল, ষড়্‌দলের অভ্যন্তরে ব্রহ্মাসন রূপ অষ্টদল, অষ্টদলাভ্যন্তরে ত্রিকোণাকার তিন দল, এক পক্ষ মুদ্রিত অপর পক্ষ প্রস্ফোটিত থাকে, অর্থাৎ শুক্র প্রভাবে চন্দ্রনাড়ীর সঞ্চারে অর্থাৎ ঈড়া প্রভাবে রস ভাগকে নির্গত করিয়া, চন্দ্র কিরণে পদ্মকে মুদ্রিত করে, তদিতর সূর্য্য নাড়ী প্রভাবে কৃষ্ণপক্ষ স্বরূপ পিঙ্গলা দ্বারা সূর্য্যকিরণ লাগিয়া ক্রমে২ প্রস্ফুটিত হয়। অর্থাৎ শুক্র ভাগ চন্দ্র, রক্ত ভাগে সূর্য্য, সুতরাং রস রক্তকে শুক্লকৃষ্ণ পক্ষ রূপে ধৃত করা যায়। তথাহি তন্ত্রং (প্রফুল্লেত্বুত্রিপত্রারে বাহ্যে রুধির দর্শন মিতি মাতৃকা ভেদে) যোনি বিবরস্থ ত্রিপত্র পদ্ম যৎকালিন প্রস্ফোটিত হয়, তৎকালেই বাহিরে রক্তশ্রব হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের শরীরে যে নাড়ী দ্বারা রস সঞ্চয় হয় পুরুষ শরীরে সেই সকল নাড়ীসত্বেও তাহাতে তাদৃক রক্তোৎপত্তি হয় না, কারণ শুক্রা নাড়ীর বল প্রযুক্ত শুক্রই জন্মে, অনন্তর ঋতু উৎপন্ন যে প্রকার হয় তাহার প্রকার লিখিতেছি, অর্থাৎ নাভির অধো (জরায়ু) যাহাকে গর্ভাশয় বলা যায়, এবং জঠরকে সমুদ্র বলে সমুদ্রের সহিত চন্দ্রের প্রীতি যেহেতু সমস্ত জলই চন্দ্র সত্বাকে অবলম্বন করে, সেই চন্দ্র স্থান ললাট, তদংশে মন, তদর্থে তন্ত্রে লিখিয়াছেন, আজ্ঞাপুর দ্বিদল পদ্ম ভ্রূমধ্যে সেই পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে নাদ ও বিন্দু, এই উভয় চক্রকে সূর্য্য ও চন্দ্র মণ্ডল বলে, যথা তন্ত্রং (নাদচক্রে স্থিতঃসূর্য্য বিন্দুচক্রেচ

চন্দ্রমা) নাদচক্রে সূর্য্য বিন্দুচক্রে চন্দ্র, বা স্তব নাদচক্রের প্রতাপে বিন্দুচক্র তেজস্বান হয়, বাহিরে ও সূর্য্য দীপ্তিতে চন্দ্রকে দীপ্ত দেখা যায়, ঐ নাদচক্রের সহযোগে বিন্দুচক্রের সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগ দিয়া দ্বাত্রিংশৎ নাড়ী নির্গত হইয়া জরায়ুতে মিলিত হইয়াছে, সুতরাং পশ্চাৎ ভাগকে কৃষ্ণ পক্ষ সম্মুখ ভাগকে শুক্লপক্ষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু দুই নাড়ী অদৃশ্যা রক্ত শুক্ররূপা পূর্ণা থাকে, তাহার একের নাম (কুহু) অপব শিনীবালী নামে খ্যাতা, তদন্যৎ ত্রিংশৎ নাড়ীব নাম ডামরে উক্ত করিয়াছেন। যথা

শীতলা নলিনীচৈব নালিনী, বিষনালিনী।
মদন্তী রন্তিদেবীচ বিশোকা শোকদায়িনী।
কান্তারা কামিনী, কুল্লা, কল্লোলা, মদনা, মতী। পূর্ণান্তা শুক্ল পক্ষীয়া নাদচক্র পুরস্থিতা।

শীতলা ১ নলিনী ২ নালিনী ৩ বিষনালিনী ৪ মদন্তী ৫ রন্তিদেবী ৬ বিশোকা ৭ শোকদায়িনী ৮ কামিনী ১০ কুল্লা ১১ কল্লোলা ১২ মদনা ১৩ মতী ১৪ পূর্ণা ১৫ এই পঞ্চদশী নাড়ী নাদচক্রের সম্মুখবর্ত্তিনী ইহাকে শুক্লপক্ষ রূপে সংগৃহীতহইয়া বিদ্বানেরা তিথীরূপে বর্ণন করেন। তথাচ কৃষ্ণপক্ষীয় নাড়িকা। যথা

রুদ্ধা বিরুদ্ধা সংরোধা, ক্ষোভনা, সুরসুন্দরী। নলনা বিমলা শ্যামা। ভাবিনী

ভাবসুন্দরী, কুলহা, কুলকত্রীচ কুলীনা কুল বর্দ্ধিনী। কল্যাণ্যাদ্যা পৃষ্ঠভাগে কৃষ্ণপক্ষে ধৃতা বুধৈঃ।

* রুদ্ধা ১৬ বিরুদ্ধা ১৭ সংরোধা ১৮ ক্ষোভনা ১৯ সুরসুন্দরী ২০ নলনা ২১ বিমলা ২২ শ্যামা ২৩ ভাবিনী ২৪ ভাবসুন্দরী ২৫ কুলহা ২৬ কুলকত্রী ২৭ কুলীনা ২৮ কুলবর্দ্ধিনী ২৯ কল্যাণী ৩০ ইত্যাদি পঞ্চদশ নাড়ীকে নাদচক্রের পশ্চাৎ ভাগে কৃষ্ণপক্ষ রূপে ধৃত করিয়াছেন।

---

* ঋতু প্রথম দিবস অবধি চতুর্থ দিবসকে এনিমিত্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন যেহেতু রুদ্ধা বিরুদ্ধা সংরোধাক্ষোভনা, দ্বারা রক্তশ্রব হয়, তাহাতেই নিন্দিত বলিয়া, একাদশ দিবসে কুলহা নাড়ী মুখে রক্তশ্রব হয়, তাহাতে যে প্রজা জন্মে সে কুলের অনিষ্ট সাধন করে। ত্রিযোদশে কুনীতা নাড়ী দ্বারা রক্তশ্রব হয় এনিমিত্ত তদ্দিনজাত সন্তানের কুনীতি হয়, ইহা জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মনু এবং ঋষিগণেরা ঋতুরক্ষার্থ ষোড়শ দিনের মধ্যে দশ দিবসকে প্রশস্ত করিয়াছেন, ইহা অজ্ঞলোকের বুদ্ধিতে কি প্রকারে উদয় হইতে পারে। যথা [আদ্যাশ্চতস্রঃসংত্যজ্যা নিন্দিতৈকাদশী তথা ত্রিযোদশীচ শেষাস্তু প্রশস্তাদশ রাত্রিষু] প্রথম চারি দিবস আর নিন্দিত একাদশ দিবস অপর ত্রিযোদশ দিবসকে ত্যাগ করিয়া শেষ দশ দিবসকে প্রশস্ত করিয়া লইয়াছেন। তথাচ তন্ত্রং [রজঃস্বলাচ যানারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে ইত্যাদি] তন্ত্রে মহাদেবও উক্ত করেন রজঃস্বলাস্ত্রী পঞ্চম দিবসে বিশুদ্ধা হয়।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৭৪ সংখ্যা শকাব্দ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ১৫ চৈত্র রবিবার

অথ মানব শরীরের সহিত ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলের সম্বন্ধ বিচার।

যদ্রূপ বাহিরে চন্দ্রের এক২ অংশকে হ্রাস বৃদ্ধি ভেদে প্রতি পদাদি নামে উক্ত করেন, তদ্রূপ শরীরস্থ এই নাড়ী সকলকেও সেই রূপ শোণিতের ক্ষয় বৃদ্ধিভেদে তিথি বলিয়া ধরিয়াছেন। শুক্লপক্ষে যদ্রূপ ক্রমশ এক এক তিথি ভেদে চন্দ্র হইতে সুধাক্ষরিয়া পৃথিবীতে পড়ে সেই

রূপ শরীরস্থ চন্দ্র হইতে শীতলাদি নাড়ী দ্বারা শুক্রমিশ্রিত শোণিত জরায়ুতে আসিয়া সংস্থিত হইয়া ক্রমে পূর্ণার পর রুদ্ধাদি নাড়ী দ্বারা ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, যেমন শুক্লপক্ষে চন্দ্র বৃদ্ধি দশা প্রাপ্ত হইয়া পুর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ অবধি ক্ষয় হইতে থাকে। বিশেষ এই যে প্রথমতঃ (রুদ্ধা বিরুদ্ধা সংরোধাক্ষোভনা) এই নাড়ী চতুষ্টয়দ্বারা (৩॥০) সার্দ্ধত্রয়াঙ্গুলি (১৮) ডেড়সের ষোড়শতোলক শোণিত ক্ষরিত হইয়া অদৃষ্ট রূপে অপর ষোড়শ তোলক পরিমাণে কল্যাণী দ্বারা শেষে ক্ষয় পায়, কিন্তু সন্তানোৎপায় রক্ত শেষ না হইলে হয় না, যদিস্যাৎ চতুর্থ দিবসের পর শোণিত শেষ হইলে যৎকিঞ্চিৎ থাকিতে ঋতুরক্ষা করে তাহাতে সমান শোণিতক্রমে মিলিত হয় তবে নপুংসক সন্তান জন্মে, যদ্যপি উভয় মধ্যে কিঞ্চিন্ন্যূনতা থাকে তবে কন্যা পুত্র হয়। তৎপ্রকার রজোধিকে কন্যা। শুক্রাধিকে পুরুষ জন্মে।

যৎকালে সন্তানোৎপত্তির সময় হয়, তৎকালে গর্ব্ভাশয়ে শুক্র বিন্দুপাতমাত্রেই রক্ষাপায়, এবং যে দিবসে শুক্র ধারণা হয় সেই দিবসাবধি জরায়ু মুখ প্রচ্ছন্ন হইয়া, প্রজাত শোণিত আর বাহিরে সঞ্চরিত হয় না। যথা

অথ রক্তোৎপত্তি কথন।

গর্ব্ভেণশ্রোতসাং রোধোদার্ত্তবং নপ্রবর্ত্ততে।
অশ্রুতং তত্র রুধির মূর্দ্ধগং পূরয়েৎস্তনৌ॥
চক্রং।

গর্ব্ভে নাড়ী প্রবাহের অবরোধ হয়, সুতরাং জরায়ুতে সংস্থিত ঋতু বাহিরে প্রবর্ত্ত হয় না, অতএব অশ্রুত রুধির অর্থাৎ মসেং জনিত শোণিত বাহিরে শ্রবনা হওন প্রযুক্ত ঊর্দ্ধগামী হইয়া দুগ্ধ রূপে স্তনদ্বয়ে পরিপূর্ণ হয়।

তাৎপর্য্য এই যে ঐ শোণিতের পরিমাণ পূর্ব্বে লেখাগিয়াছে, ষোড়শ নাড়ী দ্বারা দিনেং জরায়ুতে সঞ্চিত হয়, এবং অপব ষোড়শ নাড়ী দ্বারা দিনং ক্ষরিত হইয়া স্বল্পাবশিষ্ট কালে সন্তানোৎপত্তি যোগ থাকিলে শুক্র সংযোগে সন্তান জন্মে, সেই দিবস অবধি আর রক্তশ্রব হয় না, কিন্তু শীতলাদি নাড়ী দ্বাবা প্রতি দিন প্রজাত শোণিত জরায়ুতে আসিয়া সঞ্চিত হয়, বাহিবে অশ্রুত প্রযুক্ত ঐ রক্তে দুগ্ধ জন্মে, বিশেষতঃ শিনীবালী নামে যে নাড়ী তাহাতে কিঞ্চিৎ শোণিত প্রত্যহই অবস্থিতি করে, ঐ নাড়ীকে কফ বলিয়া বৈদ্যকে ধৃত করেন, এবং ঐ নাড়ী প্রভাবেই সন্তানোৎপত্তি হয়, অর্থাৎ যদ্যপি ঐ শিনীবালী নাম্নী নাড়ী স্বপ্রকৃতিতে থাকে তবেই তাহার প্রভাবে সন্তান জন্মে, তাহাব প্রমাণ গর্ব্ভাধান সংস্কারে শিনীবালীর পুত্রদাতৃত্ব মহিমা সূচক স্তুতি করিয়াছেন। যথা (গর্ব্ভং দেহিশিনীবালীত্যাদি) গর্ব্ভ শব্দে সন্তান অর্থাৎ হে শিনীবালি, তুমি আমাকে সন্তান প্রদান করহ। অতএব স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের ঋতু (৪) অঞ্জলি অর্থাৎ ৬৪ তোলক প্রমাণে (১) সের

তাহার অতিরিক্তও অপ্পতাকে বাধক পীড়া বলে * বাধক শব্দে সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাৎকারক রোগ বিশেষঃ। সংপ্রতি কোন্ দিবস কত সংখ্যায় শোণিত জন্মিয়া কোন্ নাড়ী দিয়া জরায়ুতে পতিত হয়, তাহার নিরূপণ করিয়া লিখি-

---

* বাধক চারি প্রকার হয় তাহার প্রমাণ কুব্জিকা তন্ত্রে। যথা (রক্তমাত্রীচ ষষ্ঠীচ ডাঙ্কুরো জলকুমারকঃ। চতুর্ব্বিধো বাধকঃস্যান্মু-নিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।) রক্তমাত্রী, ষষ্ঠী, ডাঙ্কুর, জলকুমার, এই চতুর্ব্বিধ বাধক মুনিগণেরা কহিয়াছেন। এই বাধক স্ত্রীলোকের ঋতুকালে জন্মে, তাহার লক্ষণ কহিতেছি, যথা উক্ত তন্ত্রে (ব্যথোর্দ্ধ কট্যাংতথা নাভেরধঃ পার্শ্বে তথা তথা। রক্তমাত্রী প্রদোষেণ জায়তে ফল-হীনতা) কটি উর্দ্ধে ও নাভির অধোভাগে, এবং পার্শ্বে বেদনা জন্মে, ইহাকে রক্তমাত্রী বলে, এই বাধকে সন্তান জন্মে না॥ ১॥ (নেত্রে হস্তে তথা জ্বালা যোনৌচৈব বিশেষতঃ। লালা যুক্তঞ্চ রক্তঞ্চ ষষ্ঠীনাং দূষণং ভবেৎ।) চক্ষু হস্ত যোনিতে জ্বালা হয়, লালাযুক্ত রক্তক্ষরে ইহার নাম ষষ্ঠী বাধক॥ ২॥ [উদ্বেগং গুরুতা দেহে রক্ত শ্রাবো ভবেদ্বহুঃ। নাভেরধো ভবেৎ শূলং ডাঙ্কুর স্যচ বাধকঃ।] গাত্র উষ্ণ এবং বহু রক্ত শ্রাব হয়, আর নাভির অধোভাগে শূল অর্থাৎ গোটিকা জন্মে, ইহার নাম ডাঙ্কুর বাধক॥ ৩॥ [সশূলাচ সগর্ব্ভাচ শুষ্ক দেহাল্প রক্তিকা। জলকুমারস্য দোষেণ জায়তে ফল-হীনতা॥ ৪॥ উদর বেঁধে এবং গাত্র শুষ্ক হইয়া যায় আর অল্প রক্তক্ষরে এবং মধ্যে২ জলশ্রাব হয়, ইহার নাম জলকুমার বাধক॥ ৪॥ এতদ্ভিন্ন আরো এই চারি বাধকের লক্ষণ আছে, তাহা কহিতেছি [মাসমেকং দ্বয়ংবাপি ঋতু হীনা যদাভবেৎ। রক্তমাত্রী প্রদোষেণ জায়তে ফলহীনতা॥ ১॥] এক মাস বা দুই মাস যদি

তেছি, অর্থাৎ অষ্টতোলক শোণিত (৶৹) পোয়া (শিনীবালীতে) নিত্যাবস্থিত, তচ্ছিন্ন [শীতলাদি] (১৫) পঞ্চদশ নাড়ী দ্বার দিয়া প্রতিদিন শ্রব হইয়া গর্ব্ভশয়ে পড়ে তাহার সংখ্যা যথা (ভাগত্রয়েণার্ত্তবস্তু সংজাতো নাড়িকা মুখে। পঞ্চপঞ্চ তথা পঞ্চ দ্ব্যষ্ট সপ্তদ্বয়ং ক্রমাৎ) উক্ত (১৫) পঞ্চদশ নাড়িকা মুখে ত্রিভাগক্রমে ঋতু জন্মে অর্থাৎ পাঁচ-পাঁচ নাড়ী এক এক ভাগ, তাহাতে প্রথম [(শীতলানলিনী নালিনী বিষনালিনী মদন্তী এই পঞ্চমী দ্বারা (২) তোলক প্রমাণে প্রথমাবধি প্রজাতশোণিত গর্ব্বাশয়ে সংস্থিত হয়, অনন্তর দ্বিতীয় ভাগে (রম্ভিদেবী বিশোকা, শোকদায়িনী, কান্তারা কামিনী) এই মধ্য পঞ্চ নাড়ী অর্থাৎ দশমী পর্য্যন্ত

ঋতু হীনা হয় তাহাকেও বক্রমাত্রী বলে। [মাসৈকেন ভবেদ্যস্যা ঋতুস্নান দ্বয়ং প্রিয়ে। মলিনা বক্রযোনিস্যাৎ ষষ্ঠীনাং দূষণ ভবেৎ ॥ ২ ॥ এক মাসের মধ্যে দুইবার ঋতুস্নান হয়, এবং মলিনা থাকে আর বক্র দিবস বক্রযোনি হয় তাহাকেও ষষ্ঠী বাধক বলে, [মাসত্রয়ং চতুর্থন্বা ঋতুহীনা ভবেৎ যদি। কৃষাঙ্গী কর পাদস্যাৎ জ্বালা ডাঙ্কুর দুষণং ॥ ৩ ॥ মাসত্রয়, বা, চতুর্থমাস যদি ঋতু হীনা, এবং কৃষশরীর, ও কর পাদের জ্বালা হয়, তাহার নাম ডাঙ্কুর বাধক, [সদাক্রুদ্ধাচ স্থূলাচ বহুকাল ঋতুস্তথা। একস্তনী স্বল্পরক্তা জলকুমারস্য দূষণং ॥ ৪ ॥ ঋতুকালে ক্রুদ্ধা হয়, এবং শরীরের স্থূলতা অর্থাৎ গাত্র ভারি হয়, আর অনেক দিবস পর্য্যন্ত রক্ত থাকে কিন্তু অল্প২ করে, এবং স্তনদ্বয় ভারি হয়, ইহারও নাম জলকুমার বাধক। এই চারি প্রকার বাধকের ফলে সন্তানের হানি করে।

(৮) তোলক প্রমাণে শোণিত জন্মে, শেষ ভাগে, (কুল্লা, কল্লোলা, মদনা, মতী, পূর্ণা এই পঞ্চমী নাড়ী পঞ্চদশী নামে খ্যাতা ইহারদিগের প্রবাহে (১৪) চতুর্দ্দশ তোলক প্রমাণে প্রত্যহ শোণিত জাত হয়, যখন ঐ শোণিত গর্ব্বাশয়ে প্রস্তুত হয় তখন তাহার তীব্রবেগে অর্থাৎ শোণিতের বেগে যোনি পদ্ম প্রস্ফোটিত হইয়া ত্রিদল পদ্ম মুখের দ্বারা বাহিরে রক্তশ্রব হয়, ইহাকে শুক্লপক্ষ রূপে ধৃত করিয়াছেন, যে দিবস প্রথম শোণিতশ্রব হয় সেই দিবস অবধি কৃষ্ণপক্ষ রূপে গ্রহণ করাযায়, কারণ চন্দ্র বৃদ্ধি শুক্লে, কৃষ্ণে চন্দ্রক্ষয় পায়, অতএব শোণিতক্ষয় দিবসকে কৃষ্ণপক্ষে ধৃত করিয়াছেন। একারণ বিরুদ্ধাদি নাড়ী মুখে যেরূপে শোণিতশ্রব হয় তাহার প্রকার, পূর্ব্বে রক্ত সঞ্চয় কারিণী নাড়ী যেমন তিন ভাগে ভুক্ত, সেই রূপ রক্তশ্রাবিণী নাড়ীও তিন ভাগে ভুক্ত হয়, যথা (রুদ্ধা, বিরুদ্ধা সংরোধা, ক্ষোভনা, সুরসুন্দরী) এই প্রথম ভাগে পঞ্চ নাড়ী দ্বারা (১৪) তোলক প্রমাণে প্রতিদিন শোণিতশ্রব হয়, অনন্তর মধ্যম পঞ্চভাগে (নলনা, বিমলা, শ্যামা, ভাবিণী, ভাবসুন্দরী) এই নাড়ী দ্বারা (৮) তোলক প্রমাণে শোণিতক্ষরে শেষ পঞ্চ নাড়ী মুখে অর্থাৎ (কুলহা, কুলকর্ত্রী, কুনীতা, কুলবর্দ্ধিনী, কল্যাণী) ইত্যাদিতে (২) তোলক প্রমাণে রুধিরশ্রাব হয়, বিশেষঃ লৌকিকেও চতুর্থ দিবস পর্য্যন্তই শোণিত দর্শন হয়, তাহার পর আর শোণিত দৃষ্টি হয় না, কিন্তু কাহারং বহু-

দিবস পর্য্যন্তও শোণিত দেখা যায়, ফলিতার্থ চতুর্থ দিবসের পর রজোনিবৃত্তি হইয়া অদৃষ্ট সলিল রূপে যে স্ত্রীর শোণিত নির্গত হয়, সেই স্ত্রীই বহু সন্তান ভাগিনী হয়েন, আর যে স্ত্রীর চতুর্থ দিবসের পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত রক্তযোনি থাকে সে প্রায় বন্ধ্যা হয়, নচেৎ কদর্য্য পুত্র জন্মে একারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থাহে রজোনিবৃত্তি হয় না বলিয়াই প্রশস্ত পুত্র লাভার্থ চতুর্থাহকে ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন, ইহার আরও কারণ লিখিতেছি. ঋতুর প্রথম দিবস রুদ্ধা নাড়ী মুখে রক্তশ্রব, তাহাতে বীর্য্যাধান করিলে মলিন, পুত্র জন্মে, তন্নিমিত্ত সেই দিবসে স্ত্রীকে চাণ্ডালী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, দ্বিতীয় দিবসে (বিরুদ্ধা) নামে নাড়ী মুখে রুধিরশ্রাব হয়, সে দিবসে যে পুত্র জন্মে সে পুত্র দৈবপিত্র কার্য্যে অনধিকারী নাস্তিক হয়, একারণ ঐ দিবসে স্ত্রীকে মেচ্ছা অথবা রজকী কহিয়াছেন, তৃতীয় দিবসে (সংরোধা) নামে নাড়ীতে শোণিতক্ষরে, তাহার গুণ তদ্দিনজাত সন্তান (গোব্রহ্ম দেবতাদ্বেষ্টা ভবিষ্যতি নরাধমঃ) গোব্রাহ্মণ দেবতাদ্বেষ্টা এবং নরাধম হয়, এজন্য সেই দিন স্ত্রীকে ব্রহ্মঘাতনী বলে, চতুর্থাহে (ক্ষোভনা) নামে নাড়ী দ্বারা শোণিত প্রস্থত হয. তদ্দিনজাত পুত্র ধর্ম্মকে ক্ষুব্ধ করে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দিবসত্রয়ের ফলে বেদোদিত ধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া তদুদিত কর্ম্মকে ত্যাগকরে, কিন্তু চতুর্থ দিবসে বেদকে অগ্রাহ্য না করিয়া কেবল শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে

অলস এবং দৈবপিত্র কার্য্যকে ক্ষুদ্দ করে, অর্থাৎ হেতুবাদ দ্বারা দোষ দেয়। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে (আজীবনং নাধিকারী পিতৃ বিপ্র সুবার্চ্চনে। পূর্ব্ববৎ পতিতঃ সোপিনাচার্হঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু। অসৎশূদ্রা চতুর্থেহহ্নিনগচ্ছেত্তাং বিচক্ষণঃ।) অর্থাৎ চতুর্থ দিবসজাত পুত্র আজীবন পর্য্যন্ত দেবতা ব্রাহ্মণ পিতৃ পূজায় অধিকারী হয় না, এবং পূর্ব্ববৎ পতিত হয়. পূর্ব্ববৎ শব্দে প্রথমাধি তৃতীয় দিবসজাত পুত্রবৎ পতিত, সুতরাং ঐ দিবসে স্ত্রীকে অসৎশূদ্রা বলিযাছেন, অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি চতুর্থাহে সেই স্ত্রীতে অভিগমন করবেন না, তবে দেশ ব্যবহার নিমিত্ত যদি কেহ গমন করেন, সে কেবল ভার্য্যার পরিতুষ্টির কারণ, নচেৎ সৎপুত্রকামী কদাপি ঐ দিবসে ঋতুরক্ষা করেন না। এবং স্মার্ত্তবাগীশ ও একাদশ্যাদি তত্ত্বে প্রশস্ত পুত্রকামীকে চতুর্থাহ ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন। পঞ্চমাহে (সুরসুন্দরী) নামে নাড়ী মুখে শোণিতক্ষরে তদ্দিনপ্রশস্ত কিন্তু কন্যাকামীর পক্ষে জানিবা তথাপি শুক্রাতিরিক্ত ভাবে কদাচিৎ পুত্রও জন্মে, সেই কন্যা পুত্র ধর্ম্মশীল হয, যষ্ঠাহে (নলনা, সপ্তমাহে বিমলা, অষ্টাহে শ্যামা, নবমাহে ভাবিনী. দশমাহে ভাবসুন্দরী.) ইত্যাদিতে কন্যা পুত্র যে জন্মে সেইধার্ম্মিক হয, ইহার মধ্যে একাদশাহে [কুলহা] নাড়ীতেরক্তশ্রব জন্য কুলানিষ্টকারী পুত্র জন্মে অর্থাৎ তৎপুত্র হইতে কুল রক্ষা য়হ না, আর ত্রিযোদশ দিবসে [কুনীতা] নাড়ী মুখে রক্ত

ক্ষরিত হয়, অতএব তদ্দিনজাত কন্যা এবং পুত্র, কুনীতি যুক্ত হয়, একারণ সর্ব্ব শাস্ত্রেই একাদশ ও ত্রিয়োদশ দিবসকে নিন্দা করিয়াছেন, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ ও ষোড়শ দিবসকে পরম পবিত্র বঁলিয়া উক্ত করেন। এই শোণিতোৎপত্তির প্রকরণ লিখিয়া ব্যক্ত করিলাম, অতঃপর দুগ্ধোৎপত্তির বিষয় লিখিতেছি, যথা

অথ স্তন্যোৎপত্তি প্রকার।

চত্বারোঙ্গলয়ঃস্ত্রীণাং রজসঃপ্রকৃতিস্তথা।
দ্বাবঙ্গলী প্রজাতায়াঃ স্তন্যস্যাপিহিযো-
ষিতঃ॥ চক্রং।

স্বাভাবিক স্ত্রীলোকের [৪] চতুরঙ্গলি শোণিত অর্থাৎ আহারেব গুণে [২] সের রজঃ জন্মে কিন্তু চতুর্মাস গর্ব্ভ ইহলেই ঐ শোণিত [২] অঙ্গুলি দুগ্ধ হয়, ইহাই স্ত্রীলোকের শরীরের প্রমাণ।

অর্থাৎ প্রথম বিন্দুপাত মাত্রতঃ শুক্রের সহিত সংযম হইতে থাকে, তদ্দিবসাবধি ঐ শোণিতে সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জন্মে চতুর্থ মাসের পূর্ব্বাবধি নাভি নাড়ী দ্বার দিয়া শোণিত ভাগ সন্তানের উদরে প্রবিষ্ট হয় তাহাতেই বহির ভ্যন্তর শরীরের গঠন করে, যখন বহিরিন্দ্রিয় সংযোগ অর্থাৎ নাসিকা কর্ণ মুখাদির ছিদ্র জন্মে, তখন জননীর নাভি দেশে

মুখদিয়া অল্পেং ঐ শোণিত পান করিতে থাকে, যথা [জনন্যা নাভি দেশেতু মুখং দত্বা পিবত্যসৌ] ইতি সাংখ্যে। পঞ্চম মাসে অর্দ্ধেক ভাগে রজ দুগ্ধ হইয়া উদ্বহ বায়ুর সহকারে বাষ্পযোগে ঊর্দ্ধে গমন করতঃ স্তনদ্বয়ে আপূরিত হয়, কারণ প্রজাত পুত্র বাহিরে অন্য বস্তু আহার করে না, এবং রজোভাগও পান করিতে পায় না, একারণ বালকের আহারার্থে জগদীশ্বর শরীর যন্ত্রে কৌশল দ্বারা রজঃ পাকে দুগ্ধ করিয়াছেন, তাহার সম্যক কারণ বুদ্ধির অগম্য আশুবোধার্থে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতেছি।

নাভিণালে বৃতৌনাড়ী ক্ষীরা ক্ষীরবতী তথা। আগতৌ স্তনমূলান্তং স্তন্যমূর্দ্ধং নয়ত্য সাবিতি॥ চক্রং।

স্ত্রীলোকের নাভিণালে সংযুক্ত হইয়া স্তনমূল পর্য্যন্ত গমন করিযাছেন ক্ষীরা ও ক্ষীরবতী নামে নাড়ী, তদ্দ্বারা ঊর্দ্ধে দুগ্ধকে লইয়া যান। সেই নাড়ীদ্বয় বারুণী যন্ত্র ণালের ন্যায, তন্মূলে জঠরানলের নিকটে [গান্ধর্বী] নামে নাড়ী, যথা [গান্ধর্বী নাম সানাড়ী জঠরানল সন্নিধৌ। তৎপ্রভাবাৎ নাড়িকাযাং স্তন্যং ভবতি শোণিতং।] গান্ধর্বী নামে নাড়ী যিনি জঠরানলের নিকট, তাহার প্রভাবে স্ত্রীলোকের শোণিত তৎক্ষণমাত্রে দুগ্ধ হয়। তৎপ্রকরণ এই যে অগ্নিপ্রভাবে গান্ধর্বী নাড়ী হইতে বাষ্প উত্থিত

অর্থাৎ ধূমোত্থিত হয়, সেই ধূমা লাগিয়া রক্ত শ্বেতবর্ণ দুগ্ধাভ হয়, এবং বাষ্পযোগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া ক্ষীরা ও ক্ষীরবতী নাড়ী দ্বারা স্তনে গমন করে। ঐ রক্ত প্রকৃতি যে শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার কারণ, যন্ত্র জাত রক্ত গান্ধারী নাড়ীর বাষ্পে অর্থাৎ ধূমালাগিয়া শ্বেতবর্ণ হয়, লৌকিকে ও যন্ত্র পুষ্প যবা ও করবীরের রক্ততা গন্ধকের ধূমায় অপহরণ করতঃ শ্বেত বর্ণ করে, এ নিমিত্তে তন্ত্রে স্ত্রীরজকে [স্বয়ম্ভূকুসুম] বলিয়াছেন, আরও প্রমাণ, স্ত্রীলোকের রজ হইলে লোকে পুষ্পবতী বলিয়া থাকে, এবং তদুপলক্ষে পুষ্পোৎসব করে, সুতরাং স্ত্রীলোকের রজকে যন্ত্রপুষ্প বলা যায়, বিশেষতঃ যন্ত্রপুষ্প ব্যতীত অন্য রক্তবর্ণকে গন্ধকের ধূমায় শ্বেত বর্ণ করে না, এই হেতু রজ দুগ্ধ হয়, তদ্ভিন্ন শরীরস্থ অন্য রক্ত দুগ্ধ হয় না। ইহা অতি বিচক্ষণ পণ্ডিতে বুঝিতে পারেন, জড়বুদ্ধির বুদ্ধিতে উদয় হওয়া সুকঠিন। তবে জাতমাত্র বালকের মুখে স্তন টিপিয়া স্তন্যদিলেই পূর্ব্বাভ্যাস বলে টানিয়া দুগ্ধ পান করে, অর্থাৎ গর্ব্ভস্থকালে শোণিত পান করিত সেই রস বোধে স্তন্য পানে আসক্ত হয়। অতঃপর গর্ব্ভস্থ বালকের অবস্থা লিখিয়া ব্যক্ত করিব।

বিজ্ঞাপন।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কাবফবনাব বাটী হইতে বণ্টন হয।

কলিকাতা—শাখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পাত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৭৬ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৪। সন ১২৫৯ সাল ৩০ চৈত্র সোমবার

শকাব্দা ১৭৭১ শক বঙ্গাব্দা ১২৫৬ সালের নিত্যধর্ম্মানু-রঞ্জিকার নির্ঘণ্ট পত্র।

৮১ সংখ্যা।

৮২ সংখ্যা।

শকাব্দা ১৭৭২ শক বঙ্গাব্দা ১২৫৭ সালের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার নির্ঘণ্ট পত্র।

শকাব্দা ১৭৭৩ শক বঙ্গাব্দা ১২৫৮ সালের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

শকাব্দা ১৭৭৩ শক বঙ্গাব্দা ১২৫৮ সালের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্তঃ।

শকাব্দা ১৭৭৪ শক বঙ্গাব্দা ১২৫৯ সালের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার নির্ঘণ্ট পত্র ।

১৫৩ সংখ্যা

১৫৪ সংখ্যা

১৫৫ সংখ্যা

১৫৬ সংখ্যা

১৫৭ সংখ্যা

১৫৮ সংখ্যা

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র ।

শকাব্দা ১৭৭৪ শক বঙ্গাব্দা ১২৫৯ সালের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্তঃ ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল ও সন ১২৫৮ সাল ও সন ১২৫৯ সাল এতৎ ষষ্ঠ বৎসরের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৬ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ড ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনপ্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথমাবধি মূল শ্লোক শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত তদর্থ গৌড়ীয় সাধুভাসায় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসাবধি ক্রমশঃ মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে, তাহার নিয়ম প্রতিমাসে ২৪ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য প্রতি মাসে চারি আনামাত্র সাময়িক পত্রন্যায় নির্দ্ধার্য্য করাগিয়াছে, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কারফরমার ভবনে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সভায় স্বয়ং আইলে বা পত্র প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন কিন্তু মূল্য প্রতি মাসেই প্রদান করিতে হইবে কালবিলম্বে স্বীকারকরা যাইবেক না।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কালকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।